

મુખતાશર

કિંદાપૂર તાંદ્રી

મધ્યમરિય સાર્વજનિક
કુલવર્ગીય આચાર્યકલ્પ

શ્રીમામ શ્રીવત્સ સુધાર્થ
સચિવાલય

(૧૯૭૫-૭૬ ઈ.)

مختصر كتاب التوحيد

وإثبات صفات الرب عز وجل

মুখতাছার কিতাবুত তাওহীদ

ও মহামহিম রবের গুণাবলি সাব্যস্তকরণ

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০২২ ঈসাব্দ

নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা

مختصر كتاب التوحيد

وإثبات صفات الرب عز وجل

মুখতাছার কিতাবুত তাওহীদ

ও মহামহিম রবের গুণাবলি সাব্যস্তকরণ

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة

লেখক: আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযায়মাহ

أبو مالك أحمد بن علي بن المثنى الرّياشي

সংক্ষেপ: আবু মালিক আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনুল মুছান্না আর-রিয়াশী

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল মামুন

সম্পাদনা: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

ভূমিকা.....	১৫
১. আল্লাহ তা'আলার 'নাফস' এর আলোচনা । তিনি মাখলূকের নাফসের ন্যায় নাফস থাকা থেকে উর্ধে এবং তাঁর কোন নাফস না থাকা থেকেও তিনি পবিত্র	১৯
২. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ থেকে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত 'নাফস' সাব্যস্তকরণ.. ..	২০
৩. আল্লাহ তা'আলার 'ইলম' এর ছিফাত সাব্যস্তকরণ	২৬
৪. আল্লাহ তা'আলার 'চেহারা' ছিফাত সাব্যস্তকরণ	২৭
৫. নাবী মুহম্মদুফা ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ থেকে আল্লাহ তা'আলার 'চেহারা' ছিফাত সাব্যস্তকরণ... ..	২৯
৬. আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার আকৃতি এবং তাঁর চেহারার আলো ছিফাতের বর্ণনা.	৩৮
৭. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এমন হাদীছ সমূহের বর্ণনা যেখানে আল্লাহর চেহারা এবং আকার ছিফাত সাব্যস্ত হয়েছে... ..	৭২
৮. সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে এবং তাঁর নাবী মুহম্মদুফা ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলার 'চোখ' ছিফাত সাব্যস্তকরণ.	৭৮
৯. আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন ও প্রত্যক্ষকরণ ছিফাতের বর্ণনা..	৮৩
১০. ইতোপূর্বে আমাদের রবের কিতাব হতে যা পাঠ করেছি তার সমর্থনে নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন সাব্যস্ত হওয়ার দলীলের বর্ণনা... ..	৮৮
১১. আমাদের রব ও সৃষ্টিকর্তার ছিফাত 'হাত' সাব্যস্ত হওয়ার দলীলের বর্ণনা । আর একথার বর্ণনা যে, আল্লাহ তা'আলার দু'টি হাত রয়েছে, যেমন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে যে, তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন তার দুই হাতে.....	৯১

১২. ইতোপূর্বে আমাদের রবের কিতাব হতে যা পাঠ করেছি তার সমর্থনে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর ছিফাত ‘হাত’ সাব্যস্ত হওয়া	৯৩
১৩. আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ছিফাতের বর্ণনা। এ মর্মে যে, আল্লাহ তাকে দুই হাত দিয়ে তৈরী করেছেন, তাঁর নি‘আমত দ্বারা নয়, যে কথার উপরে জাহমীয়া মু‘আত্তিলারা বিশ্বাস করে	১০১
১৪. ‘আল্লাহর হাত সুউচ্চ’ এর বর্ণনা.	১০২
১৫. আমাদের সৃষ্টিকর্তার দু’টি হাত রয়েছে। তার উভয় হাতই ডান হাত...	১০৪
১৬. আল্লাহ তা‘আলার মর্যাদার প্রকাশ। যখন তিনি তাঁর দুই হাতের এক হাতে যমীন মুষ্টিবদ্ধ ও অপর হাতে আসমানকে ভাঁজ করে রাখবেন	১০৯
১৭. আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন যমীনকে পরিবর্তন করে হাতের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ করবেন.....	১১২
১৮. আল্লাহ তাঁর দুই হাত প্রশস্ত করেন রাতের অপরাধীর জন্য, যেন রাতের অপরাধী দিনে তাওবা করে নেয় এবং দিনের অপরাধীর জন্য, যেন সে রাতে তাওবা করে নেয়, যতদিন না সূর্য তার অস্ত্রাচল হতে উদিত হবে.....	১১৩
১৯. আসমান-যমীন এবং এর উপরে যা আছে তা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক তাঁর আঙ্গুলের উপরে ধারণ করা সংক্রান্ত আলোচনা.....	১১৫
২০. মহা প্রতাপশালী ও সম্মানিত আল্লাহর ‘আঙ্গুল’ ছিফাতের বর্ণনা.....	১১৮
২১. মহা প্রতাপশালী ও সম্মানিত আল্লাহ তা‘আলার ‘পা’ ছিফাত সাব্যস্তের বর্ণনা	১২৬
২২. আমাদের সৃষ্টিকর্তা, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, যিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, তাঁর আরশের উপরে উঠার বর্ণনা.	১৪০
২৩. আল্লাহ তা‘আলা আসমানে রয়েছেন	১৪৫
২৪. আল্লাহ তা‘আলা সকল সৃষ্টির উপরে এবং তিনি আসমানে রয়েছেন	১৫৩
২৫. আল্লাহ তা‘আলা আসমানে রয়েছেন এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দেওয়া ঈমানের অংশ	১৫৯

২৬. আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা সংক্রান্ত হাদীছের বর্ণনা... ১৬১
২৭. আল্লাহর কালীম মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর কথ বলা বর্ণনা... ১৬৮
২৮. আল্লাহ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন... ১৭৫
২৯. সম্মানিত ও প্রতাপশালী আল্লাহ কর্তৃক কথা বলার ছিফাত এবং একথার বর্ণনা যে, আমাদের রবের কালাম মাখলূকের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়... ১৭৬
৩০. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে ওহী নাযিল হওয়ার ছিফাত এবং তিনি কখনো কখনো তা লোহার শিকল পতিত আওয়াজের ন্যায় শব্দ হিসেবে শুনতে পেতেন... ১৮১
৩১. অচিরেই ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। আর সেদিন আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন ভাষ্যকার থাকবে না... ১৮২
৩২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সাথে যে কথা বলবেন তার কতিপয় বর্ণনা ... ১৮৪
৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের সাথে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এবং তাদেরকে তিরষ্কার করার জন্য কথা বলবেন- এ কথার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ১৮৬
৩৪. বরকতময় নামসমূহ ও সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার কথা বলা এমন মুমিনের সাথে, যার পাপসমূহকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে গোপন রেখেছেন আর আখিরাতেও তাকে ক্ষমা করে দিতে চান ১৯৭
৩৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে কিতাব ও নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর এমন বাণী, যা দ্বারা তাঁর সৃষ্টি অস্তিত্বশীল হয় এবং তাঁর ঐ সৃষ্টি, যা তিনি স্বীয় বক্তব্য ও কথা দ্বারা অস্তিত্ব দান করেন এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য সংক্রান্ত আলোচনা.. ১৯৮
৩৬. আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর কালাম ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্য সম্পর্কে ... ২০০

৩৭. ক্বিয়ামতের দিন সকল মুমিনদের মধ্য হতে পাপী ও সৎকর্মশীল সকলেই আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টিপাত করবে. ২০৪

৩৮. ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল উম্মাত, পাপী, সৎকর্মশীল, মুমিন, মুনাফিক সকলেই এবং কিছু আহলে কিতাব আল্লাহকে দেখবে ২০৯

৩৯. ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহকে দেখা, যার দ্বারা তিনি তাঁর আউলিয়াদেরকে বিশেষায়িত করবেন ২১৬

৪০. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর মহাজ্ঞানী ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তাকে দুনিয়াতে থাকতে দেখা সংক্রান্ত পারম্পারিক সূত্রে বর্ণিত হাদীছসমূহের বর্ণনা ২২২

৪১. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে আল্লাহকে তিনি দেখেছেন, এ সংক্রান্ত বিষয়ে আয়িশাহ রদ্বীয়াল্লাহু 'আনহা হতে তার অস্বীকৃতিমূলক বর্ণিত হাদীছসমূহের বর্ণনা. ২৫২

৪২. কোনরূপ ধরন নির্ধারণ করা ব্যতিরেকেই আল্লাহ তা'আলার 'হাসি' ছিফাতের বর্ণনা.. ২৫৮

৪৩. আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আরো যা বর্ণিত হয়েছে.. ২৬৩

৪৪. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার উম্মাতের শাফা'আতের পর্যায়সমূহের বর্ণনা ২৬৬

৪৫. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার উম্মাতের জন্য কৃত শাফা'আতের বর্ণনা, যার মাধ্যমে সমস্ত নাবী আলাইহিমুস সালাম ও অন্য সকল মুমিনদের মধ্য হতে তাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে. ২৬৬

৪৬. আমরা যে শাফা'আতের বর্ণনা দিয়েছি, সেই শাফা'আতটি হচ্ছে নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শাফা'আতটি সকল সৃষ্টির মধ্যে ফায়ছালা শুরু করার জন্য করবেন, এ কথার দলীল.. ২৭১

৪৭. আমরা যে শাফা'আতের বর্ণনা দিয়েছি, এটা হচ্ছে শাফা'আতসমূহের মধ্যে প্রথম শাফা'আত। আর নিশ্চয় এটা সংঘটিত হবে ঐ সময়ে যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে ও লোকেরা পুলছিরাত অতিক্রম করার আগেই... .. ২৭২

৪৮. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিয়ামতের দিন একই অবস্থান থেকে একাধিক শাফা‘আতের অধিকার থাকবে, আর তাদের একটি আরেকটির পরে হবে.....২৭৪
৪৯. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামই কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফা‘আতকারী হবেন এবং তার শাফা‘আতই সর্বপ্রথম গৃহিত হবে ... ২৮৬
৫০. উম্মাতের জন্য নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যধিক কোমলতা, দয়া ও অনুগ্রহ থাকা এবং অন্যান্য নাবী আলাইহিমুস সালামদের তাদের উম্মাতের প্রতি যে কোমলতা, তা হতেও তার কোমলতা বেশি হওয়া প্রসঙ্গে ... ২৮৭
৫১. প্রত্যেক নাবীর জন্যই একটি করে দু‘আ থাকে, আর সবাই সে দু‘আ করে ফেলেছে ... ২৯০
৫২. আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার অর্ধেক উম্মাতকে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা শাফা‘আতের মধ্যে ইমতিয়ার প্রদান করা প্রসঙ্গে..... ২৯২
৫৩. শাফা‘আতের ক্ষেত্রে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি [বিশেষ] শব্দের বর্ণনা ২৯৮
৫৪. কাবীরাহ গুনাহ বলতে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহকে উদ্দেশ্য করেছেন, এ কথার দলীলের বর্ণনা ... ২৯৯
৫৫. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত হবে এমন তাওহীদপন্থীদের ব্যাপারে যারা গুনাহ ও ঞ্জটি-বিচ্যুতিতে লিপ্ত থাকায় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে ... ৩০০
৫৬. শাফা‘আতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা যাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ফায়ছালা করবেন ... ৩০৫
৫৭. উক্ত হাদীছসমূহে যাদের জাহান্নাম হতে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা আলোচিত হয়েছে, তারা মূলত শাফা‘আতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে..... ৩০৭
৫৮. আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের উপরে তাওহীদপন্থীদের সিজদার স্থানসমূহ এবং তাদের আকৃতিকে গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন এ কথার দলীল .. ৩০৮

৫৯. তাওহীদপন্থীদের মধ্য হতে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ফায়ছালা করবেন, তারা মূলত চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়. ৩১০

৬০. 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই' এ কথার সাক্ষ্যদানকারীকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে বের করবেন. ৩১১

৬১. নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তাওহীদের ব্যাপারে মৌখিকভাবে সাক্ষ্যদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শাফা'আত করবেন, যখন সে ইখলাস সহকারে এবং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা পাঠ করবে এ সংক্রান্ত বর্ণনা ৩১৩

৬২. 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই' এ কথা কে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্যদানকারীকে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে..... ৩১৪

৬৩. নিশ্চয়ই জাহান্নাম থেকে বের হবে যার অন্তরে দুনিয়ায় থাকতে ঈমান ছিল, তারা ব্যতীত যাদের অন্তরে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় ঈমান ছিল না। তাদের মধ্য হতে যারা তাদের মুখে তাওহীদের কথা স্বীকার করত তাদের অন্তরে ঈমান শূন্য থাকা অবস্থায় তারাও অন্তর্ভুক্ত, এ সংক্রান্ত বর্ণনা..... ৩১৬

৬৪. যে স্থানে দাঁড়িয়ে নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতের জন্য শাফা'আত করবেন, উক্ত স্থানই হচ্ছে 'মাক্বামে মাহমূদ' বা প্রশংসিত স্থান ৩২৭

৬৫. জাহান্নাম হতে নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাওহীদপন্থীদেরকে বের করার শাফা'আত প্রসঙ্গে..... ৩২৯

৬৬. ক্বিয়ামতের দিনে শাফা'আতের ক্ষেত্রে সিদ্দীকগণ নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামী হবেন, এরপরে সকল নাবীগণ আলাইহিমুস ছলাওয়াতু ওয়াসসালাম সিদ্দীকগণের অনুগামী হবেন, তারপরে শহীদগণ সকল নাবীগণের অনুগামী হবেন, এ সংক্রান্ত বর্ণনা. ৩৩৩

৬৭. এই উম্মাতের একজন ব্যক্তির শাফা'আতকৃত ব্যক্তিদের আধিক্য ও ইতোপূর্বে আমি যা বর্ণনা করেছি তথা নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম ছাড়াও অনেকে ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবেন একথার বিশুদ্ধতার দলীলের বর্ণনা ৩৩৭

৬৮. সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে রাজত্ব ও জাহান্নামের নির্'আমতের মধ্য হতে আল্লাহ তা'আলা যা প্রদান করবেন তার বর্ণনা ৩৩৯

৬৯. শাফা'আত ছাড়া জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি যে বুকের উপরে ভর করে বের হবে, তার বর্ণনা..... ৩৪৬
৭০. জাহান্নামের আগুন তাওহীদপন্থীদের শরীরকেও গ্রাস করবে এবং তারা যে সমস্ত গুনাহ, ত্রুটি ও বিচ্যুতি দুনিয়াতে থাকতে করেছিল তার পরিমাণের উপরে ভিত্তি করে সেখানে নিষ্কিণ্ত হবে এ সংক্রান্ত বর্ণনা..... ৩৪৮
৭১. এমন হাদীছসমূহ যার অর্থের ব্যাপারে মুতায়িলা ও খারেজীরা অজ্ঞাত হওয়ায় তারা এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে এবং দাবি করে যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবাহ না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। আর মুরজিয়া ফিরকা হচ্ছে, যারা এ হাদীছগুলোকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে থাকে আর এর অর্থসমূহকে এড়িয়ে যায়, এ সংক্রান্ত বর্ণনা..... ৩৭৩
৭২. এমন হাদীছসমূহের বর্ণনা, যে ব্যাপারে অনেক অজ্ঞ মানুষ ধারণা করে থাকে যে, তা মূলত ইতোপূর্বে যে হাদীছগুলো পেশ করেছি তার বিপরীত ..
..... ৩৭৬
৭৩. তাদের উপরেও জান্নাত হারাম হবে যারা কতিপয় এমন গুনাহে লিপ্ত যেগুলো ঈমান হতে খারিজ করে দেয় না..... ৩৭৮
৭৪. আর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, এরপরে তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন, তারপরে আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন..... ৩৮৩
৭৫. আসমান সৃষ্টির আগে আল্লাহ তা'আলার আরশের স্থান সম্পর্কে আলোচনা..
..... ৩৮৬
৭৬. এই কিতাবে আমরা ইতোপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তার সাথে পরিশিষ্ট হিসেবে সংযুক্ত ৩৮৮

সংক্ষিপ্তকরণ প্রসঙ্গে বলেন

১. হাদীছের সনদগুলোকে বাদ দিয়ে তার স্থানে عن শব্দ ব্যবহার করেছি।
২. পুনরায় উল্লিখিত কিছু হাদীছকে বাদ দিয়েছি।
৩. যঈফ ও মুনকার হাদীছগুলোকে বাদ দিয়েছি।
৪. প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী অথবা সাধারণ মানুষদের জন্য বুঝতে কঠিন হতে পারে অথবা যাতে তর্কশাস্ত্রের কিছু আছে, লেখকের এমন অনেক বর্ণনাকে আমি বাদ দিয়েছি।
৫. কিছু ব্যাখ্যাকে সংক্ষেপ করেছি আর কিছু ব্যাখ্যাতে সামান্য বর্ণনা বৃদ্ধি করেছি।
৬. ছহীহ দলীল না থাকার কারণে কিছু অধ্যায়ের ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়েছি।
৭. কিছু কিছু জায়গা ব্যতীত লেখকের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছি এবং হুবহু তারই শব্দ উল্লেখ করেছি। তবে পাঠকের বুঝার সুবিধার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বর্ণনাতে কিছু শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছি।
৮. তেমন প্রয়োজন না থাকার কারণে যথাসম্ভব টীকাতে উল্লিখিত তাখরীজগুলোকে সংক্ষেপ করেছি।
৯. এই মুখতাছার কিতাবে কিছু উপকারী টীকা যুক্ত করেছি। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা রাখি, তিনি যেন এই কিতাব দিয়ে উপকৃত করেন, যেমনভাবে মূল কিতাব দিয়ে উপকৃত করেছেন।
১০. ফিক্বহী অথবা ভাষাগত কিছু বর্ণনা এবং মাসআলার ব্যাখ্যা করেছি।

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী-রসূলদের সর্বশেষ মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পরিবার পরিজন ও ছাহাবীদের ওপর। আর ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করবে তাদের ওপরেও।

অতপর, আল্লাহর সব ছিফাত একই সূত্রে গাঁথা। আমরা তাঁর এক ছিফাতের ক্ষেত্রে যা বলি, অন্যটির ব্যাপারেও তাই বলি। আমরা বলি, আল্লাহর الوجه (চেহারা) আছে। তবে তাঁর চেহারা কোনো সৃষ্টির চেহারার মত নয়। তিনি যেমন, তার চোহারাও তেমন। আর সৃষ্টি যেমন, সৃষ্টির চেহারাও তেমন।

একাধিক ছহীহ হাদীছে তাঁর صورة থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে। এটাও আল্লাহর ছিফাত। ছুরত শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে রূপ, কাঠামো, আকার-আকৃতি। আমরা যেমন আল-ওয়াজহ, আল-ইয়াদাইন ইত্যাদি ছিফাতের অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করি, তেমনি ছুরত শব্দটির অর্থ আকারও সাব্যস্ত করি। অন্যান্য ছিফাতের যেমন কোনো ধরণ-পদ্ধতি বর্ণনা করা যাবে না, ছুরতের ক্ষেত্রেও একই কথা। আল্লাহর জন্য যেমন আকার শোভনীয়, তার জন্য সেরকম আকারই সাব্যস্ত।

আল্লাহ তাআলা সূরা শুরার ১১ নং আয়াতে বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা”।

ছহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? উত্তরে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মেঘহীন পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ দেখার ব্যাপারে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তাঁরা বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি পুনরায় বললেন, মেঘহীন আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কি? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, তোমরা এমনিভাবে তাঁকে অর্থাৎ তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। এই হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, দুনিয়াতে যে যার ইবাদত করত সে যেন তার সাথে যায়। তাদের কেউ সূর্যের অনুসরণ করে চলবে, কেউ চলবে চন্দ্রের পিছনে এবং কেউ চলবে তাগুতের পিছনে। অবশিষ্ট থাকবে এই

উম্মাত । তাদের সাথে থাকবে উম্মাতের মুনাফেকরাও । অতঃপর আল্লাহ তার আসল আকৃতি বাদ দিয়ে অন্য আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন এবং বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু । তারা বলবে, আমরা তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আমাদের প্রভু না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকবো । আমাদের প্রভু আসলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব । (প্রথমবার আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসল পরিচয়ে আসবেন না বলে তারা এ কথা বলবে) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর আসল চেহারা ও আকৃতিতে সবার সামনে আগমন করে বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু । তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের প্রভু । অতএব তারা আল্লাহকে অনুসরণ করে চলবে । ছুহীহ বুখারী, হা/৬৫৭৩, ছুহীহ মুসলিম, হা/১৮২ ।

ছুহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خلق الله آدم على صورته

আল্লাহ আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন । ছুহীহ বুখারী, হা/৩৩২৬ । সুনান তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

“আমি আমার মহান প্রভুকে সর্বোত্তম ছুরতে (আকৃতিতে) দেখেছি” । সুনান তিরমিযী, হাদীছ নং ৩২৩৫ ।

উপরের হাদীছগুলো এবং এ বিষয়ে বর্ণিত আরো হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য ছুরত (রূপ-আকার) ছিফাত সাব্যস্ত । তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেমন আকার শোভনীয়, তাঁর জন্য সেরকম সুরতই সাব্যস্ত । আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত আল্লাহর জন্য সুরত (আকার-রূপ) ছিফাত সাব্যস্ত করেন । এটা তাঁর সত্তাগত ছিফাত । জাহমীয়া এবং তাদের অনুসারী অন্যান্য ফিক্কা এটাকে অস্বীকার করেছে ।

ইমাম ইবনে কুতাইবা রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি মনে করি, আল্লাহর আকার ছিফাত তাঁর হাত, আঙ্গুল, চোখ ইত্যাদি ছিফাতের চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নয় । এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই । তবে কেউ কেউ এতে এজন্য অবাক হয়ে থাকে যে, আল্লাহর হাত ও চোখ এবং অন্যান্য ছিফাতের বিবরণ কুরআনুল কারীমে এসেছে । কিন্তু আল্লাহর সুরত বা আকার ছিফাতটি কুরআনে আসেনি । এটা এসেছে ছুহীহ হাদীছে ।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাতে যা কিছু এসেছে, সবগুলোতেই বিশ্বাস করতে হবে। কোনোটিই তারা অস্বীকার করেন না এবং কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে তারা পার্থক্য করেন না। আল্লাহর কোনো কোনো ছিফাত মেনে নিয়ে অন্য কোনোটিকে অস্বীকার করলে সবগুলোকেই অস্বীকার করা হয়েছে বলে ধরা হবে। তাই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীগণ কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণিত আল্লাহ তাআলার সমস্ত ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনা না করে একবাক্যে একসাথে স্বীকার করে নেন।

যারা বলে, আল্লাহর আকার আছে, এটা বলা যাবে না এবং আল্লাহর আকার নেই, এটাও বলা যাবে না, তাদের কথা আসলে ঐসব লোকদের কথার মতোই, যারা বলে আল্লাহ উপরেও না, নীচেও না, ডানেও না, বামেও না, পিছনেও না এবং সামনেও না। এসব কথা যুক্তবাদী জাহমীয়া সম্প্রদায় থেকেই এসেছে; এগুলো আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কথা নয়।

আপনি যদি বলেন, আল্লাহর অস্তিত্ব আছে; কিন্তু আকার-আকৃতি নেই, তাহলে আপনার কথা দ্বারা শুধু আল্লাহর যিহনী অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে। আরশে আযীমে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত হবে না। এতে করে অজান্তেই আপনি জাহমীয়াদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। কারণ, জাহমীয়ারা মস্তিষ্কের বাইরে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে না। তাই তাদের মতে আল্লাহ নিরাকার।

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফার্স্ট ক্লাশ

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযায়মাহ (رحمہ اللہ) বলেন: সকল প্রশংসা সর্বোচ্চ মর্যাদাবান আল্লাহর জন্য, তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাবান, চূড়ান্ত ধৈর্যশীল, সর্বোচ্চ সম্মানিত, সুনিপুণভাবে সম্পাদনকারী, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত, প্রচুর দানকারী সত্তা, চূড়ান্ত প্রমাণের অধিকারী। আমাদের রব সীমায়িত যাবতীয় গুণাবলির উর্ধ্বে, সৃষ্টির সাদৃশ্যতা থেকেও তিনি পবিত্র এবং মু'আত্তিলাদের^[১] কথা থেকে তিনি মুক্ত।

আমাদের রব উর্ধ্বে রয়েছেন, তিনি সাত আকাশের উপরে, তিনি 'আরশে উঠেছেন। তিনি গোপন বিষয় জানেন এবং তা গোপন রাখেন। আশ্তে বলুক বা জোরে তিনি সকল কথাই শ্রবণ করেন। আসমান, যমীন এমনকি সমুদ্রের অতল গভীরে ও বায়ুমণ্ডলের কোন কিছুই তার কাছে গোপন নয়।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কুরআন নাযিল করেছেন তাঁর 'ইলম সহকারে এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তাঁর নিজ হাত দ্বারা, এরপরে তাকে পূর্ণাঙ্গ তৈরী করেছেন নিজের কথার মাধ্যমে। আর যিনি তাঁর রসূল ইবরাহিমকে মনোনীত করেছেন তাঁর বন্ধুত্বের জন্য। আর যিনি তাঁর 'কালীম'^[২] মূসাকে (আলাইহিস সালাম) আহ্বান করে তাকে নিকটে নিয়ে প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন।

যিনি নূহ আলাইহিস সালামকে তাঁর প্রত্যক্ষে নৌকা বানানোর আদেশ দিয়েছিলেন। আর যিনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর 'ইলম ব্যতিরেকে কোন নারীই কোন সন্তান ধারণ বা ভূমিষ্ট করতে পারে না। অনুরূপ যিনি আরো জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর চেহারা (সহ সত্তা) ছাড়া অন্য সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, কোন মাখলূকের সত্তাই তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

আমি তারই প্রশংসা করি এ কারণে যে, তিনি আমাকে ধন্য করেছেন, আমার মহান রবের সকল গুণাবলির উপরে আমার ঈমান আনার দ্বারা, যা তিনি তাঁর স্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি

[১] মু'আত্তিলাহ হচ্ছে এমন সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর সুউচ্চ গুণাবলীকে অস্বীকার করে, যেমন: জাহমীয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়।

[২] আরবীতে কথা বলার সঙ্গীকে (كليم) 'কালীম' বলা হয়।

ওয়াসাল্লামের ভাষায় (হাদীছে) বর্ণনা করেছেন। [আমার এই প্রশংসা জ্ঞাপন] তাঁর এমন অগণিত নি‘আমতের শুকরিয়া আদায়কারী বা কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় যে নি‘আমতকে তিনি ছাড়া আর কেউই গণনা করতে সক্ষম নয়।

আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি তাঁর সুন্দর করুণাবলীর স্বীকৃতি দানকারী ও সত্যায়নকারী শুকরিয়া আদায়কারীর ন্যায়, যে সব করুণার আধিক্যের কারণে তিনি ছাড়া কেউ তা অবহিত হতে পারে না। আর আমি বিশ্বাস (ঈমান) করি এমন ব্যক্তির ঈমানের ন্যায় যে ব্যক্তি তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি দানকারী। তাঁর মহিমা, করুণা ও বদান্যতার কারণে যথার্থ ছাওয়াব পেতে আগ্রহী, নিজের পাপাচার ও ভুল-ত্রুটির আধিক্যের কারণে তাঁর কঠোর আযাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক ও একক ইলাহ, অমুখাপেক্ষী সত্তা, সকলের উপরে ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী, বান্দার প্রতি কোমল ও দয়ালু। তিনি কখনোই কোন স্ত্রী, সন্তান বা শরীকও গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর ফায়্‌ছুলার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ, তাঁর কর্মের ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাবান, তাঁর সৃষ্টির মাঝে তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী, স্বীয় অনুগ্রহে মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহকারী, তিনিই তাদেরকে ইহসান দান করেছেন, ঈমান দ্বারা তাদের অন্তরসমূহ সজ্জিত করেছেন, তাদের কাছে কুফর, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নাবীর প্রতি নাযিল করেছেন ‘ফুরক্বান’, যার ফলে আমাদের রবের নি‘আমতসমূহ পূর্ণতা পেয়েছে, তাঁর অনুগত বান্দাদের উপর তাঁর অনুকম্পা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং আমাদের রব যিনি অস্তিত্বশীল সব কিছুর মা‘বুদ এবং সকলের নিকটে প্রশংসিত মর্যাদাবান, তাঁর প্রশংসা সমুন্নত হোক।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নির্বাচিত রসূল এবং মনোনীত নাবী যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাতের জন্য এবং তাঁর আমানত গচ্ছিত রাখার জন্য বাছাই করেছেন। তাই তিনি তাকে শেষ নাবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং রাব্বুল ‘আলামীনের সৃষ্টি জগতের সেরা বানিয়েছেন। তাকে তিনি সত্য দীন ও হিদায়াত সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন তা মুশরিকরা অপছন্দ করলেও সকল দীনের উপরে বিজয়ী হতে পারে। তাকে আরো প্রেরণ করেছেন লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত কিতাব সহকারে। সুতরাং তিনি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে রিসালাতের সত্যতা তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে তিনি তার উম্মাতকে মন্দ ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁর নাযিলকৃত বিষয়ের সংরক্ষণ ও তার রব কর্তৃক তাকে দেওয়া অধিকারের মাধ্যমে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে তার মর্যাদাও ঘনিষ্ঠজনের মাঝে স্থান দিয়েছেন, যাদের কাজে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন

প্রশংসিত হয়েছেন। যেমনিভাবে তার সৌভাগ্য লাওহে মাহফুজ ও সুস্পষ্ট কিতাবে অগ্রগামী হয়েছে তাকে সৃষ্টির পূর্বেই।

সুতরাং তার প্রশংসিত জীবদ্দশা ও মৃত অবস্থায় তার উপরে সালাম ও ছলাত (শান্তি ও রহমত) বর্ষিত হোক যেটা রহমতের মধ্যে সর্বোত্তম, প্রকৃষ্টতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ বিশ্ব জগতের সবার কাছে তার মুহাব্বাতকে প্রতিষ্ঠিত করে দিন। নৈকট্যবানদের অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দিন। তাকে ইল্লীইয়ীনের সর্বোচ্চ স্তর দান করুন। আল্লাহ তার উপরে এবং তার উত্তম পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

কিতাবুত তাওহীদ রচনার কারণ:

অতঃপর আমাদের কাছ থেকে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে এমতাবস্থায় যে, আমার অপছন্দ ছিল যে, আমি এমন বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করব যাতে কালামশাস্ত্র প্রবেশ করে তাকে দূষিত করে ফেলে। আমাদের অধিকাংশ ব্যস্ততা ফিক্বহের কিতাব রচনার ক্ষেত্রে ছিল, যেটি কালামশাস্ত্র থেকে মুক্ত ছিল। ‘পূর্বে নির্ধারিত তাক্বদীর’ সংক্রান্ত ব্যাপারে, যাকে অস্বীকার করেছে অনেক এমন লোক যারা নিজেদেরকে ইসলামের প্রতি সম্পৃক্ত করে। আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র ছিফাতসমূহের ক্ষেত্রে মু‘আত্তিলাগণ অস্বীকার করেছে। এরকম ফিক্বহ ব্যতীত আরো অন্যান্য কিতাবসমূহও রচনার ক্ষেত্রে।

আমি চিন্তা করতাম আমাদের মজলিসসমূহে প্রবৃত্তির অনুসারী মুনাযিরদের (বিতর্ককারী) সাথে আমাদের চলমান বিতর্কসমূহ এবং তাতে উপস্থিত সঙ্গীদের কাছে বাতিল বিষয়গুলো হতে সুস্পষ্ট হওয়াই যথেষ্ট হবে। আর এ কারণে আমাদের (আক্বীদার) মাযহাবকে হক্ক বা সত্য প্রমাণে আর অন্যান্যদের মাযহাবসমূহকে বাতিল প্রমাণে কোন বাড়তি কিতাব রচনা করার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যখন আমাদের এই কাজে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল যা আল্লাহ ফায়ছালা করেছেন এবং তিনি উক্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে নির্ধারিত করে রেখেছেন, যার থেকে পলায়নের কোন রাস্তা কারো জন্য খোলা নেই এবং কোন ব্যক্তির জন্য কোন আশ্রয়স্থলও নেই ঐ ঘটনা থেকে পলায়নের, যা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইচ্ছায় লাওহে মাহফুজে নির্ধারণ করে রেখেছেন, এরপর বান্দার কাছ থেকে তার একান্ত নিজ ইচ্ছায় তা গোপন করে রেখেছেন।

আর আমি শুনেছি কিছু নতুন ইলম ও হাদীছ অন্বেষণকারী রয়েছে, যারা আগে ভ্রষ্টদলগুলোর মজলিসে বসত, যাদের মধ্যে রয়েছে: মু‘আত্তিলা, মু‘তাযিলা, ক্বাদারিয়্যাহ ইত্যাদি। যার কারণে আমি আশঙ্কা করি যে, তাদের মধ্যে কারো কারো উপরে এই দলগুলোর মিথ্যা ও ভ্রষ্টতা চেপে না বসে, [বিশেষত] ইলমের

এই দু'টি বিষয় নিয়ে। সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই দু'টি বিষয়কে একত্রিত করে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করব। উক্ত দু'টি বিষয় হচ্ছে:

এক. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পূর্ব নির্ধারিত কাহ্না (চূড়ান্ত ফায়ছালা) এবং অবশ্য কার্যকরী তাক্বদীর যা বান্দা কর্তৃক অর্জন করার আগেই নির্ধারিত হয়েছে, তাকে সাব্যস্তকরণ এবং

দুই. খালিক্ব ও রহমানের (আল্লাহ তা'আলার) সকল ছিফাতের উপরে ঈমান আনয়ন করা, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর নিজের সুস্পষ্ট কিতাবে, যাতে কোন বাতিল বস্তু প্রবিষ্ট হয় না, না তার সামনে থেকে, না তার পেছন থেকে, আর সেটি (কুরআন) সর্বপ্রশংসিত ও প্রজ্ঞাময়ের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এবং এছাড়াও নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিক সানাদে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ছুহীহ ও সাব্যস্ত বিষয়সমূহের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা।

এটা এ উদ্দেশ্যে যে, আমাদের এই কিতাবে দৃষ্টিপাতকারী (পাঠক) যাকে আল্লাহ তা'আলা সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনের ফায়ছালা করেছেন এবং তিনি যাতে খুশি হন ও পছন্দ করেন সেই ব্যাপারে যাকে তাওফীক্ব দিয়েছেন- সে যেন প্রাপ্তকৃত বিষয় দু'টি সম্পর্কে আহলুল আছার (সত্যপন্থি জামা'আত) এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে জানতে পারে এবং সেই সাথে যেন প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারী যারা তাদের সন্দেহ এবং ভ্রষ্টতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের মাযহাবের অসারতা সম্পর্কেও জানতে পারে।

আর আল্লাহর উপরেই আমার নির্ভরতা এবং তাঁর কাছেই সুপথের সন্ধান করি। সুউচ্চ-সুমহান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন সামর্থও নেই আর কোন শক্তিও নেই।

এটি হচ্ছে 'কিতাবুত তাওহীদ'। আর আমাদের এই কিতাবে প্রথমেই আমরা যা দিয়ে শুরু করব, তা হল: আমাদের খালিক্ব (সৃষ্টিকর্তা) আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের বর্ণনা দিয়ে।

بَابُ ذِكْرِ نَفْسِهِ جَلَّ رُبْنَا عَنْ أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ كَنَفْسِ خَلْقِهِ وَعَزَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ عَدَمًا لَا نَفْسَ لَهُ.

আল্লাহ তা‘আলার ‘নাফস’ এর আলোচনা। তিনি মাখলূক্কে নাফসের ন্যায় নাফস থাকা থেকে উর্ধ্বে এবং তাঁর কোন নাফস না থাকা থেকেও তিনি পবিত্র। মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾

“আর যারা আমাদের আয়াতসমূহের উপরে ঈমান রাখে, তারা যখন আপনার কাছে আসবে তখন আপনি তাদেরকে বলবেন: ‘তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক’, তোমাদের রব তাঁর নিজের নাফসের উপরে রহমতকে লিখে (আবশ্যক করে) নিয়েছেন।” সূরা আল-আন‘আম: ৫৪।

সুতরাং আমাদের রব আমাদেরকে এই আয়াতের মাধ্যমে যা জানিয়েছেন, সেগুলো হচ্ছে: তাঁর নাফস রয়েছে এবং তিনি তার উপরে রহমতকে লিখে নিয়েছেন; যেন তিনি যে ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে মন্দ কাজ করে এরপর তা থেকে তাওবা করে, তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। যা এই আয়াতের পরবর্তী বর্ণনা হতে বোঝা যায়, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতার কারণে কোন মন্দ কাজ করে, এরপর তা হতে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” সূরা আল-আন‘আম: ৫৪।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কালীম (কথাবার্তার সঙ্গী) মূসা আলাইহিস সালামকে বলেন:

﴿ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يَمُوسَى ۖ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾

“অতঃপর তুমি নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে এলে আর আমি তোমাকে আমার নাফসের (নিজের) জন্য মনোনীত করলাম।” সূরা ত্বাহা: ৪০-৪১।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এখানে সাব্যস্ত করেছেন যে, তাঁর নাফস রয়েছে এবং তার জন্য তিনি তার কালীম মূসা আলাইহিস সালামকে নির্বাচন করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾

“আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিজের নাফস সম্পর্কে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত কোমল।” সূরা আলে ইমরান: ৩০।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এখানেও সাব্যস্ত করেছেন যে, তাঁর নাফস রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার রূহ ঈসা আলাইহিস সালাম তার রবকে উদ্দেশ্য করে বলবেন:

﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴾

“আপনি জানেন যা আমার নাফসে রয়েছে, তবে আমি জানি না যা আপনার নাফসে রয়েছে। আর আপনিই গায়েব সম্পর্কে সম্যক অবহিত।” সূরা আল মায়িদাহ: ১১৬।

সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালামও এটা সম্পর্কে জানবেন যে, তার মা‘বুদের নাফস রয়েছে।

অধ্যায়: ২

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ النَّفْسِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ থেকে আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত ‘নাফস’ সাব্যস্তকরণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ»

০১. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন: আমি আমার বান্দার

সাথেই থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে, যদি সে আমাকে তার নাফসে স্মরণ করে থাকে, তবে আমিও আমার নাফসে তাকে স্মরণ করে থাকি। যদি সে আমাকে স্মরণ করে কোন একদল মানুষের মাঝে তবে আমি তার থেকে উত্তম দলের মাঝে তাকে স্মরণ করে থাকি।^[৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ: عَبْدِي عِنْدَ ظَنِّهِ بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَأَطْيَبَ

০২. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আরো বর্ণিত। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: আমাকে আমার বান্দা তার ধারণার অনুরূপ পাবে। আর সে যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তখন তার সাথে থাকি। যদি সে আমাকে তার নাফসে স্মরণ করে থাকে, তবে আমিও আমার নাফসের মধ্যে তাকে স্মরণ করে থাকি। যদি সে আমাকে স্মরণ করে কোন একদল মানুষের মাঝে তবে আমি তার থেকে উত্তম ও পবিত্র দলের মাঝে তাকে স্মরণ করে থাকি।^[৪]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ابْنِ آدَمَ، اذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرَكَ فِي نَفْسِي، فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ . أَوْ قَالَ -: فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ "

০৩. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: তুমি আমাকে স্মরণ করো তোমার নাফসে, তাহলে আমি তোমাকে আমার নাফসে স্মরণ করব। যদি তুমি কোন দলের মাঝে আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাকে স্মরণ করব ফেরেশতাদের দলের মাঝে অথবা তিনি বলেছেন তাদের থেকে উত্তম দলের মাঝে।^[৫]

[৩] বুখারী; হা/৭৪০৫ ও ৭৫০৫, মুসলিম; হা/২৬৭৫।

[৪] প্রাগুক্ত।

[৫] হাসান: মুছান্নাফু ‘আব্দির রাজ্জাক; হা/২০৫৭৫ ও মুসনাদু আহমাদ; হা/১২৪০৫। হাদীছটি সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাক্কিক শু‘আইব আরনাউত্ব ও অন্যান্যরা বলেছেন: “এর সানাদটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে উন্নীত।” এ হাদীছের রাবীদের প্রত্যেকেই হিক্মাত তথা ন্যায়পরায়ণ ও গ্রহণযোগ্য। তবে হাদীছটি মা‘মার রহিমাহুল্লাহ ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আর মা‘মার ক্বাতাদা ও আ‘মাশের হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন।

‘আব্দুর রহমান বলেন: যদি তুমি আমাকে তোমার নাফসে স্মরণ কর, তবে আমি তোমাকে আমার নাফসে স্মরণ করব।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجُوبَرِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَالِسَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، قَالَ: «لَمْ تَزَالِي جَالِسَةً بَعْدِي؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "قَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ وَزَنَةَ عَرْشِهِ"

০৪. ইবনে আব্বাস রদ্বিইল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের ছুলাতের জন্য বের হলেন তখন জুয়াইরিয়া ছুলাতের স্থানে বসা অবস্থায় ছিলেন। এরপর বেলা বেড়ে যাওয়ার পরে তিনি ফিরে এসে তাকে বললেন: ‘তুমি কী আমি চলে যাওয়ার পর থেকেই এখানে বসে আছ?’ তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: ‘আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পরে এমন চারটি কালিমা পাঠ করেছি, যাদেরকে তোমার পঠিত কালিমার সাথে তুলনা করলে ঐ চারটিই ভারী হবে। আর তা হল:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ وَزَنَةَ عَرْشِهِ"

আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ এবং তাঁর কালিমাসমূহের কালি পরিমাণ, তাঁর নাফসের সন্তুষ্টি ও ‘আরশের ওয়ন পরিমাণ।^[৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخُلُقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: أَنَّ رَحْمَتِي نَالَتْ غَضَبِي.

০৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ মাখলুক সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি তার কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) যা তাঁর কাছে রয়েছে সেখানে স্বীয় নাফসের

যেমনটি ইবনু মাঈন বলেন: “আমি ছোট বয়সে ক্বাতাদার মজলিসে বসেছি, কিন্তু আমি তার থেকে সানাদসমূহ মুখস্থ করতে পারিনি।” তবে শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাদীছটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

উপরে লিখে নিয়েছেন যে, নিশ্চয় আমার রহমত আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।^[৭]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».

০৬. আবু হুরাইরা রদ্বিল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি নিজের নাফসের উপরে নিজ হাতে লিখে নিয়েছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে বিজয়ী হবে।^[৮]

আবু বাকর ইবনু খুযায়মা (رحمتهما الله) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহের মধ্যে সাব্যস্ত করেছেন যে, তাঁর নাফস রয়েছে। অনুরূপ তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায়ও তা ব্যক্ত হয়েছে যে, তাঁর নাফস রয়েছে। যেমন তাঁর কিতাবে রয়েছে। জাহমীয়ারা এ সকল আয়াত ও হাদীছসমূহকে অস্বীকার করেছে।

আর তাদের মধ্যে কিছু মূর্খ এটাও ধারণা করেছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ নাফসকে নিজের দিকে এ অর্থে সম্পৃক্ত করেছেন যে, সৃষ্টি তার দিকে সম্পৃক্ত। এরা ধারণা করে যে, আল্লাহর নাফস মূলত তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু, যেমনভাবে তাঁর সৃষ্টবস্তুসমূহ তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু। আর একথা তো কোন জ্ঞানী ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই অনুমান করতে পারে না, একথা বলা তো দূরের কথা।

আল্লাহ তা‘আলা যেখানে তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর নিজের নাফসের উপরে রহমতকে আবশ্যক করে নিয়েছেন, সেখানে কী কোন মুসলিম এটা ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা অন্যের উপরে রহমতকে আবশ্যক করে দিয়েছেন?

এছাড়াও আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে তাঁর নিজের নাফসের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। সুতরাং কোন মুসলিমের জন্য কী হালাল হতে পারে যে, সে বলবে: আল্লাহ তা‘আলা বান্দাকে অন্যের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন?

[৭] বুখারী; হা/৩১৯৪ ও ৭৪০৪, মুসলিম; হা/২৭৫১।

[৮] ছহীহ: আহমাদ; হা/৪৩৩, তিরমিযী; হা/৩৫৫৪, ইবনু মাজাহ; হা/১৮৯ ও ৪২৯৫।
তবে এখানে “নিজ হাতে” শব্দটি রাবী ‘আজলান এর রেওয়ায়েতে বৃদ্ধি হয়েছে, যা মূলত শায় হিসেবে গণ্য। আল্লাহই ভালো জানেন।

নাকি আল্লাহর কালীম মূসা আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কথা-

﴿وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾

“আর আমি তোমাকে আমার নিজের নাফসের জন্য মনোনীত করলাম।” সূরা ত্বহা: ৪১।

এর অপব্যখ্যা করবে আর বলবে যে, এর অর্থ হচ্ছে: আমি ব্যতীত অন্য সৃষ্টির জন্য তোমাকে মনোনীত করলাম, নাকি সে বলবে যে, আল্লাহর রুহ ইসা আলাইহিস সালামের কথা-

﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾

“আমি জানি না যা আপনার নাফসে রয়েছে।” সূরা মায়িদাহ: ১১৬।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: আপনি ছাড়া অন্যের অন্তরে যা রয়েছে তা আমি জানি না? এসব কথা মুসলিম কখনো চিন্তাও করতে পারে না। আর কাফির মু'আত্তিলাহ ছাড়া এটা কেউ বলবেও না।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّقَى آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ الَّذِي أَشَقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ آدَمُ لِمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَاصْطَنَعَكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ وَجَدْتَهُ كَتَبَهُ لِي قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " يُرِيدُ: كَرَّرَ هَذَا الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

০৭. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আদম ও মূসা আলাইহিমাস সালাম এর মধ্যে একদা সাক্ষাৎ ঘটলে মূসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে বললেন: আপনিই সেই লোক যিনি মানুষকে দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম মূসাকে (আলাইহিমাস সালাম) বললেন: তুমিই তো সে, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাতের জন্য মনোনীত করেছেন, তোমাকে তাঁর নিজের নাফসের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন এবং তোমার উপরে তাওরাত নাযিল করেছেন। মূসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: তুমি কী সেখানে পাওনি যে, এগুলো আমাকে সৃষ্টির আগেই লিখে দেওয়া হয়েছিল? তখন মূসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন: জ্বী। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসালাম বললেন: সুতরাং একথা বলে আদম মূসা ‘আলাইহিমা স সালাম এর উপরে জয়ী হয়েছিলেন। তিনবার- অর্থ্যাৎ: একথা রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম তিনবার বলেছিলেন।^[৯]

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرَوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِي الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِي فَلَا تَظَالَمُوا، كُلُّ بَنِي آدَمَ يُخْطِئُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ وَلَا أَبَالِي»، وَقَالَ: «يَا بَنِي آدَمَ كُلُّكُمْ كَانَ ضَالًّا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ».

০৮. আবু যার রুদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন তার থেকে যা তিনি তার রব আল্লাহর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয় আমি আমার নিজের নাফসের উপরে এবং আমার বান্দার উপরে জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে জুলুম করো না। প্রত্যেক আদম সন্তানই রাতে-দিনে ভুল করে থাকে এরপর সে ক্ষমা চায় আর আমি কোন পরওয়া করা ছাড়াই তাকে ক্ষমা করে থাকি। তিনি আরো বলেন: হে আদম সন্তান! তোমাদের প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত শুধু আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া। আর তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত শুধুমাত্র আমি যাকে অন্নদান করেছি সে ছাড়া।^[১০]

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

০৯. আবু যার রুদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: হে আমার বান্দা! নিশ্চয় আমি জুলুমকে আমার নিজের নাফসের উপরে হারাম করে নিয়েছি। আর তোমাদের মধ্যেও এটিকে আমি হারাম করে দিলাম। তাই তোমরা পরস্পরে জুলুম করো না।^[১১]

[৯] বুখারী; হা/৪৭৩৬ ও মুসলিম; হা/২৬৫২।

[১০] মুসলিম; হা/২৫৭৭।

[১১] মুসলিম; হা/২৫৭৭।

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْعِلْمِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا خِلَافًا لِقَوْلِ الْجَهْمِيَّةِ الْمُعْطِلَةِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، تَشْبِيْهَا بِالْيَهُودِ، يُنْكِرُونَ أَنَّ لِلَّهِ عِلْمًا

আল্লাহ তা‘আলার ‘ইলম’ এর ছিফাত সাব্যস্তকরণ জাহমীয়া-মু‘আত্তিলাহর প্রতি বিরোধিতা রয়েছে তারা আল্লাহর কিতাবের উপরে ঈমান আনয়ন করে না। বরং ইহুদীদের ন্যায় তার বাণীসমূহকে স্থান থেকে পরিবর্তন ঘটায় আর অস্বীকার করে যে, আল্লাহর ‘ইলম’ রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বলেন:

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾

“কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাঁর মাধ্যমে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় ‘ইলমের মাধ্যমেই তা নাযিল করেছেন।” সূরা আন নিসা: ১৬৬। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا أَنْزَلَ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾

“আর যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে তোমরা জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহর জ্ঞান অনুসারেই নাযিল করা হয়েছে।” সূরা হূদ: ১৪।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمهما الله) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, তিনি তার ‘ইলম অনুযায়ীই কুরআনকে নাযিল করেছেন। তিনি আমাদেরকে আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, কোন নারীর গর্ভে কী রয়েছে এবং কী ভূমিষ্ট হবে তা তাঁর ‘ইলম ব্যতীত হয় না। কিন্তু জাহমীয়ারা এটাকে অস্বীকার করেছে এবং আরো অস্বীকার করেছে যে, আমাদের খালিক (আল্লাহ তা‘আলা) এর ‘ইলম রয়েছে যা তাঁর সাথে সত্তাগত ছিফাত হিসেবে যুক্ত। আল্লাহ তা‘আলা ‘ইলম সংক্রান্ত ব্যাপারে এসব অপবাদদাতাদের অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْوَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى الَّذِي وَصَفَهُ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَنَفَى عَنْهُ الْهَلَاكَ وَذَكَرَ صِفَةَ سُبْحَاتِ وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ.

আল্লাহ তা‘আলার ‘চেহারা’ ছিফাত সাব্যস্তকরণ, যার বর্ণনা মহিমান্বিত-সম্মানিত আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে এবং তিনি এর ধ্বংস হওয়াকে নাকচ করেছেন। এছাড়াও তাঁর চেহারার বর্ণনা।

আল্লাহর বাণী:

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“আর তোমার রবের মহিমান্বিত ও মহানুভব চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।” সূরা আর-রহমান: ২৭।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর চেহারা ধ্বংস হওয়াকে নাকচ করে দিয়েছেন। যখন এমন সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে যেগুলোকে আল্লাহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো ধ্বংস হওয়ার জন্যই সৃষ্টি, অবশিষ্ট থাকার জন্য নয়। আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সত্তাগত বৈশিষ্ট্য থেকে কোন কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে পবিত্র। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“আর তোমার রবের মহিমান্বিত ও মহানুভব চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।” সূরা আর-রহমান: ২৭। আল্লাহর বাণী:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

“তার চেহারা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংস হয়ে যাবে।” সূরা আল-ক্বাসাস: ৮৮।

আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর বাণী:

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۚ﴾

“তুমি স্থবির করবে তাদের সঙ্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে তাঁর চেহারা দর্শনের আশায়।” সূরা আল-কাহ্ফ: ২৮। তিনি আরো বলেন:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

“মাশরিক্ ও মাগরিব আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেকোনো মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহর চেহারা।” সূরা আল-বাক্বারা: ১১৫।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাফসের (নিজের) জন্য চেহারাকে সাব্যস্ত করেছেন। সম্মান ও মর্যাদার সাথে তাঁকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর চেহারার চিরস্থায়ী হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন এবং ধ্বংস হওয়াকে নাকচ করেছেন।

আমরাসহ তিহামা, ইয়ামান, ইরাক, শাম ও মিশরের সকল উলামাদের মাযহাব হচ্ছে: আমরা আল্লাহর জন্য ঐ বিষয়গুলোকে সাব্যস্ত করি যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা সাব্যস্ত করেছেন। আমাদের ভাষায় আমরা তার স্বীকৃতি প্রদান করি। আমাদের অন্তরে তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আর কোন মাখলূক্কে চেহারার সাথে আমরা আমাদের রব আল্লাহর চেহারাকে সাদৃশ্য করি না।

আমাদের রব মাখলূক্কে সাথে সাদৃশ্য হতে মুক্ত। তিনি মু‘আত্তিলাহদের কথা হতেও পবিত্র। তিনি অনস্তিত্ব হতেও পবিত্র, যেমনটি বলে থাকে আল্লাহর অস্তিত্বে অস্বীকারকারীগণ। কেননা যার কোন ছিফাত নেই তার অস্তিত্বও নেই।

জাহমীয়ারা যারা আমাদের খালিক্ আল্লাহর এমন সব ছিফাতকে অস্বীকার করে যেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে এবং তাঁর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তারা যা বলে আল্লাহ তা‘আলা তা হতে পবিত্র।

আল্লাহ তা‘আলা সূরা আর-রুমের মধ্যে বলেছেন:

﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾

“প্রত্যেক নিকটাত্মীয়, মিসকীন এবং পথচারীদের যাকাত আদায় কর। এটাই উত্তম যারা আল্লাহর চেহারার (দর্শন) কামনা করে। আর তারাই সফলকাম। আর তোমরা যে সুদ গ্রহণ করে থাক, মানুষের সম্পদের মধ্যে বর্ধিত হওয়ার জন্য তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর চেহারার দর্শন কামনা করে (শুধু সেগুলোই বৃদ্ধি পায়।” সূরা আর-রুম: ৩৮-৩৯। তিনি আরো বলেন:

﴿ إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ ﴾

“নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি আল্লাহর চেহারা দর্শনের জন্য।”
সূরা আদ-দাহ্ৰ: ০৯। তিনি আরো বলেন:

﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾

“আর তার প্রতি কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই যে, যার প্রতিদান দিতে হবে, তবে শুধুমাত্র তার সুমহান রবের চেহারার দর্শন কামনা ব্যতীত।” সূরা আল-লাইল: ১৯-২০।

অধ্যায়: ৫

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْوَجْهِ لِلَّهِ جَلَّ ثَنَاهُ وَتَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবী মুহুত্বফা ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ থেকে আল্লাহ তা‘আলার ‘চেহারা’ ছিফাত সাব্যস্তকরণ।

عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكَ﴾، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم، قال: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾، قال: هاتان أهونُ وأيسرُ.

১০. জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন এই আয়াত নাযিল হল-

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ ﴾

“বল, তিনিই এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান যে, উপর থেকে তোমাদের উপরে আযাব প্রেরণ করবেন।” তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

أَعُوذُ بِوَجْهِكَ

“আমি আপনার চেহারার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” এরপর আল্লাহ বললেন:

﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكَ﴾

“অথবা তোমাদের পায়ের দিক হতে।” তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ

“আমি আপনার পবিত্র চেহারার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” যখন আল্লাহ নাযিল করলেন:

﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾

“অথবা বিভিন্ন সন্দেহযুক্ত দলীয় বিষয়ে নিক্ষেপ করতে অথবা তোমাদের কতিপয়ের দ্বারা অন্যদেরকে সংঘর্ষের স্বাদ গ্রহণ করাতে”। সূরা আল-আন‘আম: ৬৫। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

هَاتَانِ أَهْوَنُ وَأَيْسَرُ

“এ দু’টি তুলনামূলক সহজ।”^[১২]

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ ... الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ ، وَفِي الْخَبَرِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ فَقَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً.

১১. সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মক্কা বিজয়ের বছরে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এরপর পুরো হাদীছ বর্ণনা করেন। যার মধ্যে ছিল: তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কী আমার

সাথীদের থেকে পিছে পড়ে যাব? তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমার পরে তুমি কখনোই পিছে পড়ে যাবে না। সুতরাং তুমি এমন যে কোন আমল করবে যার দ্বারা তুমি আল্লাহর চেহারার (দর্শন) আশা করবে, তবে অবশ্যই তার মাধ্যমে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।^[১৩]

وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى صَلَاةً أَخْفَهَا، فَمَرَّ بِنَا، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ: خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: أَوْخَفِيئَةً رَأَيْتُمُوهَا؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَمَا أَنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَضَى فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ عَطَاءٌ: يَرُونَهُ أَيْ، اتَّبَعَهُ وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اتَّبَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ، وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقُطُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيْنًا بَرِيئَةً الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَاهُ هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

১২. সাযিব ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, একদা আমরা মাসজিদে বসে ছিলাম এমতাবস্থায় ‘আম্মার ইবনু ইয়াসির প্রবেশ করলেন। তিনি এসে সংক্ষিপ্তভাবে ছুলাত আদায় করলেন। এরপর যখন তিনি আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তাকে বলা হল: হে আবুল ইয়াক্বজান! আপনি ছুলাতকে সংক্ষিপ্ত করে আদায় করেছেন। তখন তিনি বললেন: আপনারা কী এটাকে সংক্ষিপ্ত বলে মনে করছেন? আমরা বললাম: হ্যাঁ, তিনি বললেন: অথচ আমি তাতে এমন একটি (দীর্ঘ) দু‘আ পাঠ করেছি যা আমি রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। এরপর তিনি চলে গেলেন। উপবেশনকারীদের মধ্য হতে একজন তার পিছু নিল। রাবী ‘আত্বা বলেন: তারা মনে করতেন যে, ঐ ব্যক্তি হচ্ছেন আমার পিতা (সাযিব), তবে তিনি অপছন্দ করেছেন যে, তিনি বলবেন: তিনি তার পিছু নিয়েছিলেন। তিনি ‘আম্মারের কাছে যেয়ে উক্ত দু‘আটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর এসে

ছাহাবীদের কাছে এসে তাদেরকে দু'আটি সম্পর্কে সংবাদ দিলেন। দু'আটি হচ্ছে: হে আল্লাহ! আপনার গায়েবের 'ইলম ও সকল সৃষ্টিকুলের উপরে আপনার ক্ষমতার মাধ্যমে আমি প্রার্থনা করছি: আপনি আমাকে ততদিন জীবিত রাখবেন, যতদিন আপনার জ্ঞান অনুযায়ী আমার বেঁচে থাকাটা আমার জন্য ভালো হবে। আমাকে মৃত্যু দান করবেন যখন আমার মৃত্যু আমার জন্য ভালো। হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি এই দু'আ করি যে, প্রকাশ্যে-গোপনে আমি যেন আপনাকে ভয় করি, সত্য কথা গ্রহণ করি, আমার সম্ভৃষ্টি-অসম্ভৃষ্টি উভয় অবস্থায় যেন আমি ন্যায় অবলম্বন করি, দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতার মাঝামাঝি যেন অবস্থান করি, আমি আপনার কাছে এমন নির্'আমত চাই, যা ধ্বংস হয়ে যায় না। আমি আপনার কাছে এমন চক্ষু শীতলকারী বিষয় চাই, যা শেষ হয়ে যায় না। আমি আপনার ফায়ছালার পরে সম্ভৃষ্টি চাই। মৃত্যুর পরে আমি শান্তিময় শীতল জীবন চাই, আপনার চেহারার দিকে তাকানোর স্বাদ পেতে চাই। কোন বিভ্রান্তকর ফিতনা ও ক্ষতি ব্যতিরেকেই আপনার সাক্ষাৎ পেতে চাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সাজে সজ্জিত করুন! আর আমাদেরকে হিদায়াতের অনুসারী ও সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।^[১৪]

আবু বকর রহিমাহুল্লাহ বলেন, জ্ঞানীগণ বুঝবেন যে, যা চাওয়া জায়েয নয়, নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের কাছে সেটি চাইবেন না।

নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের চেহারার প্রতি দৃষ্টির স্বাদ নিতে যে প্রার্থনা করলেন তাতে স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, আল্লাহ তা'আলার চেহারা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যার ওপরে অনুগ্রহ ও দয়া করবেন সে আল্লাহর চেহারার প্রতি দৃষ্টির স্বাদ উপভোগ করবেন।

قَدْ أُمِّلْتُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ اللَّهُ
بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

১৩. আমি নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছসমূহ হতে শ্রুতিলিপিবদ্ধ করেছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর চেহারা দর্শনের উদ্দেশ্যে একদিন ছাওম পালন করবে, আল্লাহ বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর দূরে সরিয়ে দিবেন।

এর কিছু অংশ 'কিতাবুছ ছিয়াম' এ বর্ণিত হয়েছে আর কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে 'কিতাবুল জিহাদ' এ, তাই এখানে পুনরায় উল্লেখ করার দরকার নেই।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكَم بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ".

১৪. ইবনু ‘আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে তোমরা আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর চেহারার মাধ্যমে কোন কিছু তোমাদের কাছে চায়, তোমরা তাকে তা দিয়ে দাও।^[১৫]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مَثَلُ الْقَائِمِ الْمُصَلِّي حَتَّى يَرْجَعَ الْمُجَاهِدُ».

১৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর চেহারার (দর্শনের) উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের উদাহরণ হচ্ছে ছুলাতের দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির ন্যায়, যতক্ষণ না ঐ মুজাহিদ ফিরে আসে।^[১৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لِقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ، فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظْنُّهُ قَالَ: وَغَضِبَ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أُخْبِرْهُ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: «يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَمُوسَى» قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ .

১৬. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা গণীমাতের মাল বণ্টন করলে এক ব্যক্তি বলল: ‘এটি এমন একটি বণ্টন, যাতে আল্লাহর চেহারা দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল না’। আমি একথা এসে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে, তার চেহারা লাল হয়ে গেল। রাবী শু‘বা বলেন: আমার মনে হচ্ছে, তিনি বলেছেন: তিনি রেগে গেলেন এবং আমার মনে হচ্ছিল, যদি আমি তাকে এ ব্যাপারে সংবাদ না দিতাম, তাহলেই ভালো হত। শু‘বা আরো বলেন: আমার আরো

[১৫] হাসান লি-গইরিহী: সুনানু আবী দাউদ; হা/৫১০৮। তবে এখানে ‘আল্লাহর চেহারার মাধ্যমে’ অংশটুকু যঈফ-দুর্বল।

[১৬] ছুহীহ: বুখারী; হা/২৭৮৭, মুসলিম; হা/১৮৭৮। তবে এখানে ‘আল্লাহর চেহারার উদ্দেশ্যে’ অংশটুকু শায।

মনে হয় যে, তিনি বলেছেন: হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং মুসা (আলাইহিস্‌সালাম) কে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন। কেননা তাকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল এবং এতে তিনি ছবর করেছেন।^[১৭]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (রহমাহুল্লাহ) বলেন: “এই হাদীছের মধ্যে ‘আল্লাহ তা‘আলার হাত সাব্যস্তকরণ’ এর দলীলও রয়েছে, ‘হাত সাব্যস্তকরণ’ অধ্যায়ের আলোচনা সামনে আসছে।

وَعَنْ شَقِيقِ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَامَ شَبْتُ بْنُ رَبِيعٍ، فَصَلَّى فَبَصَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: يَا شَبْتُ، لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِكَ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِكَ، أَوْ مِنْ وَرَائِكَ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَيُنَاجِيهِ، فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ.

১৭. শাক্বিক্ব আবু ওয়ায়িল থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন, আমরা হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে ছিলাম। শাবাহ ইবনু রিব‘ঈ ছলাত আদায় করলেন এবং সামনের দিকে থুথু ফেললেন। তখন হুযাইফা বললেন: হে শাবাহ, তুমি সামনে ও ডানদিকে থুথু ফেল না। কারণ তোমার ডানদিকে ভালো কাজের লেখক আছেন। বরং তুমি বামদিকে অথবা পিছনে থুথু ফেল। বান্দা যখন উত্তমরূপে উযু করে ছলাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর চেহারা সহ ঐ ব্যক্তির দিকে এগিয়ে আসেন এবং তার সাথে চুপিচুপি কথা বলেন। ঐ ব্যক্তি চলে না যাওয়া অথবা অপবিত্র হয়ে যাওয়া ছাড়া তিনি সেখান থেকে চলে যান না।^[১৮]

وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ

[১৭] বুখারী; হা/৩৪০৫, মুসলিম; হা/১৪০।

[১৮] মাউকুফ ছহীহ: মুছান্নাফু ‘আদির রাজ্জাক; হা/১৬৭৯, মুছান্নাফু ইবনু আবী শাইবাহ; হা/৭৫২৪।

১৮. হারিছ আশ‘আরী বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (‘আলাইহিস সালাম) এর কাছে পাঁচটি বিষয়ে এ মর্মে ওহী নাযিল করেন যে, তিনি এগুলোর উপরে আমল করবেন এবং বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে এর উপরে আমল করার জন্য আদেশ দিবেন। এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তিনি এই হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করেছেন: আর যখন তোমরা ছলাত শুরু করবে তখন অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করবে না; কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর চেহারা নিয়ে তার বান্দার চেহারার দিকে অগ্রসর হন।^[১৯]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمہ اللہ) বলেন: এই হাদীছের মাধ্যমে যা স্পষ্ট, ছহীহ এবং সাব্যস্ত হয়, তা হচ্ছে: বানী ইসরাঈল সম্প্রদায় এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, তাদের রবের (আল্লাহর) চেহারা আছে, তিনি তার উদ্দেশ্যে ছলাত আদায়কারীর নিকটে তাঁর চেহারা নিয়ে আগমন করেন। এছাড়াও আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতকে অবহিত করেছেন যা আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (‘আলাইহিস সালাম) এর কাছে ওহী হিসেবে পাঠিয়েছেন এবং তাকে বানী ইসরাঈল সম্প্রদায়কেও আদেশ দিতে বলেছিলেন; একারণে যে, যেন তার উম্মাত এটা জানতে পারে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলার চেহারা রয়েছে এবং তিনি তার উদ্দেশ্যে ছলাত আদায়কারীর নিকটে তাঁর চেহারা সহ আগমন করেন।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فَضَّةٍ آتِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آتِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ رَبِّهِمْ فِي جَنَّةٍ عَذْنٍ إِلَّا رِذَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ».

১৯. আবু মুসা আল-আশ‘আরী আব্দুল্লাহ ইবনু ক্বইস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দু’টি রৌপ্য নির্মিত জান্নাত এমন রয়েছে যার পানপাত্রসহ অন্যান্য সব কিছুই রৌপ্যের। আবার দু’টি স্বর্ণ নির্মিত জান্নাত এমন রয়েছে যার পানপাত্রসহ অন্যান্য সব কিছুই স্বর্ণের। জান্নাতীদের এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে

এর মাঝে জান্নাতে ‘আদনের ভিতরে আল্লাহ তা‘আলার চেহারার উপরে বড়ত্বের চাদর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।^[২০]

وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبَّابًا، يَقُولُ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرْدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا.

২০. আবু ওয়ায়েল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি খাব্বাবকে বলতে শুনেছি, আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে হিজরাত করেছিলাম আল্লাহর চেহারা দর্শনের আশায়। সুতরাং আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে যারা পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছে অথচ তারা তাদের ভালোকাজের কোন ফলই ভোগ করেননি। যাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন: মুছ‘আব ইবনু ‘উমাইর, তিনি উহুদের দিনে শহীদ হয়েছিলেন। শহীদ হওয়ার সময় তিনি একটি মাত্র চাদর রেখে গিয়েছিলেন, যখন আমরা সেটি দ্বারা তার মাথা ঢেকে দিচ্ছিলাম, তখন তার দুটো পা বের হয়ে যাচ্ছিল। আবার যখন আমরা তার পা দুটো ঢেকে দিচ্ছিলাম তখন তার মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল। তখন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন যে, আমরা যেন তার (মুছ‘আব) পায়ের উপরে কিছু ইযখির ঘাস ছিটিয়ে দেই। [এরপরে খাব্বাব বলেন:] আবার আমাদের মধ্যে এমনও রয়েছে আজ যার ফলগুলোতে পক্কতা এসেছে আর সে তা উপভোগ করছে।^[২১]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.

২১. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন: নিশ্চয় নারীদের পর্দার অন্তরালে থাকা আবশ্যিক। সুতরাং যখন সে [বাড়ী থেকে] বের হয় তখন

[২০] বুখারী; হা/৪৮৮০, ৪৮৭৮ ও ৭৪৪৪, তবে ‘তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে’ অংশটি বর্ধিত হয়েছে, এবং ‘চেহারা’ শব্দটি শায় বলেই পরিগণিত হয়। ‘আলী ইবনুল হুসাইন নামক রাবী এ অংশটিকে উল্লেখ করেছেন।

[২১] বুখারী; হা/৩৮৯৭, মুসলিম; হা/৯৪০।

শাইত্বান তার দিকে দৃষ্টিপাত করে। আর সে তার রবের চেহারার দর্শন থেকে সবচেয়ে বেশি কাছে থাকে যখন সে ঘরের মধ্যে অবস্থান করতে থাকে।^[২২]

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفْعَةً. وَقَالَ أَيْضًا فِي الْخَبَرِ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ عَلَيْهَا.

২২. সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন: আমার পরে তুমি কখনোই পিছে পড়ে যাবে না। সুতরাং তুমি এমন যে কোন আমল করবে যার দ্বারা তুমি আল্লাহর চেহারার দর্শন আশা করবে, তবে অবশ্যই তার মাধ্যমে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।^[২৩] তিনি হাদীছে আরো বলেন: আল্লাহর চেহারার দর্শন আশা করে তুমি যে কোন ব্যয়ই কর না কেন তাতে তুমি পুরস্কৃত হবে।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا لَبَسَتِ الْمَرْأَةُ ثِيَابَهَا ثُمَّ خَرَجَتْ قِيلَ: أَيْنَ تَذْهَبِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أَصَلِّي عَلَى جَنَازَةٍ، أَوْ أَصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، فَقِيلَ: وَمَا تُرِيدِينَ بِذَلِكَ؟ فَتَقُولُ: وَجْهَ اللَّهِ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ: مَا التَّمَسَّتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَ اللَّهِ بِمِثْلِ أَنْ تَقَرَّ فِي بَيْتِهَا وَتَعْبُدَ رَبَّهَا.

২৩. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন নারী তার পোশাক পরিধান করবে এরপরে বাইরে বের হবে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: তুমি কোথায় যাচ্ছ? তখন সে বলবে: আমি কোন একজন রোগীকে দেখতে যাচ্ছি অথবা জানাযায় উপস্থিত হতে যাচ্ছি অথবা জামা‘আতে ছুলাতের জন্য মাসজিদে যাচ্ছি। তখন তাকে বলা হবে: এর দ্বারা তুমি কী আশা কর? সে যদি বলে: আল্লাহর চেহারা, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। ঐ সত্তার কসম! বাড়ীতে অবস্থান করা ও তাতে ইবাদত করার চেয়ে অনুরূপ অন্য কিছুতে কোন স্ত্রী আল্লাহর চেহারার আশা করতে পারবে না।^[২৪]

[২২] ছহীহ: ছহীহ ইবনি খুযাইমাহ; হা/১৬৮৫।

[২৩] বুখারী; হা/৫৬, ৪৪০৯ ও ৬৭৩৩, মুসলিম; হা/১৬২৮।

[২৪] আছার হিসেবে হাসান: ছহীহ ইবনি খুযাইমাহ; হা/১৬৮৫, ১৬৮৭। তবে ‘আল্লাহর চেহারা’ অংশটুকু মুনকার।

بَابُ ذِكْرِ صُورَةِ رَبِّنَا جَلَّ وَعَلَا وَصِفَةِ سُبْحَاتِ وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ

আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলার আকার এবং তাঁর চেহারার আলো ছিফাতের বর্ণনা।

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَوْ كَشَفَ طَبَاقَهَا لَآخَرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلِّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ وَاضِعٌ يَدُهُ لِمُسَيِّءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ، وَمُسَيِّءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

২৪. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঘুমান না, আর এটা তাঁর উপযোগীও নয় যে, তিনি ঘুমাবেন। তিনি ন্যায়ের পাল্লা (মীযান) উঠা-নামা করান। রাতের আগেই তার কাছে দিনের ‘আমল পেশ করা হয়ে থাকে, আবার রাতের ‘আমল দিন আসার আগেই। তার পর্দা হচ্ছে আগুন। যদি তিনি তা হতে প্রকাশ করতেন, তবে তাঁর চেহারার আলো দৃষ্টিশক্তির গোচরে আসা সবকিছুকে জ্বালিয়ে দিত। তিনিই হাত বাড়িয়ে দেন রাতে অন্যায়কারীর জন্য যেন সে দিনে তাওবা করে ফিরে আসে এবং দিনে অন্যায়কারীর জন্য যেন সে রাতে তাওবা করে ফিরে আসে। [এভাবেই তিনি অব্যাহত রাখবেন] যতক্ষণ না সূর্য তার অস্তাচল হতে উদিত হবে।^[২৫]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَآخَرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

২৫. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা পাঁচটি কথা নিয়ে (অবহিত করতে) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন [এবং বললেন]: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঘুমান না,

আর এটা তাঁর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি ঘুমাবেন। তিনি ন্যায়ের পাল্লা (মীযান) উঠা-নামা করান। রাতে তার কাছে দিনের ‘আমল পেশ করা হয়ে থাকে আর রাতের ‘আমল দিনে। তার পর্দা হচ্ছে নূর (আলো)। যদি তিনি তা প্রকাশ করতেন, তবে তাঁর চেহারার আলো দৃষ্টিশক্তির গোচরে আসা সকল সৃষ্ট বস্তুকে জ্বালিয়ে দিত।^[২৬]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَوْ كَشَفَهَا لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ» وَفِي لَفْظٍ: «يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ».

২৬. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা চারটি কথা নিয়ে (অবহিত করতে) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন [এবং বললেন]: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঘুমান না, আর এটা তাঁর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি ঘুমাবেন। তিনি ন্যায়ের পাল্লা (মীযান) উঠা-নামা করান। রাতের আগেই তার কাছে দিনের ‘আমল পেশ করা হয়ে থাকে, আবার রাতের ‘আমল দিন আসার আগেই। তার পর্দা হচ্ছে আগুন। যদি তিনি তা প্রকাশ করতেন, তবে তাঁর চেহারার আলো দৃষ্টিশক্তি গোচরীভূত সবকিছুকে জ্বালিয়ে দিত।” অন্য বর্ণনায় এসেছে: রাতের ‘আমল দিনের আগেই তার কাছে পেশ করা হয়ে থাকে এবং দিনের ‘আমল রাতের আগেই।^[২৭]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّارُ، لَوْ كَشَفَهَا لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ».

২৭. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা চারটি কথা নিয়ে (অবহিত করতে)

[২৬] প্রাপ্ত।

[২৭] প্রাপ্ত। কিতাবুত তাওহীদ লিইবনি মান্দাহ; হা/৮৪৬ এবং আশ-শারী‘আহ লিল-আজুররী; হা/৬৫৯।

আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন [এবং বললেন]: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঘুমান না, আর এটা তাঁর উপযোগীও নয় যে, তিনি ঘুমাবেন। রাতের ‘আমল দিনের আগেই তার কাছে পেশ করা হয়ে থাকে এবং দিনের ‘আমল রাতের আগেই। তার পর্দা হচ্ছে আগুন। যদি তিনি তা প্রকাশ করতেন, তবে তাঁর চেহারার আলো দৃষ্টিতে আসা সবকিছুকে জ্বালিয়ে দিত।”^[২৮]

وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ «ذَكَرَ أَنَّ دُونَ الرَّبِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ، حِجَابٌ مِنْ ظُلْمَةٍ لَا يَنْفُذُهَا شَيْءٌ، وَحِجَابٌ مِنْ نُورٍ لَا يَنْفُذُهَا شَيْءٌ، وَحِجَابٌ مِنْ مَاءٍ لَا يَسْمَعُ حَسِيسَ ذَلِكَ الْمَاءِ شَيْءٌ إِلَّا خُلِعَ قَلْبُهُ إِلَّا مَنْ يَرْبِطُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».

২৮. ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু মিক্‌সাম হতে বর্ণিত, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে সত্তর হাজার পর্দা থাকবে। অন্ধকারের একটি পর্দা থাকবে যাকে কোন কিছুই ভেদ করতে পারবে না। নূরের একটি পর্দা থাকবে যাকে কোন কিছুই ভেদ করতে পারবে না। পানির একটি পর্দা থাকবে, যার কলকল আওয়াজ শোনা মাত্রই অন্তর বিচ্ছিন্ন/বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যার অন্তরকে রক্ষা করবেন সে ছাড়া।^[২৯]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর চেহারা রয়েছে এবং সম্মান, মর্যাদা ও স্থায়ীত্বের দ্বারা তাঁকে গুণাবিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“আর তোমার রবের মহিমান্বিত ও মহানুভব চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।” সূরা আর-রহমান: ২৭। আমাদের রব তাঁর চেহারার ধ্বংস হওয়াকে নাকচ করেছেন, যেমন: আল্লাহর বাণী:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

“তাঁর চেহারা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংস হয়ে যাবে।” সূরা আল-ক্বাসাস: ৮৮।

[২৮] মুসলিম, প্রাগুক্ত। আশ-শারী‘আহ লিল-আজুররী; হা/৬৬০।

[২৯] ইসনাদ ছহীহ: তবে এটি গায়েবের এমন বিষয়ে সংবাদ প্রদান করছে, যে ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ছাড়া দলীল গ্রহণ করা যায় না, (রিয়াশী)।

এছাড়াও ইবনুল জাওযী এই অর্থের হাদীছগুলো বর্ণনা করে বলেন: “এর কোন ভিত্তি নেই।” দেখুন: আল-মাউদু‘আত লি-ইবনিল জাওযী, ১/১১৬।-অনুবাদক

জাহমীয়াদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতে [চেহারা বলতে] মূলত নিজের [নাফসের] ব্যাপারেই বর্ণনা করেছেন, যাতে আল্লাহ তা‘আলা মর্যাদাকে তাঁর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তোমার রবের নাম কতই না বরকতময়।” সূরা আর-রহমান: ৭৮।

জাহমীয়ারা মনে করে: নিশ্চয়ই রব হচ্ছেন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, তবে [তাঁর] চেহারা নয়।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: আমি বলছি -আমার তাওফীকু আল্লাহর পক্ষ থেকেই। এটা এমন দাবি, আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ দাবি পেশ করতে পারে; কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“আর তোমার রবের মহিমান্বিত ও মহানুভব চেহারা অবশিষ্ট থাকবে।” সূরা আর-রহমান: ২৭।

আল্লাহ এখানে (وَجْهُ) ‘চেহারা’ শব্দকে পেশ সহযোগে উল্লেখ করেছেন [ফা‘য়িল হিসেবে], আর (رَبِّكَ) শব্দের (الْبَاء) বা হরফকে মুদ্বাফ ইলাইহি হিসেবে যের দিয়ে চেহারার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

যদি আল্লাহর বাণী: ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ মহিমান্বিত ও মহানুভব, (رَبِّكَ) এর ছিফাত হতো তাহলে ﴿ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ মহিমান্বিত ও মহানুভব, (رَبِّكَ) এর যেরের অনুগামী হত। এ সকল জাহমীয়ারা কী আল্লাহ তা‘আলার বাণী শোনে না যে,

﴿تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

“সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তোমার রবের নাম কতই না বরকতময়।”^[৩০]

যখন এই আয়াতে ﴿الْجَلِيلُ وَالْإِكْرَامُ﴾ শব্দদ্বয় (رَبِّ) শব্দের ছিফাত হয়েছে, তখনই ﴿ذِي﴾ শব্দটি (الْبَاءِ) এর অনুগামী হিসেবে যের হয়েছে, আবার যখন (وَجْهٌ) শব্দটি আয়াতে মারফূঁ হওয়ার কারণে পেশ হয়েছে, তখন এর ছিফাতও মারফূঁ হিসেবে পেশযুক্ত হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: ﴿ذُو الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ﴾। উপরের দু’টি আয়াতে আরো দলীল রয়েছে যে, (وَجْهٌ) বা চেহারা হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার ছিফাত সমূহের মধ্য হতে একটি ছিফাত। যা আল্লাহ তা‘আলার সত্তাগত ছিফাত। এমন নয় যে, তাঁর চেহারাই হচ্ছেন তিনি, আবার এটাও নয় যে, তাঁর চেহারা তাঁর থেকে ভিন্ন কিছু। যেমনটি জাহমীয়া-মু‘আত্তিলারা ধারণা করে থাকে। কেননা তাঁর চেহারাই যদি আল্লাহ হন, তবে এ আয়াতটিকে এভাবে পড়া হত: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذِي الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ﴾।

আমরা বলছি -আর আমাদের আলিমগণ সারাবিশ্বের সর্বত্রই বিদ্যমান: নিশ্চয় আমাদের মা‘বুদ আল্লাহ তা‘আলার চেহারা রয়েছে, যেভাবে তিনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে এবং তিনি তাঁর চেহারাকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর চেহারাকে স্থায়ী বলে হুকুম দিয়েছেন আর ধ্বংস/বিলীন হয়ে যাওয়াকেও নাকচ করেছেন।

আমরা আরো বলি যে, আল্লাহ তা‘আলার চেহারার রয়েছে নূর, জ্যোতি ও দীপ্তি, যদি তিনি তা প্রকাশ করতেন তবে তাঁর দৃষ্টিতে যা কিছু আসত তা সবকিছুকেই জ্বালিয়ে দিত।

আর তিনিই মহান রব, যিনি দুনিয়ার অধিবাসীদের [প্রকাশ হওয়া] থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। তাকে কোন মানুষ দেখতে পাবে না যতক্ষণ সে এই নশ্বর পৃথিবীতে থাকবে।

আমরা আরো বলি: আমাদের আদি হতে বিদ্যমান রব আল্লাহ তা‘আলার চেহারাও চিরস্থায়ী। সুতরাং তিনি তা ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাওয়াকে নাকচ করেছেন।

আমরা আরো বলি: নিশ্চয় বানী আদমের অনেক চেহারা রয়েছে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস ও বিলীন হওয়াকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর ঐ চেহারাগুলিকে তিনি নূর, জ্যোতি ও দীপ্তি ইত্যাদির দ্বারা বিশেষায়িত করেননি।

আমরা আরো বলি: বানী আদমের চেহারা সৃষ্ট, যার অস্তিত্ব আগে ছিল না। না থাকা অবস্থা হতে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাখলুক হিসেবে অস্তিত্বে এনেছেন। আর সৃষ্টি করেছেন যখন সে কোন অস্তিত্বেই ছিল না। এছাড়াও বানী আদমের সকল চেহারাই ধ্বংসশীল ও নশ্বর।

তাহলে কী কোন আরবী বোঝা, আরবীর সম্বোধন ও সাদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞানী কোন লোকের মনে এটা উদয় হতে পারে যে, এই চেহারার সাথে ঐ চেহারার কোন মিল বা সাদৃশ্য বিদ্যমান!

তাহলে কী এটা হতে পারে যে, আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ হতে যে সব দলীল পেশ করলাম, এর মধ্যে অপূর্ণ, ধ্বংসের উপযোগী ও নশ্বর বানী আদমের চেহারার সাথে কোন সাদৃশ্য থাকতে পারে?

আমরা বলি এবং আমাদের আলিমগণ প্রতিটি প্রান্ত থেকে একই কথা বলেন: নিশ্চয় আমাদের মাবুদ আল্লাহ তা'আলার চেহারা রয়েছে। যেমনভাবে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে এবং একে সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা গুণায়িত করেছেন। আর তাঁকে চিরস্থায়ীত্বের হুকুম আরোপ করেছেন এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে নাকচ করেছেন।

আমরা আরো বলি: নিশ্চয় আমাদের রবের চেহারার রয়েছে নূর, জ্যোতি ও উজ্জ্বলতা। যদি তিনি তার প্রতিবন্ধক পর্দাকে প্রকাশ করতেন তবে তাঁর চেহারার আলো দৃষ্টিতে যা কিছু আসত তার সবকিছুকেই জ্বালিয়ে দিত। তিনি মহা পবিত্র সত্তা যিনি দুনিয়ার অধিবাসীদের থেকে পর্দার আড়ালে রয়েছেন। কোন মানুষ তাঁকে দেখতে পারবে না যতক্ষণ সে নশ্বর এই দুনিয়াতে থাকবে।

আমরা আরো বলি: নিশ্চয় আমাদের রবের চেহারা প্রথম থেকেই ছিল আর চিরস্থায়ীভাবে থাকবেই। তিনি এর ধ্বংস হওয়া বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে নাকচ করে দিয়েছেন।

আমরা আরো বলি: নিশ্চয় বানী আদমের চেহারা রয়েছে, তবে আল্লাহ তা'আলা এর জন্য ধ্বংস হওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়াকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর এর সম্মান ও মর্যাদাকে নাকচ করে দিয়েছেন। যেগুলোর সাথে আল্লাহ নিজ

চেহারাকে যা দ্বারা গুণাঙ্কিত করেছেন এমন নূর, জ্যোতি ও উজ্জলতার গুণ সম্পৃক্ত নয়।

আমরা আরো বলি: নিশ্চয় বানী আদমের চেহারা সৃষ্ট এমন মাখলুক্ যা ইতোপূর্বে ছিল না। এরপরে কোন কিছু না থাকা অবস্থা হতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তিত্বে থাকা অবস্থা হতে তাদেরকে অনন্তিত্বে এনেছেন। আর নিশ্চয় প্রত্যেক বানী আদমের চেহারা নশ্বর এবং স্থায়ী নয়।

সুতরাং কোন আরবদের ভাষা বোঝে, তাদের সম্বোধন ও তাশবীহ (সাদৃশ্য প্রদান রীতি) সম্পর্কে জানে এমন কোন জ্ঞানবানের বিবেকে কী এ কথা উদয় হতে পারে যে, এই চেহারা ঐ চেহারার সাথে সাদৃশ্যতা রাখে?

আর আমাদের রবের (তাঁর প্রশংসা সুউচ্চ হোক) চেহারাকে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে - যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি এবং গুণাঙ্কিত করেছি কিতাব ও সুন্নাহ হতে, বানী আদমের চেহারার, যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং গুণাঙ্কিত করেছি সাথে কোন রকম তাশবীহ বা সাদৃশ্য থাকতে পারে যেগুলো কিনা কমতি, ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যায়?

জাহমীয়াদের মধ্য হতে মু'আত্তিলারা ধারণা করে থাকে: আমরা আল্লাহর কিতাব হতে যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ যেমনটি উল্লেখ করেছেন আর নাবী ছিল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছগুলো হতে যা রেওয়ায়েত করেছি তাতে বিদ্যমান থাকা আল্লাহর চেহারার অর্থ হচ্ছে আরবদের এসব কথার মত: কথার চেহারা (কথার মূল বা প্রথম কথা), কাপড়ের চেহারা (কাপড়ের প্রান্ত বা উপরের দিক) ও বাড়ীর চেহারা (বাড়ীর দরজা বা সম্মুখভাগ) ইত্যাদি।

জাহমীয়ারা তাদের জ্ঞানগত অজ্ঞতার কারণে ধারণা করে থাকে: আল্লাহর কথা, (وَجْهُهُ اللهُ) 'আল্লাহর চেহারা' এর অর্থ হচ্ছে: কথার চেহারা (কথার মূল বা প্রথম কথা), বাড়ীর চেহারা (বাড়ীর দরজা বা সম্মুখভাগ) ও কাপড়ের চেহারা (কাপড়ের প্রান্ত বা উপরের দিক) ইত্যাদির মত।

তারা আরো ধারণা করে: চেহারা হচ্ছে মাখলুক্কের গুণের মধ্যে গণ্য। আর এটি হচ্ছে একটি জঘন্য দাবি। এমন একটি বিষয়ের মধ্যে পতিত হওয়া যে ব্যাপারে তারা ধারণা করেছে যে, তারা তা থেকে পলায়ন করেছে।

সুতরাং তাদেরকে বলা হবে: বানী আদমের কথা, কাপড় ও বাড়ী কী মাখলুক্ নয়?

আর তাই তোমাদের মধ্য হতে যদি কেউ এই ধারণা করে থাকে যে: আল্লাহর কথা (وَجْهَ اللَّهِ) ‘আল্লাহর চেহারা’ এর অর্থ হচ্ছে: কথার চেহারা (কথার মূলকথা বা প্রথম কথা), বাড়ীর চেহারা (বাড়ীর দরজা বা সম্মুখভাগ) ও কাপড়ের চেহারা (কাপড়ের প্রান্ত) ইত্যাদির মত, তবে সে কী - তোমাদের মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহর চেহারাকে জড় বস্তুসমূহের চেহারার সাথে তালীহ বা সাদৃশ্য প্রদান করল না?

হে মুখের দল! তোমরা ধারণা করেছ: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল আছার (মধ্য হতে কেউ) যখন বলে: আল্লাহর চেহারা রয়েছে, দু’টি চোখ রয়েছে। আর আল্লাহ দেখেন, প্রত্যক্ষ করেন এবং শোনেন। তখন সে ব্যক্তি তার খালিক্ তথা সৃষ্টিকর্তার সাথে মাখলূক্দের সাথে সাদৃশ্য আরোপ করে কী?

আল্লাহ তা’আলা হেফায়ত করুন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল আছারের কাউকে তার খালিক্দের সাথে মাখলূক্দের মধ্য হতে কারো সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হতে।

বরং আমরা আল্লাহ তা’আলার জন্য এমন সব গুণাবলি সাব্যস্ত করি, যেগুলো দ্বারা তিনি তার সুস্পষ্ট নাযিলকৃত কিতাবে অথবা তাঁর নির্বাচিত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় যা তার দিকে সাব্যস্ত হয়েছে নিজেকে গুণাযিত করেছেন। আমরা এমন কথা বলি, যা বোধগম্য এবং যা প্রত্যেক বিবেকবান মানুষই বুঝতে পারে।

আমরা বলি: সৃষ্টিকর্তা খালিক্দের (আল্লাহর) জন্য ‘চেহারা’ এর নাম সাব্যস্ত করার মধ্যে কোন দোষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যা কিনা প্রত্যেক সুস্থ বিবেকবান মানুষের কাছেই বোধগম্য। আর আল্লাহ তা’আলার চেহারার ছিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রেও এমন কোন সম্ভাবনা নেই যে, তাতে কোন মাখলূক্দের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হবে উক্ত ছিফাত বা গুণের নাম এক হওয়ার কারণে।

জাহমীয়াদের মধ্য হতে মু’আত্তিলাগণ তাদের জ্ঞানগত মূর্খতার কারণে আল্লাহ তা’আলার সকল গুণাবলি যার বর্ণনা তিনি তার সুস্পষ্ট কিতাবে দিয়েছেন এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় জানিয়েছেন, সেগুলো অস্বীকার করে। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۖ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

“তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ

শোনে অথবা বোঝে? তারা তো পশুর মতই মাত্র, বরং তারা আরও অধিক পথচ্যুত।” সূরা আল-ফুরকান: ৪৩-৪৪।

সেটা এ কারণে যে, তারা কুরআনে এটি পেয়েছে: আল্লাহ সুবহানাহ তার সৃষ্টিজগতের কারো নামের ব্যাপারে তার গুণের/ছিফাতের কিছু নাম প্রয়োগ করেছেন। আর তাই তাদের মূর্খতার কারণে তারা ভুল ধারণায় উপনীত হয়েছে যে, আল্লাহর নিজেকে দেওয়া উক্ত গুণাবলির দ্বারা যারা আল্লাহকে বিশেষায়িত করবে, তারা তাকে সৃষ্টির সাথে তালবীহ বা সাদৃশ্য প্রদান করবে।

সুতরাং হে বুদ্ধিমত্তার অধিকারীরা শোন, আমি তোমাদের কাছে এসব মু'আত্তিলাদের মূর্খতাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছি: আমি বলছি:

আমি আল্লাহর কিতাবের একাধিক স্থানে এটা পেয়েছি, তিনি শোনে এবং দেখেন। তিনি বলেছেন:

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“আর তিনি দ্রষ্টা-শ্রবণকারী।” সূরা আশ-শুরা: ১১।

আবার আল্লাহ তা'আলা মানুষের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

“সুতরাং আমি তাকে দ্রষ্টা-শ্রবণকারী বানিয়েছি।” সূরা দাহর: ১১।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন:

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

“আর তুমি বল, তোমরা আমল কর। সুতরাং অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনরাও।” সূরা তাওবাহ: ১০৫।

তিনি মূসা ও হারুন আলাইহিমা স সালামকে বলেছিলেন:

﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

“নিশ্চয় আমি তোমাদের দুইজনের সাথে আছি, শুনছি এবং প্রত্যক্ষ করছি।” সূরা ত্বহা: ১৬।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, তিনি বানী আদমের আমলকে প্রত্যক্ষ করেন। আর তাঁর রসূল- যিনি একজন মানুষ- তিনিও তাদের আমলগুলোকে প্রত্যক্ষ করবেন। তিনি আরো বলেন:

﴿الْمُرُؤُا۟ اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ﴾

“তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) থাকা পাখিগুলোকে প্রত্যক্ষ করে না?”
সূরা আন-নাহল: ৭৯।

বানী আদমও আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) থাকা পাখিগুলোকে প্রত্যক্ষ করে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

“আর তুমি আমার চোখের সামনে নৌকা তৈরী কর।” সূরা হূদ: ৩৭।
তিনি আরো বলেন:

﴿تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا﴾

“যা আমার চোখের সামনে চলত।” সূরা আল-ক্বামার: ১৪।
তিনি আরো বলেন:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

“আর দ্বিধা কর তোমার রবের হুকুমের জন্য; কেননা তুমি আমার চোখের সামনে।” সূরা আত-তুর: ৪৮।

সুতরাং আমাদের রব সাব্যস্ত করেছেন যে, তাঁর চোখ আছে। তিনি এটাও সাব্যস্ত করেছেন যে, বানী আদমেরও চোখ রয়েছে। যেমন তিনি বলেন:

﴿تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾

“তুমি তাদের চোখগুলোকে দেখবে যে, সেগুলো হতে অশ্রু ঝরছে” সূরা আল-মায়িদাহ: ৮৩।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তাঁর চোখ রয়েছে, আবার এটাও জানিয়েছেন যে, বানী আদামেরও চোখ রয়েছে। তিনি ইবলিসকে -আল্লাহর লানত তার উপরে পড়ুক- বলেছেন:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ ﴾

“তোমাকে সিজদা করা হতে কোন বস্তু বাধা দিল যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি।” সূরা ছ-দ: ৭৫। তিনি আরো বলেন:

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪। তিনি আরো বলেন:

﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾

“অথচ গোটা পৃথিবীই কিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে আর আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭।

আর আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর নিজের দু’টি হাত আছে বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবার তিনি এটাও সাব্যস্ত করেছেন যে, বানী আদামেরও দু’টি হাত রয়েছে। তিনি বলেন:

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيكَ ﴾

“আর এটা হচ্ছে তাই, যা তোমাদের হাতসমূহ ইতোপূর্বে প্রেরণ করেছে।” সূরা আলে-ইমরান: ১৮২। তিনি আরো বলেন:

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ ﴾

“আর এটা হচ্ছে তাই, যা তোমার উভয় হাত ইতোপূর্বে প্রেরণ করেছে।” সূরা আল-হাজ্জ: ১০। তিনি আরো বলেন:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾

“নিশ্চয় যারা তোমার হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর হাতে বাই‘আত গ্রহণ করেছে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে ছিল।” সূরা আল-ফাতহ: ১০। তিনি আরো বলেন:

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾

“রহমান আরশের উপরে উঠেছেন।” সূরা ত্বহা: ০৫।

তিনি আমাদেরকে আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, চতুস্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণকারীরা তাদের পিঠে উঠে। তিনি নূহ আলাইহিস সালামের জাহাজ সম্পর্কে বলেন:

﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾

“সেটা জুদী পাহাড়ের সাথে ঠেকলো।” সূরা হূদ: ৪৪।

হে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী! এই সমস্ত দার্শনিকদের কাছে কী তাহলে আবশ্যিক হবে যে, আল্লাহ যে সব গুণাবলি এই আয়াত সমূহের মধ্যে সাব্যস্ত করেছেন, তা যে ব্যক্তি সাব্যস্ত করবে সে মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যবাদী হয়ে যাবে?

আল্লাহ হেফাযত করুন! এটি কোন সাদৃশ্য নয়, যেমন তারা তাদের জ্ঞানগত মূর্খতার কারণে দাবি করে থাকে।

আমরা বলি: নিশ্চয় আল্লাহ শ্রবণকারী-দ্রষ্টা, যেমনভাবে আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও খালিক আমাদেরকে জানিয়েছেন। আমরা এটাও বলি, বানী আদমের মধ্য হতে যারই দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি আছে সেও শ্রবণকারী-দ্রষ্টা। তবে আমরা এটা বলি না যে, এটা খালিকের সাথে মাখলূকের তাশবীহ বা সাদৃশ্য প্রদান।

আমরা আরো বলি: নিশ্চয় আল্লাহর তা‘আলার রয়েছে দু’টি ডান হাত। এদের মধ্যে কোনটিই বাম হাত নয়। যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলার দু’টি হাত রয়েছে। আবার আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, সেই দু’টি হাত হচ্ছে ডান হাত, তাদের মধ্যে বাম হাত নেই।^[৩১]

আমরা আরো বলি: বানী আদমের মধ্যে যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ অবস্থায় আছে, তাদের দুই হাত রয়েছে: ডান ও বাম।

আমরা একথা বলি না যে, নিশ্চয় মাখলূকের হাত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হাতের মত। আল্লাহ তাঁর হাত মাখলূকের হাতের ন্যায় হওয়া থেকে বহু উর্ধে।

আমাদের কাছে আল্লাহ তাঁর নিজেকে ‘আযীয’ বলে নামকরণ করেছেন। সূরা আন-নিসা: ৫৬, সূরা ছুফ: ০১। আবার দেখা যায় তিনি কতিপয় বাদশাকেও তিনি আযীয বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন:

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾

“আর শহরে নারীরা বলাবলি করল: আযীয এর স্ত্রী তার যুবককে কুথরোচনা দিচ্ছে।” সূরা ইউসুফ: ৩০।

আবার ইফসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা তাদের ভাই ইফসুফ আলাইহিস সালামকে আযীয বলে অবহিত করেছিল, তারা বলেছিল:

﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾

“হে আযীয! নিশ্চয় তার পিতা হচ্ছেন অত্যন্ত বয়স্ক।” সূরা ইউসুফ: ৭৮।

তিনি আরো বলেন:

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾

“তারা বলেছিল: হে আযীয! আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে অশল্যাণ স্পর্শ করেছে।” সূরা ইউসুফ: ৮৮।

আমাদের সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহ তা‘আলার) ইযযাত যা তাঁর যাতী ছিফাতের মধ্যে অন্যতম মাখলুকের ইযযাতের মত নয়, যা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শক্তি বা মর্যাদা দান করেছেন।

যদি প্রত্যেক নাম যা দ্বারা আল্লাহ তার নিজেকে নামকরণ করেন, আর ঐ নাম তার কতিপয় সৃষ্টির ব্যাপারেও প্রয়োগ করেন। আর এতে যদি জাহমীয়াদের মধ্য হতে এই সকল মূর্খের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টকুলের সাদৃশ্য আরোপ করা হয়, তবে প্রত্যেক কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি, তাতে বিশ্বাসকারী ও অন্তরে সত্যায়নকারী ব্যক্তিও তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টকুলের সাদৃশ্য আরোপ করবে।

আমাদের রব [আল্লাহ] তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন: ‘আল-মালিক’ (الْمَلِكُ) সূরা আল-হাশর: ২৩, সূরা আন-নাস: ০২। আবার তিনি তাঁর কতিপয় বান্দাদেরকেও ‘আল-মালিক’ হিসেবে নামকরণ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন:

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِدُءٍ﴾

“আর মালিক (বাদশাহ) বলল: তোমরা তাকে নিয়ে আস।” সূরা ইউসুফ: ৫০।

তিনি আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন: ‘আল-আজীম’ (العظيم) সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৫। আবার তিনি তাঁর কতিপয় বান্দাদেরকেও ‘আল-আজীম’ হিসেবে নামকরণ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾

“আর তারা বলল: এই কুরআন যদি এই দুই গ্রামের মধ্যকার কোন একজন আজীম (সম্মানিত) লোকের উপরে নাযিল হত।” সূরা আয-যুখরুফ: ৩১।

আবার তিনি তাঁর কতিপয় সৃষ্টবস্তুকেও ‘আল-আজীম’ হিসেবে নামকরণ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন:

﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

“আর তিনিই আজীম বা সম্মানিত আরশের রব।” সূরা আত-তাওবাহ: ১২৯।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা ‘আজীম’, তিনি আজীম নামকে আরশের জন্যও ব্যবহার করেছেন আর আরশ হচ্ছে মাখলুক।

আমাদের রব হচ্ছেন: ‘আল-জাব্বার আল-মুতাকাব্বির’ (الجبار المتكبر), [মহাপ্রতাপশালী ও অতীব মহিমাম্বিত], আল্লাহ বলেন: “ঋটিমুক্ত, নিরাপত্তা দানকারী, রক্ষাকারী, মহাপরাক্রমশালী ও অতীব মহিমাম্বিত।” সূরা আল-হাশর: ২৩।

আবার তিনি কতিপয় কাফিরদেরকে ‘মুতাকাব্বির ও জাব্বার’ হিসেবে অভিহিত করেছেন, তিনি বলেছেন:

﴿كَذَٰلِكَ يَظْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾

“অনুরূপভাবে আল্লাহ প্রত্যেক প্রতাপশালী ও অহংকারীর ক্বালবের উপরে মোহর মেরে দেন।” সূরা আল-মুমিন: ৩৫।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা [আল্লাহ তা‘আলা] হচ্ছেন: ‘আল-হাফীয আল-আলীম’ (الحفيظ العليم) বা মহাসংরক্ষক ও মহাজ্ঞানী, তিনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাদশাহকে বলেছিলেন:

﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

“আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। আমি সুসংরক্ষক ও সুবিজ্ঞ।” সূরা ইউসুফ: ৫৫। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾

“তারা তাকে সুবিজ্ঞ একটি সন্তানের সুসংবাদ দিল।” সূরা আয-যারিয়াত: ২৮। তিনি আরো বলেন: ﴿بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ “ঐশ্বর্যশীল একটি সন্তানের।” সূরা আছ-ছুফ্যাত: ১০১।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: ‘আলীম ও হালীম’ (العلیم والحلیم) আমাদের মা‘বুদ আল্লাহ তা‘আলার দু’টি নাম। এ নামের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা বানী আদমের কিছু মানুষকে নামকরণ করেছেন। হে বুদ্ধিমানেরা, যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল আছারের জন্য এটা আবশ্যিক হত যে, তারা যখন আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য যেমনভাবে বলেছেন তেমনভাবে তারা তাদের মা‘বুদের দুই হাতকে সাব্যস্ত করলে এবং তারা তাঁর নাফসকে সাব্যস্ত করলে, তিনি শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা, শোনে এবং প্রত্যক্ষ করেন, যে কারণে এই সমস্ত জাহিল তাদের বিরুদ্ধে দাবি করেছে: তারা মুশাব্বিহা বা সাদৃশ্যদানকারী।

তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি যে আল্লাহকে: আযীয, মালিক, আযীম, রউফ, রহীম, জাব্বার ও মুতাকাব্বির হিসেবে নামকরণ করবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এটাও আবশ্যিক হবে যে, সেও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে সৃষ্ট মাখলূক্বের তালবীহ প্রদান করল!

আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার মুশাব্বিহা হওয়া থেকে হেফাযত করুন! যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলাকে গুণান্বিত করেন এমন গুণে যার দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন স্বীয় কিতাবে অথবা তাঁর নির্বাচিত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে।

আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল আছারের বিপরীতে জাহমীরা যা দ্বারা এসব বিষয়ে দলীল গ্রহণ করে থাকে, তা হচ্ছে- আল্লাহর বাণী:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

“কোন কিছুই তাঁর মত নয়।” সূরা আশ-শূরা: ১১।

আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলব: এ কথা কে বলছে, আমাদের খালিকের মত কিছু রয়েছে অথবা তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন কেউ আছে? কিন্তু এগুলো হচ্ছে জাহমীয়াদের ধোঁকাপূর্ণ কথা। এর দ্বারা তারা মূর্খ, সাধারণ জনগণ এবং

নির্বোধ শ্রেণির লোকদের ধোঁকা দেয়: নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহকে ঐ গুণ দ্বারা গুণান্বিত করল, যার দ্বারা তিনি নিজেকে গুণান্বিত করেছেন স্বীয় সুস্পষ্ট কিতাবে অথবা তাঁর নির্বাচিত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে, তাহলে ঐ ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর সাথে সৃষ্ট মাখলূকের তাশবীহ প্রদান করল!

আমরা বলি: আল্লাহ আদী (الله الأول): চিরস্থায়ী, আর সৃষ্টি জগত হচ্ছে তৈরীকৃত ও প্রতিপালিত। আল্লাহ রিযিকদাতা (الله الرازق): আর সৃষ্টিজগত হচ্ছে রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব (الله الدائم، الباقي): আর তাঁর সৃষ্টিজগত হচ্ছে অস্থায়ী ও নশ্বর। আল্লাহ হচ্ছেন সকল সৃষ্টিজগত হতে অমুখাপেক্ষি (الله الغني عن جميع خلقه): আর সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকেই তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি মুখাপেক্ষি।

আর আল্লাহ তা‘আলার কিছু নাম দ্বারা অন্যদেরকে নামকরণ করার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার সাথে মাখলূকের সাদৃশ্য প্রদান করা হয় না। এসব মূর্খদের জন্য সম্ভব নয় যে, তারা এ সমস্ত নামগুলোকে মুসহাফসমূহ (কুরআনের পাতা) হতে মুছে ফেলতে পারবে না, আবার আহলুল কুরআন তথা হাফিযদের অন্তর হতেও তা মুছে ফেলতে পারবে না। আবার মিহরাব ও মকতবগুলো হতে এর তিলাওয়াতকেও পরিত্যাগ করতে পারবে না। আর স্বীয় নাবীর উপরে কুরআনের নাযিলকর্তা কী আমাদেরকে জানিয়ে দেননি যে, তিনি হচ্ছেন বাদশাহ (الملك) আবার তিনি তার কতিপয় বান্দাকেও বাদশাহ (ملك) বলে আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি আমাদেরকে এটাও জানিয়েছেন: তিনি হচ্ছেন সালাম (السلام), আবার দুনিয়া ও আখিরাতে মুসলিমদের অভিবাদনের নামও তিনি সালাম (سلام) রেখেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وَسَلَّمَ ﴾

“তার সাথে সাক্ষাতের দিন তাদের অভিবাদন হবে সালাম।” সূরা আল-আহযাব: ৪৪।

আমাদের মনোনীত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছলাতের সালামের শেষে বলতেন:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ

“হে আল্লাহ! আপনি সালাম এবং আপনার পক্ষ হতেই সালাম।” মুসলিম; হা/ ৫৯১ ও ৫৯২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾

“তোমাদের প্রতি যে সালাম দেয় তাকে তোমরা বলবে না যে: তুমি মুমিন নও।” সূরা আন-নিসা: ৯৪।

আবার আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত খবরের মাধ্যমেও জানা যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন সালাম। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُنُ﴾

“[তিনি হচ্ছেন:] নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষাকারী,।” সূরা আল-হাশর: ২৩।

তিনি এই নাম প্রয়োগ করেছেন সৃষ্টিকর্তা [তথা তাঁর নিজের] ছাড়া অন্যের ব্যাপারেও।

তিনি আমাদেরকে এটাও জানিয়েছেন: তিনি হচ্ছেন মুমিন (المؤمن), আবার তিনি তার কতিপয় বান্দাদেরকেও বলেছেন (المؤمنون)। তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

“নিশ্চয় তারাই মুমিন, যাদের কাছে আল্লাহর যিকর করা হলে তাদের অন্তরসসমূহ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।” সূরা আল-আনফাল: ২। তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

“নিশ্চয় তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে।” সূরা আন-নূর: ৬২। তিনি আরো বলেন:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾

“আর যদি মুমিনদের মধ্যকার দু’টি দল পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়।” সূরা আল-হুজুরাত: ০৯। তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারী।”
সূরা আল-আহযাব: ৩৫।

আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে: তিনি শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা (سَمِيعٌ بَصِيرٌ)। আমাদেরকে তিনি এটাও জানিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা হিসেবে তৈরী করেছেন।

তিনি বলেন:

﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“মানুষের উপর দিয়ে কি কালের এমন সময় অতিক্রম করেনি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, ফলে আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।” সূরা আদ-দাহর: ০১-০২।

আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন: ‘আদাল ও হাকাম’^[৩২] (الحكم والعدل), যার অর্থ: ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়বিচারক। আবার আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন: ক্বিয়ামত ক্বায়েমের আগে ঈসা ‘আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে অবতরণ করবেন: “ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায়বিচারক এবং ন্যায়বান ইমাম হিসেবে।”^[৩৩]

আল-মুক্বসিত (المقسط) বা ‘ন্যায়বান’ এর ব্যাপারটিও। এটি আল্লাহ তা‘আলার নাম সমূহের মধ্য হতে একটি। যেমন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর নাম সমূহের বর্ণনা এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে: তিনি আল-মুক্বসিত (المقسط) বা ‘ন্যায়বান’।^[৩৪]

আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের সময়ে করণীয় উল্লেখ করে তিনি বলেন:

[৩২] হাকাম শব্দটির ব্যবহার দেখুন: সুনানুন নাসায়ী, হা/ ৫৩৮৭, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

[৩৩] বুখারী; হা/৩৪৪৮।

[৩৪] দ্ব‘ঈফ: তিরমিযী; হা/৩৫০৭।

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾

“আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্য কোন দ্বন্দের আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামীর পরিবার হতে একজন হাকাম বা ন্যায়বিচারক ও স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ হতে আরেকজন হাকাম বা ন্যায়বিচারক নিযুক্ত কর।” সূরা আন-নিসা: ৩৫।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এখানে দ্বন্দ্ব নিয়োজিত সালিশদ্বয়ের ব্যাপারে ‘হাকাম’ বা ন্যায়বিচারক নামটি প্রয়োগ করেছেন।

আল্লাহ হচ্ছেন: আল-‘আদাল (العدل) বা ন্যায়পরায়ণ। আর তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ‘আদল ও ইহসানের ব্যাপারে আদেশ করেছেন।

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন:

(إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا، عَلَى مَنَابِرٍ مِّنْ لُّؤْلُؤٍ) أَوْ (مِنْ نُّورِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

“নিশ্চয় দুনিয়াতে ইনছাফকারীগণ (ন্যায়বান) থাকবে মনি-মাণিক্যের মিস্কারসমূহের উপরে।” অথবা “নূরের (মিস্কারসমূহের উপরে), ক্বিয়ামত দিবসে।”^[৩৫]

এখানে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কতিপয় দায়িত্বশীলদের ব্যাপারে আল-মুক্‌সিত (المقسط) বা ‘ন্যায়বান’ নামটির প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন:

الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ ، وَمَا وُلُّوا

“যারা তাদের হুকুমদান বা বিচারকার্যে, তাদের পরিবারের মধ্যে এবং তাদের উপরে ন্যস্ত দায়িত্বের ব্যাপারে ন্যায়বিচার করে।”^[৩৬]

ইয়ায ইবনু হিমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: عَفِيفٌ مُّتَصَدِّقٌ، وَذُو سُلْطَانٍ مُّقْسِطٌ، وَرَجُلٌ رَّحِيمٌ، رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٍّ وَمُسْلِمٍ

[৩৫] মুসলিম; হা/১৮২৭। এই অর্থে কাছাকাছি বর্ণিত।

[৩৬] মুসলিম; হা/১৮২৭।

“আহলুল জান্নাত তিন প্রকারের লোক: সচ্চরিত্রের অধিকারী দাতা, ন্যায়বিচারক শাসক এবং এমন দয়ালু ব্যক্তি যার অন্তর তার আত্মীয় ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কোমল।”^[৩৭]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمتهما الله) বলেন: যদিও আল-মুক্বসিত (المقسط) বা ‘ন্যায়বান’ নামটি আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহের মধ্যে অন্যতম।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন: ‘আল-হালীম (الحليم) বা ধৈর্যশীল -তিনি সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়েছেন। এবং আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের নাম হালীম বলেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُّنِيبٌ ﴾

“নিশ্চয় ইবরাহীম (হালীম) অত্যন্ত ধৈর্যশীল, অধিক ক্রন্দনকারী ও বিনয়ী।” সূরা হূদ: ৭৫।

আর তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন রউফ ও রহীম (رؤوف رحيم) বা কোমল ও দয়ালু। তিনি তার গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে:

﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

“[তিনি] তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের ব্যাপারে কোমল ও দয়ালু।” সূরা আত-তাওবাহ: ১২৮।

আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন আশ-শাকূর (الشكور) বা প্রতিদান দানকারী।^[৩৮] তিনি বলেছেন:

﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾

“আর আমার বান্দাদের মধ্য হতে অল্প সংখ্যকই হচ্ছে শাকূর বা কৃতজ্ঞ।” সূরা সাবা: ১৩।

[৩৭] মুসলিম; হা/২৮৬৫। বর্ণনায় সামান্য হেরফের আছে।

[৩৮] এর আরেকটি অর্থ: কৃতজ্ঞ। যা বান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আল্লাহ হছেন: আল-‘আলী (عليه) বা সুউচ্চ মর্যাদাবান। তিনি তাঁর কিতাবে অনেক জায়গায় নিজের কথা বলেছেন:

﴿إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾

“আর নিশ্চয় তিনি সুউচ্চ মর্যাদাবান ও প্রজ্ঞাবান।” সূরা আশ-শূরা: ৫১।

আবার এই নামে অসংখ্য মানুষের নামকরণ করা হয়, কিন্তু আমরা কোন আলিম, আল্লাহভীরু, দুনিয়াবিমুখ, প্রাজ্ঞ, ফক্বীহ এমনকি কোন জাহিল বা অজ্ঞ ব্যক্তিকেও আমরা বলতে শুনি নি যে, সে তার সন্তানের নাম ‘আলী (عليه)’ রাখাকে নিষেধ করেছে। আর না তাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি এটাকে অপছন্দ করেছে।

নাবী মুস্তফা ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব রদ্বিইয়াল্লাহ ‘আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

ادْعُوا لِي عَلِيًّا

“ ‘আলীকে আমার কাছে ডেকে আন।”^[৩৯]

আল্লাহ হছেন: আল-কাবীর (الكبير) বা বড়, মহামহিম। আর প্রত্যেক মুসলিমই ‘কাবীর’ শব্দটি বহু সৃষ্ট বস্তুর উপরে প্রয়োগ করে থাকে। তারা বড় বা (كبير) এর প্রয়োগ করে: ‘বড় শাইখ’, গোত্র প্রধান, প্রত্যেক বৃহদাকার বস্তু, বড় কোন প্রাণী ইত্যাদির ব্যাপারেও। আল্লাহ তা‘আলা বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে ইফসুফ ‘আলাইহিস সালামের ভাইদের কথা উল্লেখ করে বলেন:

﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾

“নিশ্চয় তার পিতা হছেন অত্যন্ত (বড়) বয়স্ক।” সূরা ইউসুফ: ৭৮।

খাছ‘আম গোত্রের মহিলাটি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল:

إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক স্বীয় বান্দার উপরে ফরযকৃত বিষয় (হাজ্জ) আমার অতিবৃদ্ধ পিতার উপরে ফরয হয়েছে।”^[৪০]

উক্ত মহিলা কর্তৃক তার পিতাকে ‘কাবীর’ নামকরণ করার কারণে আল্লাহর রসূল তাকে নিষেধ করেননি। আর এটাও বলেননি যে, ‘কাবীর’ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর নাম সমূহের মধ্য হতে একটি।

শু‘আইব আলাইহিস সালামের ঘটনার মধ্যে রয়েছে, আল্লাহর বাণী

﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾

“আর আমাদের পিতা শাইখুন কাবীর (অতিশয় বৃদ্ধ)।” সূরা আল-ক্বছাছ: ২৩।

আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন: ‘আল-কারীম’ বা সম্মানিত সূরা আন-নামল: ৪০। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ‘কারীম’ (الكَرِيم) শব্দটি একদল নাবীদের (‘আলাইহিমুস সালাম) ব্যাপারে প্রয়োগ করেছেন, তিনি বলেছেন:

إِنَّ الْكَرِيمَ بْنَ الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ

“শারীমের পুত্র কারীমের পুত্র কারীম: ইবরাহীমের পুত্র ইসহাকের পুত্র ইয়া‘কুবের পুত্র ইফসুফ।”^[৪১] আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾

“অতঃপর আমি জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি।” সূরা লুক্‌মান: ১০।

সুতরাং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নাবীদের প্রত্যেককেই ‘কারীম’ হিসেবে নামকরণ করেছেন।

আল্লাহ হচ্ছেন: ‘আল-হাকীম’ (الْحَكِيم) বা প্রজ্ঞাময়। সূরা আল-আন‘আম: ১৮। আবার তিনি তাঁর কিতাবকেও ‘হাকীম’ বলে নামকরণ করেছেন, আর তাই তিনি বলেছেন:

[৪০] বুখারী; হা/১৫১৩।

[৪১] বুখারী; হা/৩৩৮২ ও ৩৩৯০।

﴿الْم ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾

“আলিফ-লাম-মীম । এগুলো প্রজ্ঞাময় কিতাবের আয়াতসমূহ ।” সূরা লুক্কমান: ০১-০২ ।

আহলুল ক্বিবলাহ লুক্কমানকে (‘আলাইহিস সালাম) আল-হাকীম (الحَكِيم) বা প্রজ্ঞাময় বলে নামকরণ করে থাকে । যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা জানিয়েছেন যে, তিনি তাকে হিকমাত দান করেছেন । তিনি বলেন:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾

“আর অবশ্যই আমি লুক্কমানকে হিকমাত দান করেছি ।” সূরা লুক্কমান: ১২ ।

অনুরূপভাবে আলিমগণ বলেন: হাকীমদের মধ্য হতে একজন হাকীম বলেছেন । আবার তারা বলেন: হাকীমদের মধ্য হতে একজন হাকীম ব্যক্তি বলেছেন ।

আল্লাহ তা‘আলা: ‘আশ-শাহীদ’ (الشَّهِيد) বা মহাসাক্ষী^[৪২] । সূরা আলে ইমরান: ৯৮ । যারা বাস্তবতার সাক্ষ্য প্রদান করে, তাদেরকে তিনি শুহূদ বা সাক্ষী হিসেবে নামকরণ করেছেন:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾

“তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দুইজন ‘শাহীদ’ বা সাক্ষী আহবান কর ।” সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৮২ । তিনি আরো বলেছেন:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾

“অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক জাতি হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব আর তোমাকে উপস্থিত করব এ সকল লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে ।” সূরা আন-নিসা: ৪১ ।

[৪২] এই শব্দের আরো অর্থ হচ্ছে: সাক্ষী, উপস্থিত ।

আল্লাহ তা‘আলা এরপরে তাঁর নাবী ছিল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ছলাত আদায় করে এমন প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় নিহত ব্যক্তিকে শাহীদ হিসেবে নামকরণ করেছেন।^[৪৩]

আল্লাহ হচ্ছেন: হক্ব (الحَقُّ) বা সত্য। তিনি বলেছেন:

﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾

“তিনি বললেন: ‘তবে এটিই হচ্ছে সত্য আর আমি তো সত্যই বলি।’ সূরা ছুদ: ৮৪। এবং তিনি আরো বলেন:

﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾

“সুতরাং আল্লাহ হচ্ছে মহিমান্বিত, সত্য মালিক।” সূরা আল-মুমিনুন: ১১৬।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ﴾

“আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা হচ্ছে সত্য।” সূরা সাবা: ০৬। তিনি আরো বলেন:

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلُ ﴾

“আর আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি এবং যথাযথভাবেই তা অবতীর্ণ হয়েছে।” সূরা আল-ইসরা: ১০৫। তিনি আরো বলেছেন:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾

“আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং ঈমান এনেছে যা মুহাম্মাদের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে আর সেটা হচ্ছে তাদের রবের পক্ষ হতে সত্য।” সূরা মুহাম্মাদ: ০২। তিনি আরো বলেছেন:

﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾

“আর নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের রবের পক্ষ হতে আগত হক্ব বা সত্যের অনুসরণ করেছে।” সূরা মুহাম্মাদ: ০৩। তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾

“এটা একারণে যে, যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে, তারা যেন জেনে নেয় যে, এটা তোমার রবের পক্ষ হতে আগত হক্ব বা সত্য। সূরা হাজ্জ: ৫৪। তিনি আরো বলেছেন:

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾

“ঐ দিনে সমস্ত কর্তৃত্ব হবে রহমানের।” সূরা আল-ফুরক্বান: ২৬। তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَلَا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾

“আর তারা তোমার কাছে যাই নিয়ে আসুক না কেন, আমি সেটার হক্ব বা সঠিক সমাধান আপনার কাছে আনয়ন করি।” সূরা আল-ফুরক্বান: ৩৩। তিনি আরো বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾

“তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত, হক্ব বা সত্য দীন সহকারে।” সূরা আস-সফ: ০৯।

তিনি তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾

“আর আমি তোমার প্রতি হক্ব বা সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছি, যেন তুমি আল্লাহ তোমাকে যেমন দেখিয়েছেন সেভাবে মানুষের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করতে পার।” সূরা আন-নিসা: ১০৫।

কথা, কাজ ও বিচারকার্যে প্রত্যেক সঠিক ও ন্যায্য বিষয়ের ব্যাপারে ‘হক্ব’ নামটি প্রযোজ্য হয়। যদিও ‘হক্ব’ (الحق) নামটি আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলার নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম। তবুও আহলুল ক্বিবলার কোন আলিম কখনোই সঠিক ও ন্যায্য বিষয়ের ব্যাপারে ‘হক্ব’ (الحق) শব্দটি প্রয়োগ করা হতে নিষেধ করেননি।

আল্লাহ হছেন: আল-ওয়াকীল (الوكيل) বা কর্মবিধায়ক, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

“আর তিনি সকল বস্তুর উপরেই ক্ষমতাবান।” সূরা আল-আন‘আম: ১০২।

দায়িত্বপ্রাপ্ত বা কোন মানুষের (বানী আদম) পক্ষ হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওয়াকীল (কর্মবিধায়ক) শব্দটির প্রয়োগের ব্যাপারে আরবদের পরস্পরের মধ্যে কোন ধরনের বাধা দিতে দেখা যায় না।

জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন:

إِذْهَبْ إِلَى وَكِيلِي بِخَيْرٍ

“খাইবারে আমার ওয়াকীলের কাছে যাও।”^[৪৪]

আবার ফাতিমাহ বিনতে ক্বাইসের হাদীছে এসেছে: যখন তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন যে, তার স্বামী তাকে তালাক প্রদান করেছে। এরপরে সে তার ওয়াকীলকে আমাকে কিছু দিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করেছে, কিন্তু স্বামীর ওয়াকীল যা তাকে প্রদান করেছে তা খুবই সামান্য।

অনারবরাও আরবদের মত করেই ওয়াকীল শব্দটির প্রয়োগ করে থাকে তার ব্যাপারে, যাকে মানুষের পক্ষ হতে ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা জানিয়েছেন যে, “তিনি যারা ঈমান এনেছে তাদের মাওলা বা অভিভাবক।” তিনি বলেছেন:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾

“আর এটা এ কারণে যে, যারা ঈমান এনেছে তাদের মাওলা বা অভিভাবক হছেন আল্লাহ আর কাফিরদের কোন মাওলা বা অভিভাবক নেই।” সূরা মুহাম্মাদ: ১১। তিনি আরো বলেন:

﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَاتِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

“আর নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায় তার মধ্য হতে আমি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছি ‘মাওলা’ বা উত্তরাধিকারী।” সূরা আন-নিসা: ৩৩।

এখানে ‘মাওয়ালী’ [মাওলা শব্দের বহুবচন] কে আছাবাদের (উত্তরাধিকারীদের একটি বিশেষ ভাগ) উপরে প্রয়োগ করা হয়েছে। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَيْ مَوْلَاهُ

“আমি যার মাওলা, ‘আলীও তার মাওলা।”^[৪৫]

আবার যখন জা‘ফার, ‘আলী ইবনু আবী ত্বালিব ও যায়িদ ইবনু হারিছা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুম হামযার কন্যার ব্যাপারে বিবাদ করছিলেন, তখন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ ইবনু হারিছাকে বলেছিলেন:

أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا

“তুমি আমার ভাই ও মাওলা।”^[৪৬]

সুতরাং মাওলা শব্দটি নিচু স্তর থেকে আবার উঁচু স্তর থেকেও ব্যবহার করা হয়েছে, আর তাই, প্রত্যেক আযাদকারী ব্যক্তিকে যেমন মাওলা বলা হয়েছে অনুরূপভাবে প্রত্যেক আযাদকৃত ব্যক্তিকেও মাওলা বলা হয়েছে।

‘আয়িশাহ রদ্বিইল্লাহু ‘আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“যে নারীই তার ওলী বা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে, তার বিবাহ বাতিল।”^[৪৭]

সুতরাং প্রথমত আল্লাহ তা‘আলা, এরপরে তাঁর রসূল এরপরে আরব ও আজমের (অনারব) সকলেই মাওলা নাম/শব্দটির প্রয়োগ করেছেন কতিপয় মাখলূকের উপরে।

[৪৫] ছহীহ: তিরমিযী; হা/৩৭১৩।

[৪৬] ছহীহ: বুখারী; হা/৪২৫১।

[৪৭] ছহীহ: তিরমিযী; হা/১১০৪, আবু দাউদ; হা/২০৮৩।

আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন: আল-ওলী (الْوَلِيُّ) বা অভিভাবক/নৈকট্যভাজন সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৭। আল্লাহ তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ‘ওলী’ হিসেবে নামকরণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾

“তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা ছলাত কায়েম করে।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৫৫।

আল্লাহ তা‘আলা এই সকল মুমিনদেরকেও এরকম নামকরণ করেছেন। তিনি আয়াতের মধ্যে ‘মুমিনদের আওলিয়া’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, মুমিনগণ একে অপরের আওলিয়া [ওলী শব্দের বহুবচন], তিনি বলেছেন:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾

“আর মুমিন পুরুষেরা ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু [আওলিয়া]।” সূরা আত-তাওবাহ: ৭১। আল্লাহ বলেছেন:

﴿ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾

“নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিকতর ঘনিষ্ঠ।” সূরা আল-আহযাব: ০৬।

আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন: আল-হাই (الْحَيُّ) বা জীবিত ও চিরঞ্জীব সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৫।

আল-হাই (الْحَيُّ) বা জীবিত নাম বা শব্দটি প্রায়ই আত্মা কবজ ও তার থেকে রুহ বের হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক রুহ বিশিষ্ট জীবের জন্যও প্রয়োগ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾

“মৃত হতে জীবিতকে বের করেন, আর জীবিত হতে মৃতকে বের করেন।” সূরা আর-রুম: ১৯।

আবার হাই (حَيٍّ) বা জীবিত নামটি মৃত জমীনের ব্যাপারেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾

“আর আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন এরপরে তার মাধ্যমে জমীনের মৃত অবস্থা হতে জীবিত করেন।” সূরা আন-নাহল: ৬৫। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

“আর আমি সকল জীবিত বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম।” সূরা আল-আম্বিয়া: ৩০। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

“যে ব্যক্তি কোন মৃত (পরিত্যক্ত) জমীনকে জীবিত করবে, সেটা তার জন্যই হবে।”^[৪৮]

আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন: আল-ওয়াহিদ (الواحد) বা এক। প্রাণী বা জড় জগতের প্রত্যেক এমন বস্তু যার নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তাদের প্রত্যেকের উপরেই আল-ওয়াহিদ (الواحد) বা এক শব্দটি প্রয়োগ হতে পারে। যখন গণনা করা হবে, তখন বলা হবে: এক, দুই, তিন এভাবে সংখ্যা শেষ করে গণনা শেষ হওয়া পর্যন্ত।

আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন: আল-ওয়ালী (الوالي) বা শাসনকর্তা। মুসলিমদের শাসন ক্ষমতায় ন্যস্ত রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারেই আরবদের মধ্য হতে সকল মুসলিম ‘ওয়ালী’ শব্দটির প্রয়োগ করে থাকেন।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন: ‘আত-তাওয়াব’ (التَّوَابُّ) বা তাওবা গ্রহণকারী।^[৪৯] আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

[৪৮] ছুহীহ: তিরমিযী; হা/১৩৭৯।

[৪৯] এ শব্দটির আরো একটি অর্থ হচ্ছে: তাওবাকারী। তবে এ অর্থটি শুধু বান্দার জন্য প্রযোজ্য।

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়ালু ও অধিক তাওবা গ্রহণকারী।” সূরা আন-নিসা: ১৬।

আবার আল্লাহ তা‘আলা গুনাহ হতে তাওবাকারী সকলকেই তাওয়াব (تَوَّابٌ) বা তাওবাকারী হিসেবে নামকরণ করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন আর পবিত্র ব্যক্তিদেরকেও ভালোবাসেন।” সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২২।

আর প্রত্যেক মুমিনের কাছে এটা জ্ঞাত বিষয় যে, এই নাম, যা আল্লাহর একটি নাম, সেটি এ অর্থে প্রযোজ্য নয়, যে অর্থে তিনি তাওবাকারীদের কথা বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি পাপ ও বিচ্যুতি হতে তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন। বরং আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলার আত-তাওয়াব নামকরণটি এ অর্থে প্রযোজ্য যা তিনি বর্ণনা করেছেন, [সেটি হচ্ছে:] তিনি মুমিনদের মধ্য হতে তাওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।

আমাদের সম্মানিত মা‘বুদ হচ্ছেন: আল-গনী (الْغَنِيُّ) বা অমুখাপেক্ষি ও ধনী। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾

“আর আল্লাহ হচ্ছেন অমুখাপেক্ষি ও ধনী এবং তোমরা সকলেই মুখাপেক্ষি ও দরিদ্র।” সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮।

আর ধনী নামটি প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য, যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদের মাধ্যমে ধনী করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَلَيْسَتَعْفِیَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

“আর যাদের বিবাহের সামর্থ নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।।” সূরা আন-নূর: ৩৩। তিনি আরো বলেছেন:

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَبْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا
مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾

“নিশ্চয় অভিযোগের পথ তাদের উপর খোলা, যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় অথচ তারা ধনী, তারা পেছনে থাকা লোকদের সাথে থাকা বেছে নিয়েছে।” সূরা আত-তাওবাহ: ৯৩।

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু‘আয রদিইল্লাহু ‘আনহুকে যখন ইয়ামেনে পাঠালেন, তখন তাকে বলেছিলেন:

وَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“আর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপরে ছদাক্বাহ ফরয করে দিয়েছেন। যা তাদের আগনিয়া [গনী শব্দের বহুবচন] বা ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে আর দরিদ্রদের মধ্যে তা বণ্টন করা হবে।” বুখারী; হা/ ১৪৫৮।

আর দ্বিমাম ইবনু ছা‘লাবাহ নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتُرَدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

“আপনাকে কী আপনার রব আমাদের ধনীদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে তা গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ প্রদান করেছেন? তখন তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ’।” বুখারী; হা/ ৬৩।

আমাদের রব হচ্ছে: আন-নূর (النور) বা জ্যোতির্ময় সত্তা সূরা আন-নূর; ৩৫। এবং আল্লাহ তাঁর কতিপয় সৃষ্টিজগতকে ‘নূর’ বলে নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾

“তাঁর নূরের উদাহরণ হচ্ছে এমন আলোকদানীর ন্যায়, যার মধ্যে রয়েছে একটি বাতি।” সূরা আন-নূর; ৩৫। তিনি আরো বলেছেন:

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾

“নূরের উপরে রয়েছে নূর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন তাঁর নূরের দিকে।” সূরা আন-নূর; ৩৫। তিনি আরো বলেছেন:

﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا﴾

“তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে আর তারা বলবে: হে আমাদের রব! আপনি আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন।” সূরা আত-তাহরীম; ০৮। তিনি আরো বলেছেন:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾

“ঐ দিন মুমিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীদেরকে তুমি দেখতে পাবে যে, তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে।” সূরা আল-হাদীদ; ১২।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: দীর্ঘ যুগ বা সময় ধরে আমি সংবাদপ্রাপ্ত হচ্ছিলাম। ইলমের দাবিদার জনৈক ব্যক্তি - যিনি এই সংক্রান্ত বিষয়টি বুঝতে পারে না- দাবি করেন যে,

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

“আল্লাহ আসমান ও জমীনের নূর।” সূরা আন-নূর; ৩৫। এভাবে পড়া জায়েয নয়, তাই তিনি এভাবে পড়তেন:

﴿اللَّهُ نَوَّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

“ “আল্লাহ আসমান ও জমীনকে নূরান্বিত করেছেন।”

তাই আমি তার কাছে আমার কতিপয় সাথীকে পাঠালাম। আমি তাকে বললাম: কোন জিনিস তোমাকে নাকচ করতে বলল যে, কোন একটি নাম আল্লাহর হলে তিনি তা দ্বারা তাঁর সৃষ্ট কোন বস্তুকে নামকরণ করবেন?

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কতিপয় মাখলুককে এমন নাম দ্বারা নামকরণ করেছেন, যা তাঁর নিজের নাম। আমি এই অধ্যায়ে যা উল্লেখ করলাম তা থেকে কতিপয় দলীল তার কাছে পেশ করলাম।

আমি প্রেরিত ব্যক্তিটিকে বললাম: তুমি তাকে বলবে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস সালাম থেকে এমন সানাদে এটি বর্ণিত হয়েছে যা সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও জমীনের নূর, যেটা কোন হাদীছের পণ্ডিত অস্বীকার করতে পারে না।

আমি বললাম: ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে ত্বাউসের বর্ণনায় এসেছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করতেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

“হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার, আপনি আসমান, জমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এসব কিছুর নূর। আর সকল প্রশংসা আপনার, আপনি আসমান, জমীন ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এসব কিছুর মহা-পরিচালক।”^[৫০]

এরপরে ঐ প্রেরিত ব্যক্তি ফিরে আসল: আর উক্ত আলিম বলল, আমি আল্লাহর নূর হওয়াকে অস্বীকার করছি না। যেমনভাবে আমার কাছে ইতোপূর্বে পৌঁছেছে। [এরপরে] সে ফিরে আসল।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আল্লাহর সম্বোধন বুঝতে পেরেছে, সে জানে যে, এসব নাম যা আল্লাহ তা‘আলারই নাম, যা তিনি তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে। উক্ত নামগুলোও তিনি কতিপয় মাখলূক্কে ব্যাপারে প্রয়োগ করেছেন। আর সেটা মাখলূক্কে সাথে খালিক্কে তাশবীহ বা সাদৃশ্যের অর্থে নয়, কেননা নাম এক হলেও অর্থের ভিন্নতা থেকে যায়।

সুতরাং আন-নূর শব্দটি আল্লাহর নাম হলেও, নূর শব্দটি কখনো কখনো কতিপয় মাখলূক্কে ব্যাপারেও প্রয়োগ হয়ে থাকে। কিন্তু এই নূরের অর্থ যেটা আল্লাহর নাম সেই নূরের অর্থ নয়, বরং নূরের উদাহরণ হচ্ছে যেটা আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন তাঁর নূরের দিকে।” সূরা আন-নূর; ৩৫।

তিনি আরো জানিয়েছেন: আহলুল জান্নাত তথা জান্নাতের অধিবাসীদের সামনে ও ডানে ‘নূর’ (النور) থাকবে। আর আল্লাহ তা‘আলা ‘নূর’ (النور) শব্দটিকে একাধিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

আর আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন আল-হাদী (الهادي) বা পথ প্রদর্শক, আর তার কতিপয় সৃষ্টিকে হাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾

“নিশ্চয়ই তুমি সতর্ককারী আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে একজন হাদী।” সূরা আর-রাদ; ০৭।

সুতরাং আল্লাহর নবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখানে (হাদী) হাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন যদিও হাদী (হাদী) শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নাম।

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন: আল-ওয়ারিছ (الوارث)। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾

“আর তুমি হচ্ছে উত্তম সর্বোত্তম ওয়ারিছ।” সূরা আল-আশ্বিয়া; ৮৯।

আল্লাহ তা'আলা নামকরণ করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তাকে ওয়ারিছ হিসেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

“ওয়ারিছের উপরেও অনুরূপ রয়েছে।” সূরা আল-বাক্বারাহ; ২৩৩।

সুতরাং বুঝে নাও, হে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়! আমি এই অধ্যায়ে যা বর্ণনা করেছি তা শিখে নাও এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ কর যে, আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার রয়েছে অনেকগুলো নাম, যে নামগুলো কখনো কখনো কতিপয় সৃষ্টির উপরেও প্রয়োগ হতে পারে শব্দের দিক থেকে, অর্থের দিক থেকে নয়। যেভাবে আমি ইতোপূর্বে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি কিতাব, সুন্নাহ এবং আরবদের ভাষা হতে।

সুতরাং জাহমীয়া মু'আত্তিলাদের ধারণার উপর ভিত্তি করে, হাদীছের আলিমগণ-যারা আল্লাহ তা'আলাকে গুণান্বিত করেন এমন গুণে যে গুণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা নবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে গুণান্বিত করেছেন তারা যদি মুশাব্বিহা হয়, তবে প্রত্যেক আহলুল ক্বিবলাহ যখন তারা আল্লাহর কিতাব পড়বে, তার প্রতি ঈমান আনবে, মুখে স্বীকৃতি দেবে, অন্তরে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে এ সমস্ত নামে নামকরণ করবে, যেব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন, এগুলো তাঁরই নাম এবং যারা এই সকল মাখলুককে এই নামে নামকরণ করবে যে নামে

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নামকরণ করেছেন, তারাও মুশাব্বিহা বলে গণ্য হবে।

তাদের এ কথা দ্বারা এটাই আবশ্যক হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক আহলুত তাওহীদের উপরে কুরআনের সাথে কুফুরী করা, কুরআনের ব্যাপারে ঈমান ত্যাগ করা, অন্তরে কুরআনকে মিথ্যা মনে করা এবং মুখে তাকে অস্বীকার করা আবশ্যিক। সুতরাং একারণে এ মাযহাবকে জঘন্য মনে কর, আর এসব পন্থা এবং এই [জাতীয়] তাওহীদবাদীকে মন্দ মনে কর। এদের উপরে আল্লাহর অসংখ্য লা'নত। আর লা'নত তাদের উপর যারা আল্লাহর ঐ ছিফাতসমূহকে অস্বীকার করে যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর নিজেকে তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে গুণাবিত করেছেন অথবা আমাদের নাবী মুস্তফা ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দ্বারা গুণাবিত করেছেন।

অধ্যায়: ৭

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُؤَيْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إثبات صفة الوجه والصورة لله.

নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত এমন হাদিছ সমূহের বর্ণনা যেখানে আল্লাহর চেহারা এবং আকার ছিফাত সাব্যস্ত হয়েছে।

আর আল্লাহ তা'আলার চেহারা তাঁর সৃষ্টির চেহারার মতো হওয়া থেকে পবিত্র, যে চেহারাকে তিনি সম্মান ও মর্যাদার গুণে গুণাবিত করেছেন এবং এর ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে নাকচ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِأَحَدٍ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهًا أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً قَالَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»

২৯. আবু হুরাইরা রদ্বিইল্লাহু 'আনহু আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে: তোমাদের কেউ যেন কখনোই কাউকে না বলে যে, আল্লাহ তোমার এবং তোমার মত চেহারাকে কুৎসিত করে দিন;

কেননা আল্লাহ তা‘আলা আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।^[৫১] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: তিনি বলেন:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

তোমাদের কেউ যখন কাউকে প্রহার করে তবে সে যেন চেহারা থেকে দূরে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আদমকে তাঁর আকৃতিতেই তৈরি করেছেন।^[৫২]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يَقُلْ: قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

৩০. আবু হুরাইরা রদ্বিল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, যখন তোমাদের কেউ কাউকে প্রহার করে সে যেন চেহারা থেকে দূরে থাকে। আর সে বলবে না, আল্লাহ তোমার চেহারা এবং তোমার মত চেহারাকে কুৎসিত করে দিন; কেননা নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আদমকে তাঁর আকৃতিতেই তৈরি করেছেন।^[৫৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، وَلَا يَقُولَنَّ قَبَّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ».

৩১. আবু হুরাইরা রদ্বিল্লাহু ‘আনহু বলেছেন: আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ প্রহার করে, সে যেন চেহারা থেকে দূরে থাকে। আর সে যেন কখনো না বলে আল্লাহ তোমার চেহারাকে কুৎসিত করে দিন।^[৫৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.

[৫১] হাসান: আস-সুন্নাহ লি-ইবনু আবী আসিম, হা/৫৩১।

[৫২] ছহীহ: আস-সুন্নাহ লি- আদিল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হানবাল, হা/৪৯৬।

[৫৩] ছহীহ: আস-সুন্নাহ লি-ইবনু আবী আসিম, হা/৫৩২।

[৫৪] মুছান্নাফে আদ্রি রাযযাক, হা/১৭৯৫২।

৩২. আবু হুরাইরা রদ্বিল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে: “তোমাদের কেউ যখন যুদ্ধ করবে সে যেন চেহারা থেকে দূরে থাকে; কেননা আল্লাহ তা‘আলা আদমকে তার আকৃতিতেই তৈরি করেছেন।”^[৫৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما اللہ) বলেন: ইলমের গভীরতা নেই এমন একদল লোক এই ভুল ধারণা পোষণ করে যে, রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা তাঁর আকৃতিতে এর অর্থ হচ্ছে ‘রহমান এর আকৃতিতে, এই অর্থ হওয়া থেকে আমাদের রব সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। বরং “আল্লাহ আদমকে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন” এ কথার অর্থ হচ্ছে: এই স্থানে ব্যবহৃত সর্বনামের (الهاء) টি প্রহারকৃত অথবা যাকে তিরস্কার করা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে অর্থাৎ নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে চেয়েছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আদমকে সৃষ্টি করেছেন এই প্রহারকৃত ব্যক্তির আকৃতিতে। যে ব্যক্তির ব্যাপারে প্রহারকারীকে চেহারাতে প্রহার করা হতে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে, আর যে ব্যক্তির চেহারাকে কুৎসিত করার কথা বলা হয়েছে।” আর তাই নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলা হতে ধমক দিয়েছেন যে:

وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ

“তোমার মত চেহারাকে কুৎসিত করে দিন।”

যেহেতু আদমের চেহারা তার সন্তানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তাই গালমন্দকারী যখন কোন বানী আদমকে বলে:

قَبِّحَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ

“আল্লাহ তোমার চেহারা এবং তোমার মত চেহারাকে কুৎসিত করে দিন।”

তাহলে সে যেন আদম আলাইহিস সালামের চেহারাকেই কুৎসিত করে দেওয়ার কথা বলল, যেহেতু তার সন্তানদের চেহারাগুলো তার চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما اللہ) বলেন: ইলমের অনুসন্ধান করেনি এমন একদল লোক এই শব্দ দ্বারা ফিতনায় পতিত হয়েছে যে, এই হাদীছে উল্লেখিত রহমানের দিকে ছুরতের এই সম্পৃক্ততা তাঁর যাতী (সত্তাগত) ছিফাতের সাথে

সম্পৃক্ত। সুতরাং তারা এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং তারা এমন জঘন্য কথা বলেছে যা মুশাব্বিহাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এবং প্রত্যেক মুসলিমকে এ কথা থেকে আশ্রয় দান করুন।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: আমাদের কাছে এই হাদীছের অর্থ হচ্ছে: এই হাদীছে উল্লেখিত রহমানের দিকে ছুরতের এই সম্পৃক্ততা হচ্ছে সৃষ্টিকে তাঁর দিকে ইযাফাত (সম্পৃক্ততা); কেননা সৃষ্টি রহমানের দিকে সম্পৃক্ত হয়, যখন তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

অনুরূপভাবে আকার শব্দটি রহমানের দিকে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলাই তাকে রূপদান করেছেন, তুমি কি শোনোনি আল্লাহর বাণী:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾

“এটা আল্লাহর সৃষ্টি, সুতরাং তুমি আমাকে দেখাও আল্লাহ ছাড়া অন্যরা যা সৃষ্টি করেছে।” সূরা লুক্‌মান; ১১।

আল্লাহ তা‘আলা এখানে সৃষ্টিকে তার নিজের নাফসের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন যখন আল্লাহ তা‘আলা তার সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ﴾

“এটা আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্যে নিদর্শন স্বরূপ।” সূরা আল-আ‘রাফ; ৭৩। আল্লাহ তা‘আলা উটনীকে তাঁর নাফসের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ ﴾

“এটা আল্লাহর জমীনের মধ্যে খাদ্য গ্রহণ করবে।” সূরা আল-আ‘রাফ; ৭৩।

তিনি আরো বলেন:

﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾

“আল্লাহর জমীন কী প্রশস্ত নয় যে তোমরা সেখানে হিজরত করবে?” সূরা আন-নিসা; ৯৭। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহর এই জমীনের আধিপত্য লাভ করবে তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তিনি যাকে চান।” সূরা আল-আ'রাফ; ১২৮।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জমীনকেও তাঁর নাফসের দিকে ইয়াফাত বা সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন:

﴿فَظَرَّتْ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

“আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।” সূরা আর-রুম; ৩০।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ফিতুরাত বা ‘প্রকৃতি’কেও তাঁর নাফসের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এর উপরে সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং যা আল্লাহ তা'আলার দিকে ইয়াফাত বা সম্পৃক্ত হবে, তা দুই রকমের হয়ে থাকে:

এক. সত্তার সাথে সম্পৃক্ততা (إضافة الذات) দুই. সৃষ্টির দিকে সম্পৃক্ততা (إضافة الخلق)

সুতরাং এই দু'টি অর্থকে অনুধাবন করে নাও, আর হাদীছের অর্থ, যদি তা ধারাবাহিক সানাদে ছহীহভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে: নিশ্চয় বানী আদম সৃষ্টি হয়েছে এমন আকৃতিতে, যা রহমান [আল্লাহ তা'আলা] আদমকে রূপদান করার সময়ে সৃষ্টি করেছেন। এরপরে তিনি তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾

“আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এরপরে তোমাদেরকে রূপদান করেছি।” সূরা আল-আ'রাফ; ১১।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا.

৩৩. আবু হুরাইরা রদ্বিইল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আদমকে তার আকৃতিতে তৈরি করেছেন। তখন তার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত।” [৫৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلَيْكَ النَّفَرِ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْمَعْ مَا يُجِيبُونَكَ، وَإِنَّمَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ: فَذَهَبَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ .

৩৪. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা আদম ‘আলাইহিস সালামকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, তার উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাকে সৃষ্টি করে বললেন: তুমি যাও। ঐ দলটির কাছে যাও, আর তারা ছিল উপবিষ্ট ফেরেশতাদের একটি দল। তুমি মনোযোগ সহকারে শুনবে তারা তোমাকে কীভাবে অভিবাদন জানায়, কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের তাহিয়্যাহ বা অভিবাদন, তাই তিনি গিয়ে বললেন: ‘আস-সালামু আলাইকুম’। তারা জবাবে বললেন: “আস-সালামু ‘আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ। তারা বাড়িয়ে বললেন: ‘ওয়া রহমাতুল্লাহ’ বাক্যটি। তারপর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বললেন: যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদম ‘আলাইহিস সালামের আকার বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে।” [৫৭]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما الله) বলেন: আদমের আকৃতি হচ্ছে ৬০ হাত, যা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আদম ‘আলাইহিস সালামকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে, এভাবে নয় যা কতিপয় জ্ঞানের গভীরতা নেই এমন লোকেরা ধারণা করে থাকে। তারা ধারণা করে যে, “তার আকৃতিতে” এর অর্থ হচ্ছে: “রহমানের আকৃতিতে;” [৫৮] [এটা হতে

[৫৬] ছহীহ: আহমাদ; হা/২২৩।

[৫৭] বুখারী, হা/ ৬২২৭; মুসলিম, হা/২৮৪১।

[৫৮] আদমকে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে [خلق الله آدم على صورة الرحمن] হাদীছটি মুনকার ও দ্বঈফ। আদ দ্বইফাহ হা/১১৭৫-১১৭৬, মওসুআতুল আলবানী ফিল আক্বীদাহ

পারে না] কেননা এটা হচ্ছে তাঁর সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য।
তিনি জড় অথবা মানুষের মত হওয়া থেকে মুক্ত এবং পবিত্র।

তিনি [আল্লাহ] নিজেকে মুক্ত এবং পবিত্র ঘোষণা করেছেন মাখলুকের গুণে
গুণান্বিত হওয়া থেকে, আর তাই তিনি বলেছেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“কোনো বস্তুই তার মত না, আর তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা।” সূরা আশ-শূরা;
১১।

আর তিনি হচ্ছেন তিনি যেভাবে নিজেকে তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন- ঠিক তেমন।
ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো না জীবজগৎ হতে কোন মাখলুকের বৈশিষ্ট্যের ন্যায়,
যেমনভাবে জাহমীয়ারা, যারা তাদের মা’বুদকে জড় বস্তুর সাথে সাদৃশ্য প্রদান
করে- বলে মনে করে। আবার এমনও নয় যেভাবে রাফিযীদের মধ্য থেকে
গালিয়াহগণ [বাড়াবাড়িতে লিপ্ত শী‘আরা] তাদের মা’বুদকে বানী আদামের
সাথে সাদৃশ্য প্রদান করেছে। আল্লাহ তা‘আলা এই দুই মতবাদ ও মতবাদের
প্রবক্তাদেরকে ধ্বংস করুন।

অধ্যায়: ৮

بَابُ ذِكْرِ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْأَعْيُنِ وَالْعَيْنِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا إِثْبَتَهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ لِنَفْسِهِ
فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ، وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে এবং তাঁর নাবী মুস্তফা ছল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তার ভিত্তিতে
আল্লাহ তা‘আলার ‘চোখ’ ছিফাত সাব্যস্তকরণ।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী নূহ ‘আলাইহিস ছলাতু ওয়াস সালামকে উদ্দেশ্য
করে বলেন:

৭/৭৮১। আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী এটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সাব্যস্ত করেননি। তাই
তিনি বলেছেন আদমকে আদমের আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমনটি ইবনে খুযাইমা
রহিমাহুল্লাহ (তার এ কিতাবুত তাওহীদ গ্রন্থে) বলেছেন। ‘যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা
আদম ‘আলাইহিস সালামের আকার বিশিষ্ট হবে’। বুখারী, হা/ ৬২২৭; মুসলিম, হা/২৮৪১।

﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

“আর তুমি আমার চোখের সামনে নৌকা তৈরী কর।” সূরা হূদ: ৩৭।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾

“যা আমার চোখের সামনে চলত।” সূরা আল-ক্বামার: ১৪।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নাবী মূসা ‘আলাইহিস স্লামাতু ওয়াস সালামের কথা উল্লেখ করে বলেন:

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾

“আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও।” সূরা ত্বহা: ৩৯। তিনি আরো বলেন:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

“আর ছবর কর তোমার রবের হুকুমের জন্য; কেননা তুমি আমার চোখের সামনে।” সূরা আত-ত্বুর: ৪৮।

সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজিব হবে তার সৃষ্টিকর্তা এবং উদ্ধাবনকর্তার জন্য সাব্যস্ত করা যা সৃষ্টিকর্তা ও উদ্ধাবনকর্তা [আল্লাহ] তার নিজের নাফসের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

আর যারা মুমিন নয় তারা নাকচ করে এমন সব ছিফাতগুলো যা আল্লাহ তা‘আলা নিজেই তার সুস্পষ্ট কিতাবে এবং নাবী স্লামাতু ওয়াস সালাম ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে [রাসূলকে] আল্লাহ তা‘আলা সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এর বর্ণনার দ্বারা [আমাদের কাছে] সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

“আর তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি যিকর, যাতে তুমি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।” সূরা আন-নাহল: ৪৪।

সুতরাং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহর দু’টি চোখ রয়েছে। আর তার এই বর্ণনা সম্পষ্ট কিতাবের বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে, যা কিনা দুই মলাটের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যা মিহরাব এবং মক্তবসমূহে পাঠিত হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ أُذُنِهِ وَأُصْبَعُهُ الَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ عَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

৩৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত: তিনি এই আয়াত সম্পর্কে বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা আমানতসমূহকে তার অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দেবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায় সহকারে বিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ যে ব্যাপারে উপদেশ দেন, তা কতইনা উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সর্বশ্রোতা ও দ্রষ্টা।” সূরা আন-নিসা: ৫৮।

তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলি তার কানের উপরে রাখতেন এবং তার পরবর্তী আঙ্গুলটি তিনি চোখের উপরে রাখতেন। আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আমি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছি।^[৫৯]

عَنْ أَبِي يُونُسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ ﴿٥٨﴾ قَرَأَ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٥٨﴾، فَيَضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ

أُذِّنْهُ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ وَيَقُولُ: «هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُؤُهَا وَيَضَعُ أَصْبَعِيهِ»

আবু ইফনুস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলতে শুনেছি: তিনি-

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা আমানতসমূহকে তার অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দেবে। সূরা আন-নিসা: ৫৮। এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি এ পর্যন্ত পড়লেন:

﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা” তখন তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলি তার কানের উপরে রাখলেন এবং তার পরবর্তী আঙ্গুল চোখের উপর রাখলেন এবং বললেন: আমি এমন ভাবেই রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এটি পাঠ করতে শুনেছি, তিনি তার দুই আঙ্গুল এভাবে রাখতেন।^[৬০]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ».

৩৬. আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান! নিশ্চয় মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখটি অন্ধ হবে, যেন সেটি দেখতে একটি ফোলা আঙ্গুরের ন্যায়।”^[৬১]

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيَسَ بِأَعْوَرَ، وَلَكِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ

৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপস্থিতিতে মাসীহ

[৬০] ছহীহ: আবু দাউদ; হা/৪৭২৮, হাকিম; হা/২৯৮৪।

[৬১] বুখারী; হা/৩৪৩৯, মুসলিম; হা/২৭৪।

দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বলেন: “হে লোক সকল! “নিশ্চয় তোমাদের রব অন্ধ নন। কিন্তু মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখ অন্ধ হবে, যেন সেটি একটি ফোলা আঙ্গুর।”^[৬২]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ»

৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন: রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান! নিশ্চয় মাসীহ দাজ্জালের ডান চোখটি অন্ধ হবে, যেন সেটি দেখতে একটি ফোলা আঙ্গুর।”^[৬৩]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الدَّجَالُ هُوَ أَعْوَرُ هِجَانٍ، أَشَبَّهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُطْنٍ، فَأَمَّا هَلْكَ الْهَلْكَ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “দাজ্জাল হচ্ছে শুভ্র বর্ণের অন্ধ (ব্যক্তি), আব্দুল উযযা ইবনু ক্বাতানের সাথে সে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তার মাধ্যমে ধ্বংস হবে অনেকেই, আর জেনে রেখ! তোমাদের রব অন্ধ নন।”^[৬৪]

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي خِفَّةٍ مِنَ الزَّمَانِ»، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ، وَقَالَ: "يَأْتِي النَّاسَ، فَيَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ، وَهُوَ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ».

৪০. জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “দাজ্জাল অল্প সময়ে বের হবে।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন, এরপরে বলেন: সে মানুষের কাছে আসবে, আর বলবে: “আমি তোমাদের রব” আর সে হবে অন্ধ, আর তোমাদের রব অন্ধ নন।”^[৬৫]

[৬২] বুখারী; হা/৩৪৩৯, মুসলিম; হা/২৭৪।

[৬৩] বুখারী; হা/৩৪৩৯, মুসলিম; হা/২৭৪।

[৬৪] হাসান লি-গাইরীহী: মুসনাদু আহমাদ; হা/৩১৩।

[৬৫] শাওয়াহিদ থাকার কারণে হাসান: মুসনাদু আহমাদ; হা/৩৬৭ ও ৩৬৮।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُنذِرُكُمْ الدَّجَالَ، أَمَا إِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: ك ف ر يَقْرُؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ يَقْرَأُ، وَكُلُّ مُؤْمِنٍ لَا يَقْرَأُ .

৪১. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করছি, তার ডান চোখ হবে অন্ধ। আর তোমাদের রব অন্ধ নন। তার দুই চোখের মাঝখানে (ك ف ر) ‘কাফ-ফা-র’ লেখা থাকবে, যেটা প্রত্যেক মুমিনই লেখাপড়া জানুক আর নাই জানুক পড়তে পারবে।” [৬৬]

অধ্যায়: ৯

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَتِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَصِفَةِ وَالرُّؤْيَةِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আল্লাহ তা‘আলার কিতাব ও তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন ও প্রত্যক্ষকরণ ছিফাতের বর্ণনা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, নিশ্চয় আল্লাহ হচ্চেন দরিদ্র এবং আমরা অমুখাপেক্ষি ধনী।” সূরা আলে-ইমরান: ১৮১।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾

“আল্লাহ অবশ্যই সে নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে তর্ক করছিল আর আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছিল।” সূরা আল-মুজাদালাহ: ০১।

আবু বাকর (ইবনু খুযাইমাহ) বলেন: ‘আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহার হাদীছে এসেছে:

سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ، وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، إِنَّ الْمَجَادِلَةَ تَشْكُو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ كَلَامِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾

আমার রব সুমহান হোন, এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে, যার শ্রবণ শক্তি সমস্ত শব্দসমূহকে আয়ত্ত করেছে, বাদানুবাদে লিপ্ত মহিলাটি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছিল, যার কিছু কথা আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল, তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾

“আল্লাহ অবশ্যই সে নারীর কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে তর্ক করছিল আর আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছিল।” সূরা আল-মুজাদালাহ: ০১।^[৬৭] আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾

“নাকি তারা মনে করে যে, আমি তাদের গোপনীয় বিষয় ও নিভৃতে করা সলাপরামর্শ শুনতে পাই না?” সূরা আয-যুখরুফ: ৮০।

আমাদের রব সৃষ্টিকর্তা ও অস্তিত্বে আনয়নকারী [আল্লাহ] আমাদেরকে জানিয়েছেন যে: আল্লাহর উপর যারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং যারা ধারণা করেছিল যে আল্লাহ হচ্ছেন দরিদ্র, তিনি তাদের কথা শ্রবণ করেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই কথার জবাব প্রদান করেছেন আর তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন ধনী ও অমুখাপেক্ষী আর তারাই হচ্ছে দরিদ্র।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে আরো জানাচ্ছেন যে: তিনি শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা। অনুরূপভাবে তিনি মুমিনদেরকে আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি বাদানুবাদে লিগু নারীটির কথা শ্রবণ করেছেন এবং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উক্ত বাদানুবাদে লিগু নারীর মধ্যকার কথোপকথন শুনে ছিলেন। অন্যদিকে ‘আয়িশাহ বিনতে আবু বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেছেন যে: তিনি তাদের কাছে থাকা সত্ত্বেও কিছু কথা তার কাছে অস্পষ্ট ছিল, তাই তিনি তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন, যার শ্রবণশক্তি সকল শব্দকেই আয়ত্ত করে থাকে। তিনি বলেন:

سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ، وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ

“আমার রব সুমহান হোন, এবং তাঁর প্রশংসা সহকারে, যার শ্রবণ শক্তি সমস্ত শব্দসমূহকে আয়ত্ত করেছে।”

সুতরাং আল্লাহ তাহলে বাদানুবাদে লিগু নারীর কথা শুনেছিলেন এমত অবস্থায় যে, তিনি সাত আসমানের উপরে আরশের উপরে ছিলেন। যদিও যারা মহিলাটির নিকটে ছিল তাদের কাছে ঐ মহিলার কিছু বাক্য অস্পষ্ট ছিল।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কালীম মুসা এবং তার ভাই হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলেছিলেন, তাদেরকে ফিরআউন হতে নিরাপত্তা দানের সময়ে যখন তারা উভয়ে এই ভয় পেয়েছিল যে, ফিরআউন তাদের উপরে অন্যায় করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে:

﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

“নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের সাথেই আছি। আমি শ্রবণ করি ও প্রত্যক্ষ করি।” সূরা ত্বাহা: ৪৬। তিনি আরো বলেছেন:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ ءَايَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

“পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল-মাসজিদুল হারাম থেকে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” সূরা ইসরা: ০১।

সূরা আল-মু‘মিন (حم، المؤمن) এর মধ্যে বলেছেন:

﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

“সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” সূরা আল-মুমিন (গাফির): ৫৬।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কালীম মুসা এবং তার ভাই হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলেছিলেন:

﴿ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾

“কখনোই না! সুতরাং তোমরা উভয়েই আমার আয়াতসমূহ নিয়ে যাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে রয়েছি শ্রবণকারী।” সূরা আশ-শু‘আরা: ১৫।

আবার আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু‘মিন বান্দাদেরকে জানিয়েছেন যে: তিনি তাঁর কালীম মুসা এবং তার ভাই হারুনকে বলা কথাগুলো শুনেছেন। এ জাতীয় ব্যাপারগুলোতে আমি বলি: সৃষ্টিকর্তা [খালিক] আল্লাহ তা‘আলার শ্রবণ তাঁর মাখলূকের শ্রবণের মত নয়।

আল্লাহ তাঁর কালীম মুসা আলাইহিস সালামকে আরো আদেশ দিয়েছিলেন যে, তার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার জন্য, তিনি বলেছিলেন:

﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴾

“যা ওহী করা হয়, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।।” সূরা ত্বহা: ১৩।

সুতরাং আল্লাহর শ্রবণ এবং সৃষ্টির শ্রবণ শব্দের দিক থেকে এক, কিন্তু তাদের অর্থ ভিন্ন। কেননা সৃষ্টিকর্তার শ্রবণ মাখলূকের শ্রবণ থেকে ভিন্ন। আমাদের রক্ত পবিত্র তার সৃষ্টির কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য রাখা থেকে এবং কোন ব্যক্তির কাজ তার সৃষ্টির মধ্য হতে তার কাজের অনুরূপ হওয়া থেকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

“আর তুমি বল, তোমরা আমল কর। সুতরাং অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনরাও।” সূরা আত তাওবাহ: ১০৫।

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের যাদের আমলের প্রত্যক্ষ করার কথা বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ করা নামটি

তাদের আমলের ক্ষেত্রে যদিও আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হয় এবং রসূল ও মুমিনদের প্রযোজ্য হয়, তবুও তা [বাস্তবিকভাবে] এক নয়।

আবু বাকর ইবনে খুযাইমা (رحمہ اللہ) বলেন: হে আলেম সম্প্রদায়, ইলম অন্বেষণকারী, আপনারা আল্লাহর খলিল ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এর উক্তির মধ্যে চিন্তা গবেষণা করুন, যা সে তার পিতাকে বলেছিল এবং যার কারণে সে তার পিতাকে তিরস্কার করেছিল সেই ব্যাপারে এবং সে [ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পিতা] যার ইবাদত করত তার ইবাদত করার জন্য।

আশা করা যায় তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের মাযহাবের বিশুদ্ধতা এবং আমাদের বিপরীত জাহমীয়াদের মধ্যে থেকে মু‘আত্তিলাদের মাযহাবের বিভ্রান্তি সম্পর্কে।

আল্লাহর খলীল তার পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾

“আপনি কেন ইবাদত করেন এমন বস্তু যা শুনতে পায় না, যা দেখতেও পায় না এবং আপনার কোনো উপকারেও আসে না।” সূরা মারইয়াম: ৪২।

তাহলে এটা কী অসম্ভব নয় যে, আল্লাহর খলীল তার পিতা আযরকে বলবেন:

﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ﴾

“আপনি কেন ইবাদত করেন এমন বস্তু যা শুনতে পায় না এবং যা দেখতেও পায় না।” সূরা মারইয়াম: ৪২।

আর এ মর্মে তাকে তিরস্কার করবেন যে, সে কেন যা শুনতে পায় না বা দেখতে পায় না, তার ইবাদত করেন। এরপরে তিনিই আবার তার পিতাকে এমন সত্তার ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাবেন যিনি দেখতেও পান না আবার শুনতেও পান না? সুতরাং আমাদের রব, সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বে আনয়নকারী, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা [আল্লাহ তা‘আলা] কিভাবে সেরকম হবেন, যে রকম এসব মু‘আত্তিলা মূর্খ জাহমীয়ারা বলে থাকে? আমাদের রব সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা না হওয়া থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

তারা কী আমাদের রব, সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বে আনয়নকারীর এ বাণী শ্রবণ করেনি? যে তিনি বলছেন:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

“তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার বা দায়িত্ববান হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বোঝে? তারা কেবল পশুদের ন্যায়, বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট।” সূরা আল-ফুরকান: ৪৩-৪৪।

আর তাই আমাদের রব আমাদেরকে জানিয়েছেন: যারা শোনে না আবার অনুধাবন ও করে না, তারা হচ্ছে পশুর ন্যায়; বরং তাদের থেকে আরো বেশি পথভ্রষ্ট।

অধ্যায়: ১০

بَابُ الْبَيَانِ الدَّلِيلِ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِسْبَاتِ صِفَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ لِلَّهِ، مُوَافِقًا لِمَا تَلَوْنَا مِنْ كِتَابِ رَبِّنَا

ইতোপূর্বে আমাদের রবের কিতাব হতে যা পাঠ করেছি তার সমর্থনে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন সাব্যস্ত হওয়ার দলীলের বর্ণনা।

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: " لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكَ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكَ الْجِبَالِ: فَسَلِّمْ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكَ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي أَمْرَكَ، وَمَا شِئْتَ،

إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطَبِّقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِينَ فَعَلْتُ»، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».

৪২. ‘উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ‘আয়িশাহ রদিইয়াল্লাহু ‘আনহা তাকে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: উহুদের দিনের চেয়ে অন্য কোন কঠিন দিন কী আপনার উপর এসেছিল? তখন তিনি বললেন: আমি তোমার ক্বওম হতে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি [তা তো হয়েছিই], তবে তাদের হতে অধিক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম, ‘আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইবনু ‘আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের কাছে পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার কোন জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষন্ন-উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুছ ছা‘আলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার বিষন্নতা দূর হয়নি, তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে তাকালাম। তার মধ্যে জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার ক্বওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ তা‘আলা শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাকে আদেশ দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন: হে মুহাম্মাদ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। যদি আপনি চান, তাহলে আমি তাদের উপর আখশাবাইনকে [মক্কাতে ঘিরে রাখা দু’টি পাহাড়, এদের একটির নাম আবু ক্ববাইস ও অপরটি আল-‘আহমার] চাপিয়ে দিব। জবাবে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: বরং আমি আকাজ্খা করি যে, আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্য হতে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকেই শরীক করবে না।”[৬৮]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا وَأَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ كَبَّرَ النَّاسُ تَكْبِيرَةً رَفَعُوا بِهَا أَصْوَاتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَمٍّ وَلَا غَائِبٍ»، وَقَالَ الْمُعْتَمِرُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا».

৪৩. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমি কোন একটি যুদ্ধে ছিলাম, যখন আমরা অগ্রসর হয়ে মদীনার উপকণ্ঠে আসলাম, তখন লোকেরা জোরে জোরে তাকবীর দিল। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তোমাদের রব বধিরও নন আবার অনুপস্থিতও নন।” মু‘তামির তার হাদীছে বর্ণনা করে বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “নিশ্চয় তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে আহবান করছ না।”^[৬৯]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا"

আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “হে লোকেরা! নিশ্চয় তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে আহবান করছ না, বরং তোমরা খুবই নিকটতস্থ শ্রবণকারী সত্তাকেই আহবান করছ।”^[৭০]

আবু বাকর ইবনে খুযাইমা (رحمتهما الله) বলেন: সুতরাং তোমরা শ্রবণ করো হে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী সম্প্রদায়, আমরা এই অধ্যায়ে যা বলছি। আমরা বলছি আমাদের রব সৃষ্টিকর্তার রয়েছে দু’টি চোখ যার দ্বারা তিনি দেখেন। যা মাটির নিচে রয়েছে এবং সাত স্তর মাটির নিচে এবং যা উচ্চুর আকাশ সমূহের মধ্যে এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুই তার। হোক ছোট কিংবা বড়, আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে কোন কিছুই গোপন নয়, সাত আসমান এবং সাত যমীনের মধ্যে এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে, না তাদের উপরে যা আছে, না তাদের নিচে যা আছে তার চোখ হতে কোন কিছুই গায়েব বা অদৃশ্য হয় না। যা সমুদ্র অভ্যন্তরে রয়েছে তিনি তাও প্রত্যক্ষ করেন যেমনিভাবে তিনি তার আরশকে লক্ষ্য করেন যার উপরে তিনি উঠেছেন।

আর বানী আদম যদিও তাদের চক্ষু রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা দেখে, তবে তারা শুধু এতোটুকুই দেখে যাতে তাদের দৃষ্টিশক্তির কাছাকাছি রয়েছে এবং দৃষ্টিযোগ্য বস্তু এবং তাদের দর্শনের মাঝে যখন কোন পর্দা অথবা আবরণ না থাকে।

আমরা ব্যাখ্যা ও স্পষ্ট করে আরো যোগ করছি যে, আমরা বলি: আল্লাহর চোখ আদি এবং চিরস্থায়ী এবং তাকে স্থায়িত্বের হুকুম প্রদান করা হয়েছে এবং ধ্বংস

[৬৯] বুখারী; হা/৩৭৮৬, মুসলিম; হা/২৭০৪, তিরমিযী; হা/৩৩৭৪।

[৭০] বুখারী; হা/২৯৯২, মুসলিম; হা/২৭০৪।

ও বিনাশ হয়ে যাওয়াকে নাকচ করা হয়েছে। কিন্তু বানী আদমের চোখসমূহ সৃষ্টি ও মাখলুক। যা অস্তিত্বে ছিল না এরপরে আল্লাহ তাঁর কথার মাধ্যমে তাকে অস্তিত্বে এনেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন যা তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্য হতে একটি এবং আল্লাহ তা‘আলা ফায়ছালা করেছেন এবং নির্ধারণ করেছেন যে বানী আদমের চোখসমূহ অচিরেই বিপদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমরা উক্ত প্রত্যাবর্তনের কল্যাণ কামনা করি।

হে জ্ঞানী সম্প্রদায় তোমরা গবেষণা কর, আমাদের সৃষ্টিকর্তার দু’টি চিরস্থায়ী চোখ, যা কখনোই ধ্বংস হবে না এবং মানুষের দু’টি চোখের মধ্যে যে পার্থক্য সে ব্যাপারে। আমরা আল্লাহর কাছে সঠিকতা, মুক্তি ও তাওফীক কামনা করি যে ব্যাপারে আমরা বলছি এবং যার দিকে আমরা আহ্বান করছি।

অধ্যায়: ১১

بَابُ ذِكْرِ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْيَدِ لِلْخَالِقِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا وَالْبَيَانُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَهُ يَدَانِ،
كَمَا أَعْلَمْنَا فِي مُحْكَمٍ تَنْزِيلِهِ أَنَّهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَدَيْهِ

আমাদের রব ও সৃষ্টিকর্তার ছিফাত ‘হাত’ সাব্যস্ত হওয়ার দলীলের বর্ণনা। আর একথার বর্ণনা যে, আল্লাহ তা‘আলার দু’টি হাত রয়েছে, যেমন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে, তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন তার দুই হাতে।

আল্লাহ তা‘আলা ইবলিসকে বলেছেন:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۚ ﴾

“তোমাকে সিজদা করা হতে কোন বস্তু বাধা দিল যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি।” সূরা ছু-দ: ৭৫। আল্লাহ তা‘আলা ইহুদীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে বলেছেন, যখন তারা বলেছিল:

﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ ﴾

“আল্লাহর হাত বন্ধ (কৃপণ)।” তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেছেন:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত, যেভাবে খুশি তিনি দান করেন।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪। তিনি যমীনের বা পৃথিবীর ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়েছেন:

﴿جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾

“ক্বিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে আর আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭। তিনি আরো বলেন,

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

“তাদের হাতসমূহের উপরে আল্লাহর হাত।” সূরা আল-ফাত্হ: ১০।

তিনি আরো বলেছেন:

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

“সুতরাং পবিত্র ও মহীয়ান সত্তা তিনি, যার হাতেই রয়েছে প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা, আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।” সূরা ইয়াসিন: ৮৩। তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَتَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

“আপনি যাকে চান সম্মানিত করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” সূরা আলে-ইমরান: ২৬। তিনি আরো বলেছেন:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا﴾

“তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি যে, আমার হাতে তৈরী বস্তুসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি।” সূরা ইয়াসিন: ৭১।

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْيَدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الموافقة لما تلونا من كتاب ربنا عز وجل

ইতোপূর্বে আমাদের রবের কিতাব হতে যা পাঠ করেছি তার সমর্থনে নাবী
ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর হিফাত ‘হাত’ সাব্যস্ত
হওয়া।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّقَى آدَمَ وَمُوسَى،
فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ
رُوحِهِ، أَمَرَكَ بِأَمْرِهِ فَعَصَيْتَهُ، فَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ أَتَاكَ اللَّهُ التَّوْرَةَ،
فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا كُتِبَ عَلَيَّ الذَّنْبُ قَبْلَ أَنْ أَعْمَلَهُ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى
فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ .

৪৪. উমার ইবনুল খল্টাব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: মূসা ‘আলাইহিস সালাম একবার আদম
আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন মূসা আলাইহিস সালাম
বললেন: আপনি তো সে যাকে আল্লাহ তাঁর হাতে তৈরি করেছেন, আর
আপনাকে ফেরেশতা দ্বারা সিজদা করিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে আপনার মধ্যে
রুহ ফুঁকে দিয়েছেন, এরপরে আপনাকে তিনি তাঁর আদেশ দিয়েছেন কিন্তু
আপনি তার অবাধ্য হয়েছিলেন। আর আমাদেরকেও জান্নাত থেকে বের করে
নিয়েছিলেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন: তোমাকে তো আল্লাহ
তাওরাত প্রদান করেছেন, তুমি কি সেখানে পেয়েছো: আল্লাহ আমার উপরে
গুনাহকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আমি তা সম্পাদন করার পূর্বেই? তিনি
বললেন: হ্যাঁ। তিনি [রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন: সুতরাং
আদম মুসার উপরে জয়যুক্ত হলেন। সুতরাং আদম মুসা [‘আলাইহিমাস সালাম]
এর উপরে জয়যুক্ত হলেন।^[৭১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى
عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ:

[৭১] মুসলিমের শর্তে ছহীহ: বাযযার এর কাশফুল আসতার; হা/২১৪৬, মুসানাদে আবু
ইয়াল্লা; হা/২৪৪।

يَا مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

৪৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে: একদা আদম ও মুসা আলাইহিস সালাম বিতর্ক করলেন: তখন মুসা বললেন: হে আদম, আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে আশাহত করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে নিয়েছেন। আদম আলাইহিস সালাম তখন বললেন: হে মুসা আল্লাহ তোমাকে তাঁর কালামের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর নিজ হাতে তোমার জন্য তাওরাতকে লিখে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে এমন বিষয়ের জন্য দোষারোপ করবে, যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন? তখন আদম মুসা [‘আলাইহিমাস সালাম] এর উপরে জয়যুক্ত হলেন। তখন আদম মুসা [‘আলাইহিমাস সালাম] এর উপরে জয়যুক্ত হলেন। তখন আদম মুসা [‘আলাইহিমাস সালাম] এর উপরে জয়যুক্ত হলেন।^[৭২]

আবু বাকর ইবনে খুযাইমা (رحمته الله) বলেন: এখানে আল্লাহর কালীম মুসা ‘আলাইহিস সালাম আদম ‘আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে মৌখিকভাবে বলেছেন: আল্লাহ তাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। যা দুই মলাটের মধ্যে লিখিত ছিল তার উপরে ভিত্তি করে, আল্লাহ তা‘আলা মুমিন বান্দাদেরকে যা জ্ঞাতব্য আকারে প্রদান করেছেন, তা হচ্ছে: তিনি আদমকে [‘আলাইহিস সালাম] তাঁর নিজ হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمَ، أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ، تَلُومُ عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَحَجَّ آدَمَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

৪৬. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: একদা আদম ও মুসা আলাইহিস সালাম বিতর্ক করলেন: তখন মুসা বললেন: হে আদম, আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদেরকে হতভাগ্য করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত হতে বের করে নিয়েছেন। আদম আলাইহিস সালাম তখন বললেন: হে মুসা আল্লাহ তোমাকে তাঁর কালামের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন এবং তাঁর নিজ হাতে তোমার জন্য তাওরাতকে লিখে দিয়েছেন। [অথচ] তুমি আমাকে এমন বিষয়ের জন্য দোষারোপ করছ, যা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন? তিনি [নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন: তখন আদম মুসা [‘আলাইহিমাস সালাম] এর উপরে জয়যুক্ত হলেন। তখন আদম মুসা [‘আলাইহিমাস সালাম] এর উপরে জয়যুক্ত হলেন। তখন আদম মুসা [‘আলাইহিমাস সালাম] এর উপরে জয়যুক্ত হলেন।^[৭৩]

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُهْمُونَ بِذَلِكَ، أَوْ يُلْهِمُونَ بِهِ، فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَأَرَاخَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ: فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ

৪৭. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মুমিনগণ ক্বিয়ামত দিবসে একত্রিত হবে এবং এতে তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে,” অথবা “চিন্তা তাদেরকে গ্রাস করবে, তখন তারা বলবে: যদি আমাদের রবের কাছে কেউ একজন আমাদের ব্যাপারে সুপারিশ করত, আর এতে তিনি আমাদেরকে এই স্থান হতে মুক্তি দিতেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম আসবেন, তারা বলবে: হে আদম! আপনি মানুষের পিতা, আল্লাহ নিজে হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ফেরেশতাদের মাধ্যমে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন, আর আপনাকে প্রত্যেক বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।” এরপরে তিনি হাদীছটির দীর্ঘ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।^[৭৪]

[৭৩] পূর্বের ৪৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

[৭৪] বুখারী; হা/৪৪৭৬, মুসলিম; হা/৩২৩।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ مُوسَىٰ: يَا آدَمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغَوَيْتَ النَّاسَ، وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ يَا مُوسَىٰ، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، تَلُومُنِي عَلَىٰ عَمَلٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ.

৪৮. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরো বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: একদা আদম ও মূসা আলাইহিমাস সালাম বিতর্ক করলেন: তখন মূসা বললেন: হে আদম, আপনি তো সেই, যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তার তাঁর রূহ হতে আপনার মাঝে ফুঁকে দিয়েছেন। [কিন্তু] আপনি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন, আর তাদেরকে জান্নাত হতে বের করে নিয়েছেন। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন: আর তুমি হে মূসা! আল্লাহ তোমাকে তাঁর কালামের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন। [অথচ] তুমি আমাকে এমন কাজের জন্য দোষারোপ করছ, যা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তা‘আলা আমার জন্য লিখে রেখেছিলেন। তিনি [নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন: তখন আদম মূসা [‘আলাইহিমাস সালাম] এর উপরে জয়যুক্ত হলেন।^[৭৫]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ: أَنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي» وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: : «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ: أَنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».

৪৯. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি নিজের নাফসের উপরে নিজ হাতে লিখে নিয়েছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে বিজয়ী হবে।”^[৭৬]

[৭৫] পূর্বের ৪৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

[৭৬] ছহীহ: আহমাদ; হা/৪৩৩, তিরমিযী; হা/৩৫৫৪, ইবনু মাজাহ; হা/১৮৯ ও ৪২৯৫।
তবে এখানে “নিজ হাতে” শব্দটি রাবী ‘আজলান এর রেওয়ায়েতে বৃদ্ধি হয়েছে, যা মূলত শায হিসেবে গণ্য। আল্লাহু আ‘লাম।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: “যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি নিজের নাফসের উপরে নিজে লিখে নিয়েছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে বিজয়ী হবে।”^[৭৭]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ: أَنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي».

৫০. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে: “যখন আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি নিজের নাফসের উপরে নিজ হাতে লিখে নিয়েছেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে বিজয়ী হবে।”^[৭৮]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي، فَيَبْسُطُ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَلَا عَبْدٌ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، قَالَ: فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْطَعَ الْفَجْرُ". وَقَالَ ابْنُ يَحْيَى: "فَيَبْسُطُ يَدَهُ: أَلَا عَبْدٌ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ".

৫১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করেন, এরপর তিনি তার দুই হাত প্রসারিত করেন, আর বলেন: কোন বান্দা কি আমার কাছে চাইবে না যে আমি তাকে দান করব? তিনি বলেন: এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়। ইবনু ইয়াহইয়া বলেন: তিনি তার হাত প্রসারিত করেন: [আর বলেন:] আমার বান্দা কি আমার কাছে চাইবে না যাতে আমি তাকে দান করব?^[৭৯]

আবু বাকর (ইবনে খুযাইমা) (رضي الله عنه) বলেন: আমি এই হাদীছটি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি: “রবের অবতরণ করা, কোনরকম ধরন নির্ণয় ছাড়াই আমাদের রবের অবতরণের যে ছিফাতের উল্লেখ করেছি তার বর্ণনা” অনুচ্ছেদে। কেননা আমরা আমাদের মা’বুদকে শুধুমাত্র তিনি যেভাবে তাঁর নিজেকে গুণান্বিত

[৭৭] ছহীহ: আহমাদ; হা/৪৩৩।

[৭৮] পূর্বোক্ত হাদীছ দ্রষ্টব্য।

[৭৯] ছহীহ: আহমাদ; হা/৪৪৬ ও ৪৪৭ ও ৩৮৮, আবু ই‘আলা; হা/৫৩১৯, আশ-শারী‘আহ লিল-আজুররী; হা/৭১৪।

করেছেন সেগুলোর মাধ্যমেই গুণাধিত করি, হোক সেটা তাঁর কিতাবের মধ্যে অথবা তার নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায়। আর আমরা আমাদের মা’বুদের ছিফাতসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন মতামত বা কiyাসের মাধ্যমে দলিল গ্রহণ করি না।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُرِييَهَا كَمَا يُرِيِّي أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَصِيرَ مِثْلَ أُحُدٍ»

৫২. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের একজন একটি খেজুর পরিমাণ তার হালাল উপার্জন থেকে দান করবে, এবং আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না। সুতরাং তিনি উক্ত খেজুর পরিমাণ দানকে তাঁর হাতে রেখে দেবেন এবং এরপর তাকে পরিচর্যা করবেন যতক্ষণ না তা উহুদ পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়, ঠিক যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া অথবা উট শাবককে পরিচর্যা করে।^[৮০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ، يُرِيدُ: مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ: إِلَّا تَقَبَّلَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ غَدَّاهَا كَمَا يَغْذُو أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَكُونَ التَّمْرَةُ مِثْلَ الْجَبَلِ».

৫৩. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার উপার্জন হতে একটি ছদাক্বাহ করে, তিনি এ দ্বারা হালাল উপার্জন বুঝিয়েছেন তখন আল্লাহ তাঁর দান হাতে তা গ্রহণ করেন। তারপরে তিনি তাতে খাদ্য দান করেন (রসদ যোগান) যতক্ষণ না একটি খেজুর উহুদ পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায়, ঠিক যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া অথবা উট শাবককে খাদ্য দান করে।^[৮১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ إِلَّا الطَّيِّبُ،

[৮০] ছহীহ: ইবনু হিব্বান; হা/৩৩০৭, বুখারী; হা/১৪১০, মুসলিম; হা/১০১৪, তিরমিযী; হা/৬৬১, নাসাঈ; হা/২৫২৫, ইবনু মাজাহ; হা/১৮৪২।

[৮১] বুখারী; হা/১৪১০, মুসলিম; হা/১০১৪।

فَيَقْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، فَيُرِيهِ كَمَا يُرِيّ أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّى أَنْ التَّمْرَةَ لَتَعُودُ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ».

৫৪. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার পবিত্র (হালাল) উপার্জন হতে ছদাক্বাহ করে, আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না, আর পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্যকিছু আসমানের দিকে উঠতেও পারে না, তখন তা রহমানের (আল্লাহর) হাতের তালুতে অবস্থান করে। তারপরে তিনি তা পরিচর্যা করতে থাকেন যতক্ষণ না একটি খেজুর সুবিশাল পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যায়, ঠিক যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া অথবা উট শাবককে পরিচর্যা করে।”^[৮২]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِثْلُهُ، وَقَالَ: «إِلَّا وَهُوَ يَضَعُهَا فِي يَدِ الرَّحْمَنِ أَوْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ» وَقَالَ: «حَتَّى أَنْ التَّمْرَةَ لَتَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ».

৫৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অনুরূপ। আর তিনি বলেছেন: “সেটি রহমানের হাতে অথবা হাতের তালুতেই সে রাখে।” আরো বলেছেন: “যতক্ষণ না একটি খেজুর সুবিশাল পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যায়।”^[৮৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ تَمْرَةٍ فَتَرَبُّو لَهُ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، كَمَا يُرِيّ أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلَهُ.

৫৬. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলেন যে, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার পবিত্র (হালাল) উপার্জন হতে কোন কিছু ছদাক্বাহ করে এবং আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না, তখনই তা আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। যদিও তা একটি খেজুরের ন্যায় হয়ে থাকে, তখন তা রহমানের হাতের তালুতে বৃদ্ধি

[৮২] বুখারী; হা/১৪১০, মুসলিম; হা/১০১৪।

[৮৩] পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

পেতে থাকে যতক্ষণ না তা একটি সুবিশাল পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যায়, ঠিক যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া অথবা উট শাবককে পরিচর্যা করে।”[৮৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرِيهَا لِأَحَدِكُمُ اللَّقْمَةَ وَالْتَمَرَةَ، كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى أَتَاهَا لَتَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ.

৫৭. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি তার পবিত্র উপার্জন হতে কোন কিছু ছদাকাহ করে আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না, তখন তা আল্লাহ ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি তোমাদের একজনের (দানকৃত ব্যক্তি) জন্য একটি লুকুমা বা খেজুর (পরিমাণ ছদাকাহর) এর পরিচর্যা করতে থাকেন, ঠিক যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া অথবা উট শাবককে পরিচর্যা করে যতক্ষণ না তা (উক্ত ছদাকাহ) উহুদ পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যায়।”[৮৫]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ بِيَمِينِهِ فَيُرِيَهَا لَهُ كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ».

৫৮. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কোন মুসলিম বান্দা যখন তার পবিত্র উপার্জন হতে ছদাকাহ করে, আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না, তখন আল্লাহ সেটাকে ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি পরিচর্যা করতে থাকেন, ঠিক যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া অথবা উট শাবককে পরিচর্যা করে থাকে।”[৮৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ مِنْهُ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَرَبَّاهَا كَمَا يُرِي أَحَدَكُمْ مُهْرَهُ

[৮৪] বর্ণনাটি ছহীহ।

[৮৫] বর্ণনাটি ছহীহ, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর রাবীগণ বুখারী ও মুসলিমের রাবী।

[৮৬] পূর্বোক্ত।

أَوْ فَصِيلَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ فَتَرْتُبُو فِي يَدِ اللَّهِ» أَوْ قَالَ: «فِي كَفِّ اللَّهِ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ فَتَصَدَّقُوا».

৫৯. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বান্দা যখন তার পবিত্র সম্পদ হতে ছদাকাহ করে, তখন আল্লাহ তা কবূল করেন আর সেটাকে তিনি ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি পরিচর্যা করতে থাকেন, ঠিক যেমনিভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া অথবা উট শাবককে পরিচর্যা করে থাকে। আর (তাই) ব্যক্তি একটি লুকুমা দান করলেও তা আল্লাহর হাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাবী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন: আল্লাহর হাতের তালুতে যতক্ষণ না তা (উক্ত ছদাকাহ) উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা ছদাকাহ কর।”[৮৭]

অধ্যায়: ১৩

بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ خَلْقِ اللَّهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بِيَدَيْهِ، لَا بِنِعْمَتَيْهِ، عَلَى مَا زَعَمَتِ الْجَاهِمِيَّةُ الْمُعْطَلَةُ

আদম ‘আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ছিফাতের বর্ণনা। এ মর্মে যে, আল্লাহ তাকে দুই হাত দিয়ে তৈরী করেছেন, তাঁর নি‘আমত দ্বারা নয়, যে কথার উপরে জাহমীয়া মু‘আত্তিলারা বিশ্বাস করে।

এটি সৃষ্টিকর্তা ও উদ্ধাবনকর্তা আল্লাহর তা‘আলার হাত ছিফাতকে সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে ষষ্ট সুন্নাহ।

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضُهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ، وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ».

৬০. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে এমন এক মুঠো [মাটি] হতে তৈরী করেছেন যা তিনি সমস্ত পৃথিবী

হতে গ্রহণ করেছেন। আর তাই বানী আদম মাটির প্রকৃতি অনুযায়ীই হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে রয়েছে লাল ও কালো, কেউ এর মধ্যবর্তী, কেউ বা কোমল আর কেউ কঠোর আবার কেউ নিকৃষ্ট আর কেউ উত্তম।”[৮৮]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبْضُهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ: مِنْهُمْ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ: السَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْحَبِيثُ".

৬১. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে এমন এক মুঠো [মাটি] হতে তৈরী করেছেন যা তিনি সমস্ত পৃথিবী হতে গ্রহণ করেছেন। আর তাই বানী আদম মাটির প্রকৃতি অনুযায়ীই হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে রয়েছে সাদা ও কালো, কেউ এর মধ্যবর্তী, কেউ বা কোমল আর কেউ কঠোর, আবার কেউ নিকৃষ্ট।”[৮৯]

অধ্যায়: ১৪

بَابُ بَيَانٍ: أَنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

‘আল্লাহর হাত সুউচ্চ’ এর বর্ণনা

যেমনভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে,

﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾

“তাদের হাতসমূহের উপরে আল্লাহর হাত।” সূরা আল-ফাত্হ: ১০।

আর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সংবাদ দিয়েছেন যে,

“আল্লাহর হাত সুউচ্চ।” يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

[৮৮] ছহীহ: আহমাদ; হা/৪০০, আবু দাউদ; ৪৬৯৩ ও তিরমিযী; হা/২৯৫৫।

[৮৯] পূর্বোক্ত।

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْفَتْ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: «يَا حَكِيمُ، مَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ؟ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوءٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّمَا أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَيَدَ الْمُعْطَى الَّتِي تَلِيهَا وَيَدَ السَّائِلِ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ»

৬২. হাকিম ইবনে হিয়াম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু চাইলাম আর সে ব্যাপারে খুব কাকুতি-মিনতি করলাম, অন্য বর্ণনায় এসেছে: আমি উক্ত বিষয়ে খুব আকুতি জানালাম। তখন তিনি বললেন: “হে হাকিম! কোন জিনিস তোমাকে তোমার চাওয়া বস্তুর ক্ষেত্রে বেশি উদ্বুদ্ধ করল? নিশ্চয়ই এই ধন সম্পদ সুমিষ্ট- সবুজ শ্যামল আর সেটা হচ্ছে মানুষের হাতের ময়লা। আর আল্লাহর হাত হচ্ছে সুউচ্চ। প্রদানকারীর হাত তার পরে থাকে আর দান প্রার্থীর হাত তার থেকে নিচে থাকে।”^[৯০]

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَالِ، وَأَخْفَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: «وَمَا أَكْثَرَ مَسْأَلَتَكَ؟ يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوءٌ خَضِرَةٌ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ، وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى فَوْقَ يَدِ الْمُعْطَى، وَيَدَ الْمُعْطَى أَسْفَلُ الْأَيْدِي»

৬৩. হাকিম ইবনে হিয়াম রদ্বিয়াইল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু চেয়ে সে ব্যাপারে খুব কাকুতি-মিনতি করলাম, তখন তিনি বললেন: “কোন জিনিস তোমাকে তোমার চাওয়া বস্তুর ক্ষেত্রে বেশি উদ্বুদ্ধ করল? হে হাকিম! নিশ্চয়ই এই ধন সম্পদ সুমিষ্ট- সবুজ শ্যামল আর সেই সাথে এটা হচ্ছে মানুষের হাতের ময়লা। আর আল্লাহর হাত প্রদানকারীর হাতের উপরে থাকে। আর প্রদানকারীর হাত প্রদানকৃত ব্যক্তির হাতের উপরে থাকে আর প্রদানকৃতের হাতই সবার নিচে থাকে।”^[৯১]

[৯০] শাওয়াহেদ থাকার কারণে ছহীহ: আহমাদ; হা/৪০২, হাকিম; হা/৬১১৯।

[৯১] পূর্বোক্ত।

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطَى الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ"

৬৪. মালিক ইবনু নাদ্বলাহ আল-জুশামী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: হাতসমূহ তিন প্রকার: আল্লাহর হাত হচ্ছে সুউচ্চ। প্রদানকারীর হাত তার নিচে থাকে। আর দানপ্রার্থীর হাত সর্বনিম্নে থাকে। সুতরাং অতিরিক্ত অংশ দান করে দাও, তোমার নাফসের কাছে অক্ষম হয়ো না।^[৯২]

অধ্যায়: ১৫

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حَالِقَنَا عَزَّ وَجَلَّ يَدَيْنِ كِلْتَاهُمَا يَمِينَانِ، لَا يَسَارَ حَالِقَنَا عَزَّ وَجَلَّ

আমাদের সৃষ্টিকর্তার দু’টি হাত রয়েছে। তার উভয়টিই ডান হাত। আর আমাদের সৃষ্টিকর্তার কোন বাম হাত না থাকার বর্ণনা।^[৯৩]

[৯২] হাসান: আহমাদ; হা/৪৭৩, আবু দাউদ; হা/১৬৪৯, হাকিম; হা/১৪৮৪।

[৯৩] আলিমগণ আল্লাহ তা‘আলার দুই হাত রয়েছে মর্মে ইজমা করেছেন, তবে তারা আল্লাহ তা‘আলার বাম হাত থাকার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। তাদের মধ্যকার একদল বলেন: “আল্লাহর বাম হাত বলে কিছু নেই, বরং তার উভয় হাতই ডান হাত।” তারা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মারফু‘ হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। যেখানে বলা হয়েছে:

«إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ»

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ন্যায়বিচারকদের জন্য রয়েছে অসংখ্য নূরের মিম্বার। সেগুলো রহমানের (আল্লাহ তা‘আলার) ডান হাতে রয়েছে। আর তার দু’টি হাতই ডান হাত।” ছহীহ মুসলিম হা/১৮২৭।

এদল উপরে উল্লিখিত হাদীছটিকে শায বলে হুকুম দিয়ে থাকেন এবং এর স্বপক্ষে দলীল শক্তিশালী করার জন্য তারা বলেন: মাখলূক্কে বাম হাত ডান হাত অপেক্ষা দুর্বল হয়ে থাকে, আর আল্লাহর হাত যে কোন অপূর্ণাঙ্গতা হতে মুক্ত।

মুহাক্কিকদের অন্য আরেকটি দল বলেন: বরং আল্লাহ তা‘আলার বাম হাত রয়েছে। যেহেতু এ ব্যাপারে হাদীছ ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেহেতু আমাদের উচিত সেখানেই ফিরে

‘বাম’ হচ্ছে মাখলূক্বের ছিফাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বাম হাত থাকা হতে আমাদের রব সুমহান ও পবিত্র। আল্লাহ তা‘আলার একথার দলীলের সাথে:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ‘দুই হাত’ দ্বারা ‘দুই হাত’ই উদ্দেশ্য করেছেন, ‘দু’টি নি‘আমত’ নয়, যেমন জাহমীয়া মু‘আত্তিলাগণ দাবি করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ ، وَقَالَ لَهُ: يَا آدَمُ ، اذْهَبْ إِلَى أَوْلِيكَ الْمَلَائِكَةِ، إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَنِيهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ - وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ - اخْتَرْ أَيُّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي، وَكَلْنَا يَدَيَّ رَبِّي يَمِينَ مُبَارَكَةً، ثُمَّ بَسَطَهَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: «هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ» ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوؤُهُمْ، أَوْ مِنْ أَضْوؤِهِمْ، لَمْ يُكْتَبْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقَالَ: يَارَبِّ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: «هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ ، وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً» ، فَقَالَ: يَارَبِّ زِدْهُ فِي عُمُرِهِ قَالَ: «ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ» ، قَالَ: فَإِنِّي جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ: «أَنْتَ وَذَاكَ» ، فَقَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَلْتُ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ مِنْهَا سِتِّينَ

যাওয়া। আর প্রতিষ্ঠিত ছিক্বাহ রাবীর বর্ণনাকে দ্বংস সাব্যস্ত করা উচিত হবে না। তারা বাম হাতের হাদীছটি এবং ডান হাতের হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে: [আর তার দু’টি হাতই ডান হাত।] এ দু’য়ের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান করে বলেন: আল্লাহ তা‘আলার ডান হাত ও বাম হাত শক্তির দিক থেকে একই রকম, তার বাম হাতেও কোন দুর্বলতা নেই। যেমনটি মাখলূক্বের দুর্বলতা থেকে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা সেটা থেকে মহা পবিত্র। আর এমতটিই অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। আল ক্বওলুল মুফীদ ২/৫৩৪।

سَنَةً، فَجَحَدَ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيتْ ذُرِّيَّتُهُ، فَيَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ
وَفِي رَوَايَةٍ: "رَحِمَكَ اللَّهُ يَا آدَمُ!"

৬৫. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন এবং তার মাঝে রুহ প্রবেশ করালেন, সে সময় তার হাঁচি আসে এবং তিনি বললেন: ‘আল-হামদুলিল্লাহ’। এরপরে তিনি আল্লাহ তা‘আলার অনুমতি নিয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর তাকে উদ্দেশ্যে তার রব বললেন: ‘রহিমাকা রব্বুকা’ তথা তোমার রব তোমাকে রহমত করুন! হে আদম! এবং আরো বললেন: হে আদম! তুমি ঐ সব ফেরেশতার নিকট যাও যারা সমবেত অবস্থায় ওখানে বসে আছে। এরপরে বল: ‘আস-সালামু ‘আলাইকুম’। ফেরেশতাগণ জবাবে বললেন: ‘ওয়া ‘আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু’। তারপর তিনি তাঁর রবের নিকট ফিরে এলে তিনি বললেন: “এটাই তোমার ও তোমার সন্তানদের পারস্পারিক অভিবাদন।” এবার আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দু’টি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাকে বললেন: দু’টি হাতের মাঝে যেটি ইচ্ছা বেছে নাও। তিনি বললেন: আমার রবের ডান হাত আমি বেছে নিলাম। আর আমার রবের দু’টি হাতই ডান হাত এবং বরকতময়। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত খুললে দেখা গেল যে, তাতে আদম এবং তার সন্তানরা রয়েছে। আদম বললেন: হে আমার রব! এরা কারা? আল্লাহ তা‘আলা বললেন: এরা তোমার বংশধর। তাদের সকলের দুই চক্ষুর মধ্যখানে তাদের বয়স লেখা ছিল। তাদের মাঝে একজন সবার চেয়ে উজ্জল ছিল। তার কপালে শুধুমাত্র চল্লিশ বছর লেখা ছিল। তিনি বললেন: হে আমার রব! কে এই লোক? তিনি বললেন: সে তোমার সন্তান দাউদ। আমি তার চল্লিশ বছর বয়স নির্ধারণ করেছি। আদম তখন বললেন: হে আমার রব! তার বয়স আপনি বাড়িয়ে দিন। তিনি বললেন: আমি তার বয়স এটাই নির্ধারণ করেছি। আদম বললেন: আমার বয়স হতে ষাট বছর আমি তাকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহ বললেন: এটা তার প্রতি তোমার বদান্যতা। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: অতঃপর আল্লাহ যত দিন চাইলেন তিনি জান্নাতে থাকলেন, তারপর তাঁকে সেখান হতে (পৃথিবীতে) নামানো হল। আদম নিজের বয়সের গণনা করতে থাকলেন। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আদম এর নিকট মালাকুল মাউত এসে হাযির হলে আদম তাকে বললেন: আমার জন্য ধার্যকৃত বয়স তো এক হাজার বছর, যথা সময়ের আগেই তুমি এসেছ। তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে আপনি আপনার বয়স হতে ষাট বছর আপনার ছেলে দাউদকে দান করেছেন। আদম তা (ভুলে গিয়ে) অস্বীকার করলেন। এজন্য তার সন্তানরাও অস্বীকার করে থাকে। আর তিনি ভুলে

গিয়েছিলেন তাই তার সন্তানরাও ভুলে যায়। সেদিন হতেই লিখে রাখা ও সাক্ষী রাখার হুকুম দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে: ‘হে আদম! আল্লাহ তোমার উপরে রহম করুন!’^[৯৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى، لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَاءٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ» قَالَ: «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِئَمِينِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ، يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ»

৬৬. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাত ও দিনে অনবরত ব্যয় করলেও তা কমে না। তোমরা কি দেখনি যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর থেকে তিনি কত পরিমাণ খরচ করেছেন? এরপরও তার ডান হাতে যা ছিল তা কমেনি। তিনি [রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন: “তাঁর আরশ পানির উপরে। আর তাঁর অপর ডান হাতে রয়েছে মৃত্যু। তিনি উপরে উঠান আবার নিচে নামান।”^[৯৫]

وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: يَا رَبِّ، أَخْبِرْنِي بِأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ يَأْتِي بَعْدَ مَا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ ادْخُلُ وَقَدْ سَكَنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَخَذُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخْدَاتِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُ: أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ قَالَ: أَفَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا كَانَ لِمَلِكَيْنِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ قَالَ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَا كَانَ لِثَلَاثَةِ مُلُوكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: رَبِّ رَضِيتُ قَالَ: لَكَ مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَعَشْرَةُ أَضْعَافِهِ، وَلَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَدَّتْ عَيْنُكَ فَقَالَ: يَا رَبِّ، فَأَخْبِرْنِي بِأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ: هَذَا أَرَدْتُ، فَسَوْفَ أُخْبِرُكَ قَالَ: غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ ذَلِكَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ فِي

[৯৪] মুসলিমের শর্তে ছহীহ: তিরমিযী; হা/৩৩৭৯, ইবনু হিব্বান; হা/৬১৬৭।

[৯৫] বুখারী; হা/৭৪১৯, মুসলিম; হা/৯৯৩-৩০৭।

كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

৬৭. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একবার মূসা 'আলাইহিস সালাম তাঁর রবকে বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতের মধ্যকার সবচেয়ে নিম্ন মর্যাদার লোক সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন: সে হলো এমন এক বান্দা, যে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে: জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, কিভাবে প্রবেশ করব? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের মর্যাদাসমূহ ও নিয়ে নিয়েছেন। এবং তারা তাদের প্রাপ্যও গ্রহণ করেছেন। তখন তাকে বলা হবে: পৃথিবীর বাদশাহদের মধ্য হতে কোন একজন বাদশাহর সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তখন ঐ ব্যক্তি বলবে: জ্বী। আল্লাহ আবারো বলবেন: পৃথিবীর বাদশাহদের মধ্য হতে যে কোন দুইজন বাদশাহর সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? [আবার বলা হবে] পৃথিবীর বাদশাহদের মধ্য হতে যে কোন তিনজন বাদশাহর সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? তখন ঐ বান্দা বলবে: হে আমার রব! আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ বলবেন: তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেয়া হলো। সাথে দেয়া হলো আরো সমপরিমাণ এবং সেই সাথে আরো দশগুণ দেয়া হলো। সেখানে তোমার জন্য রয়েছে তোমার মন যা চায় তা এবং আরো রয়েছে যা তোমার চোখ জুড়ায়। তখন মূসা 'আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে আমাকে জান্নাতের মধ্যকার সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদার লোক সম্পর্কে সংবাদ দিন। তখন আল্লাহ বললেন: আমি এটা ইচ্ছা করেছি আর আমি তোমাকে অচিরেই তা জানাব। এরপরে তিনি বললেন: “আমি আমার হাতে তাদের মর্যাদাকে গ্রোথিত করেছি, আর তার উপরে মোহর অঙ্কিত করে দিয়েছি, যা কোন চোখ দেখবে না, কোন কান শুনবে না, আর না কোন মানুষের হৃদয়ে তা অনুমিত হবে।” একথার সত্যায়নকারী আয়াত হচ্ছে:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“কোন ব্যক্তিই এটা জানে না যে, তারা যা আমল করত তার পুরস্কার হিসেবে চোখ শীতলকারী কী কী বস্তু তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” সূরা আস-সাজদাহ: ১৭।^[৯৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَأَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟

৬৮. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন, আর আসমানকে তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করে রাখবেন। তারপরে বলবেন: “আমিই বাদশাহ। পৃথিবীর বাদশাহরা এখন কোথায়?”^[৯৭]

অধ্যায়: ১৬

بَابُ تَمْجِيدِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسَهُ عِنْدَ قَبْضَتِهِ الْأَرْضَ بِإِخْدَى يَدَيْهِ، وَطَيِّهِ السَّمَاءَ بِالْأُخْرَى

আল্লাহ তা‘আলার মর্যাদার প্রকাশ। যখন তিনি তাঁর দুই হাতের এক হাতে যমীন মুষ্টিবদ্ধ ও অপর হাতে আসমানকে ভাঁজ করে রাখবেন।

আর এ দু’টিই আমাদের রবের ডান হাত, বাম হাত নয়। তিনি মাখলুকের ছিফাত বা গুণ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَاتِ يَوْمًا عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾، وَرَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ يُحَرِّكُهَا يُمَجِّدُ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَا نَفْسَهُ، "أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ"، فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرُ حَتَّى قُلْنَا: لَيَحْرَنَّ بِهِ.

[৯৬] মুসলিম; হা/১৮৯, তিরমিযী; হা/৩১৯৮।

[৯৭] বুখারী; হা/৭৩৮২ ও ৭৪১৩, মুসলিম; হা/২৭৭।

৬৯. ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেস্বার একদিন এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করছিলেন।

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾

“আর তারা আল্লাহকে যথার্থ মর্যাদা দান করেনি। অথচ গোটা পৃথিবীই ক্বিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে আর আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭।

এরপর আল্লাহর রাসূল আব্দুল নাড়িয়ে এভাবে বলছিলেন: রব তার নিজের মর্যাদার প্রকাশ ঘটাবেন: “আমিই মর্যাদাবান, আমিই মহিমান্বিত, আমিই মালিক, আমিই পরাক্রমশালী, আমিই সম্মানিত।” তখন আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে মিস্বার প্রকম্পিত হচ্ছিল এমনকি আমরা বললাম: সেটা হয়তো তাকে নিয়ে উল্টে যাবে।^[৯৮]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ:
﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: «أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا
الْمَلِكُ» يُمَجِّدُ نَفْسَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ
سَيَخْرُبُ بِهِ

৭০. ইবনে উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন:

﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾

“আর আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।” সূরা আয-যুমার:
৬৭।

তিনি মিস্বারের উপরে ছিলেন, তখন তিনি বললেন: আল্লাহ বলবেন: আমিই মর্যাদাবান, আমিই মহিমান্বিত, আমিই বাদশাহ, তিনি নিজের মর্যাদার

বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করছিলেন, যতক্ষণ না আমি ধারণা করলাম যে, মিসর তাকে নিয়ে পড়ে যাবে।^[৯৯]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَيْفَ يَحْكِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَأْخُذُ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ، وَجَعَلَ يَقْبِضُ يَدَيْهِ وَيَبْسُطُهُمَا: يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ " حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ؛ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: أَسَاقِطُ هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟"

৭১. উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: তিনি একবার আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা দিকে তাকালেন যে, কিভাবে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা দিচ্ছিলেন [এটা দেখার জন্য]: তখন তিনি বললেন: “রব আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহ এবং যমীনসমূহকে তাঁর দুই হাতে গ্রহণ করবেন।” এরপর তিনি তাঁর হাতকে বন্ধ করলেন এবং খুললেন আর বললেন: “আল্লাহ বলবেন: ‘আমি দয়াময়’।” যতক্ষণ না আমি মিস্বারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, সেটার নিচ থেকে কোন কিছু প্রকম্পিত হচ্ছে। আর আমি বলে ফেললাম যে, এটা কি আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে পড়ে যাবে?^[১০০]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾ ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا اللَّهُ، أَنَا الرَّحْمَنُ، أَنَا الْجَبَّارُ، أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ حَتَّى أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْقُطَ بِهِ الْمَنْبَرُ.

৭২. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা মিস্বারের উপর দেখলাম তিনি বলছিলেন:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾

[৯৯] বুখারী; হা/৭৪১২, মুসলিম; হা/২৭৮৮।

[১০০] মুসলিম; হা/২৭৮৮।

“অথচ গোটা পৃথিবীই ক্বিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে আর আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭।

তারপর তিনি বলবেন: “আমিই আল্লাহ, আমিই রহমান, আমিই মর্যাদাবান, কোথায় সব অহংকারীগণ?” এমনকি আমি ভয় করতে লাগলাম যে, মিস্বার তাকে নিয়ে পড়ে যাবে।^[১০১]

অধ্যায়: ১৭

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبِضُ الْأَرْضَ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَعْدَ مَا يَبْدُو لَهَا
فَتْصِيرُ الْأَرْضِ خُبْرَةً لِأَهْلِ الْجَنَّةِ

এ কথার দলীল: আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিনে যমীনকে পরিবর্তন করে দিয়ে হাতের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ করবেন। তখন তা জান্নাতীদের জন্য তা একটি রুটির ন্যায় হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تَكُونُ
الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْرَةً وَاحِدَةً يَكْفُوهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفُو أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ خُبْرَتُهُ فِي
السَّفَرِ، نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ : بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا
الْقَاسِمِ، أَلَا أَخْبِرُكَ بِنُزْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : «بَلَى» قَالَ : تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً
وَاحِدَةً كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا أَخْبِرُكَ بِأَدَامِهِمْ؟» قَالَ : بَلَى
قَالَ : «بَلَاءٌ، وَنُونٌ» ، وَمَا هَذَا؟ قَالَ : «ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زِيَادَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا»

৭৩. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যমীন ক্বিয়ামতের দিন একটি রুটিতে পরিণত হয়ে যাবে। মহা শক্তিধর আল্লাহ সেটিকে উল্টে দিবেন, যেভাবে তোমাদের কেউ সফরে থাকাকালীন তার রুটি উল্টা পাঁটা করে; [আর এটি তিনি করবেন] জান্নাতীদের মেহমানদারী হিসেবে। তখন ইহুদীদের মধ্য হতে একটি লোক আসল, সে বলল: হে আবুল কাসিম! রহমান আপনার উপরে

বারাকাত নাযিল করুন! আমি কি আপনাকে জান্নাতীদের মেহমানদারীতা সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তখন সে বলল: যমীন একটি রুটি হয়ে যাবে। যেমনটি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন। আবু সাঈদ আল-খুদরী বলেন: তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন, যাতে তার মাড়ির দাঁত বের হয়ে গেল। তিনি পুনরায় বললেন: আমি কি তোমাকে তাদের তরকারী সম্পর্কে বলব না? সে বলল: জ্বী, তিনি বললেন: ‘বালাম ও নূন।’ [তখন ছাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন:] এটি কী? তিনি বললেন: ‘ষাঁড় ও মাছ, যাদের কলিজার বর্ধিতাংশ হতে সত্তর হাজার লোক ভক্ষণ করবে।’^[১০২]

অধ্যায়: ১৮

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْيَدَيْنِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِعْلَامُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَدَيِ اللَّهِ يُبْسَطَانِ لِمُسَيِّءِ اللَّيْلِ لِيَتُوبَ بِالنَّهَارِ , وَلِمُسَيِّءِ النَّهَارِ لِيَتُوبَ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

আল্লাহ তা‘আলার দুই হাতের ছিফাতকে সাব্যস্তকরণ এবং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ মর্মে সংবাদ প্রদান যে, আল্লাহ দুই হাত প্রশস্ত করেন রাতের অপরাধীর জন্য, যেন রাতের অপরাধী দিনে তাওবা করে নেয় এবং দিনের অপরাধীর জন্য, যেন সে রাতে তাওবা করে নেয়, যতদিন না সূর্য তার পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে।

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسَيِّءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ - يَعْنِي بِالنَّهَارِ - لِيَتُوبَ مُسَيِّءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

৭৪. আবু মূসা আল-আশআরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “নিশ্চয়ই মহা প্রতাপশালী ও সম্মানিত আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হাতকে প্রশস্ত করেন রাতের বেলায়, যেন দিনের অপরাধী তাওবা করে নেয়। আবার তিনি তাঁর হাতকে প্রশস্ত করেন - তথা

দিনের বেলায়- যেন রাতের অপরাধী তাওবা করে নেয়। [এভাবে চলতে থাকবে] যতদিন না সূর্য তার অস্তাচল হতে উদিত হয়।^[১০৩]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأُخْرِقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا أَنْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ»

৭৫. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা পাঁচটি কথা নিয়ে (অবহিত করতে) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন [এবং বললেন]: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঘুমান না, আর এটা তাঁর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি ঘুমাবেন। তিনি ন্যায়ের পাল্লা (মীযান) উঠা-নামা করান। রাতে তার কাছে দিনের ‘আমল পেশ করা হয়ে থাকে আর রাতের ‘আমল দিনে। তার পর্দা হচ্ছে নূর (আলো)। যদি তিনি তা প্রকাশ করতেন, তবে তাঁর চেহারার আলো দৃষ্টিশক্তির গোচরে আসা সকল সৃষ্ট বস্তুকে জ্বালিয়ে দিত।^[১০৪]

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعٍ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَ يَخْفِضُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ».

৭৬. আবু মূসা আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা চারটি কথা নিয়ে (অবহিত করতে) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন [এবং বললেন]: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঘুমান না, আর এটা তাঁর জন্য শোভনীয় নয় যে, তিনি ঘুমাবেন। তিনি ন্যায়ের পাল্লা (মীযান) উঠা-নামা করান। রাতের আগেই তার কাছে দিনের ‘আমল পেশ করা হয়ে থাকে, আবার রাতের ‘আমল দিন আসার আগেই।”^[১০৫]

[১০৩] মুসলিম; হা/২৭৫৯।

[১০৪] মুসলিম, হা/১৭৯।।

[১০৫] প্রাগুক্ত। কিতাবুত তাওহীদ লিইবনি মান্দাহ; হা/৮৪৬ এবং আশ-শারী‘আহ লিল-আজুররী; হা/৬৫৯।

بَابُ ذِكْرِ إِمْسَاكِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمَهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا عَلَى أَصَابِعِهِ

আসমান-যমীন এবং এর উপরে যা আছে তা আল্লাহ তা'আলা (তাঁর নামসমূহ সুউচ্চ হোক আর তাঁর প্রশংসা মহান হোক) কর্তৃক তাঁর আঙ্গুলের উপরে ধারণ করা সংক্রান্ত আলোচনা।

আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুলসমূহ তাঁর মাখলূকের ন্যায় হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ ছাড়াও তিনি তাঁর কোন সত্তাগত (যাতী ছিফাত) মাখলূকের ছিফাতের ন্যায় হওয়া থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র।

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন এটা থেকে যে, সৃষ্টিকর্তা ও উদ্ধাবনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে তার উপস্থিতিতে এমন গুণে গুণান্বিত করা হবে, যা আল্লাহর ছিফাত বা গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, আর তিনি এটি শুনবেন ও হাসবেন, এরপরে একথার কথককে তিনি নাকচ করা ও রাগ করার আবশ্যকীয়তার পরিবর্তে এমন হাসি দিবেন যাতে তার মাড়ির দাঁত বের হয়ে পড়ে, যা উক্ত বক্তার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ও সত্যায়নের জন্য। এ কথা নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতে ঈমান আনয়নকারী ও সত্যায়নকারী কেউ বলতে পারে না।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ: أَبْلَغَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُ الْخَلَائِقَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالسَّمَاوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالشَّرَى عَلَى إصْبَعٍ؟ قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা একটি আহলে কিতাবের লোক এসে বলল: হে আবুল ক্বাসিম! আপনার কাছে কি এটা পৌঁছেছে যে, সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী আল্লাহ সমস্ত সৃষ্ট জীবকে একটি আঙ্গুলের উপরে, আসমানসমূহ এক আঙ্গুলের উপরে, যমীনসমূহ এক আঙ্গুলের উপরে, গাছপালা এক আঙ্গুলের উপরে এবং মৃত্তিকারাজী এক আঙ্গুলের উপরে বহন করবেন।

তিনি [আব্দুল্লাহ] বলেন: তখন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন এমনকি তার মাড়ির দাঁত বের হয়ে পড়ল, তিনি বললেন:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾

“আর তারা আল্লাহকে যথার্থ মার্যাদা দান করেনি। অথচ গোটা পৃথিবীই ক্বিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭। এরকম করে তিনি শেষ পর্যন্ত পড়লেন।^[১০৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى إصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى إصْبَعٍ، وَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَالَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾

৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা একজন ইহুদী এসে বলল: হে মুহাম্মাদ, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, যমীন সমূহ এক আঙ্গুলে, পাহাড় সমূহ এক আঙ্গুলে, গাছপালা এক আঙ্গুলে এবং সমগ্র সৃষ্ট জীবকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। আর তিনি বলবেন: আমিই মালিক। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন এমনকি তার মাড়ির দাঁত বের হয়ে পড়ল। আর তিনি বললেন:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾

“আর তারা আল্লাহকে যথার্থ মার্যাদা দান করেনি।” সূরা আয-যুমার: ৬৭।^[১০৭]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجُّبًا وَتَصَدِيقًا لَهُ».

[১০৬] বুখারী; হা/৪৮১১, মুসলিম; হা/১৯, ২০, ২১ ও ২২।

[১০৭] বুখারী; হা/৪৮১১, মুসলিম; হা/১৯, ২০, ২১ ও ২২।

৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, “তখন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন, আশ্চর্যান্বিত হয়ে ও তাকে সত্যায়নের জন্য।” [১০৮]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَعَلَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ، وَالْخَلَائِقَ كُلَّهَا عَلَى إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهْزُهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تَعَجُّبًا لَهُ، وَتَصَدِيقًا لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা ইহুদীদের মধ্য হতে একজন পণ্ডিত এসে বলল: যখন ক্বিয়ামত হবে তখন আসমানসমূহকে এক আঙ্গুলে, যমীন সমূহ এক আঙ্গুলে, পাহাড় ও গাছপালা এক আঙ্গুলে, পানি ও মৃত্তিকারাজী এক আঙ্গুলে এবং সমগ্র সৃষ্ট জীবকে এক আঙ্গুলে ধারণ করবেন। এরপরে তাদেরকে প্রকম্পিত করবেন। তারপরে তিনি বলবেন: আমিই মালিক, আমিই মালিক। তিনি [আব্দুল্লাহ] বলেন: তখন আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি হাসলেন এবং তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত বেরিয়ে গেল। আর তা ছিল আশ্চর্যান্বিত হয়ে ও তাকে সত্যায়নের জন্য। তারপরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

“আর তারা আল্লাহকে যথার্থ মার্যাদা দান করেনি। অথচ গোটা পৃথিবীই ক্বিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে আর আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ

করা থাকবে। তিনি সুমহান ও পবিত্র তারা যে বিষয়ে তাঁর সাথে শরীক করে তা হতে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭।^[১০৯]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْضَتَيْنِ: «هَذِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي، وَهَذِهِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي».

৮১. আবু সাঈদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই মুষ্টির ব্যাপারে বলেছেন: [আল্লাহ বলেন:] “এরা জান্নাতী, এতে আমি পরোয়া করি না। আর এরা জাহান্নামী এতেও আমি পরোয়া করি না।”^[১১০]

অধ্যায়: ২০

بَابُ إِثْبَاتِ صِفَةِ الْأَصَابِعِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ থেকে মহা প্রতাপশালী ও সম্মানিত আল্লাহর ‘আঙ্গুল’ ছিফাতের বর্ণনা।

স্বয়ং তার কথা থেকেই, অন্য কারো বর্ণনা হতে নয়। যেমনটি কতিপয় মূর্খ ও বিদ্বেষী ব্যক্তির ধারণা করে থাকে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হাদীছে যা এসেছে, তা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা নয়, বরং তা হচ্ছে একজন ইহুদীর কথা। আর তারা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাসির মাধ্যমে উক্ত ইহুদীকে সত্যায়ন করার বিষয়টিকে অস্বীকার করে।

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا هُوَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ،

[১০৯] বুখারী; হা/৪৮১১, মুসলিম; হা/১৯, ২০, ২১ ও ২২।

[১১০] ছহীহ: আহমাদ; হা/২২০৭৭, বাযযার এর কাশফুল আসতার; হা/২১৪২। রিয়াশী তার তাহক্বীকে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, তবে তিনি ‘আবু সাঈদ’ এটুকুকে শায বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মুসনাদে আহমাদের তাহক্বীকে শু‘আইব আরনাউত এর সানাদকে দ্বঈফ বলেছেন।

وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ»، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانَ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ».

৮২. নাওয়াস ইবনু সাম'আন আল-কিলাবী রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “প্রত্যেক হৃদয় মাত্রই আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুল সমূহের দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থান করে, যদি তিনি চান তবে তাকে দৃঢ় রাখেন আর যদি চান তিনি তাকে বক্র করে দেন।” আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: “হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে আপনার দীনের উপরে স্থির করে দিন।” “আর মীযান রহমানের হাতে, তিনিই তা উঠান এবং তিনিই তা নামান।”[১১১]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: এই হাদীছ দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় যে, আবু মূসা রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত: “তিনি ন্যায়ের পালা উঠা-নামা করান।” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘মীযান’, যেমনিভাবে এই হাদীছের মধ্যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে: “আর মীযান রহমানের হাতে, তিনিই তা তিনিই তা উঠান এবং তিনিই তা নামান।” আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾

“আমি ক্বিয়ামতের দিনে ন্যায় এর মীযানসমূহ কায়েম করব।” সূরা আল-আশ্বিয়া: ৪৭।

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ».

৮৩. উম্মু সালামাহ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আর মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে বলতেন: “হে আল্লাহ! হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দীনের উপরে স্থির করে দিন।” তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হৃদয়সমূহের কি পরিবর্তন হয়? তিনি বললেন: “হ্যাঁ, বানী

আদামের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তিই হোক না কেন, তার হৃদয়/অন্তর আল্লাহর আগুল সমূহের মধ্য হতে দু'টি আগুলের মধ্যে অবস্থান করে। তিনি যদি চান তাকে দৃঢ় রাখেন, আর তিনি যদি চান তাকে বক্র করে দেন।”^[১১২]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের হৃদয়সমূহকে হেদায়েত দেওয়ার পরে বক্র না করেন। আমরা তার কাছে আরো প্রার্থনা করি যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন! নিশ্চয়ই তিনি মহান দাতা।

সুতরাং হে জ্ঞানী সম্প্রদায়, তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো এটা সম্পর্কে, যা আমরা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করছি “আল্লাহর উভয় হাতের” বর্ণনার ক্ষেত্রে।

আমরা বলছি: আল্লাহ তা‘আলা (যিনি মহান প্রতিপত্তি ও সম্মানের অধিকারী), তাঁর রয়েছে দু'টি হাত, যেমনিভাবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-উদ্ভাবনকর্তা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং তার নির্বাচিত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায়।

আমরা আরও বলছি: আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলার দু'টি হাতই ডান হাত। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে সংবাদ প্রদান করেছেন তার ভিত্তিতে।

আমরা আরও বলছি: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা যমীনকে এক হাতের মধ্যে মুষ্টিবদ্ধ করবেন আর অন্য হাতে তিনি আসমানকে ভাঁজ করে রাখবেন। আর তার দু'টি হাতই ডান হাত, এদের মধ্যে কোন বাম হাত নেই।

আমরা আরো বলছি: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলার হাত দু'টি প্রশস্ত। তিনি যেভাবে খুশি ব্যয় করেন। এই হাতদ্বয় দ্বারাই তিনি আদমকে (‘আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাঁর হাতেই মূসা ‘আলাইহিস সালামের জন্য তাওরাত লিখেছিলেন। তাঁর হাত দু'টি অনাদি এবং তা চিরস্থায়ী। মাখলুকের হাত সমূহও মাখলুক, তা অনাদি অনন্ত নয় এবং সেটি সৃষ্ট, ধ্বংসশীল, নশ্বর ও ক্ষয়প্রাপ্ত; যা মৃত হয়ে যাবে এরপরে পচনশীল হাড়ে রূপান্তরিত হবে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা সেখান থেকে নতুন একটি সৃষ্টির সঞ্চার করবেন। আল্লাহ তা‘আলা কতই না বরকতময় ও উত্তম সৃষ্টিকারী!

হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তাহলে আমাদের উপরে কীভাবে তারা সাদৃশ্য স্থাপন করার অপবাদ দিতে পারে? যা সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহর) জন্য, সেটাই সাব্যস্ত

করেন যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য আর তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

আর এই সকল মু‘আত্তিলাদের কথা এটা আবশ্যক করে যে, যে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তার প্রতি ঈমান রাখে: মুখের ভাষা, অন্তরে বিশ্বাস ইত্যাদির মাধ্যমে সাদৃশ্য প্রদানকারী মুশাব্বিহা; কেননা এই ফিরক্বার ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তাঁর নিজেকে তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে নিজেকে কোনরূপ গুণান্বিত করেননি। আর যে ব্যক্তি তাঁ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলার হাত আছে বলে স্বীকার করবে, তবে খালিক্বের সাথে মাখলুক্বের সাদৃশ্য প্রদানকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তাদের এই কথায় আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে যা বর্ণনা করেছেন তার প্রত্যেক ছিফাতকে অস্বীকার করতে হবে। আল্লাহর সকল লানত তাদের উপরে পড়ুক। তারা সবাই কাফির। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার সকল কিছুই অস্বীকারকারী, এর মধ্যে কোন কিছুই স্বীকৃতিদানকারী নয় এবং এগুলোর কোন কিছুই সত্যায়নকারী নয়।

তাহলে কিভাবে তাকে মুশাব্বিহা নামকরণ করা যেতে পারে, যে বলে: আল্লাহর হাত রয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে যা বলেছেন তার উপরে ভিত্তি করে?

আমরা আরো বলি: বানী আদমের দু’টি হাত রয়েছে। আল্লাহর দু’টি হাত রয়েছে, যা দ্বারা তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর হাতেই মূসা আলাইহিস সালামের জন্য তাওরাত কিতাব লিখেছিলেন এবং তাঁর হাত দু’টি প্রশস্ত, যেভাবে খুশি তিনি ব্যয় করেন। পক্ষান্তরে বানী আদমের হাতদ্বয় মাখলুক। যা আমি স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করেছি ইতোপূর্বে “চেহারা ও দুই চোখ” এর বর্ণনায় এবং এই অধ্যায়ে।

জাহমীয়া মু‘আত্তিলার ধারণা করে যে, আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে: তাঁর দু’টি নিয়ামত; এটি স্পষ্ট পরিবর্তন (تبدیل), ব্যাখ্যা (تأویل) নয়। তাদের এই দাবি বাতিল হওয়ার দলীল হচ্ছে: আল্লাহর নির্‘আমত এত বেশি যে, তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও উদ্ভাবনকর্তা আল্লাহ ছাড়া

কেউ হিসাব করতে পারবে না। আর আল্লাহর দু'টি হাত রয়েছে এর বেশি নয়। যেমনটি তিনি ইবলিস (আল্লাহর লা'নত তার উপরে) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۚ ﴾

“তোমাকে সিজদা করা হতে কোন বস্তু বাধা দিল যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি।” সূরা ছ-দ: ৭৫।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সংবাদ দিলেন: নিশ্চয়ই তিনি আদমকে তার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, তিনি আদমকে তাঁর নি'আমতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহর কালামের পরিবর্তনকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾

“অথচ গোটা পৃথিবীই কিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে আর আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭।

হে আহলে ঈমান! এখান থেকে কি কখনো বোঝা যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত যমীন বা পৃথিবীকে তাঁর দু'টি নিয়ামতের একটি কজায় রাখবেন কিয়ামতের দিনে, আর আসমানসমূহকে অন্য নিয়ামতের মধ্যে ভাঁজকৃত অবস্থায় রাখবেন? বুদ্ধিমত্তার অধিকারী মুমিনগণ কি বুঝতে পারে না যে, জাহমীয়ারা যা দাবি করে তা নিরেট মুর্থতা অথবা অকল্যাণকর মুর্থতার ভান করা?

বরং সমগ্র পৃথিবী বা যমীন কিয়ামতের দিবসে আমাদের রবের এক হাতের মুষ্টির মধ্যে থাকবে। আর আসমানসমূহ তার ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। আর এটি হচ্ছে অন্য হাত। আমাদের রবের উভয় হাতই ডান হাত, তার কোন বাম হাত নেই। বাম হাত থাকা থেকে আমাদের রব সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। যেহেতু একটি হাত বাম হাত হওয়া মাখলূকের আলামত, আর আমাদের রব তাঁর মাখলূকের সাথে সাদৃশ্যবান হওয়া থেকে পবিত্র।

আর তুমি এটা বুঝে নাও, যা আমি বলছি ভাষাগত দিক থেকে, তাহলে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং তুমি আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে: নিশ্চয়ই জাহমীয়ারা আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তনকারী, তারা আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যাকারী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

যদি এখানে হাতের অর্থ নিয়ামত হত, যেমনটি জাহমীয়ারা দাবি করে থাকে, তাহলে এটিকে এভাবে পড়া হত:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَةٌ، أَوْ: مُنْبَسِطَةٌ

“তার হাত দু’টি প্রশস্ত অথবা প্রসারিত”।

কেননা আল্লাহ তা‘আলার নিয়ামতসমূহ গণনার থেকেও অনেক বেশি। এটা অসম্ভব যে তার নিয়ামত মাত্র দু’টি হবে, এর বেশি হবে না। যখনই আল্লাহ তা‘আলা বললেন:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

তখন এ ব্যাপরে জ্ঞান অর্জিত হয় যে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর নিজের জন্য দু’টি হাতকে সাব্যস্ত করেছেন, এর অধিক নয়।

তুমি জেনে রাখ! আর সে দু’টি (হাত) হচ্ছে প্রশস্ত, তিনি যেভাবে খুশি ব্যয় করেন। আর আয়াতটিও এই দিকে ইঙ্গিত করে যে এই আয়াতে উল্লেখিত হাতের অর্থ নিয়ামত নয়। আল্লাহ তা‘আলা ইহুদীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾

“ইহুদীরা বলেছে: আল্লাহর হাত শৃংখলিত।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

তিনি তাদের ধারণার রদ করেছেন, এভাবে:

﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾

“(বরং) তাদের হাতকেই শৃংখলিত করে দেওয়া হয়েছে।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪। এরপরে তিনি বলেছেন:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

আর তাই নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে প্রত্যেক মুমিন একথা জানে যে: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর এই কথা:

﴿ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ﴾

“(বরং) তাদের হাতকেই শৃঙ্খলিত করে দেওয়া হয়েছে।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

এটা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য করেননি যে, তাদের নিয়ামতসমূহকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছিল, আর ইহুদীরাও এটা উদ্দেশ্য করেনি যে, আল্লাহর নিয়ামতসমূহ শৃঙ্খলিত। বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদের এই কথাকে রদ করে এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের এই কথার জবাব পেশ করেছেন এভাবে:

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾

“বরং তাঁর দুই হাত প্রশস্ত।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৪।

তিনি মুমিনদেরকে জানিয়েছেন: তাঁর দু’টি হাতই প্রশস্ত, যেভাবে খুশি তিনি ব্যয় করেন। আর আল্লাহর দান বা ব্যয় করার কথা আমরা ইতোপূর্বেই আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীছ হতে বর্ণনা করেছি যে, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে:

يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ

“আল্লাহর দান হাত পরিপূর্ণ, রাত-দিন খরচ করার পরেও তা হতে কিছুই কমে না।”

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও জানিয়েছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা দান করেন তাঁর দান হাত দ্বারা। আর উক্ত হাত দু’টিই এমন যার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে ইচ্ছা দান করেন।

কতিপয় জাহমীয়াদের ধারণা হচ্ছে: “আল্লাহ আদমকে তাঁর দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন” একথার অর্থ হচ্ছে: ‘তাঁর শক্তি দ্বারা’, তাই তারা ধারণা করে: হাত অর্থ হচ্ছে: শক্তি। এটাও পরিবর্তনের মধ্যেই গণ্য এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয়।

আরবদের ভাষায় শক্তির আরবী পরিভাষা হচ্ছে: (الأيدي) যার অর্থ শক্তি বা ক্ষমতা। (اليدين) বা তাদের ‘হাত’ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি (الأيدي) ‘শক্তি ও হাত’ শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, সে নেতৃত্ব প্রদান ও মুনাযারা করার চেয়ে বরং মজবুতের প্রতি নিজেকে সমর্পন করা ও প্রাথমিক তা‘লীম গ্রহণের প্রতিই বেশি হকদ্বার।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি আসমানকে তাঁর শক্তিবলে তৈরী করেছেন। আর দুই হাত হচ্ছে শক্তি বা ক্ষমতা হতে ভিন্ন। কেননা যদি আল্লাহ আদমকে তার শক্তিদ্বারা সৃষ্টি করতেন, যেমনটি তিনি আসমানকে সৃষ্টি করেছেন। উপরন্তু আল্লাহ তা‘আলা আদমকে দুই হাত দ্বারা সৃষ্টির বিষয়টি খাস করেছেন, তাহলে তিনি ইবলিসকে এ কথা বলতেন না:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ﴾

“তোমাকে সিজদা করা হতে কোন বস্তু বাধা দিল যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি।” সূরা ছ-দ: ৭৫।

এ কথাতে সন্দেহ বা সংশয় নেই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা ইবলিসকেও (তার উপরে আল্লাহর লা‘নত পড়ুক) তাঁর শক্তিবলেই সৃষ্টি করেছেন।

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ﴾

“তোমাকে সিজদা করা হতে কোন বস্তু বাধা দিল যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি।” সূরা ছ-দ: ৭৫। এ কথার অর্থ এসব মু‘আত্তিলাদের কাছে কি হবে?

মশা, পিপড়া ও অন্যান্য সকল সৃষ্টিও তো এসব মু‘আত্তিলাদের কাছে আল্লাহ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতাবলেই তৈরী করেছেন।

কতিপয় এমন লোক, যাদের জীবদ্দশায় কিছু ক্ষেত্রে তাদের মাযহাব জাহমীয়াদের মাযহাবের অনুরূপ হয়েছিল: তারা ধারণা করে যে, ইবনু মাস‘উদ (রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু) এর হাদীছ, যা আমরা বর্ণনা করেছি যে, তিনি ইহুদী ব্যক্তিটির কথা উল্লেখ করে বলেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আঙ্গুলের উপরে আসমান সমূহ ধারণ করবেন।”

আর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ইহুদীর কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকে সত্যায়ন করে হাসি দিয়েছিলেন, সে তা অস্বীকার করেছিল। আর বলেছিল: এটা হচ্ছে ইবনু মাস‘উদের (রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু) কথা; কেননা নাবী

ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে হাসি দিয়েছিলেন, ইহুদীকে সত্যায়ন করার জন্য নয়।

আর আমার আশ্চর্য হওয়ার মাত্রা আরো বেড়ে যায় তার এই হাদীছকে অস্বীকার করা ও তাকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে। অথচ ঐ ব্যক্তিই আঙ্গুল সমূহ প্রমাণের হাদীছ সমূহকে তার একাধিক কিতাবে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ সমূহকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছে:

«مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ»

“প্রত্যেক অন্তর মাত্রই রহমানের আঙ্গুল সমূহের দু’টি আঙ্গুলের মধ্যে।”^[১১৩]

আর যখন এটি তার কাছে সাব্যস্ত ও প্রামাণ্য, আর সে এটার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সাক্ষ্যও প্রদান করেছে, তখন তার মাযহাবের ক্ষেত্রে এটি একটি নিরেট বিভ্রান্তি। আর আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই।

অধ্যায়: ২১

بَابُ ذِكْرِ اثْبَاتِ صِفَةِ الرَّجُلِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহা প্রতাপশালী ও সম্মানিত আল্লাহ তা‘আলার ‘পা’ ছিফাত সাব্যস্তের বর্ণনা।

যদিও এতে ঐ সমস্ত জাহমীয়া মু‘আত্তিলাদের নাকসমূহ ধূলামলিন হোক না কেন, যারা আমাদের মহাপ্রতাপশালী ও সম্মানিত সৃষ্টিকর্তার এমন ছিফাত সমূহকে অস্বীকার করে, যা তিনি তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে।

কাফিররা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে আহবান (ইবাদত) করত, তাদের ব্যাপার উল্লেখ করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿أَلْهَمَ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ۖ

“তাদের কি পা আছে যার মাধ্যমে তারা চলে? তাদের কি হাত আছে যার মাধ্যমে তারা স্পর্শ করে? তাদের কি চোখ আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? তাদের কি কান আছে যার মাধ্যমে তারা শ্রবণ করে? তুমি বল: তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে আহ্বান করে নাও।” সূরা আল-আরাফ: ১৯৫।

সুতরাং আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, যার পা নেই, হাত নেই, চোখ নেই আর শ্রবণশক্তিও নেই, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট। আর তাই জাহমীয়া মু‘আত্তিলারা হচ্ছে ইহুদী, নাসারা এবং মূর্তিপূজকদের চেয়েও পশুর ন্যায় নিকৃষ্ট বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর।

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْشَدَ قَوْلَ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ:

رَجُلٌ وَثُورٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... وَالتَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدُ

وَالشَّمْسُ تُصْبِحُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ ... حَمْرَاءُ يُصْبِحُ لَوْهَا يَتَوَرَّدُ

تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رِسْلِهَا ... إِلَّا مُعَذَّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ»

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ أُمِّيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ فِي بَيْتَيْنِ مِنْ شِعْرِهِ، قَالَ رَجُلٌ وَثُورٌ»، بِمِثْلِهِ لَفْظًا وَاحِدًا.

৮৪. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা উমাইয়া ইবনু আবীস সালত আস-সাক্বাফীর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে বললেন:

‘আর একটি লোক ও ষাঁড় তাঁর ডান দিকের পায়ের নিচে রয়েছে

আর ঈগল ও একটি অপেক্ষমান সিংহ রয়েছে অপরটির জন্য।

প্রত্যেক রাতের শেষে সূর্য লাল হয়ে যায়

তার রং তখন গোলাপী বর্ণের হয়।

সে অস্বীকার করে, [তাই] সে তার নির্দিষ্ট সময়ে আর উদিত হত না

যদি না সে শান্তিপ্রাপ্ত বা চাবুক কর্তৃক প্রহৃত হত।’

এরপরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ‘সে সত্য বলেছে।’ অন্য বর্ণনায় এসেছে: “উমাইয়া ইবনু আবীস সালত তার দু’টি পংক্তিতে সত্য কথাই বলেছে, এরপরে তিনি বললেন: আর একটি লোক ও ষাঁড়।” অনুরূপ একই শব্দে বর্ণিত।^[১১৪]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَنْشَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّتَيْنِ مِنْ قَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ:

رَجُلٌ وَثُورٌ تَحْتَ رِجْلِ يَمِينِهِ ... وَالتَّسْرُ لِلْأُخْرَى وَلَيْثٌ مُرْصَدٌ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ» وَأَنْشَدَ قَوْلَهُ:

"لَا الشَّمْسُ تَأْتِي فَمَا تَخْرُجُ ... إِلَّا مُعَذَّبَةً وَإِلَّا تُجْلَدُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ».

৮৫. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা উমাইয়া ইবনু আবীস সালত আস-সাক্বাফীর নিম্নোক্ত কবিতা হতে নিম্নোক্ত পংক্তি আবৃত্তি করে বললেন:

‘আর একটি লোক ও ষাঁড় তাঁর ডান দিকের পায়ের নিচে রয়েছে

আর ঈগল ও একটি অপেক্ষমান সিংহ রয়েছে অপরটির জন্য।

[আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:] “সে সত্য বলেছে।”

আবার তিনি আবৃত্তি করলেন:

“সূর্য অস্বীকার করত বের হতে + যদি না সে শান্তিপ্রাপ্ত বা চাবুক দ্বারা প্রহৃত হত।”

এরপরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “সে সত্য বলেছে।”^[১১৫]

[১১৪] ছহীহ: আহমাদ; হা/২৩১৪, ইবনু আবী আসিমের আস-সুন্নাহ; হা/৫৯১, ইবনু আবী শাইবাহ; হা/৬০৬৪, আবু ই‘আলা; হা/২৪৮২।

[১১৫] হাসান: আহমাদ; হা/২৩১৪, ইবনু আবী আসিমের আস-সুন্নাহ; হা/৫৯১, ইবনু আবী শাইবাহ; হা/৬০৬৪, আবু ই‘আলা; হা/২৪৮২।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: কবির কথা: “যদি না সে চাবুক দ্বারা প্রহৃত হত”, এর অর্থ হচ্ছে: “তুমি উদিত হও”, যেমনটি ইবনু আব্বাস বলেছেন।

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .. فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَتَجْلَدُ الشَّمْسُ؟ فَقَالَ: عَضَضْتُ بِهِنَّ أَيْبِكَ، إِنَّمَا اضْطَرَّهُ الرَّوِيُّ إِلَى أَنْ قَالَ: تُجْلَدُ.

৮৬. ইকরিমা হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু আব্বাস রহিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণনা করে উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেন। ইকরিমা বলেন: আমি ইবনু আব্বাসকে বললাম: “সূর্যকে চাবুকাঘাত করা হয়?” তখন তিনি বললেন: তুমি তোমার পিতার লিঙ্গে কামড় দিয়েছ। নিশ্চয় কবিতার অন্ত্যমিল তাকে বাধ্য করেছে এটা বলতে: “চাবুক দ্বারা প্রহৃত হয়।”

وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: «حَمَلَةُ الْعَرْشِ أَحَدُهُمْ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ، وَالثَّانِي عَلَى صُورَةِ ثَوْرٍ، وَالثَّالِثُ عَلَى صُورَةِ نَسْرٍ، وَالرَّابِعُ عَلَى صُورَةِ أَسَدٍ».

৮৭. হিশাম ইবনু ‘উরওয়াহ রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আরশ বহনকারীগণ, তাদের প্রথমজন রয়েছেন একটি মানুষের আকৃতিতে, দ্বিতীয় জন রয়েছেন একটি ঘাঁড়ের আকৃতিতে, তৃতীয় জন রয়েছেন ঈগলের আকৃতিতে আর চতুর্থজন রয়েছেন সিংহের আকৃতিতে।^[১১৬]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: অচিরেই আমরা উল্লেখ করব আল্লাহর বাণী:

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾

“সেদিন তোমার রবের আরশ বহন করবে আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে।”^[১১৭]

এর নিজস্ব আলোচনার স্থানে, যদি আল্লাহ সেটি চান এবং তাওফীক দেন।

[১১৬] আছার হিসেবে হাসান: ইমাম দারেমী তার বিশর আল-মুরাইসীর বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তিকায় বর্ণনা করেছেন; হা/১১৬।

[১১৭] সূরা আল-হাক্কাহ: ১৭।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبِّهِمَا، فَقَالَتِ الْجَنَّةُ: أَيُّ رَبِّ، مَا لَهَا إِذَا يَدْخُلُهَا ضِعْفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهَا، وَقَالَتِ النَّارُ: أَيُّ رَبِّ، إِذَا يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ، فَقَالَ: أَنْتِ رَحِمِي أُصِيبُ بِكَ مِنْ أَشَاءٍ، وَأَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكَ مِنْ أَشَاءٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لَهَا نَشْئًا، وَأَمَّا النَّارُ، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ، هُنَاكَ تَمْتَلِئُ، وَيَذْنُو بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ".

৮৮. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে তাদের রবের কাছে অভিযোগ করল। জান্নাত বলল: হে আমার রব! আমার ব্যপারটি কী যে, তাতে শুধু নিঃস্ব ও নিম্ন শ্রেণির লোকেরাই প্রবেশ করবে? আবার জাহান্নামও অভিযোগ করল: হে আমার রব! আমার মধ্যে তো শুধু অহংকারী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাই প্রবেশ করছে। তখন তিনি [তাদেরকে উদ্দেশ্য করে] বললেন: তুমি (জান্নাত) আমার রহমত, আমি যাকে খুশি তাকে তোমার মধ্যে প্রবেশ করাব। আর [জাহান্নামকে বললেন:] তুমি আমার আযাব। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করব। তোমাদের প্রত্যেককেই পূর্ণ করা হবে। তবে আল্লাহ তাঁর কোন সৃষ্টির উপরে যুলুম করবেন না। তিনি তার জন্য নতুন সৃষ্টিকূল সৃষ্টি করবেন। আর তাদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন জাহান্নাম বলবে: ‘আরো অতিরিক্ত আছে কি?’ জাহান্নামে আরো নিক্ষেপ করা হবে, তখনো বলবে: ‘আরো অতিরিক্ত আছে কি?’ যতক্ষণ না মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ তাঁর পা সেখানে (জাহান্নামে) রাখবেন, তখন তা একদম ভরে যাবে। এবং জাহান্নামের একটি অংশ অন্য অংশের কাছাকাছি এসে যাবে, আর বলতে থাকবে: আর লাগবে না, আর লাগবে না।^[১১৮]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوتِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ قَالَ: وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا سَفَلَةُ النَّاسِ، وَسَقَاتُهَا – أَوْ كَمَا قَالَ – فَقَالَ اللَّهُ لَهَا، أَيُّ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحِمِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا جَهَنَّمُ، فَإِنَّهَا لَا

تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ قَدَمَهُ فِيهَا، فَهَذَا كَ تَمْتَلِي، وَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَدْ قَدْ قَدْ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ: فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا."

৮৯. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হল। সে সময়ে জাহান্নাম বলল: 'আমাকে অহংকারী ও শক্তিধর ব্যক্তিদের মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়েছে।' আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'তখন জান্নাত বলল: আমার কী হল যে, আমার অভ্যন্তরে নিম্নশ্রেণির ও নিঃগৃহিত ব্যক্তির ছাড়া কেউই প্রবেশ করছে না?' অথবা তিনি যেমন বলেছেন। 'তখন তাকে (জান্নাতকে) আল্লাহ তা'আলা বললেন: "তুমি আমার রহমত, আমার সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তোমার মাধ্যমে রহমত করব। আর তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করে দেওয়া হবে।" আর জাহান্নাম সে পূর্ণ (পরিতৃপ্ত) হবে না, যতক্ষণ না সেখানে আল্লাহ তাঁর পা রাখবেন, তখন সেটা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশের সাথে জুড়ে যাবে, তখন সে বলবে: আর না, আর না, আর না। আর জান্নাতের জন্য আল্লাহ একটি নতুন মাখলুক তৈরী করবেন।^[১১৯]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوتِرْتُ بِالْمُسْتَكْبِرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَا لِي لَا يَدْخُلْنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجْزُهُمْ، قَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي، أَعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلُؤُهَا، وَأَمَّا النَّارُ، فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ رِجْلَهُ فِيهَا، فَتَقُولُ: قَطُّ، قَطُّ، قَطُّ، فَهَذَا كَ تَمْتَلِي، وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا."

৯০. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর দ্বন্দ্ব লিপ্ত হল। জাহান্নাম বলল: 'আমাকে অহংকারী ও শক্তিধর ব্যক্তিদের মাধ্যমে পূর্ণ করা হয়েছে।' তখন জান্নাত বলল: আমার কী হল যে, আমার অভ্যন্তরে দুর্বল, নিম্নশ্রেণি ও অক্ষম ব্যক্তির ছাড়া কেউই প্রবেশ করছে না?' তখন তাকে

(জান্নাতকে) আল্লাহ তা‘আলা বললেন: “তুমি আমার রহমত, আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তোমার মাধ্যমে রহমত করব। আর [জাহান্নামকে বললেন:] “তুমি আমার আযাব। আমার বান্দাদের মধ্য হতে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করব। আর তোমাদের উভয়কেই তার পূর্ণতা দেওয়া হবে।” আর জাহান্নাম সে পূর্ণ (পরিতৃপ্ত) হবে না, যতক্ষণ না সেখানে আল্লাহ তাঁর পা রাখবেন, তখন সেখানে পূর্ণ হয়ে যাবে, এবং তার এক অংশ অন্য অংশের সাথে জুড়ে যাবে, তখন সে বলবে: আর না, আর না, আর না। এবং আল্লাহ তাঁর কোন সৃষ্টির উপরেই জুলুম করবেন না। আর জান্নাত, তার জন্য আল্লাহ একটি নতুন প্রজন্ম তৈরী করবেন।^[১২০]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِفْتَخَرَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أَيُّ رَبِّ، يَدْخُلُنِي الْجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ وَالْأَشْرَافُ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: أَيُّ رَبِّ: يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، فَقَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أُصِيبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلُؤَهَا. فَأَمَّا النَّارُ، فَيُلْقَى فِيهَا أَهْلُهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيَهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَضَعُ قَدَمَيْهِ عَلَيْهَا فَتَنْزَوِي، وَتَقُولُ: قَدْ نِي قَدْ نِي، وَأَمَّا الْجَنَّةُ، فَيَبْقَى مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْقَى فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا مِمَّنْ يَشَاءُ".

৯১. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে গর্ব করতে লাগল, তখন জাহান্নাম বলল: হে আমার রব! আমার মধ্যে প্রবেশ করবে ক্ষমতাধর, রাজা-বাদশা ও উচ্চশ্রেণির ব্যক্তির। জান্নাত বলল: হে আমার রব! আমার মধ্যে প্রবেশ করবে ফকির, দুর্বল ও মিসকীনরা। তখন আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামকে বললেন: তুমি হচ্ছে আমার আযাব, আমি যাকে ইচ্ছা তোমার মধ্যে পতিত করব। এবং জান্নাতকে বললেন: তুমি আমার রহমত, [আর আমার রহমত] সব কিছুকে পরিবেষ্টন করেছে। তবে তোমাদের উভয়কেই পূর্ণ করা হবে। আর জাহান্নামে তার অধিবাসীদের ফেলা হবে, তখন সে বলবে: ‘আরো অতিরিক্ত আছে কি?’ যতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আলা আসবেন এবং তাঁর দুই পা সেখানে রাখবেন, ফলে তা গুটিয়ে যাবে, আর বলবে: আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাত, যতদিন আল্লাহ

চান ততদিন থাকবে, আর তার জন্য আল্লাহ নতুন বাসিন্দা সৃষ্টি করবেন, যাদের মধ্য হতে তিনি ইচ্ছা করেন। [১২১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلَا لِيَتَّبِعَ كُلُّ أَنْاسٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَمَثُلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلْبُهُ، وَلِصَاحِبِ التَّصْوِيرِ تَصْوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ، فَيَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، اللَّهُ رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا، حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ، فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، اللَّهُ رَبُّنَا، وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ"، ثُمَّ قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَإِنَّكُمْ لَا تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيِيهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ، فَيَعْرِفُهُمْ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَاتَّبِعُونِ، فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ، وَيُضَعُّ الصِّرَاطُ، فَيَمُرُّ عَلَيْهِ مِثْلُ حِيَادِ الْحَيْلِ وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ: سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ، فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ، ثُمَّ يُقَالُ: هَلِ امْتَلَأَتْ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ آخَرُ، فَيُقَالُ: هَلِ امْتَلَأَتْ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ آخَرُ، فَيُقَالُ: هَلِ امْتَلَأَتْ؟ فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى إِذَا أَوْعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا، فَانْزَوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ: قَطُّ، قَالَتْ: قَطُّ، فَإِذَا صِيرَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ مُلَبَّأً فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرَحِينَ لِلشَّفَاعَةِ وَالْهِينِ، فَيُقَالُ: لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا أَهْلَ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: هَؤُلَاءِ، وَهَؤُلَاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ، هَذَا الْمَوْتُ، الَّذِي وَكَّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ، فَيُذْبَحُ ذُبْحًا عَلَى السُّورِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ".

৯২. আবু হুরাইরা রদ্বীয়াল্লাহু 'আনহু বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত করবেন। তারপর রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে এসে বলবেন: পৃথিবীতে যে যার অনুসরণ করত, এখন কি সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? অতএব, ক্রুশপন্থীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের জন্য আগুনকে উপস্থাপন করা হবে এবং সকলেই তারা যাদের ইবাদত করত, তাদের অনুসরণ করতে থাকবে। আর মুসলিমগণই সেখানে অবশিষ্ট থাকবে। এরপরে রাব্বুল আলামীন তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন: তোমরা কি মানুষদের অনুসরণ করবে না? তারা বলবে: আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি (না'উযুবিল্লাহ মিনকা), আল্লাহ তা'আলাই আমাদের রব। আর এটাই আমাদের স্থান। আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ পাবার আগ পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন। তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে বলবেন: তোমরা কি মানুষদের অনুসরণ করবে না? তারা বলবে: আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি (না'উযুবিল্লাহ মিনকা), আল্লাহ তা'আলাই আমাদের রব। আর এটাই আমাদের স্থান। আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ পাবার আগ পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন। ছাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন: হে আল্লাহর রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা কি আমাদের রবের দেখা পাব? তিনি বললেন: তোমাদের কি পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে অন্যদেরকে কষ্ট দিতে হয়? তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তিনি বললেন: অনুরূপভাবে সে সময় তোমরা তাঁকে দেখার জন্য তোমাদের কাউকেও যত্নগা দিতে হবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আড়ালে চলে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে নিজের পরিচিতি উপস্থাপন করে বলবেন: আমিই তোমাদের রব। তোমরা আমার অনুসরণ কর। মুসলিমগণ উঠে দাঁড়াবে। চলার পথে ছীরাত (পুলসিরাত) স্থাপন করা হবে। তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের ন্যায় (গতিতে) অতিক্রম করবে এবং এর উপরে তাদের ধ্বনি হবে: সাল্লিম, সাল্লিম (হে আল্লাহ আমাদেরকে শান্তিতে রাখুন, হে আল্লাহ আমাদেরকে শান্তিতে রাখুন)। জাহান্নামীরা অতিক্রম না করতে পেরে এখানেই থেকে যাবে। তাদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ কি? সে বলবে: আরো আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা হবে: তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ কি? সে বলবে: আরো আছে কি? এভাবে সকল জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে

নিষ্ক্ষেপ করা হবে, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর পা জাহান্নামের উপর রাখবেন এবং এর এক অংশ আরেক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে। তিনি বলবেন: যথেষ্ট হয়েছে? জাহান্নাম বলবে: হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা‘আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন মৃত্যুকে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে মাথা উঠাবে। তারপর বলা হবে: হে জাহান্নামীগণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফা‘আত লাভের আশায় মাথা উঠাবে। তারপর জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে চিনতে পেরেছ? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে: হ্যাঁ, আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা তো মৃত্যু, যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার প্রাচীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। এরপর আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! তোমরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর কোন মৃত্যু নেই।^[১২২]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ فَيَنْزِلُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَضَعُ قَدَمَهُ فِيهَا فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ: بَعَزَتْكَ قَطُّ قَطُّ، وَمَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا آخَرَ، فَيُسْكِنُهُ الْجَنَّةَ فِي فَضْلِ الْجَنَّةِ".

৯৩. আনাস রদিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নাম বলতেই থাকবে: আর আছে কী? এরপরে রাব্বুল আলামীন অবতরণ করবেন আর তাঁর পা সেখানে রাখবেন, তাতে জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে মুড়িয়ে যাবে। আর সে বলবে: আপনার ইজ্জতের শপথ! আর লাগবে না, আর লাগবে না। আর জান্নাতে অতিরিক্ত অংশ থাকবেই, যতক্ষণ না আল্লাহ অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন এরপরে তাদেরকে জান্নাতের সেই অতিরিক্ত স্থানে বসবাস করতে দিবেন।”^[১২৩]

[১২২] হাসান: তিরমিযী; হা/২৫৫৭।

[১২৩] বুখারী; হা/৪৮৪৮, ৬৬৬১, মুসলিম; হা/২৩৪৮।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ أَوْ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ".

৯৪. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নামের আগুনে (মানুষকে) নিক্ষেপ করা হবে। তখন জাহান্নাম বলবে: আর আছে কি? সে বলতে থাকবে: যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পা সেখানে রাখবেন, তখন সে বলবে: আর লাগবে না, আর লাগবে না।”^[১২৪]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يُدْلِيَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ بِعِزَّتِكَ، وَمَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنُهُ فِي فُضُولِ الْجَنَّةِ". وَفِي لَفْظٍ: "فَيُدْلَى فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ".

وَفِي لَفْظٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَضَعُ رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فِيهَا، فَتَقُولُ: قَطُّ، قَطُّ، وَيُزَوِّي... وَالْبَاقِي مِثْلُهُ".

৯৫. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নামের আগুনে (মানুষকে) নিক্ষেপ করা হতে থাকবে। আর জাহান্নাম বলতে থাকবে: আর আছে কি? যতক্ষণ পর্যন্ত না রাব্বুল আলামীন তাঁর কদম সেখানে রাখবেন, তাতে জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে মুড়িয়ে যাবে। আর সে বলবে: আপনার ইজ্জতের শপথ! আর লাগবে না, আর লাগবে না। আর জান্নাতে অতিরিক্ত অংশ থাকবেই, যতক্ষণ না আল্লাহ অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন এরপরে তাদেরকে জান্নাতের সেই অতিরিক্ত স্থানসমূহে বসবাস করতে দিবেন।”^[১২৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “সুতরাং তখন রাব্বুল আলামীন তাঁর কদম সেখানে প্রবেশ করাবেন।” অন্য বর্ণনায় এসেছে: আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সুতরাং তখন রাব্বুল ইজ্জাত তাঁর কদম সেখানে রাখবেন, তখন সে বলবে:

[১২৪] ছহীহ: আস-সুন্নাহ লিইবনি আবী আসিম; হা/৫৪৪।

[১২৫] পূর্বোক্ত।

আর লাগবে না, আর লাগবে না এবং মুড়িয়ে দেওয়া হবে। হাদীছের বাকী অংশ আগের মতই।”[১২৬]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِخْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ، وَالْمُتَكَبِّرُونَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: يَدْخُلُنِي الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحِمَتِي أُسْكِنُكَ مَنْ شِئْتُ، وَأَوْحَى إِلَى النَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَنْتَقِمُ بِكَ مِمَّنْ شِئْتُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا، فَتَقُولُ، يَغْنِي النَّارَ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطٍ، قَطٍ.

৯৬. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “একদা জান্নাত ও জাহান্নাম বিতর্ক শুরু করল। তখন জাহান্নাম বলল: শক্তিদর ও অহংকারীরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল: দরিদ্র ও মিসকীন শ্রেণি আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ জান্নাতের কাছে ওহী পাঠালেন: ‘তুমি আমার রহমত, যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তোমার মধ্যে বসবাস করতে দেব।’ আর জাহান্নামের কাছে ওহী পাঠালেন: ‘তুমি আমার আযাব। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার মাধ্যমে প্রতিশোধ নেব। তোমাদের দুজনকেই পূর্ণ করা হবে। তখন সে (জাহান্নাম) বলবে: আরো আছে কি? তখন তিনি তাঁর কদম সেখানে রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে: আর লাগবে না, আর লাগবে না।”[১২৭]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُلْقَى فِي النَّارِ أَهْلُهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِهَا، وَتَقُولُ: قَطٍ قَطٍ قَطٍ، حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا.

৯৭. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নামে তার অধিবাসীদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, আর সে বলবে: আরো আছে কি? যতক্ষণ না তার রব এসে তাঁর পা সেখানে রাখবেন। তখন তার কিছু অংশ অন্য অংশের মধ্যে মুড়িয়ে যাবে। আর সে বলতে থাকবে: আর লাগবে না, আর লাগবে না, আর লাগবে না। যতক্ষণ না তার রব তার কাছে আসেন।”[১২৮]

[১২৬] বুখারী; হা/৬৬৬১।

[১২৭] মুসলিম; হা/২৮৪৮।

[১২৮] বুখারী; হা/৪৮৪৯, ইবনু আবী আসিমের আস-সুনাহ, হা/৫৩৭।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطُ قَطُ" بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا فَيُسْكِنَهُمُ الْجَنَّةَ.

৯৮. আনাস রদিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জাহান্নামে লোকদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে। আর সে বলবে: আরো আছে কি? যতক্ষণ না পর্যন্ত রাব্বুল আলামীন তাঁর কদম সেখানে রাখবেন, তাতে জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে মুড়িয়ে যাবে। আর সে বলবে: আপনার সম্মান ও ইজ্জতের শপথ! আর না, আর না। আর জান্নাতে অতিরিক্ত অংশ থাকবেই, যতক্ষণ না আল্লাহ অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন। এরপরে তাদেরকে জান্নাতে বসবাস করতে দিবেন।^[১২৯]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «افْتَخَرَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ»، وَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: "حَتَّى يَأْتِيَهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَضَعَ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَنْزَوِي، وَتَقُولُ: قَدْنِي قَدْنِي، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَيَبْقَى مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا مَا شَاءَ.

৯৯. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পরে গর্ব করতে লাগল, তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন: “যতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আলা সেখানে আসবেন। তাঁর পা সেখানে রাখবেন, ফলে জাহান্নাম গুটিয়ে যাবে আর বলতে থাকবে: আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমার যথেষ্ট হয়েছে। আর জান্নাত, যতটুকু আল্লাহ চান ততটুকু ফাঁকা থাকবে, তারপরে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অন্য মাখলুক সৃষ্টি করবেন।^[১৩০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: «اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ»، فَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ يُنْشِئُ لَهَا مَا شَاءَ»،

[১২৯] বুখারী; হা/৪৮৪৮, ৬৬৬১, মুসলিম; হা/২৩৪৮।

[১৩০] ছুহীহ: আস-সুন্নাহ লিইবনি আবী আসিম; হা/৫৪০, মুসলিম; হা/২৮৪৭।

وَقَالَ: "حَتَّى يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ، فَهُنَاكَ تَمْتَلِي، وَيُزَوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطُّ، قَطُّ".

১০০. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন অথবা তিনি বলেছেন: আবুল ক্বাসিম বলেছেন: “জান্নাত দ্বন্দ্ব শুরু করল।” এরপরে তিনি উপরের হাদীছের ন্যায় বর্ণনা করেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন: “তিনি জান্নাতের জন্য ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন।” এরপরে তিনি বলেন: “যতক্ষণ না তিনি সেখানে কদম রাখবেন। তখন সেটি পূর্ণ হয়ে যাবে। এর এক অংশ অপর অংশের সাথে জুড়ে যাবে। আর সে বলবে: আর লাগবে না, আর লাগবে না।” [১৩১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُلْقَى فِي النَّارِ أَهْلُهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ وَيُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَضَعُ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَنْزَوِي، وَتَقُولُ: قَطُّ، قَطُّ، قَطُّ".

১০১. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: জাহান্নামে লোকদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। আর সে বলবে: আরো আছে কি? আবারো তাতে নিক্ষেপ করা হবে। সে আবারো বলবে: আরো আছে কি? যতক্ষণ পর্যন্ত না তার রব সেখানে তাঁর কদম রাখবেন, তাতে জাহান্নাম মুড়িয়ে যাবে। আর সে বলবে: আর না, আর না, আর না। [১৩২]

[১৩১] ছহীহ: পূর্বোক্ত।

[১৩২] ছহীহ: পূর্বোক্ত।

بَابُ ذِكْرِ إِسْبَاتِ صِفَةِ اسْتِواءِ خَالِقِنَا الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْفَعَّالِ لِمَا يَشَاءُ، عَلَى عَرْشِهِ

আমাদের সৃষ্টিকর্তা, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, যিনি যা ইচ্ছা তাই করেন, তাঁর আরশের উপরে উঠার বর্ণনা।

আর তিনি সব সৃষ্টির উপরেই রয়েছেন, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই বাণীর মধ্যে জানিয়েছেন:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

“রহমান আরশের উপরে উঠেছেন।” সূরা ত্বহা: ০৫।

আমাদের সম্মানিত ও প্রতাপশালী রব আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“নিশ্চয় তোমাদের রব যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপরে তিনি আরশে উঠেছেন।” সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪। তিনি সূরা আস-সাজদাহতে বলেছেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

“আল্লাহ হচ্চেন তিনিই, যিনি আসমান, যমীন ও এদের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপরে তিনি আরশে উঠেছেন।” সূরা আস-সাজদাহ: ০৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

“আর তিনিই আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।” সূরা হূদ: ০৭।

সুতরাং আমরা আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সংবাদে প্রতি ঈমান রাখি যে, তিনি তাঁর আরশে উঠেছেন। আমরা আল্লাহর কালামের কোন রকম পরিবর্তন করি না। আমরা এমন কথাও বলি না, যা আমাদেরকে বলা হয়নি। যেমনটি জাহমীয়া মু'আত্তিলাগণ বলে থাকে: “তিনি তার আরশ দখল করেছেন। তিনি উঠেননি।” সুতরাং তারা তাদেরকে যা বলা হয়নি এমন বিষয়ের মাধ্যমে তারা [আল্লাহর] কথাকে পরিবর্তন করেছে। যেমনটি ইহুদীরা করেছিল: তাদেরকে যখন বলা হয়েছিল: ‘ক্ষমা’, তারা বলেছিল: ‘গম’, আল্লাহ তা'আলার আদেশের বিরোধিতা করে আর জাহমীয়াও অনুরূপ।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾، ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَلِكَ كَانَ لَمْ يَزَلْ.

১০২. ইবনে আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তার কাছে একজন লোক আসলেন এবং বললেন: আপনি কি আল্লাহর কথা জানেননি যে, তিনি বলেছেন:

﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾

“আল্লাহ ছিলেন” এবং “আল্লাহ ছিলেন”। তখন ইবনে আব্বাস বললেন অনুরূপভাবে তিনি ছিলেন এবং চিরস্থায়ীভাবে থাকবেন।^[১৩৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ، أَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ.

১০৩. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন ফিরদাউস চাইবে। সেটি হচ্ছে সর্বোত্তম জান্নাত এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরে রয়েছে রহমানের আরশ আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।”^[১৩৪]

[১৩৩] আছার হিসেবে ছুহীহ: তাফসীরুত ত্বারী, ০৬/২২।

[১৩৪] বুখারী; হা/২৭৯০, ৭৪২৩।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: এই হাদীছটি স্পষ্ট করে যে, আমাদের সম্মানিত ও প্রতাপশালী রব আল্লাহর আরশ জান্নাতের উপরে, আর তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি আরশে উঠেছেন। আর তাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা তাঁর আরশের উপরে রয়েছেন। আর আরশ জান্নাতের উপরে রয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي.

১০৪. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সমাপ্ত করলেন। তখন তিনি তাঁর কিতাবের মধ্যে লিখেছিলেন, যা তাঁর কাছে আরশের উপরে রয়েছে, [সেখানে লেখা আছে:] “আমার রহমত আমার ক্রোধের উপরে বিজয়ী হয়েছে।” [১৩৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: এই হাদীছটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আমাদের রব আরশের উপরেই রয়েছেন, যেখানে তার কিতাবে তার কাছে লিখিত আছে যে, ‘তাঁর রহমত, তাঁর ক্রোধের উপরে বিজয়ী হয়েছে।’

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بَيْنَ كُلِّ سَّمَاءٍ إِلَى أُخْرَى مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْكُرْسِيِّ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمَاءِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ عَلَى الْمَاءِ، وَاللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ، وَيَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. وفي لفظ: بَيْنَ كُلِّ سَّمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

১০৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: প্রত্যেক আসমান হতে অন্য আসমানের মধ্যে রয়েছে ৫০০ বছরের দূরত্ব এবং যমীন ও আসমানের মধ্যে রয়েছে ৫০০ বছরের দূরত্ব এবং সপ্তম আসমান থেকে কুরসী পর্যন্ত রয়েছে ৫০০ বছরের দূরত্ব এবং কুরসী থেকে পানি পর্যন্ত রয়েছে ৫০০ বছরের দূরত্ব, আরশ রয়েছে উক্ত পানির উপরে আর আল্লাহ রয়েছেন আরশের উপরে। অথচ তিনি তোমাদের আমলসমূহ সম্পর্কে

জানেন।^[১৩৬] অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: প্রত্যেক আসমানের মধ্যেই রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব।^[১৩৭]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ السَّمَاءِ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.

১০৬. ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: দুনিয়ার আসমান ও এর পরের আসমানের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। আর প্রত্যেক আসমানের মধ্যেই রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। এবং সপ্তম আসমান থেকে কুরসী পর্যন্ত রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। আর আরশ আসমানের উপরে এবং আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে রয়েছেন অথচ তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জানেন।

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ جَعْفَرٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَلٌ مِنْ دَقِيقٍ، فَمَرَّتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَطَرَحَهُ عَنْ رَأْسِهَا، فَسَفَّتُ الرِّيحُ الدَّقِيقَ، فَقَالَتْ: أَكَلُكَ إِلَى الْمَلِكِ يَوْمَ يَفْعُدُ عَلَى الْكُرْسِيِّ، وَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ.

১০৭. আসমা বিনতে উমাইস রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহা বলেন: আমি জাফরের সাথে হাবশাতে ছিলাম। আমি একদিন দেখলাম একটি মহিলাকে যার মাথায় একটি আটা ভর্তি প্রকাণ্ড ঝুড়ি ছিল। এরপর সে হাবশার একটি লোকের কাছ থেকে অতিক্রম করল। তখন লোকটি তার মাথা থেকে এটি ফেলে দিলে বাতাস আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। তখন সেই মহিলা বলল: আমি তোমার ব্যাপারটি মালিকের কাছে সোপর্দ করব, যেদিন তিনি কুরসীর উপরে বসবেন। আর মাজলুমের হককে জালিমদের কাছ থেকে আদায় করে দিবেন।

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَنَّةُ مِائَةٌ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فَوْقَهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، وَإِنَّ الْفِرْدَوْسَ مِنْ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ، وَمِنْهَا تَفْجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ، فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ.

[১৩৬] আছার হিসেবে হাসান: আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বারানী; হা/৮৯৮৭, বিশর আল-মুরাইসীর প্রত্যাখ্যানে রচিত ইমাম দারিমীর কিতাব; হা/৯৮।

[১৩৭] আছার হিসেবে হাসান: আল-মু'জামুল কাবীর লিত-ত্বারানী; হা/৮৯৮৬।

১০৮. উবাদা ইবনুস ছুমিত হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন জান্নাতের মধ্যে ১০০ টি স্তর রয়েছে, প্রত্যেকটি স্তরের মধ্যে আসমান এবং যমীনের সমপরিমাণ দূরত্ব রয়েছে এবং এর উপরে রয়েছে আরশ। আর নিশ্চয়ই ফিরদাউস হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর, সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি নহর প্রবাহিত হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরদাউস চাও।^[১৩৮]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرُ قَدْرُهُ. وَفِي لَفْظٍ: : الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرُ أَحَدٌ قَدْرُهُ.

১০৯. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: কুরসী হচ্ছে দু’টি পা রাখার স্থান। আর আরশ কত বড় তার পরিমাণ কেউ জানে না।^[১৩৯] অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরসী হচ্ছে তাঁর দু’টি পা রাখার স্থান। আর আরশের পরিমাপ [আল্লাহ ছাড়া] কেউ করতে পারবে না।^[১৪০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي»، وَقَالَ: «يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

১১০. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন: “আল্লাহ বলেছেন: আমার রহমত আমার রাগের উপর জয়লাভ করেছে।” তিনি আবারো বলেন: “আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ, রাত-দিন খরচ করার পরেও তাতে কোন কিছু কমতি ঘটে না।”^[১৪১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِخْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ

[১৩৮] হাসান: তিরমিযী; হা/২৫৩৯।

[১৩৯] আছার হিসেবে হাসান: বিশর আল-মুরাইসীর প্রত্যাখ্যানে রচিত ইমাম দারিমীর কিতাব; হা/৯৮, হাকিম; হা/৩১৭৫।

[১৪০] আছার হিসেবে হাসান: বিশর আল-মুরাইসীর প্রত্যাখ্যানে রচিত ইমাম দারিমীর কিতাব; হা/৮৯, ৯৪ ও ৯৯।

[১৪১] মুসলিম; হা/২৭৫১।

أَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ آدَمُ: وَأَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَلُومُنِي عَلَى
عَمَلٍ أَعْمَلُهُ، كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى

১১১. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আদম ও মূসা আলাইহিমাস সালাম এর মধ্যে একদা সাক্ষাৎ ঘটলে মূসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন: হে আদম! আপনাকে আল্লাহ তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষ হতে আপনার মধ্যে রূহ প্রবেশ করিয়েছেন অথচ আপনিই সেই লোক যিনি মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছেন। আদম মূসাকে (আলাইহিমাস সালাম) বললেন: “তুমিই তো সে, যাকে আল্লাহ তাঁর কথার দ্বারা মনোনীত করেছেন, [অথচ] তুমি আমাকে এমন কাজের জন্য তিরস্কার করছ, যা আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টির আগে আমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।” রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: সুতরাং একথা বলে আদম মূসা (‘আলাইহিমাস সালাম) এর উপরে জয়ী হয়ে গেলেন।^[১৪২]

অধ্যায়: ২৩

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ كَمَا أَخْبَرَنَا فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ وَعَلَى
لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

আল্লাহ তা‘আলা আসমানে রয়েছেন- এ কথার দলীল, যেমনটি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে এবং তাঁর নাবীর ভাষায় সংবাদ দিয়েছেন

এবং যেমনটি মুসলিমদের নিকটে ফিতরতগতভাবেই বোধগম্য, তাদের আলেমদের নিকট, মূর্খদের নিকট, স্বাধীন ব্যক্তিদের নিকট, দাস শ্রেণীর নিকট, পুরুষ ও নারীদের নিকট, তাদের শিশু এবং বড়স্কদের নিকটেও।

প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করে, সেই ব্যক্তি তার মাথাকে আসমানের দিকে উঁচু করে এবং তার দু’টি হাত আল্লাহর দিকে বাড়িয়ে দেয় উপরের দিকে, নিচের দিকে নয়।

আবু বাকর ইবনে খুযাইমা বলেন: ইতোপূর্বেই আমরা আমাদের রবের আরশে উঠার বর্ণনা পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তোমরা শুন যা আমরা এখন

তোমাদের কাছে আমাদের রবের কিতাব হতে যা তিলাওয়াত করছি, যা সুস্পষ্ট কিতাবে দ্ব্যর্থহীনভাবে এসেছে যে, আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আসমানে রয়েছেন। এমনটি নয়, যা জাহমীয়ারা বলে থাকে: তিনি যেমন আসমানে রয়েছেন, ঠিক তেমন সর্বনিম্ন যমীনের নিচেও রয়েছেন। আল্লাহর অবিরত লানত তাদের উপরে পড়ুক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَمْنتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾

“তোমরা কি আসমানে যিনি রয়েছেন তাঁর থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে সহ যমীনকে ধসিয়ে দিবেন।” সূরা আল-মুলক: ১৬। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾

“নাকি তোমরা এটা থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে রয়েছেন, তিনি তোমাদের উপরে পাথরের বৃষ্টি প্রেরণ করবেন।” সূরা আল-মুলক: ১৭।

এই দুই আয়াতের মধ্যে কি আল্লাহ তা'আলা - যিনি আসমান এবং যমীনের সৃষ্টিকর্তা- আমাদেরকে জানাননি যে, তিনি আসমানে রয়েছেন? আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

“আর তাঁর কাছেই উত্তম কথা উত্থিত হয় আর সৎকাজ সেটিকে উন্নীত করে।” সূরা ফাতির: ১০।

হে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী! এটা কি জ্ঞাতব্য নয় যে, যে ব্যক্তি উত্তম কথা (আল-কালিমা তুত তাইয়ি বাহ) বলে, আল্লাহ তা'আলা তার উপরে আছেন, এরপরে তাঁর দিকেই উক্ত কালিমা বা কথা উত্থিত হয়? জাহমীয়া মু'আত্তিলারা যা ধারণা করে [বাস্তবতা] তেমন নয়, যেমন: উত্তম কথা আল্লাহর প্রতি নিম্নগামী হয়, যেমনভাবে তাঁর প্রতি উত্থিত হয়। হে ত্বালিবুল ইলম! তোমরা কি শ্রবণ করোনি আল্লাহর বাণী? যা তিনি ঈসা ইবনু মারইয়ামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

﴿يَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ﴾

“হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দান করব এবং তোমাকে আমার প্রতি উঠিয়ে নিব।” সূরা আলে-ইমরান: ৫৫।

সুতরাং এই আয়াত একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, কোন বস্তুকে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, উপর থেকে নিচে নয়। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

“বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।” সূরা আন-নিসা: ১৫৭।

সুতরাং আল্লাহর বাণী:

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

“বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।”, এখানে ‘উঠিয়ে নেওয়া’ শব্দটি আরবদের কাছে, যাদের ভাষাতে আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের কাছে এটি শুধুমাত্র হতে পারে নিচ থেকে উর্ধ্ব বা উপরের দিকে।

তোমরা কি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী শ্রবণ করোনি যে, তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেছেন:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

“আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপরে ক্ষমতাবান।” সূরা আল-আন‘আম: ১৮।

তাহলে এটা কি জ্ঞাতব্য নয় যে, আল্লাহ তা‘আলা তার সকল মাখলূকের উপরে রয়েছেন, যেমন: জীন, মানুষ, ফেরেশতাসহ সকল আসমানে থাকা অন্যান্যরা।

তোমরা কি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী শ্রবণ করোনি যে, তিনি তাঁর বাণীতে বলেছেন:

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾﴾

“আর আল্লাহর জন্যই সিজদা করে আসমান-যমীনের মধ্যে প্রাণীকুল ও ফেরেশতাগণ যারা রয়েছে, আর তারা কোন অহংকার করে না। তারা তাদের উপরে থাকা রবকে ভয় করে আর তাদেরকে যা আদেশ করা হয়ে থাকে, তারা তাই করে।” সূরা আন-নাহল: ৪৯-৫০।

সুতরাং সম্মানিত রব আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন এই আয়াতের মধ্যে: আমাদের রব রয়েছেন ফেরেশতা এবং আসমান-যমীনের মধ্যে প্রাণীকুলের যা কিছু আছে তাদের উপরে।

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, ফেরেশতাগণ তাদের উপরে থাকা তাদের রবকে ভয় করেন, আর জাহমীয়া মু'আত্তিলারা মনে করে থাকে যে, তাদের মা'বুদ ফেরেশতাদের নিচে থাকেন। তোমরা কি আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী শ্রবণ করোনি যে, তিনি তাঁর বাণীতে বলেছেন:

﴿يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾

“তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন এরপরে তাঁর দিকে তা উত্থিত হয়।” সূরা আস-সাজদাহ: ০৫।

প্রচলিত আরবদের ভাষা, যে ভাষাতে আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যাদের ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, সে ভাষায় কি এটা জ্ঞাত ও পরিচিত বিষয় নয় যে, আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল বিষয়ের পরিচালনা কার্য, মহা পরিচালক করে থাকেন যিনি আসমানে আছেন, যমীনে নয়?

তাদের কাছে এটাও বোধগম্য যে, (المعارج) শব্দটির অর্থ: উপরে ওঠার যন্ত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

“রুহ এবং ফেরেশতাগণ তাঁর দিকে উত্থিত হয়।” সূরা আল-মা'আরিজ: ০৪।

আর কোন বস্তু নিচ থেকেই উপরের দিকে উত্থিত হয়, উপরের দিক হতে নিচের দিকে নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾

“তোমার সর্বোচ্চ রবের নামে পবিত্রতা ঘোষণা কর।” সূরা আল-আ'লা: ০১।

‘সর্বোচ্চ’ শব্দটি দ্বারা ভাষাতে যা বোধগম্য হয়: সকল বস্তু থেকে উচ্ছে এবং উর্ধে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত কিতাব ও ওহীর একাধিক স্থানে নিজেকে [এভাবে] গুণান্বিত করেছেন।

আর তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি (العلي العظيم) ‘সম্মানিত ও

উচ্চ’। ‘উচ্চ’ (العلي) শব্দটির অর্থ কি ‘যিনি বা যা উপরে রয়েছে’ তা নয়?

নাকি যেমনটি জাহমীয়া মু‘আত্তিলারা ভেবে থাকে যে, উপরে, নিচে, মধ্যে, প্রতিটি বস্তুর সাথে, প্রতিটি স্থানে, আসমানে, যমীনে, প্রতিটি প্রাণীর পেটে।

তারা যদি আল্লাহর কিতাবের আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করত আর যদি তা বুঝতে আল্লাহ তাদেরকে তাওফীক দিত, তাহলে তারা বুঝতে পারত যে, তারা মূর্খ, তারা যা বলে তা নিজেরাও বোঝে না। তারা তাদের অজ্ঞতা বুঝতে পারত এবং তাদের ভ্রান্তি তাদের কাছে স্পষ্ট হত।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কালীম মূসা ‘আলাইহিস সালাম যখন তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁকে দেখতে চান, তখন বলেছিলেন:

﴿ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾

“তুমি আমাকে কখনো দেখতে পারবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা তাকে বিচূর্ণ করে দিল।” সূরা আল-আ‘রাফ: ১৪৩।

তাহলে এটা কি জ্ঞাতব্য নয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যদি প্রতিটি স্থানে, প্রতিটি সৃষ্টি ও প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকতেন, যেমনটি জাহমীয়া মু‘আত্তিলারা ধারণা করে থাকে। তাহলে প্রতিটি জিনিসের উপরেই তিনি এই নূর প্রকাশ করতেন এবং অনুরূপভাবে যদি আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সকল যমীনের উপর নূর প্রকাশ করতেন, যেমন: সুগম-দুর্গম, পাহাড়, জলরাশি-মরুভূমি, শহর-গ্রাম, আবাদী ও অনাবাদী ইত্যাদি স্থানে এবং যা কিছু সেখানে রয়েছে, যেমন: ঘর-বাড়ী, উদ্ভিদ জগত, তাহলে সবকিছুই চূর্ণ হয়ে যেত যেমনিভাবে যখন পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা চূর্ণ হয়ে গেল। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾

“অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা তাকে বিচূর্ণ করে দিল।” সূরা আল-আ‘রাফ: ১৪৩।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ قَالَ: بِأَصْبَعِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالْخَنْصَرِ مِنَ الظُّفْرِ يُمْسِكُهُ بِالْإِبْهَامِ قَالَ: فَقَالَ حُمَيْدٌ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، دَعْ هَذَا، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: فَضَرَبَ ثَابِتٌ مَنْكِبَ حُمَيْدٍ، وَقَالَ: وَمَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ؟ وَمَا أَنْتَ يَا حُمَيْدُ، حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ: دَعْ هَذَا.

১১২. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾

“অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা তাকে বিচূর্ণ করে দিল।”

এর ব্যাখ্যাতে তাঁর আঙ্গুলের মাধ্যমে ইশারা করে বলেন: তা এভাবে, তিনি তার অনামিকা আঙ্গুলের নখের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি চেপে ধরে বলেন। [এই হাদীছের অধঃস্তন রাবী] হুমাইদ ছাবিতকে উদ্দেশ্য করে বলেন: হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি এটা বাদ দিন, আপনি এটা দ্বারা কী বোঝাতে চাচ্ছেন? রাবী বলেন: এরপরে ছাবিত হুমাইদের ঘাড়ে মৃদু প্রহার করে বললেন: তুমি কে, হে হুমাইদ? তুমি কী, হে হুমাইদ? আমাকে আনাস ইবনু মালিক আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আর তুমি বলছ: এটা বাদ দিন।^[১৪৩]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ قَالَ: هَكَذَا، وَوَصَفَ مُعَاذُ اللَّهِ أَخْرَجَ أَوَّلَ مَفْصِلٍ مِنْ خَنْصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدُ الطَّوِيلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟ فَضَرَبَ صَدْرَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً، وَقَالَ: فَمَنْ أَنْتَ يَا حُمَيْدُ، يُحَدِّثُنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: أَنْتَ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا؟ وَفِي لَفْظٍ: وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ الْيُسْرَى عَلَى طَرَفِ خَنْصَرِهِ الْأَيْسَرِ عَلَى الْعِقْدِ الْأَوَّلِ.

১১৩. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾

“অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা তাকে বিচূর্ণ করে দিল।” এর ব্যাখ্যাতে তাঁর আঙ্গুলের মাধ্যমে ইশারা করে বলেন: তা এভাবে। মু‘আয এর প্রকৃতি বর্ণনা করেন যে, তিনি তার অনামিকা আঙ্গুলের প্রথম ভাগটি বের করলেন। তখন [এই হাদীছের অধঃস্তন রাবী] হুমাইদ আত্ব-ত্বওয়ীল ছাবিতকে উদ্দেশ্য করে বলেন: হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি এটা দ্বারা কী বোঝাতে চাচ্ছেন? তখন তিনি হুমাইদের বুকে বেশ কিছুটা প্রহার করে বললেন: তুমি কে, হে হুমাইদ? আনাস ইবনু মালিক আমাকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আর তুমি বলছ: আপনি এটা দ্বারা কী বোঝাতে চাচ্ছেন?

অন্য বর্ণনায় এসেছে: তিনি তার বাম বৃদ্ধাঙ্গুলি তার বাম অনামিকা আঙ্গুলের প্রান্তে বা প্রথম করের উপরে রেখে বললেন।^[১৪৪]

وَعَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ رَفَعَ خَنْصَرَهُ وَقَبِضَ عَلَى مَفْصِلٍ مِنْهَا فَانْسَاخَ الْجَبَلُ»، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ: لَا تُحَدِّثْ بِهَذَا؟ فَقَالَ: يُحَدِّثُنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ: لَا تُحَدِّثْ بِهِ.

১১৪. ছাবিত আল-বুনানী রহিমাল্লাহু আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখনই মূসার রব পাহাড়ের উপরে নূর প্রকাশ করলেন - তিনি তার অনামিকা আঙ্গুল উঁচু করলেন এবং প্রথম করটি ধরলেন- তখন পাহাড়টি ধসে গেল।” তখন তাকে (ছাবিতকে) বললেন: আপনি এই হাদীছ বর্ণনা করবেন না। তখন তিনি বললেন: আমাদেরকে আনাস আল্লাহর রসূল থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, আর তুমি বলছ: আপনি এই হাদীছ বর্ণনা করবেন না?^[১৪৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা বলেন: সুতরাং শুনে রাখ হে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী সম্প্রদায়, আল্লাহর কিতাব থেকে অন্য আরো একটি দলিল যে, আল্লাহ

[১৪৪] ছুহীহ: তিরমিযী, হা/৩০৭৪।

[১৪৫] ১১২ নং দ্রষ্টব্য।

তা'আলা আসমানে রয়েছেন, যেমনটি ফিরআউন তার কুফুরি এবং সীমালংঘন করা সত্ত্বেও বুঝেছিল আর উক্ত বিষয়ে তাকে মূসা আলাইহিস সালাম জানিয়েছিলেন। আর সে এটাও জানতে পেরেছিল যে মানুষের সৃষ্টিকর্তা আসমানে রয়েছেন।

তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এই কথা শোনোনি যেখানে তিনি ফিরআউন সম্পর্কে বর্ণনা করছেন:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾

“আর ফিরআউন বলেছিল: হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ প্রস্তুত করো যাতে আমি অবলম্বন পেয়ে যাই। আসমানসমূহের অবলম্বন, এরপরে আমি মূসার প্রভুর কাছে পৌঁছে যাই।” সূরা গাফির: ৩৬-৩৭।

সুতরাং ফিরআউন - তার উপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক- সে আদেশ করেছিল একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরীর জন্য এই ধারণা থেকে যে, সে মূসার ইলাহের কাছে পৌঁছে যাবে। তার কথা:

﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴾

“আমি তাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করছি।”^[১৪৬] প্রমাণ করে যে, মূসা 'আলাইহিস সালাম তাকে জানিয়েছিলেন যে, তার রব আল্লাহ তা'আলা উর্ধে এবং উপরে রয়েছেন। আমি মনে করি, ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে এ কথা পরবর্তীতে বলেছিল: ﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾ (اسْتِذْرَاجًا مِنْهُ لَهُمْ) “আমি তাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করছি।”^[১৪৭] যেমনটি আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর আয়াতের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন:

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾

“তারা জুলুম ও অহংকারবশত সেটাকে প্রত্যাখ্যান করছিল অথচ তাদের অন্তরসমূহ তা বিশ্বাস করত।” সূরা আন-নামল: ১৪।

[১৪৬] সূরা গাফির: ৩৭। তবে এই স্থানে অনেক পাণ্ডুলিপিতে সূরা আল-ক্বাসের ৩৮ নং আয়াতের উল্লেখ রয়েছে।

[১৪৭] পূর্বোক্ত।

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই দলটি তাদের মুখে মুখে তা অস্বীকার করত, যা তাদের অন্তর বিশ্বাস করত। আর তাই ফিরআউন তার লোকজনকে যেন একথাই বলেছিল:

﴿وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا﴾

“আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করছি।” অথচ তার হৃদয়ে একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর কালীম নিশ্চয়ই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল্লাহই ভালো জানেন: ফিরআউন কি তার অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করত যেমনটি আমি ব্যাখ্যা করেছি, নাকি সে তার অন্তরে তাকে অবিশ্বাস করত এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সে সত্যবাদী নয়।

আল্লাহর খলীল ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করার আগেই জানতেন যে, নিশ্চয়ই তার সৃষ্টিকর্তা ঊর্ধ্বে, সকল সৃষ্টির উপরে। যখন সে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করল। তুমি কি তার এ কথা শোননি যে,

﴿هَذَا رَبِّي﴾

“এটা আমার রব।” সূরা আল-আন‘আম: ৭৮।

তিনি কিন্তু তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় নিচে অন্বেষণ করেননি, তিনি অন্বেষণ করেছেন উপরের দিকে, তার অন্তরের এই বিশ্বাস থেকে যে, তার রব আসমানে রয়েছেন যমীনে নন।

অধ্যায়: ২৪

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّهُ فِي السَّمَاءِ، كَمَا أَعْلَمْنَا فِي وَحْيِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে একথার দলীল: আল্লাহ তা‘আলা সকল সৃষ্টির উপরে এবং তিনি আসমানে রয়েছেন, যেমনটি তিনি আমাদেরকে তাঁর ওহী ও তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষাতে জানিয়েছেন।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا: "قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ"، وَقَالَ مَرَّةً: «وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

১১৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একদা ফাতিমাহ আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে একজন খাদিম চাইল। তখন তিনি তাকে বললেন: “তুমি বল: হে সাত আসমান, সম্মানিত আরশের মালিক, আমাদের ও সকল কিছুর রব, তাওরাত ও ইনজিলের নাযিলকারী, -তিনি আরেকবার বলেছেন- এবং মহিমান্বিত কুরআনের নাযিলকারী, শস্যদানা ও বীজ বিদীর্ণকারী, তোমার কাছেই এমন সকল অকল্যাণকর বস্তুর অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার কপাল ধারণকারী (নিয়ন্ত্রণকর্তা) শুধু তুমিই। তুমিই প্রথম, তোমার আগে কেউ নেই। তুমিই শেষ, তোমার পরেও কিছু নেই। তুমিই যাহির, তোমার উপরে কিছু নেই। তুমিই বাতিন, তোমার অগোচরে কেউ নেই (অথবা তোমার চেয়ে নিকটে আর কেউ নেই)। আমাদের থেকে ঋণ আদায় করে দাও আর দরিদ্রতা থেকে আমাদেরকে অমুখাপেক্ষি করে দেন।” [১৪৮]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا أَخَذَ أَحَدُنَا مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

১১৬. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করতেন, যখন আমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করবে, সে যেন বলে: “হে আসমানের মালিক, যমীনের

মালিক, আমাদের ও সকল কিছুর রব, তাওরাত ও ইনজিল কুরআনের নাযিলকারী, শস্যদানা ও বীজ বিদীর্ণকারী, তোমার কাছেই সকল বস্তুর অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার কপাল ধারণকারী (নিয়ন্ত্রণকর্তা) শুধু তুমিই। তুমিই প্রথম, তোমার আগে কেউ নেই। তুমিই শেষ, তোমার পরেও কিছু নেই। তুমিই যাহির, তোমার উপরে কিছু নেই। তুমিই বাতিন, তোমার অগোচরে কেউ নেই (অথবা তোমার চেয়ে নিকটে আর কেউ নেই)। আমার থেকে ঋণ আদায় করে দেন আর দরিদ্রতা থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষি করে দেন।”[১৪৯]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، أَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، أَفْضِ عَنِّي الدِّينَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ.

১১৭. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানাতে যেতেন, তখন তিনি বলতেন: “হে আসমানসমূহের মালিক, যমীনের মালিক, সকল কিছুর রব, শস্যদানা ও বীজ বিদীর্ণকারী, তাওরাত ও ইনজিলের নাযিলকারী, আমাকে আশ্রয় দাও প্রতিটি অকল্যাণকর বস্তুর অকল্যাণ হতে, যার কপাল ধারণকারী (নিয়ন্ত্রণকর্তা) শুধু আপনিই। আপনিই প্রথম, আপনার আগে কেউ নেই। আপনিই শেষ, আপনার পরেও কিছু নেই। আপনিই যাহির, আপনার উপরে কিছু নেই। আপনিই বাতিন, আপনার অগোচরে কেউ নেই (অথবা আপনার চেয়ে নিকটে আর কেউ নেই)। আমার থেকে ঋণ আদায় করে দাও আর দরিদ্রতা থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষি করে দাও।”[১৫০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ، مَلَائِكَةُ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ، يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

[১৪৯] মুসলিম; হা/২৭১৩, আবু দাউদ; হা/৫০৫১ ও তিরমিযী; হা/৩৪০০ ও ৩৪৮১।

[১৫০] মুসলিম; হা/২৭১৩, আবু দাউদ; হা/৫০৫১ ও তিরমিযী; হা/৩৪০০ ও ৩৪৮১।

১১৮. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “ফেরেশতারা তোমাদের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে থাকে। কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে রাতের জন্য, আর কতিপয় রয়েছে দিনের জন্য। তারা একত্রিত হয় ফজরের ছলাতের সময়ে এবং আছরের ছলাতের সময়ে। এরপরে যারা তোমাদের কাছে রাতে ছিল, তারা আল্লাহর কাছে উপরে গমন করেন, তখন তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: “তোমরা কী অবস্থায় আমার বান্দাদের রেখে এসেছ?” তারা বলেন: “আমরা তাদেরকে এমন অবস্থাতে রেখে এসেছি যে, তারা ছলাত আদায় করছিল, আমরা যখন গমন করেছিলাম তখনও তারা তারা ছলাত আদায় করছিল।”^[১৫১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ، فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا مَعَكُمْ الصَّلَاةَ جَمِيعًا، ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَسَأَلَهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: فَيَقُولُونَ: جَنَانَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ، فَشَهِدُوا مَعَكُمْ الصَّلَاةَ جَمِيعًا، ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، وَمَكَثَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: جَنَانَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، قَالَ: فَحَسِبْتُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ: فَأَغْفِرَ لَهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.

১১৯. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলার অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছে, যারা তোমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া করতে থাকে। যখন ফজরের ছলাতের সময় হয়, দিনের ফেরেশতারা অবতরণ করেন এবং তোমাদের সাথে সকলেই ছলাতে উপস্থিত হন। এরপর রাতে ফেরেশতাগণ চলে যায় আর দিনের ফেরেশতা তোমাদের সাথে অবস্থান করতে থাকে। তাদেরকে তখন আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী করতে দেখে এসেছ? তারা বলে: আমরা আগমন করেছিলাম, যখন তারা ছলাত আদায় করছিল এবং তাদেরকে রেখে এসেছি তখনও তারা ছলাত আদায় করছিল। ঠিক অনুরূপভাবে যখন আছরের ছলাতের সময় হয়, তখন রাতের ফেরেশতা

অবতরণ করে, তারা তোমাদের সকলের সাথে ছুলাতে উপস্থিত হয়, এরপর দিনের ফেরেশতা উপরে চলে যায় এবং রাতের ফেরেশতা তোমাদের সাথে অবস্থান করতে থাকে। তিনি বলেন: তখন তাদের তাদেরকে [আল্লাহ] জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ, তিনি বলেন: আমার বান্দাদেরকে কোন অবস্থায় দেখে এসেছ? তখন তারা বলে: আমরা তাদের কাছে আগমন করেছিলাম তখন তারা ছুলাত আদায় করা অবস্থায় ছিল এবং তাদেরকে ছেড়ে এসেছি তখনও তারা ছুলাত আদায় করছিল। এরপর তিনি বলেন: আমি ধারণা করি যে. তারা এ কথাও বলে: ‘সুতরাং তাদেরকে প্রতিফল দিবসে ক্ষমা করে দিন।’^[১৫২]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِسْمَةِ الذَّهَبِ،
الَّتِي بَعَثَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَمِينُ
مَنْ فِي السَّمَاءِ.

১২০. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বর্ণ বণ্টনের বিষয়ে বলেন, যে স্বর্ণ তার কাছে আলী ইবনু আবী ত্বালিব ইয়ামান থেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন: “আমি আসমানের অধিবাসীদের আস্থাভাজন।”^[১৫৩]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمتهما الله) বলেন: এই কিতাবের বাইরে আমি মি‘রাজ সংক্রান্ত হাদীছের বর্ণনা করেছি যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বুরাক আনা হল, [তখন তিনি বলেছেন]:

«فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا»

“আমাকে তার উপরে আরোহণ করানো হল, এরপরে আমরা চলতে থাকলাম, যতক্ষণ না আমরা প্রথম আসমানে উপনীত হলাম...।” হাদীছটি দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই সমস্ত হাদীছগুলিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া থেকে আসমানের দিকে গমন করলেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তার উপরে ছুলাত ফরয করলেন, যেমনটি বিভিন্ন হাদীছের মধ্যে এসেছে। সুতরাং উক্ত হাদীছের প্রত্যেকটি একথার ইঙ্গিত করে যে, সৃষ্টিকর্তা এবং

[১৫২] ইবনু খুযাইমা, ১/৩২১।

[১৫৩] বুখারী, হা/৪৩৫১, মুসলিম; হা/১৪৪।

উদ্ভাবনকর্তা আকাশের উপরে রয়েছেন। এমন নয় যেমন জাহমীয়া মু'আত্তিলাগণ মনে করে যে, তাদের মা'বুদ তাদের বাসস্থান এবং শৌচাগারেও অবস্থান করেন।

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ قَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ وَرُوحِ الْكَافِرِ، قَالَ فِي قِصَّةِ قَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ: "فَيَقُولُ أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ الْمُطْمَئِنَّةُ، اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السَّقَاءِ، لَا يَتَرَكُونَهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى جُنْدٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانٌ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ، فَإِذَا انْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، ثُمَّ شِيعَهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُقَالُ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১২১. বারা ইবনু আযিব রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু মুমিন ব্যক্তির রুহ এবং কাফের ব্যক্তির রুহ কবজের হাদীছ বর্ণনা করেন, 'সেখানে মুমিন ব্যক্তির রুহ কবজের বর্ণনায় তিনি বলেন: সুতরাং তখন সে বলবে: হে পবিত্র ও প্রশান্ত আত্মা! আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্ষমার দিকে বের হয়ে এস।' তিনি বলেন: 'তখন তা বের হয়ে আসবে ঠিক যেমনিভাবে পান-পাত্রের মুখ থেকে শেষ ফোঁটা যেভাবে বের হয়ে আসে।' চোখের পলক পর্যন্ত বিলম্ব না করে তারা সেটা নিয়ে আসমানের দিকে রওনা হবে। আর প্রত্যেক ফেরেশতাদের দল অতিক্রম করার সময় তারা জিজ্ঞেস করবে: কে এই উত্তম আত্মা? তখন তারা বলবে: অমুক, তার সবচেয়ে সুন্দর নাম দিয়ে বলবে। যখন উক্ত আসমান শেষ হয়ে যাবে, তখন অন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে। এভাবে করে প্রত্যেক আসমানে নৈকট্যবানরা তাকে স্বাগত জানিয়ে অপর আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে থাকবে। যখন অনুরূপভাবে তাকে নিয়ে সপ্তম আসমান শেষ হয়ে যাবে, তখন তাকে বলা হবে: 'তোমরা তার কিতাব ইল্লিঈনে লিখে দাও।' [১৫৪] হাদীছটি আরো দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قِيلَ: اخْرُجِي أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي جَسَدٍ طَيِّبٍ، اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرُوحٍ وَرِيحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ قَالَ: فَيَقُولُونَ ذَلِكَ

حَتَّى تَخْرُجَ، فَإِذَا خَرَجْتَ عَرَجْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فَلَانٌ، فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، فَيُقَالُ لَهَا كَذَلِكَ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى" ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১২২. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তির কাছে ফেরেশতারা উপস্থিত হয়, যদি সে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়, তখন বলা হয়: হে উত্তম আত্মা! তুমি বের হও, উক্ত আত্মাটি [যখন] উত্তম শরীরের মধ্যে অবস্থান করে। তুমি প্রশংসার সাথে বের হও, আর আরাম, সুন্দর জীবনোপকরণ ও ক্রোধমুক্ত রবের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তারপর তারা বলতে থাকবে: যতক্ষণ না সে আত্মা বের হয়। যখন সে আত্মা বের হবে, তাকে আসমানের দিকে উঠানো হবে এবং তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়ার কথা বলা হবে। তখন বলা হবে: কে সে? তখন বলা হবে: অমুক। তখন তাকে বলা হবে: উত্তম আত্মাকে স্বাগতম, সে তো উত্তম শরীরে ছিল। তুমি প্রশংসার সাথে প্রবেশ কর আর আরাম, সুন্দর জীবনোপকরণ ও ক্রোধমুক্ত রবের সুসংবাদ গ্রহণ কর। অনুরূপ বলা হতে থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা‘আলা যে আসমানে রয়েছেন, সে উক্ত আসমানে পৌঁছে যায়।”^[১৫৫] এরপরে তিনি হাদীছটি আরো দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেন।

অধ্যায়: ২৫

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي السَّمَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ

এ কথার দলীল: আল্লাহ তা‘আলা আসমানে রয়েছেন এ ব্যাপারে স্বীকৃতি দেওয়া ঈমানের অংশ।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَتْ غَنِيمَةً لِي تَرَعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قَبْلَ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَّةِ، فَوَجَدْتُ الذَّنْبَ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسِفُونَ، فَصَكَّكْتُهَا صَكَّةً، ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَظَّمَ

ذَلِكَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: «بَلَى، ائْتِنِي بِهَا»، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللَّهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَمَنْ أَنَا؟ «قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: ائْتِقِهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

১২৩. মু'আবিয়াহ ইবনুল হাকাম আস-সুলামী রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: আমার একটি ছাগলের পাল ছিল, যা আমার এক দাসী উহুদ ও জাওয়ানীয়াহর দিকে চরাচ্ছিল। আমি একটি বাঘকে দেখলাম যে, পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমিও তো এক আদম সন্তান, তাই আমি (দাসীর উপর) রাগান্বিত হয়ে গেলাম, যেমন অন্যরাও রাগান্বিত হয়ে থাকে। অতএব, আমি তাকে একটা চড় মারলাম। এরপর আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে সংবাদ দিলাম। তিনি চড় মারাকে খুবই অন্যায় কাজ মনে করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে (এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) আযাদ করে দেব না? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে নিয়ে আল্লাহর রসূলের কাছে আসলে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আল্লাহ কোথায়? সে বলল: আসমানে। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে বলল: আপনি আল্লাহর রসূল। তখন তিনি বললেন: “তাকে আযাদ করে দাও; কেননা সে মুমিনা।”^[১৫৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الشَّرِيدِ، جَاءَ بِخَادِمٍ سَوْدَاءَ عَتَمَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ يُجْزَى أَنْ أَعْتِقَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَادِمِ: «أَيْنَ اللَّهُ؟» فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: ائْتِقِهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

১২৪. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুহাম্মাদ ইবনুশ শারীদ একটি কালো দাসী নিয়ে এসে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমার মা তার উপরে একটি দাস মুক্তি ধার্য করেছেন। এরপরে তিনি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! এটা কি যথেষ্ট হবে যে, আমি একে আযাদ করে দেব? তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: ‘আল্লাহ কোথায়?’ সে তার মাথা উঁচু করল আর বলল: ‘আসমানে’। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:

‘আমি কে?’ সে বলল: আপনি আল্লাহর রসূল। তখন তিনি বললেন: “তাকে আযাদ করে দাও; কেননা সে মুমিনা।”^[১৫৭]

অধ্যায়: ২৬

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ ثَابِتَةِ السِّنْدِ صَحِيحَةِ الْقَوَامِ رَوَاهَا عُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَنِ النَّبِيِّ
المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نُزُولِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلِّ لَيْلَةٍ

আল্লাহ তা‘আলার প্রত্যেক রাতে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা সংক্রান্ত হাদীছের বর্ণনা, যা সাব্যস্ত সানাদে শক্তিশালী ভিত্তিতে নাবী মুসত্বফা ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ইরাক ও হিযাজের আলিমগণ রেওয়ায়েত করেছেন।

নিজ মুখে স্বীকারকারী, অন্তরে বিশ্বাসকারী এবং এই সকল হাদিসে যা কিছু এসেছে তার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসকারীর সাক্ষ্যের ন্যায় আল্লাহ তা‘আলার অবতরণের প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকেই আমরা সাক্ষ্য বহন করি; কেননা আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সৃষ্টিকর্তার দুনিয়ার আসমানে অবতরণের পদ্ধতি ও অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা অবতরণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কোন জিনিসের বর্ণনাকে বাদ দেননি যা মুসলিমদের দীনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আমরা বলি ও বিশ্বাস করি যে, অবতরণের বর্ণনা সম্পর্কে এ সকল হাদীছে যা রয়েছে, তার কোনরূপ ধরন বর্ণনার চেষ্টা ব্যতিরেকেই; যেহেতু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজেই অবতরণের প্রকৃতি বা ধরন সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

আর এ সকল হাদীছের মধ্যে যা স্পষ্ট, সাব্যস্ত এবং শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে তা হচ্ছে: আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আসমানের উপরে রয়েছেন, যা আমাদেরকে আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সেখানে অবতরণ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنََّّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُمְهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَيَنْزِلُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ مِنْ ذَنْبٍ؟" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

১২৫. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা তারা উভয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতঃপর তিনি অবতরণ করেন এবং বলেন: কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? কোন তাওবাকারী আছে কি? কোন গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তখন এক লোক বললেন: ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত? তিনি বললেন: হ্যাঁ।^[১৫৮]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنََّّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُمְهِلُ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، نَزَلَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ."

১২৬. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা তারা উভয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতঃপর তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন: কোন গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? কোন দু‘আকারী আছে কি? কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? [তিনি বলতে থাকেন:] যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়।^[১৫৯]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يُمְهِلُ حَتَّى يَذْهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ؟ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ."

১২৭. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা রাতের প্রথম ভাগ

[১৫৮] মুসলিম, হা/৭৫৮।

[১৫৯] ছুহীহ: আহমাদ, হা/১১৮৯২।

অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দেন। অতঃপর তিনি দুনিয়ার আসমানের দিকে অবতরণ করেন, তারপরে বলতে থাকেন: কোন গুনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। কোন কিছু চাওয়ার কেউ আছে কি? তাহলে আমি তাকে তা দিয়ে দেব। কোন তাওবাকারী আছে কি? তাহলে আমি তার তাওবা গ্রহণ করব। [তিনি এ কথা বলতে থাকেন:] যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়।^[১৬০]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: "ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ."

১২৮. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: “এটা প্রত্যেক রাতেই [হয়]।”^[১৬১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟"

وفي رواية: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَدْعُونِي أَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرَ لَهُ؟

১২৯. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতেই দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের তিন প্রহরের শেষ প্রহর বাকী থাকে। আর তিনি বলতে থাকেন: যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব, যে চাইবে, আমি তাকে তা দান করব, আর যে আমার কাছে গুনাহ হতে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।”^[১৬২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে: আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতেই দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের তিন প্রহরের শেষ প্রহর বাকী থাকে। আর তিনি বলতে থাকেন: “যে চাইবে, আমি তাকে তা দান করব, যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব আর যে আমার কাছে গুনাহ হতে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

[১৬০] মুসলিম, হা/৭৫৮।

[১৬১] মুসলিম, হা/৭৫৮।

[১৬২] বুখারী, হা/ ১১৫৪; মুসলিম, হা/৭৫৮।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

১৩০. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন রাতের প্রথম অংশ অথবা তার দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতেই দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন আর তিনি বলতে থাকেন: “কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে তা দেয়া হবে। কোন আহবানকারী আছে কি? তাহলে তার ডাকে সাড়া দেয়া হবে। কোন গুনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।” এভাবে ভোর উদিত হওয়া পর্যন্ত।^[১৬৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا لِيَنْصِفَ اللَّيْلَ الْآخِرَ، أَوْ لِيُثْلِثَ اللَّيْلَ الْآخِرَ، فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، أَوْ يَنْصَرِفَ الْقَارِئُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

১৩১. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের শেষার্ধে অথবা দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। তিনি বলতে থাকেন: কে আছে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে তা প্রদান করব। কে আছে আমার কাছে গুনাহমুক্তি চাইবে, আমি তার গুনাহ ক্ষমা করে দেব। যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়, অথবা ক্বারী (ছলাত আদায়কারী) ভোরের ছলাত শেষে (অন্যত্র) চলে যায়।^[১৬৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟

[১৬৩] মুসলিম, হা/১৮০।

[১৬৪] ছহীহ: আবু ইয়াল্লা; হা/৫৯৩৭, দারিমী; হা/১৪৭৮।

فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ إِلَى الْفَجْرِ» وَفِي لَفْظٍ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ يَنْزِلُ تِلْكَ السَّاعَةَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبُهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤْلُهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟" وَفِي لَفْظٍ: "يَهْبِطُ اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا" وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ.

১৩২. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়, তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতেই অবতরণ করেন আর তিনি বলতে থাকেন: ‘আমিই বাদশা, আমিই বাদশা। কে আছে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি তাকে তা প্রদান করব। কে আছে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তার গুনাহ ক্ষমা করে দেব।’ অনুরূপভাবে তা অব্যাহত থাকে ফজর পর্যন্ত।^[১৬৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “নিশ্চয় মহা পবিত্র আল্লাহ তা‘আলা উক্ত সময়ে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, আর বলতে থাকেন: কোন আহবানকারী আছে কি? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? যাকে আমি তা দান করব। কোন গুনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? যাকে আমি ক্ষমা করে দেব।” অন্য বর্ণনায় এসেছে: “আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন।” জাবির ইবনু আদিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: “এটা প্রত্যেক রাতেই [হয়]।”^[১৬৬]

وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَكَّةَ، فَجَعَلُوا يَسْتَأْذِنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَأْذِنُ لَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ شِقِّ الشَّجَرَةِ الَّذِي يَلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ إِلَيْكُمْ مِنَ الشَّقِّ الْآخَرِ؟» فَلَا يُرَى مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا "قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُ بَعْدَ هَذَا فِي نَفْسِي لَسَفِيهٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِّكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخَلَ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا،

[১৬৫] ছুহীহ: মুসলিম; হা/১৬৯।

[১৬৬] মুসলিম, হা/৭৫৮।

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِينُكُمْ فِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ»، أَوْ قَالَ: «ثُلَاثُهُ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي غَيْرِي: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأُجِيبُهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ»

১৩৩. রিফা'আহ ইবনু আরাবাহ আল-জুহানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মক্কা থেকে বের হলাম, তখন লোকেরা নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছিল, তিনিও তাদেরকে অনুমতি দিচ্ছিলেন। তখন নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যে গাছের প্রান্তটি আল্লাহর রসূলের নিকটে সেটি তোমাদের কাছে অন্য প্রান্ত থেকে কিভাবে অপছন্দের হলো? একথা শুনে সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখা গেল। আবু বাকর আস-সিদ্দীক রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলতে লাগলেন: নিশ্চয়ই এরপরে যে আপনার কাছে অনুমতি চাইবে আমার নিকটে সে অবশ্যই নির্বোধ। তখন নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর স্তুতি জ্ঞাপন করলেন। তিনি যখন শপথ করতেন, বলতেন: ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! [এরপরে তিনি বললেন:] আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাত দিবসের প্রতি, এরপর অবিচল থাকবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আমার রব আমাকে ওয়াদা করেছেন যে, আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, কোন রকম হিসাব এবং আযাব ছাড়াই। আর আমি আশা করি যে, তোমরা প্রবেশ করবে যতক্ষণ না তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য হতে যারা সৎকর্ম করে, তারা জান্নাতের মধ্যে তাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করে নেবে। [এরপরে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন:] “যখন রাতের প্রথম ভাগ অতিবাহিত হয়।” অথবা তিনি বলেছেন: “তার দুই-তৃতীয়াংশ” “তখন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, এরপর তিনি বলেন: আমি আমার বান্দার কাছ থেকে আমাকে ছাড়া আর কিছুই চাই না, কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তা তাকে দান করব, কে আছে আমাকে আহ্বান করবে? আমি তাতে সাড়া দিব, কে আছে আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাইবে? আর আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। এরূপ চলতে থাকে যতক্ষণ না ভোর উদিত হয়।”^[১৬৭]

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَفْتَحُ بَابَهَا، فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ"

১৩৪. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদের মধ্য হতে একজন বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন রাতের অর্ধেক চলে যায়, তখন আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আসমানের দিকে নেমে আসেন। তার দরজা খুলে দেন, আর বলতে থাকেন: কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তা তাকে দান করব, কে আছে আমাকে আহ্বান করবে? আমি তাতে সাড়া দেব। এভাবে যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়।” [১৬৮]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْتَحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَبْسُطُ يَدَيْهِ: أَلَا عَبْدٌ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، قَالَ: فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَسْطَعَ الشَّمْسُ. وَفِي رَوَايَةٍ: فَيَبْسُطُ يَدَهُ، يَقُولُ: أَلَا عَبْدٌ."

১৩৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে আসমান সমূহের দরজাগুলো খুলে দেন। এরপরে তিনি দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন, তাঁর দুই হাত প্রশস্ত করেন [আর বলতে থাকেন]: কোন বান্দা কি নেই যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দান করব? অনুরূপভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না সূর্য কিরণ ছড়ায়।” অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “তিনি তাঁর হাত প্রশস্ত করেন আর বলতে থাকেন: ‘কোন বান্দা কি নেই’।” [১৬৯]

[১৬৮] ছহীহ: আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ এর আস-সুনাহ; হা/১১৭৭।

[১৬৯] ছহীহ: আজুররী এর আশ-শারী‘আহ; হা/৭১৩ ও ৭১৪। তবে “যতক্ষণ না সূর্য কিরণ ছড়ায়।” এই শব্দে এটি মুনকার।

بَابُ ذِكْرِ تَكْلِيمِ اللَّهِ كَلِيمَهُ مُوسَى خُصُوصِيَّةً خَصَّهُ اللَّهُ بِهَا مِنْ بَيْنِ الرُّسُلِ

আল্লাহর কালীম মূসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে তাঁর কথ বলায় বর্ণনা। এটি এমন এক বিশেষত্ব যা দ্বারা আল্লাহ তাকে রসূলদের মধ্যে মর্যাদা প্রদান করেছেন।

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَبْدَأُ بِذِكْرِ تِلَاوَةِ الْآيَاتِ الْمُجْمَلَةِ غَيْرِ الْمُفَسَّرَةِ، ثُمَّ نُثْنِي بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ بِالْآيَاتِ الْمُفَسَّرَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ } [البقرة: ২৫৩]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمته الله) বলেন: প্রথমত আমরা সংক্ষিপ্ত ও তাফসীরকৃত নয় এমন আয়াতসমূহের তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করব, এরপরে আমরা আল্লাহর তাওফীকে এবং সাহায্যে তাফসীরকৃত আয়াতসমূহকে উল্লেখ করব। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ﴾

“রসূলগণের কতিপয়ের উপরে আমরা কতিপয়কে প্রাধান্য দিয়েছি, তাদের মধ্যে এমন রয়েছেন, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন।” সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৩।

আল্লাহ তা‘আলা এখানে সংক্ষিপ্তসারে এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, কারো সাথে তিনি কথা বলেছেন, কিন্তু তার নাম, তার পরিচয়, কোন গুণ কিছুই উল্লেখ করেননি। সুতরাং এর দ্বারা মুখাত্বাব (উদ্দেশ্যকৃত বা সম্বোধনকৃত ব্যক্তি) জানতে পারে না যে, কে সেই রসূল যার সাথে রসূলদের মধ্য থেকে আল্লাহ তা‘আলা কথা বলেছেন।

অনুরূপভাবে যে এটা জেনেছে যে রসূলদের মধ্য হতে তিনি কতিপয়ের সাথে কথা বলেছেন, তার জন্য এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যে পদ্ধতিগুলোতে কথা বলেছেন, তাও তিনি সংক্ষিপ্তসারে উল্লেখ করেছেন এবং তা বিস্তারিতভাবে বলেননি। এরপর তিনি যে পদ্ধতিগুলোতে কতিফয় মানুষের সাথে কথা বলেছেন, তা স্পষ্ট করেছেন:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾

“কোন মানুষের জন্যই এটা সম্ভবপর নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহী অথবা পর্দার আড়াল হতে অথবা তার প্রতি কোনো রসূল প্রেরণ ব্যতিরেকে। সুতরাং তিনি তাঁর আদেশ মোতাবেক যা ইচ্ছা করেন তা ওহী হিসেবে নাযিল করেন।” সূরা আ শ-শুরা: ৫১।

আল্লাহ তা‘আলা জানিয়েছেন তিনি কারো কারো সাথে ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা রসূল প্রেরণের মাধ্যমে, এবং তাঁর আদেশ মোতাবেক যা ইচ্ছা তা তিনি ওহী হিসেবে প্রেরণ করেন।

এবং তিনি যে মূসা আলাইহিস সালাম তার সাথে ভালোভাবে কথা বলেছেন তা আরও স্পষ্ট করেছেন তার কথার মধ্যে, যেখানে তিনি বলেছেন:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

“আর আল্লাহ মূসার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন।” সূরা আন-নিসা: ১৬৪।

একথার মাধ্যমে তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিলেন, যা ছিল ইতোপূর্বে বর্ণিত:

﴿مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾

“তাদের মধ্যে এমন রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন।” সূরা আল - বাক্বারাহ: ২৫৩।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা। সুতরাং তিনি এই আয়াতের মধ্যে তার কালীমের নাম উল্লেখ করলেন এবং জানালেন যে, সে হচ্ছে মূসা ‘আলাইহিস সালাম। যাকে তিনি তাঁর কালামের মাধ্যমে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾

“যখন মূসা আমার নির্ধারিত সময়ে আসল, তখন তার রব তাঁর সাথে কথা বললেন।” সূরা আল - আ‘রাফ: ১৪৩।

এই আয়াতটি হচ্ছে প্রথম আয়াতটির ব্যাখ্যা। আল্লাহ এই আয়াতে তাঁর কালীমের নাম উল্লেখ করেছেন। আর জানিয়েছেন যে, তিনি হচ্ছেন মূসা, যার নাম উল্লেখ করে তিনি সমস্ত রসূল আলাইহিমুস স্লামাতু ওয়াস সালামদের মাঝে তাকে বিশেষায়িত করেছেন বা প্রাধান্য দিয়েছেন।

সর্বময় প্রশংসিত আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন যে, মূসার রবই তার সাথে কথা বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, মূসাকে তিনি তাঁর কালাম (কথা) এবং রিসালাতের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَمْوِسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾

“হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও কালামের দ্বারা মানুষের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। সুতরাং আমি তেমাকে যা প্রদান করেছি, তা গ্রহণ কর, আর শুকরিয়া জ্ঞাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।” সূরা আল -আ'রাফ: ১৪৪।

এই আয়াতে বেশ কিছুটা বাড়তি তথ্য রয়েছে, তা হচ্ছে: আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কি কথা বলেছেন তা জানালেন। তুমি কি শোননি যে, আল্লাহর বাণী:

﴿يَمْوِسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾

“হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও কালামের দ্বারা মানুষের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। সুতরাং আমি তেমাকে যা প্রদান করেছি, তা গ্রহণ কর, আর শুকরিয়া জ্ঞাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।” সূরা আল -আ'রাফ: ১৪৪।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো কিছু কালাম বা কথার উল্লেখ করেছেন, তিনি সূরা ত্বাহা তে বলেন:

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ۖ ﴿١١﴾ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طَوًى ﴿١٢﴾ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿١٤﴾ ﴾

“যখন সে সেখানে (আগুনের কাছে) আসল, তখন তাকে আহবান করা হল,
হে মূসা! নিশ্চয় আমি তোমার রব; সুতরাং তোমার জুতা দু’টি খুলে ফেল,
নিশ্চয় তুমি পবিত্র তূয়া উপত্যকায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে মনোনীত
করেছি, সুতরাং যা ওহী হিসেবে পাঠানো হচ্ছে, তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ
কর। নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমার
ইবাদত কর এবং আমার স্বরণে ছলাত কয়েম কর।” সূরা ত্বাহা: ১১-১৪।
এভাবে বর্ণনার শেষ পর্যন্ত। তিনি ‘সূরা আন-নামল’ এ বলেছেন:

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمْ مِنْهَا ﴾, إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا
نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾, إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَمْوَسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴾

“স্মরণ কর, যখন মূসা তার পরিজনকে বলেছিল যে, আমি একটি আগুনের
সন্ধান পেয়েছি, অচিরেই সেখান হতে তোমাদের জন্য কোন সংবাদ নিয়ে
আসব।” এখান থেকে “সুতরাং যখন সে সেখানে আসল, তাকে আহবান করে
বলা হল যে, এই আলোতে এবং এর আশেপাশে যা রয়েছে তা সবকিছুই
বরকতপূর্ণ।” পর্যন্ত, আবার এখান থেকে “হে মূসা! আমিই আল্লাহ,
পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।” সূরা আন-নামল: ০৭-০৯। এ পর্যন্ত।

আর তিনি ‘সূরা আল-ক্বাসাস’ এর মধ্যে বলেছেন:

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ
الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

“অতঃপর যখন মূসা আগুনের নিকট আসল, তখন উপত্যকার ডান পাশে পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ থেকে তাকে আহবান করে বলা হল, হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের রব।”^[১৭০] এখান থেকে বর্ণনার শেষ পর্যন্ত।

সুতরাং এই তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট করেছেন মূসা আলাইহিস সালামের সাথে তিনি যেসব বিষয়ে কথা বলেছেন তার কিয়দাংশ। যেখানে এটা কোন নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতার শব্দ হওয়া জায়েয হবে না, আর না

কোন সাধারণ ফেরেশতার; কেননা এটা বৈধ নয় যে কোন ফেরেশতা মূসা আলাইহিস সালামকে ডাকবে আর এরপর সে বলবে:

﴿يَمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

“হে মূসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের রব।” সূরা ত্বাহা: ১২। অথবা সে বলবে:

﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾

“নিশ্চয় আমিই তোমার রব; সুতরাং তোমার জুতা দু’টি খুলে ফেল।” সূরা আল-ক্বাসাস: ৩০। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾

“তোমার রবের উত্তম বাণী বানী ইসরাঈলের উপরে পরিপূর্ণ হল; কারণ তারা ধৈর্য ধারণ করেছে।” সূরা আল-আ‘রাফ: ১৩৭।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতের মাধ্যমে এটাও জানানেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলার নিজস্ব কালিমা রয়েছে যা দ্বারা তিনি এ কথা বলেন।

فَاسْمَعُوا الْآنَ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيحَةَ الْمُبَيِّنَةَ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ بِكَلَامِهِ خُصُوصِيَّةً خَصَّهُ بِهَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

এখন তোমরা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুস্পষ্ট ছহীহ হাদীছ শ্রবণ কর, যেখানে বলা হয়েছে, মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কালাম বা কথার মাধ্যমে সমস্ত রসূল আলাইহিমুস সালামের উপরে প্রাধান্য দান করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقِيَ مُوسَى آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا...» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، وَفِي الْخَبَرِ: "فَقَالَ آدَمُ: أَلَسْتُ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ؟"

১৩৬. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মূসা ও আদম আলাইহিমা সালামের মধ্যে একবার সাক্ষাত হল।” এরপরে তিনি পুরো হাদীছটি বর্ণনা করেন। যে হাদীছে এটি রয়েছে: “তখন আদম বললেন: তুমি কি সেই মূসা নও, যাকে আল্লাহ মানুষের মধ্য হতে রিসালাত ও কালামের মাধ্যমে মনোনীত করেছেন?” [১৭১]

وَعَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ وَقَالَ: حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: كُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ قَدْ سَمَّاهُمْ أَنَسٌ، فَوَعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ، لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِفَضْلِ كَلَامِ اللَّهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ، لَمْ أَظُنْ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ فِيهِ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ، بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا شَاءَ، فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِهِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ، ثُمَّ هَبَطَ، ثُمَّ بَلَغَ مُوسَى فَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

১৩৭. শারীক ইবনু আদিল্লাহ ইবনু আবী নামির হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি আনাস ইবনু মালিককে বলতে শুনেছি, “তিনি কাবার মসজিদ থেকে ‘ইসরা’র রাতের ঘটনা আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং শারীক বলেন: যখন তিনি একথা পর্যন্ত পৌঁছালেন, “প্রতিটি আসমানে নাবীগণ রয়েছেন”, আনাস তাদের নাম বলেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম মুখস্থ করেছি, “[তারা হলেন:] ইদ্রিস দ্বিতীয় আসমানে, হারুন চতুর্থ আসমানে, এবং অন্য একজন পঞ্চম আসমানে আরেকজন, আমি তার নাম মুখস্থ করতে পারিনি, ইবরাহিম ষষ্ঠ আসমানে

এবং মূসা সপ্তম আসমানে রয়েছেন, আল্লাহর কালাম বা কথার অনুগ্রহে। তখন মূসা বললেন: হে আমার রব! আমি ধারণা করিনি যে, আমার উপরে কাউকে উঠানো হবে। এরপর তিনি [নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এতদূর পর্যন্ত পৌঁছালেন, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। এক সময় তিনি সিদরাতুল মুনতাহাতে পৌঁছালেন এবং মহাপরাক্রমশালী রব্বুল ই‘যযাতের কাছাকাছি হলেন এবং এতটা নিকটবর্তী হলেন যে তাদের মধ্যে এক ধনুক অথবা তার থেকেও কম দূরত্ব থাকল। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দার কাছে যা চাইলেন তা ওহী পাঠালেন, তিনি তার উপরে যা ওহী হিসেবে প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে ছিল: তার উম্মতের উপরে প্রত্যেক দিন ও রাতে মোট ৫০ ওয়াক্ত ছুলাতের বিধান। এরপর তিনি নামলেন এবং আবার নামলেন, এরপর মূসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছালেন।” এরপর তিনি বাকি হাদীছ বর্ণনা করেন।^[১৭২]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حِينَ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا أَبَانَا اسْتَفْتَحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: هَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ااعْمِدُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ رَبِّهِ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، ااعْمِدُوا إِلَى ابْنِي مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১৩৮. আবু হুরাইরা ও হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে একত্রিত করবেন, এরপরে মুমিনগণ দাঁড়িয়ে যাবে যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে। তখন তারা আদমের (‘আলাইহিস সালাম) কাছে আসবে, আর বলবে: হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাতকে খুলে দেন। তখন তিনি বলবেন: তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। এরপরে তিনি বলবেন: আমি এটার অধিকারী নই। তোমরা আমার সন্তান, রবের খলীল ইবরাহীমের কাছে যাও, তখন ইবরাহীম বলবেন: আমিও এর অধিকারী নই। আমি আল্লাহর খলীল ছিলাম, কিন্তু তা অনেকটা দূর হতে। তোমরা আমার সন্তান মূসার কাছে যাও,

যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। তখন তারা মূসার কাছে আসবে।...”
এরপরে হাদীছটি দীর্ঘভাবে বর্ণিত হয়েছে।^[১৭৩]

অধ্যায়: ২৮

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَسُولٌ يُبَلِّغُهُ كَلَامَ رَبِّهِ، وَمِنْ
غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَقْتِ كَلَامِهِ إِيَّاهُ

আল্লাহ তা‘আলা মূসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, তাঁর মধ্যে
এবং মূসা ‘আলাইহিস সালামের মধ্যে এমন কোন রসূল (বাহক) ব্যতিরেকে
যে মূসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহর কথা পৌঁছাবে আর সেই সাথে
আল্লাহ কর্তৃক তার সাথে কথা বলার সময়ে মূসা ‘আলাইহিস সালাম কর্তৃক
আল্লাহকে না দেখার বর্ণনা।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ
مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: يَا رَبِّ: أَرِنَا آدَمَ الَّذِي أَخْرَجْنَا وَنَفْسَهُ مِنَ الْجَنَّةِ،
فَأَرَاهُ اللَّهُ آدَمَ، فَقَالَ: أَنْتَ أَبُونَا آدَمُ؟ قَالَ لَهُ آدَمُ: نَعَمْ، قَالَ: أَنْتَ الَّذِي نَفَخَ اللَّهُ فِيكَ
مِنْ رُوحِهِ، وَعَلَّمَكَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا؟ وَأَمَرَ مَلَائِكَتَهُ فَسَجَدُوا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا
حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ لَهُ آدَمُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى،
قَالَ: نَبِيُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، الَّذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولًا
مِنْ خَلْقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا وَجَدْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ آدَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فِيمَ تَلُومُنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِي؟" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى،
فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

১৩৯. ‘উমার ইবনুল খত্তাব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: একদা মূসা

আলাইহিস সালাম আল্লাহকে বললেন: হে আমার রব! আমাদেরকে আদমের সাথে সাক্ষাৎ করান, যিনি আমাদেরকে এবং তার নিজেকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে আদমকে দেখালেন। তখন তিনি বললেন: আপনি আমাদের পিতা আদম? তখন আদম বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: আপনি তো সেই, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ হতে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং আপনাকে সকল কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেছেন আর সে কারণে তারা আপনাকে সিজদা করেছে। তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন মূসা বললেন: তাহলে কোন জিনিস আপনাকে এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করল? তখন আদম বললেন: তুমি কে? তখন তিনি বললেন: আমি মূসা। তখন তিনি বললেন: বাণী ইসরাঈলের নাবী, আল্লাহ তা'আলা পর্দার আড়াল থেকে যার সাথে কথা বলেছেন এবং তোমার মধ্যে এবং তাঁর মধ্যে তার কোন মাখলুক রসূলকে তিনি রাখেননি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: তুমি কি আল্লাহর কিতাবে একথা পাওনি যে, উক্ত বিষয়টি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল আদমকে সৃষ্টি করার আগেই? তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: তাহলে কিসের দ্বারা তুমি আমাকে তিরস্কার করবে এমন বিষয়ে যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফায়ছালার মধ্যে আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন? এ কথা বলে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “একথা বলে আদম আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের উপর বিজয়ী হলেন। একথা বলে আদম আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের উপর বিজয়ী হলেন।”^[১৭৪]

অধ্যায়: ২৯

بَابُ مِنْ صِفَةِ تَكْلَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْوَحْيِ وَالْبَيَانِ: أَنَّ كَلَامَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشَبِّهُ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ

সম্মানিত ও প্রতাপশালী আল্লাহ কর্তৃক কথা বলার ছিফাত এবং একথার বর্ণনা যে, আমাদের রবের কালাম মাখলুকের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

[১৭৪] হাসান: আবু দাউদ; হা/৪৭০২। আস-সুন্নাহ (ইবনু আবী আসিম), হা/১৪৩। আজুররীর আশ-শারী'আহ; হা/ ১৮৫। আবু হুরাইরার রেওয়ায়েতে এর শাওয়াহেদ রয়েছে, যা বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ صَلَٰصَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا» قَالَ: فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، فَإِذَا أَتَاهُمْ جِبْرِيلُ فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ: مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ قَالَ: يَقُولُ: الْحَقُّ قَالَ: فَيُنَادُونَ: الْحَقُّ، الْحَقُّ.

১৪০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “যখন আল্লাহ ওহী হিসেবে কথা বলেন, আসমানের অধিবাসীরা তখন স্বচ্ছ পাথরের উপরে লোহার শিকল পতিত হওয়ার আওয়াজের ন্যায় শুনতে পায়।” তিনি বলেন: এরপরে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে, আর এভাবেই থাকে, যতক্ষণ না তাদের কাছে জিবরীল আগমন করে। যখন তাদের কাছে জিবরীল আগমন করে, তখন তাদের অন্তর হতে ভয়-ভীতি দূর হয়, আর তারা জিজ্ঞাসা করতে থাকেন: হে জিবরীল! আপনার রব কী বললেন? তিনি বলেন: জবাবে জিবরীল বলে: সত্য।^[১৭৫] তখন তারাও ঘোষণা দিতে থাকে: সত্য, সত্য।”^[১৭৬]

وَعَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ لِلْسَّمَاوَاتِ صَلَٰصَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا.

১৪১. মাসরুক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদকে (রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু) যখন এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾

“যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের অন্তর হতে ভীতি দূরীভূত হয়।” সূরা সাবা: ২৩।

যখন আল্লাহ ওহী হিসেবে কথা বলেন, আসমানের অধিবাসীরা তখন আসমানে স্বচ্ছ পাথরের উপরে লোহার শিকল পতিত হওয়ার আওয়াজের ন্যায় শুনতে পায়।^[১৭৭]

[১৭৫] অর্থাৎ, তিনি সত্য কথাই বলেছেন।

[১৭৬] আছার হিসেবে ছহীহ: আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের আস-সুন্নাহ; হা/ ৫৩০ ও ৫৩১, ইমাম বুখারীর খলকু আফ'আলিল 'ইবাদ; হা/ ৩৬৭।

[১৭৭] আছার হিসেবে ছহীহ: আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের আস-সুন্নাহ; হা/ ৫৩১।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ فِي السَّمَاءِ أَمْرًا، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُمَا سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: لِلَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ، وَهُمْ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ الْآخَرِ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ فَيُحْرِقُهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يَذَرِكُهُ، حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي أَسْفَلَ مِنْهُ وَيَرْمِيهَا الْآخَرُ عَلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، فَيُلْقِيهَا عَلَى فَمِ السَّاحِرِ، أَوْ الْكَاهِنِ فَيَكْذِبُ عَلَيْهَا مَا يُرِيدُ، فَيُحَدِّثُ بِهَا النَّاسَ، فَيَقُولُونَ: قَدْ أَخْبَرْنَا بِكَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا، فَيُصَدِّقُ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ» وفي لفظ: «إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ»

وَفِي رِوَايَةٍ: «قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقُّ، قَالَ: وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، فَيَذَرِكُهُ الشَّهَابُ، فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ، أَوْ الْكَاهِنِ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةً، قَالَ: فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدِّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ.

১৪২. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ আসমানে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত জানান। তখন ফেরেশতারা তাঁর কথা শোনার জন্য বিনয়ের সাথে তাদের ডানা ঝাপটাতে থাকে, তা যেন স্বচ্ছ পাথরের উপরে শিকলের শব্দ। যতক্ষণ না তাদের অন্তর হতে ভীতি দূরীভূত হয়। তখন তারা জিজ্ঞাসা করতে থাকে, তোমাদের রব কী বললেন? তখন যে এটা জিজ্ঞাসা করে তাকে তারা বলতে থাকে: তিন সত্য বলেছেন; আর তিনিই সুউচ্চ ও মহান। তখন আড়ি পেতে থাকা শয়তানরা তা শুনে নেয়, আর তারা একজন অন্যজনের উপরে এরকমভাবে থাকে। (হাদীছের রাবী সুফিয়ান তার আঙ্গুলগুলো দিয়ে ইশারা করলেন) “কখনো উৎক্ষিপ্ত আগুনের ফুলকি তাদেরকে আক্রমণ করে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনো তা করার আগেই তার নিচে যে আছে তার কাছে তা পাঠিয়ে দেয়, সেও তার নিচে যে আছে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরপরে সে তা যাদুকর ও গোণকের মুখে ঢেলে দেয়। এবং সে এর সাথে ইচ্ছামত মিথ্যাচার যোগ করে তা মানুষের কাছে বর্ণনা করে। আর তারা তখন বলতে থাকে: সে আমাদেরকে এই এই সংবাদ দিয়েছিল আর আমরা তার এ কথাগুলোকে সত্য হিসেবে পেয়েছি। সুতরাং তাকে (উক্ত যাদুকর বা গোণক) আসমান থেকে যা শ্রবণ করা হয়েছিল সে কথার কারণে সত্যবাদী মনে করা

হয়। অন্য শব্দে এসেছে: “যখন আল্লাহ কোন বিষয়ে আসমাানে সিদ্ধান্ত জানান।”

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “তখন তারা জিজ্ঞাসা করতে থাকে, তোমাদের রব কী বললেন? তখন তারা বলতে থাকে: যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তখন আড়িপেতে থাকা শয়তানরা একজন অন্যজনের উপরে অবস্থান করে আর উক্ত কালিমা শুনে নেয়। এরপরে তারা তাদের নিচে থাকা শয়তানের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এরপরে তাকে উৎক্ষিপ্ত আগুনের ফুলকি আক্রমণ করে। আর নিচে থাকা ঐ শয়তান এই কথাকে যাদুকর ও গোণকের জিহ্বাতে ঢেলে দেয়। তখন সে এতে শত মিথ্যা যোগ করে তা বলে। তিনি বলেন: তখন সে [শ্রবণকারী] বলে: ‘সে কি অমুক অমুক দিনে এই এই হবে, এভাবে বলেনি?’ সুতরাং তখন উক্ত কালিমার কারণে তাকে সত্যায়ন করা হয়ে থাকে।”^[১৭৮]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجالٍ من الأنصار رضي الله عنهم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رُمي بنجمٍ فاستنار... الحديث بتمامه.

১৪৩. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা কতিপয় আনছার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আমরা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম, তখন একটি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হল আর (চতুর্দিক) আলোকিত হয়ে গেল। এরপরে তিনি পুরো হাদীছটি বর্ণনা করেন।^[১৭৯]

وَحَبْرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في "كِتَابِ التَّوَكُّلِ".

১৪৪. [এছাড়াও] সাঈদ ইবনু জুবায়েরের ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীছ, যা ‘কিতাবুত তাওয়াক্কুল’ এ বর্ণিত হয়েছে।^[১৮০]

عَنِ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: إِذَا حَدَّثَ أَمْرٌ، عِنْدَ الْعَرْشِ سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، صَوْتًا كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ قَالَ: فَيُغْشَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ: فَيَقُولُونَ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ.

১৪৫. শাবী রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন আরশের অধিপতির কাছে কোন বিষয় সংঘটিত হয়ে থাকে, তখন ফেরেশতারা শিকল-ধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনতে পায়। এরপরে তিনি বলেন: তখন তারা অজ্ঞান হয়ে যায়। যখন

[১৭৮] বুখারী; হা/ ৪৭০১।

[১৭৯] মুসলিম; হা/ ২২২৯।

[১৮০] বুখারী; হা/৫৭৫২ ও মুসলিম; হা/২২০।

তাদের ভয় কেটে যায়, তখন তারা বলতে থাকে: তোমাদের রব কী বলেছেন?
তখন তারা বলেন: তিনি যা চেয়েছেন, সত্যই (বলেছেন), আর তিনিই সুউচ্চ
ও মহান।^[১৮১]

عَنِ الضَّحَّاكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَلَٰصَةً
كَصَلَاةِ الْحَدِيدِ عَلَى الصَّفْوَانِ»

১৪৬. দ্বহ্বাক রহিমাতুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন আল্লাহ ওহী হিসেবে
কথা বলেন, আসমানের অধিবাসীরা তখন স্বচ্ছ পাথরের উপরে লোহার শিকল
পতিত আওয়াজের ন্যায় ধ্বনি শুনতে পায়।^[১৮২]

وَعَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾، قَالَ: «تُجَلَّى عَلَى
قُلُوبِهِمْ»

১৪৭. হাসান রহিমাতুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾

“যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের অন্তর হতে ভীতি দূরীভূত হয়।” সূরা সাবা: ২৩।

এর অর্থ- যখন তাদের অন্তর হতে [ভীতি] সরে যায়।^[১৮৩]

[১৮১] আছার হিসেবে ছহীহ: তাফসীরে ইবনু জারীর; ২২/৯৮।

[১৮২] আছার হিসেবে ছহীহ: তাফসীরে ইবনু জারীর; ২২/১০০।

[১৮৩] আছার হিসেবে ছহীহ: আদ-দুররুল মানছুর লিল আনবারী; ০৫/৪৪৪। তবে তিনি
(تجلى) শব্দের পরিবর্তে (انجلى) শব্দ ব্যবহার করেছেন।

بَابُ صِفَةِ نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ لِلْوَحْيِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ صَوْتًا كَصَلْصَلَةِ الْجَرَسِ.

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে ওহী নাযিল হওয়ার ছিফাত এবং তিনি কখনো কখনো তা লোহার শিকল পতিত আওয়াজের ন্যায় শব্দ হিসেবে শুনতে পেতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، فَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتِمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعْيِي مَا يَقُولُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

১৪৮. ‘আয়িশাহ রদিইয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, হারিস ইবনু হিশাম আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আগমন করে? তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “কোন কোন সময় তা লোহার শিকল পতিত আওয়াজের ন্যায় আমার নিকটে আসে। আর এটিই আমার উপর সবচেয়ে কষ্টকর হয় আর আমার ঘাম ঝরে যায়। ফেরেশতা যা বলে আমি তা মুখস্থ করে নেই, আবার কখনো ফেরেশতা কোন একজনের আকার ধারণ করে আমার সাথে কথা বলে। তখন সে যা বলে, আমি তা মুখস্থ করে নেই।” ‘আয়িশাহ রদিইয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে তাকে ওহী নাযিলরত অবস্থায় এভাবে দেখেছি যে, তার কপাল ঘর্মসিক্ত হচ্ছিল।^[১৪৮]

بَابُ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُكَلِّمُ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ تَرْجُمَانٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ

অচিরেই ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। আর সেদিন আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন ভাষ্যকার থাকবে না।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ مَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ قَمَرَةٍ»

وَفِي لَفْظٍ: «سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ» وَقَالَ: «لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ»

১৪৯. ‘আদী ইবনু হাতিম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “অচিরেই ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। আর সেদিন আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন ভাষ্যকার থাকবে না। এরপরে বান্দা ডান দিকে তাকিয়ে তার পূর্বে প্রেরণ করা আমল ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। এরপরে সে বামে তাকিয়েও সে যা প্রেরণ করেছে তাই দেখতে পাবে। এরপরে সে আবার তার সামনে তাকাবে এবং তখন তার চেহারার সামনে শুধু জাহান্নামই দেখতে পাবে। সুতরাং একটি খেজুর টুকরা দিয়ে হলেও তোমরা [জাহান্নামের] আগুন হতে বেচে থাক।”

অন্য শব্দে এসেছে: “অচিরেই তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবেন। আর তাঁর ও বান্দার মধ্যে কোন ভাষ্যকার থাকবে না।” রাবী বলেন: “তখন তাঁর ও ব্যক্তির মধ্যে কোন ভাষ্যকার অথবা পর্দা থাকবে না।” [১৮৫]

وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلَا تَرْجُمَانٌ»

১৫০. বুরাইদাহ ইবনুল হুছাইব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের

মধ্যে এমন কেউই নেই যার সাথে তার রব কথা বলবেন না। এবং তখন তাঁর ও ব্যক্তির মধ্যে কোন ভাষ্যকার অথবা পর্দা থাকবে না।”^[১৮৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَا غَرَّكَ بِي، مَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ؟

১৫১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার রব অচিরেই কথা বলবেন এবং তিনি বলবেন: হে বনী আদম! আমার ব্যাপারে তোমাকে কোন জিনিস ধোকায়ে নিমজ্জিত করেছিল? তুমি যা জেনেছিলে সে অনুযায়ী কীরূপ আমল করেছিলে? প্রেরিত রসূলদেরকে তুমি কীরূপ জবাব দিয়েছিলে?”^[১৮৭]

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّنُ امْرِئٍ وَأَشَأْمُهُ بَيْنَ حَيِّهِ»

১৫২. ‘আদী ইবনু হাতিম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “বান্দার ডান ও বাম [নির্ধারিত হয়] তার দুই চোয়ালের ভিতরে তথা জিহ্বার কারণে।”^[১৮৮]

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَيُّنُ امْرِئٍ وَأَشَأْمُهُ بَيْنَ حَيِّهِ»

১৫৩. ‘আদী ইবনু হাতিম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: “বান্দার ডান ও বাম [নির্ধারিত হয়] তার দুই চোয়ালের ভিতরে তথা জিহ্বার কারণে।”^[১৮৯]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما) বলেন: এটিই [মাউকুফ হওয়া] ছহীহ।

[১৮৬] হাসান: আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের আস-সুনাহ; হা/৪৬৪।

[১৮৭] আছার হিসেবে ছহীহ: ত্ববারানীর আল-মু‘জামুল কাবীর; হা ৯/৮৮৯৯ ও ৮৯০০।

[১৮৮] ছহীহ: ত্ববারানীর আল-মু‘জামুল কাবীর; হা ১৭/১৯৮, ইবনু হিব্বান; হা/ ৫৭১৭।

[১৮৯] পূর্বোক্ত।

بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ مَا يُكَلِّمُ بِهِ الْخَالِقُ جَلَّ وَعَلَا عِبَادَهُ مِمَّا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ اللَّهَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের সাথে যে কথা বলবেন তার কতিপয় বর্ণনা

مِنْ غَيْرِ تُرْجُمَانٍ يَكُونُ بَيْنَ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ وَالْبَيَانُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُكَلِّمُ
الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقَ أَيْضًا تَقْرِيرًا وَتَوْبِيخًا

আর পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোনরূপ ভাষ্যকার থাকবে না। আর এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহ তা‘আলা কাফির ও মুনাফিকদের স্বীকৃতি আদায় ও তিরস্কারের জন্য তাদের সাথেও কথা বলবেন।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، وَجَاءَ آخِرُ، فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنِيتُ عَنْهَا، فَقَالَ: «لَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لِيُفْتَحَنَّ عَلَيْنَا كُنُوزُ كِسْرَى»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كِسْرَى بَنُ هُرْمَزٍ؟ قَالَ: "كِسْرَى بَنُ هُرْمَزٍ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يَجِيءُ بِمِلْءٍ كَفِّهِ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةً يَلْتَمِسُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ، وَلَيَلْقَيْنَنَّ اللَّهُ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُرْجِمُ لَهُ، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا فَأَفْضَلَ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِكَلِمَةً طَيِّبَةً،" قَالَ عَدِيُّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ يَرْتَحِلُونَ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى يَطُوفُوا بِالْكَعْبَةِ آمِنِينَ لَا يَخَافُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ، لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَجِيءُ الرَّجُلُ بِمِلْءٍ كَفِّهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ»

১৫৪. আদী ইবনু হাতিম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন

এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। অতঃপর আর এক ব্যক্তি এসে ডাকাতির উপদ্রবের কথা বলে অভিযোগ করল। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ?” আমি বললাম: না, তবে স্থানটি সম্পর্কে আমার জানা আছে। তিনি বললেন: “যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল মহিলা হীরা হতে রওয়ানা হয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে, সে আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কাউকে ভয় করবে না।” আমি মনে মনে বলতে লাগলাম: তাঈ গোত্রের ডাকাতগুলো কোথায় যাবে যারা দেশকে জ্বালিয়ে তছনছ করে দিচ্ছে? তিনি বললেন: “যদি তোমার হায়াত দীর্ঘ হয়, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে যে তোমরা কিসরার ধনভান্ডার দখল করেছে।” আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কিসরা ইবনু হুরমুযের? নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “হ্যাঁ, কিসরা ইবনু হুরমুযের। তোমার হায়াত যদি দীর্ঘ হয়, তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুঠভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তির খোঁজ করে বেড়াবে, যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু সে কাউকেই গ্রহণকারী হিসেবে পাবে না। আর অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকেই ক্বিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে অন্য কোন ভাষ্যকার থাকবে না, যে ভাষান্তর করে দেবে। আল্লাহ বলবেন: আমি কি তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রাসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে: হ্যাঁ, প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলবেন: আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি এবং দয়া করিনি? তখন সে বলবে: হ্যাঁ, দিয়েছেন। অতঃপর সে ডান দিকে তাকাবে, আর সে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার সে বাম দিকে তাকাবে, তখনো সে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।” এরপরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “সুতরাং একটি খেজুর টুকরা দিয়ে হলেও তোমরা [জাহান্নামের] আগুন হতে বেচে থাক। যদি তা না পার, তবে কমপক্ষে উত্তম কথার মাধ্যমে।” আদী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আমি নিজে দেখেছি, একদল উষ্ট্রারোহী হীরা হতে রওয়ানা হয়ে কা’বা শরীফ তাওয়াফ করেছে নিরাপদভাবে। আর তাদের মনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভয় ছিল না। আর পারস্য সম্রাট কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। তোমরা যদি আরও কিছুদিন বেঁচে থাক তাহলে দেখতে পাবে যেমন (ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে) আবুল কাসিম ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন: “এক ব্যক্তি এক মুষ্টি ভর্তি সোনা অথবা রূপা নিয়ে বের হবে কিন্তু সে এমন কাউকেই পাবে না, যে তার কাছ থেকে এটা গ্রহণ করবে।”^[১৯০]

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ الشَّافِي لِصِحَّةِ مَا تَرْجُمْتُهُ لِلْبَابِ قَبْلَ هَذَا إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُكَلِّمُ الْكَافِرَ
وَالْمُنَافِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقْرِيرًا وَتَوْيِيحًا

ইতোপূর্বে যেমনটি আমি শিরোনাম দিয়েছি, এর আগের অধ্যায়ে, এ মর্মে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের সাথে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য এবং তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য কথা বলবেন- এ কথার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা।

ঐ সময়ে দুনিয়াতে করা কুফুরীর ব্যাপারে কাফিরদের স্বীকৃতি প্রদান এ মর্মে যে, সে দুনিয়াতে কখনো ধারণা করেনি, সে তার রবের সাথে ক্বিয়ামতের দিনে সাক্ষাত করবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এ ব্যাপারে ঈমান রাখবে না এবং অন্তরে বিশ্বাস করবে না, সে তার রবের সাথে ক্বিয়ামতের দিনে সাক্ষাত করবে, সে ব্যক্তি কাফির, মুমিন নয়।

একথার বর্ণনা- মুনাফিকদের দাবি হবে ঐ সময়ে এ মর্মে যে, সে তার রবের ব্যাপারে, তাঁর নাবী ও কিতাবের প্রতি ঈমান রাখত এবং সে দুনিয়াতে সিয়াম পালনকারী, ছুলাত আদায়কারী, কুরবানী আদায়কারী ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের রান, তাদের গোশত এবং হাড়কে দিয়ে তারা দুনিয়াতে যা আমল করত সে ব্যাপারে কথা বলাবেন; তাদের মুখের উক্ত দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ عِنْدَ الظُّهْرِ لَيْسَتْ فِي سَحَابٍ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَا رَبِّكُمْ، كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَاهُمَا قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ: أَيُّ قُلٍّ - يَعْنِي يَا فُلَانُ أَلَمْ أُكْرِمَكَ؟ أَلَمْ أُسَوِّدَكَ؟ أَلَمْ أُزَوِّجَكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَتْرُكَكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّي قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي؟ قَالَ: لَا يَارَبِّ قَالَ: فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي: فَيَقُولُ: أَلَمْ أُكْرِمَكَ؟ أَلَمْ أُسَوِّدَكَ؟ أَلَمْ أُزَوِّجَكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَأَتْرُكَكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ؟ قَالَ: بَلَى، يَارَبِّ قَالَ: فَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِي؟ قَالَ: لَا يَا رَبِّ، قَالَ: فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى

الثَّالِثُ ، فَيَقُولُ: مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبْدُكَ، آمَنْتُ بِكَ وَبِنَبِيِّكَ وَبِكِتَابِكَ، وَصُمْتُ وَصَلَّيْتُ، وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَفَلَا نَبَعْتُ عَلَيْكَ شَاهِدَنَا؟ قَالَ: فَيُنْكَرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ قَالَ: فَيُخْتَمَ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ: لِفَخِذِهِ انْطِقِي قَالَ: فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَحُمُهُ وَعِظَامُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ، فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ لِيُعَذَرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ "قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَلَا اتَّبَعْتُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১৫৫. আবু আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোকেরা এ কথা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যাতে পড়তে হয়?”

তখন তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত দিনের মধ্যভাগে সূর্যকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যাতে পড়তে হয়?” তখন তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন: “সুতরাং যার পবিত্র হাতে আমার জান, তার শপথ! তোমরা তোমাদের রবকে দেখার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যায় পড়বে না, যেমনটি এই দু’টিকে [সূর্য ও চন্দ্র] দেখতে কোন অসুবিধা হয় না।” এরপরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এরপরে তিনি বান্দার সাথে সাক্ষাত করবেন আর বলবেন: হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব প্রদান করিনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ দিয়েছিলাম না? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম না? আমি কি তোমাকে নেতা ও এক-চতুর্থাংশের অধিকারী পরিচালক হিসেবে অবকাশ দিয়েছিলাম না? সে তখন বলবে: জ্বী, হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: তুমি কী এটা বিশ্বাস করেছিলে যে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে? তখন সে বলবে: না, হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: আজ আমি তোমাকে ভুলে যাব যেভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপরে বললেন: তারপরে তিনি দ্বিতীয় এক বান্দার সাথে সাক্ষাত করবেন, আর বলবেন: আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? আমি কি তোমাকে নেতৃত্ব প্রদান করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম না? আমি কি তোমাকে নেতা ও এক-চতুর্থাংশের অধিকারী পরিচালক হিসেবে অবকাশ দিয়েছিলাম না? সে তখন বলবে: জ্বী, হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: তুমি কী এটা বিশ্বাস করেছিলে যে তুমি আমার সাথে

সাক্ষাত করবে? তখন সে বলবে: না, হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: আজ আমি তোমাকে ভুলে যাব যেভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে। তিনি [আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন: এরপরে তিনি তৃতীয় এক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করবেন: তুমি কে? সে বলবে: আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার উপরে, আপনার নাবীর উপরে, আপনার কিতাবের উপরে ঈমান এনেছিলাম, ছলাত আদায় করেছিলাম, ছাওম পালন করেছিলাম, দান-ছদকা করেছিলাম এবং সে তার সাধ্যমত নিজের ভালো কাজের দ্বারা প্রশংসা করতে থাকবে। তখন তাকে বলা হবে: “আমি কি তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থাপন করব না? তিনি [আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন: তখন ঐ ব্যক্তি মনে মনে ভাববে: কেই বা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে? আল্লাহর রসূল বলেন: তখন ঐ ব্যক্তির মুখে সীল মেরে দেওয়া হবে, আর তার উরুকে বলা হবে: কথা বল। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তখন তার উরু, মাংস, হাড় ইত্যাদি সে যা যা করেছিল, সে ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, সে মুনাফিক ছিল। আর এটা এ কারণে যে, সে তার পক্ষ হতে উষর পেশ করবে। আর এ কারণেও যে, আল্লাহ তার উপরে রাগান্বিত হয়েছেন। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: এরপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকবে: “প্রত্যেক উম্মাত বা জাতী কি তাদের অনুসরণ করবে না, যাদের তারা ইবাদত করত।” এরপরে হাদীছটি তিনি দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন।^[১৯১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ قَائِلُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي ظَهِيرَةِ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: مَا تُضَارُّونَ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا، يَلْقَى الْعَبْدُ ، فَيَقُولُ: "أَيُّ قُلٍّ: أَلَمْ أَكْرِمَكَ؟، أَلَمْ أَزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْحَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَتْرُكْكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ؟" فَيَقُولُ: بَلَى فَيَقُولُ: «فَظَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ»، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: «إِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي» قَالَ: ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي: "أَيُّ قُلٍّ: أَلَمْ أَكْرِمَكَ؟ أَلَمْ أَزَوِّجْكَ؟ أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْحَيْلَ وَالْإِبِلَ؟ أَلَمْ أَتْرُكْكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ؟" فَيَقُولُ: بَلَى، «فَظَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ؟»، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ: فَيَقُولُ: رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ، وَصَلَّيْتُ وَتَصَدَّقْتُ قَالَ: فَيَقُولُ: «أَلَا أَبْعَثُ شَاهِدًا يَشْهَدُ عَلَيْكَ»، فَيُنْكَرُ فِي نَفْسِهِ، مَنِ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى

فِيهِ، وَيَقُولُ لِفَخِيذِهِ: «انْطِقِي»، فَتَنْطِقُ فَخِيذُهُ وَعَظْمُهُ وَحُمُهُ بِمَا كَانَ يَفْعَلُ، فَذَلِكَ الْمُنَافِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يَعْذِلُ نَفْسَهُ، وَذَلِكَ الَّذِي سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: أَلَا تَتَّبِعُ كُلَّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَيَتَّبِعُ الشَّيَاطِينَ وَالصَّلِيبَ أَوْلِيَاءُ هُمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وَبَقِينَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَيَأْتِينَا رَبُّنَا، فَيَقُولُ: «عَلَى مَا هَوَلَاءُ؟» فَنَقُولُ: نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ آمَنَّا بِرَبِّنَا، وَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَهُوَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَهُوَ يَأْتِينَا، وَهُوَ يَشَبِّتُنَا، وَهَذَا مُقَامُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَيَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ»، فَانْطَلِقُوا» فَتَنْطَلِقُ حَتَّى نَأْتِيَ الْجِسْرَ، وَعَلَيْهِ كَلَالِيبُ مِنْ نَارٍ تَخْطَفُ عِنْدَ ذَلِكَ حَلَّتِ الشَّفَاعَةُ أَيُّهَا اللَّهُمَّ سَلِّمْ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ، فَإِذَا جَاوَزَا الْجِسْرَ، فَكُلُّ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجًا مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا يَمْلِكُ، فَتُكَلِّمُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ تَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، يَا مُسْلِمُ هَذَا خَيْرٌ.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا عَبْدٌ لَا تَوَى عَلَيْهِ، يَدْعُ أَبَا وَيَلِجَ مِنْ آخَرٍ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

১৫৬. আবু আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদল মানুষ বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের রবকে ক্বিয়ামতের দিনে দেখতে পাব? তখন তিনি বললেন: মধ্য দিবসে মেঘমুক্ত সূর্যকে দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় কী? তারা বললেন: না। তখন তিনি বললেন: মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখতে তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়? তারা তখন বললেন: না। তখন তিনি বললেন: ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জান, এদেরকে দেখতে তোমাদের যেমন কোন সমস্যা হয়না, ঠিক তেমনি তাঁকে দেখতেও তোমাদের কোন সমস্যা হবে না। এরপরে তিনি একজন বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং বলবেন: “হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ দিয়েছিলাম না? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম না? আমি কি তোমাকে নেতা ও এক-চতুর্থাংশের অধিকারী পরিচালক হিসেবে অবকাশ দিয়েছিলাম না?” সে তখন বলবে: জ্বী। তখন তিনি বলবেন: “তুমি কী এটা বিশ্বাস করেছিলে যে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে?” তখন সে বলবে: না। তখন তিনি বলবেন: “নিশ্চয় আজ আমি তোমাকে ভুলে যাব যেভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।” তিনি বলেন: এরপরে তিনি দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন, আর বলবেন: “হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিনি? আমি কি তোমাকে বিবাহ দিয়েছিলাম না? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম না? আমি কি তোমাকে নেতা ও

এক-চতুর্থাংশের অধিকারী পরিচালক হিসেবে অবকাশ দিয়েছিলাম না?” সে তখন বলবে: জ্বী। তখন তিনি বলবেন: “তুমি কী এটা বিশ্বাস করেছিলে যে তুমি আমার সাথে সাক্ষাত করবে?” তিনি বলেন: এরপরে তিনি তৃতীয় আরেক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন, আর সে তখন বলবে: হে আমার রব! আমি তো আপনার উপরে এবং আপনার কিতাবের উপরে ঈমান এনেছিলাম, আমি ছুলাত আদায় করেছিলাম, ছুদকা করেছিলাম। তিনি বলেন: তখন আল্লাহ বলবেন: “আমি কী তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থাপন করব না?” তখন ঐ ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করবে, কে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে? তিনি [আল্লাহর রসূল] বলেন: তখন তার মুখের উপরে সীল মেরে দেওয়া হবে। আর তার উরুকে বলা হবে: কথা বল। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: তখন তার উরু, হাড় ও মাংস ইত্যাদি সে যা যা করেছিল, সে ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, সে মুনাফিক ছিল। আর এটা এ কারণে যে, সে তার পক্ষ হতে উযর পেশ করবে। আর এ কারণেও যে, আল্লাহ তার উপরে রাগান্বিত হয়েছেন। এরপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকবে: “প্রত্যেক জাতি কি তাদের অনুসরণ করবে না, যাদের তারা ইবাদত করত?” তখন শয়তান, ক্রুশ ও তাদের সহচরেরা জাহান্নামের পথ অনুসরণ করবে। হে মুমিনগণ! শুধু আমরাই সেখানে বাকী থেকে যাব। তখন আমাদের রব আসবেন আর বলবেন: এরা কোন পথের? তখন আমরা বলব: আমরা আল্লাহর মুমিন বান্দা। আমরা তাঁর উপরে ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করিনি। আর তিনিই আমাদের মহিমান্বিত ও সম্মানিত প্রভু। তিনি এখানে আসবেন আর আমাদেরকে সাব্যস্ত বা দৃঢ় করবেন। আর তিনি আসার আগ পর্যন্ত এটিই আমাদের অবস্থান। তখন তিনি বলবেন: আমিই তোমাদের রব, সুতরাং তোমরা চল। আমরা তখন চলতে থাকব একটি সাঁকোর কাছে উপনীত হওয়া পর্যন্ত। সেখানে আগুনের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কীলক বা পেরেক সদৃশ কাটা থাকবে। আর সেখানে শাফা‘আত বাস্তবায়িত হবে: [এ কথা বলে] “হে আল্লাহ রক্ষা কর। হে আল্লাহ রক্ষা কর।” সুতরাং এরপরে যখন তারা সাঁকোটি পার হয়ে যাবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি সে যা আল্লাহর রাস্তায় তার মালিকানার সম্পদ যুগল হতে দান করেছে, জান্নাতের খাযানা তার সাথে কথা বলবে: হে আল্লাহর বান্দা, হে মুসলিম, এটা উত্তম।

আবু বাকর রদ্বীইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: হে আল্লাহর রসূল! এই বান্দার জন্য তো কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, যে এক দরজা ছেড়ে দিয়ে অন্য দরজা দিয়ে

প্রবেশ করবে। তখন তিনি তার কাঁধের উপরে হাত দিয়ে বললেন: “আমি আশা করি যে, তুমি তাদের মধ্য হতে একজন হবে।”^[১৯২]

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ: «تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ»، فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ رَأْسَ الْقَوْمِ كَانَ لَهُ الْمَرْبَاعُ، وَهُوَ الرَّبْعُ.

১৫৭. মুহাম্মাদ উবনু মাইমুন বলেন, সুহাইল ইবনু আবী ছালিহের হাদীছ সম্পর্কে সুফইয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: “ترأس وتربع” শব্দের অর্থ হচ্ছে: যখন কোন ব্যক্তি সম্প্রদায়ের নেতা হত, তখন তার জন্য লব্ধ সম্পদ হতে এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বেশি থাকত।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: «لَا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১৫৮. আবু আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোকেরা এ কথা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত সূর্যকে ঠিক দুপুরে দেখতে তোমাদের কি কোন সমস্যা হয়?” তারা বললেন: না। এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।^[১৯৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا، وَمَالًا، وَوَلَدًا، وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ، وَتَرَكْتُكَ تَرَأْسُ وَتَرْبَعُ؟ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيٌّ فِي يَوْمِكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ لَهُ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي.

১৫৯. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত আছে যে, তারা উভয়েই বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “একজন বান্দাকে ক্বিয়ামতের দিনে নিয়ে আসা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে: আমি কি তোমাকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, সম্পদ ও সন্তান

[১৯২] পূর্বোক্ত।

[১৯৩] পূর্বোক্ত।

দান করিনি? তোমার জন্য কি আমি ক্ষেত-খামার ও চতুষ্পদ জন্তুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম না? আর তোমাকে আমি নেতৃত্ব ও এক-চতুর্থাংশের অধিকারী পরিচালক হিসেবে অবকাশ দিয়েছিলাম না? তাহলে তুমি কি তোমার এই দিনে আমার সাথে সাক্ষাত করবে, এটা বিশ্বাস করতে? তিনি বলেন: তখন সে বলবে: না। তখন তিনি বলবেন: “নিশ্চয় আজ আমি তোমাকে ভুলে যাব যেভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।”^[১৯৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ فَيَقُولُ: "أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا، حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَنَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي تَعْرِفُونَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوهُمْ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১৬০. আবু আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লোকেরা এ কথা জিজ্ঞাসা করল: “হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের রবকে দেখতে পাব?” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করলেন। [এক পর্যায়ে বললেন:] “এরপরে তিনি বলবেন: আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে: আমরা আল্লাহর কাছে আপনার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা আমাদের স্থান, যতক্ষণ না আমাদের রব আমাদের কাছে তাশরীফ আনেন। আর আমাদের রব আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে চিনতে পারব। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের কাছে তারা যে আকৃতিতে আল্লাহকে চিনতে পারবে সেই আকৃতিতে আগমন করবেন। তখন তারা বলবে: আপনিই আমাদের রব। তখন তিনি তাদেরকে আহ্বান করবেন।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছটি বর্ণনা করলেন।^[১৯৫]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ وَقَالَ: "ثُمَّ يَتَبَدَّى اللَّهُ لَنَا فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ، الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَبَقِيْتُمْ، فَلَا يُكَلِّمُهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ فَارْقَنَّا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ كُنَّا إِلَى صَحْبَتِهِمْ فِيهَا أَحْوَجَ، لَحِقَتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ

[১৯৪] হাসান: তিরমিযী; হা/২৪২৮।

[১৯৫] বুখারী; হা/৮০৬, মুসলিম; হা/৩০০।

مِنْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ آيَةٌ تَعْرِفُونَهَا ، فَنَقُولُ نَعَمْ: فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ
فَنَخِرُ سُجَّدًا أَجْمَعُونَ وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سَمْعَةً ، وَلَا رِيَاءً، وَلَا نِفَاقًا
إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقًا وَاحِدًا، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ قَالَ: ثُمَّ نَرْفَعُ رُءُوسَنَا،
وَقَدْ عَادَ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَنَقُولُ: نَعَمْ ، أَنْتَ
رَبُّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ " ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .

১৬১. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের রবকে ক্বিয়ামতের
দিনে দেখতে পাব? তখন তিনি লম্বা হাদীছ বর্ণনা করলেন এবং বললেন:
এরপরে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সামনে প্রকাশিত হবেন, যে আকৃতিতে
আমরা তাঁকে প্রথমবার দেখেছিলাম সেই আকৃতি ব্যতিরেকে অন্য আকৃতিতে
আসবেন এবং তখন তিনি বলবেন: হে লোকেরা! প্রত্যেক জাতী তারা যাদের
ইবাদত করত, তাদের সাথে মিলিত হয়েছে, আর তোমরা বাকী রয়ে গিয়েছ।
সেই দিন নাবীগণ ছাড়া আর কেউই কথা বলবে না, তারা বলবেন: লোকেরা
দুনিয়াতে আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছিল, আমরা দুনিয়াতেই তাদের সহচর
হওয়ার অধিকতর মুখাপেক্ষী ছিলাম। প্রত্যেক জাতী তারা যাদের ইবাদত
করত, তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। আর আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের
রবের জন্য, আমরা যার ইবাদত করতাম। তখন তিনি বলবেন: আমি
তোমাদের রব। তারা তখন বলবেন: আল্লাহর কাছে আমরা আপনার থেকে
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তিনি বলবেন: আল্লাহ এবং তোমাদের মধ্যে কি
এমন কোন নিদর্শন রয়েছে যার দ্বারা তোমরা চিনতে পারবে? তখন আমরা
বলব: হ্যাঁ, তিনি তাঁর পায়ের নলাকে প্রকাশ করবেন আর আমরা তখন
সকলেই সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাদের মধ্যে যারা দুনিয়াতে খ্যাতি,
লোক দেখানো অথবা মুনাফিক অবস্থায় সিজদা করত, তাদের পিঠের উপরে
একটি স্তর দিয়ে দেওয়া হবে, তারা যখনই সিজদা করতে যাবে, তখনই তারা
পিছনের দিকে উল্টে পড়ে যাবে। তিনি বলেন: এরপরে আমাদের সৎকর্মশীল
ও অপরাধী সবাই মাথা উত্তোলন করবে। আল্লাহ তা‘আলাকে যে আকৃতিতে
আমরা প্রথমবার দেখেছিলাম সেই রূপে তিনি ফিরে আসবেন এবং বলবেন:
আমি তোমাদের রব। আমরা তখন তিনবার বলব: হ্যাঁ, আপনিই আমাদের
রব। এরপর তিনি বাকী হাদীছটি বর্ণনা করেন।^[১৯৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَلْتَفَتْ، وَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ.

১৬২. আবু আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই দৃষ্টিপাত করবে আর পায়ের নলা প্রকাশ করা হবে।^[১৯৭]

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ يَشْكُوَانِ إِلَيْهِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعِيْلَةَ وَيَشْكُو الْآخَرَ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ، فَلَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيرُ مِنَ الْحَيْرَةِ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعِيْلَةُ، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ، فَلَا يَجِدَ مَنْ يَقْبَلُهَا، ثُمَّ لَيَقْفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَيْسَ بَيْنَهُ حَاجِبٌ يَحْجُبُهُ، وَلَا تُرْجَمَانُ يُتْرَجَمُ لَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ آتِكَ مَالًا؟، فَيَقُولُ: بَلَى بَلَى، فَيَقُولُ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا؟، فَيَقُولُ: بَلَى، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمْ النَّارَ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

১৬৩. আদী ইবনু হাতিম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একদা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন দুই ব্যক্তি এসে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করছিল। তাদের একজন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আর অপরজন এসে ডাকাতির উপদ্রবের কথা বলল। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ডাকাতির উপদ্রবের ব্যাপার হল: খুব অল্পদিন পরেই এমন সময় আসবে, যখন হীরা হতে একটি উটে আরোহনকারী কোন রকম পাহারা ছাড়াই মক্কাতে এসে পৌঁছবে। আর দুর্ভিক্ষের ব্যাপার হল: ততদিন পর্যন্ত ক্রিয়ামত ক্বায়েম হবে না, যতদিন না একজন তার যাকাতের সম্পদ বের করবে, অথচ সে তা গ্রহণকারী হিসেবে কাউকে পাবে না। এরপরে তোমাদের একজন (প্রত্যেক ব্যক্তি) আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, আল্লাহ ও তার মধ্যে কোন পর্দা থাকবে না, আর তিনি তার সাথে কোন ভাষ্যকার ছাড়াই কথা বলবেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন: আমি কি তোমাকে মাল দান করেছিলাম না? তখন সে বলবে: জ্বী! তখন তিনি বলবেন: আমি কি তোমার কাছে কোন রসূল প্রেরণ করেছিলাম না? তখন সে বলবে: জ্বী! তখন সে তার ডানে তাকাবে, জাহান্নাম

ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। সে তার বাম তাকাবে, জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন জাহান্নাম হতে সতর্ক থাকে, হোক তা একটি খেজুর দিয়ে, যদি তাও না পায় তবে কমপক্ষে উত্তম কথা দ্বারা।”^[১৯৮]

وَفِي خَبَرِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَأَقْيَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَائِلٌ مَا أَقُولُ: أَلَمْ أَجْعَلْكَ سَمِيعًا بَصِيرًا، أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا؟ فَمَاذَا قَدَّمْتَ؟ فَنَظَرَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا، وَلَا يَتَّقِي النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ لَيِّنَةٍ.

১৬৪. সিমাক ইবনু হারবের বর্ণনায় এসেছে, তিনি আব্বাদ ইবনু হুবাইশ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আদী ইবনু হাতিম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের প্রত্যেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন আমি যা বলছি তিনি তাই বলবেন: “আমি কি তোমাকে শ্রবণ শক্তির অধিকারী ও চক্ষুস্থান হিসেবে তৈরী করেছিলাম না? আমি কি তোমার জন্য সম্পত্তি ও সন্তানাদির ব্যবস্থা করেছিলাম না? তুমি (তার বিপরীতে) কী পাঠিয়েছ?” তখন ঐ ব্যক্তি তার সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে তাকাবে, সে কোন [আশানুরূপ] কিছু দেখতে পাবে না। সে তার মুখের উপরে আগুন এসে যাওয়া হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকেই জাহান্নাম হতে সতর্ক থাক, হোক তা একটি খেজুর দিয়ে, যদি তাও না পাও, তবে কমপক্ষে একটি কোমল কথা দ্বারা।”^[১৯৯]

আবু বাকর খুযাইমা (رضي الله عنه) বলেন: আবু সাঈদ এবং আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা মুমিন এবং মুনাফিকদের সাথে ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহ ও তাদের মধ্যে কোন ভাষ্যকার ছাড়াই কথা বলবেন, যখন এটা জায়েজ নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কতিপয় বান্দা অথবা তাদের সকলেই এ কথা বলবে: আমি তোমাদের রব এবং তারা এটাও বলবে না যে: আমি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের রব।

[১৯৮] বুখারী; হা/১৪১৩।

[১৯৯] ছুহীহ: আহমাদ; ৪/৩৭৮ ও ৩৭৯, তিরমিযী; হা/ ২৯৫৪।

তবে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের সাথে কথা বলবেন সেই অর্থে নয়, যে অর্থে তিনি মুমিনদের সাথে কথা বলবেন। আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের সাথে কথা বলবেন তাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে এবং তাদেরকে তিরস্কার স্বরূপ। পক্ষান্তরে তিনি মুমিনদের সাথে কথা বলবেন আর তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবেন সে সম্পর্কে যা আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাদের জন্য রয়েছে। এই কথার ধরন হচ্ছে তার অভিভাবকত্বে থাকা এবং তার আনুগত্যশীল বান্দাদের সাথে কথা বলার ন্যায়।

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ: رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبَوًّا، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ.

১৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমি সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হওয়া এবং সবশেষে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করা ব্যক্তি সম্পর্কে ভালোভাবেই জ্ঞাত। এক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিতে দিতে বের হয়ে আসবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন যাও আর জান্নাতে প্রবেশ কর।” এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন।^[২০০]

وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ.

১৬৬. আদী ইবনু হাতিম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই আল্লাহ তা‘আলা কথা বলবেন না, আর তার মধ্যে আর আল্লাহ তা‘আলার মধ্যে কোনরূপ পর্দাও থাকবে না।^[২০১]

[২০০] বুখারী; হা/৬৫৭১, মুসলিম; হা/১৮৬।

[২০১] প্রাগুক্ত।

بَابُ ذِكْرِ الْفَرْقِ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذُنُوبَهُ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ يُرِيدُ مَغْفِرَتَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ , وَبَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ الْكَافِرِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ , كَاذِبًا عَلَى رَبِّهِ , ضَالًّا عَنْ سَبِيلِهِ , كَافِرًا بِالْآخِرَةِ

বরকতময় নামসমূহ ও সমুন্নত মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার কথা বলা এমন মুমিনের সাথে, যার পাপসমূহকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে গোপন রেখেছেন আর আখিরাতেও তাকে ক্ষমা করে দিতে চান এবং এমন কাফিরের সাথে তাঁর কথা বলা, যে দুনিয়াতে মহা-সম্মানিত আল্লাহর ব্যাপারে ঈমান আনেনি, স্বীয় রবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, তাঁর পথ হতে পথচ্যুত এবং আখিরাতেও ব্যাপারেও অস্বীকারকারী হিসেবে, এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য।

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ: كُنْتُ آخِذَا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّ عَبْدِي، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا؟» فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَيُّ رَبِّي، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَغَفَرْتُهَا لَكَ الْيَوْمَ»، ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ: فَيَقُولُ: ﴿الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿وَفِي لَفْظٍ: "وَأَمَّا الْكُفَّارُ: فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ: أَيُّنَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ."﴾

১৬৭. সফওয়ান ইবনুল মুহরিয় বলেন, আমি একদা ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহুমা হাত ধরে ছিলাম, তখন একটি লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল: [কিয়ামতের দিনে] গোপনে কথা বলার বিষয়ে আপনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন? তখন তিনি তাকে বললেন: আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একজন মুমিনকে কিয়ামতে দিনে কাছে নিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন: এমনকি স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। এরপরে তিনি

বলবেন: হে আমার বান্দা! তুমি কি এই এই পাপকে চিনতে পারছ? তখন সে বলবে: জ্বী, হে আমার রব! যখন সে তার পাপ স্বীকার করবে, আর মনে মনে ভাববে যে, সে ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ বলবেন: আমি তোমার এই পাপ দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলাম, আর আজকেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপরে তার নেক কাজের আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদের ব্যাপারটি হবে এ রকম:

﴿الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

“আর সাক্ষীরা [সাক্ষ্য দেবে] এরাই সেই সমস্ত লোক, যারা তাদের রবের উপরে মিথ্যারোপ করেছিল। জেনে রেখ! জালিমদের উপরেই আল্লাহর লা'নত।” সূরা হূদ: ১৮।

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “আর কাফিরগণ, তাদেরকে এরপরে সাক্ষীদের সামনে পেশ করে বলা হবে: “কোথায় সেই সমস্ত লোক, যারা তাদের রবের উপরে মিথ্যারোপ করেছিল। জেনে রেখ! জালিমদের উপরেই আল্লাহর লা'নত।”^[২০২]

অধ্যায়: ৩৫

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ مِنْ كِتَابِ رَبَّنَا الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ سُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي بِهِ يَكُونُ خَلْقُهُ وَيَبْنَى خَلْقُهُ الَّذِي يَكُونُهُ بِكَلَامِهِ وَقَوْلِهِ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে নাযিলকৃত কিতাব ও নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে আল্লাহর এমন বাণী, যা দ্বারা তাঁর সৃষ্টি অস্তিত্বশীল হয় এবং তাঁর ঐ সৃষ্টি, যা তিনি স্বীয় বক্তব্য ও কথা দ্বারা অস্তিত্ব দান করেন এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য সংক্রান্ত আলোচনা।

আর জাহমীয়াদের এই কথার বিরুদ্ধে দলীল যে, তারা ধারণা করে থাকে, আল্লাহর কালাম হচ্ছে মাখলুক। আমাদের রব এ হতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

“জেনে রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ একমাত্র তাঁরই। জগতসমূহের রব আল্লাহ কতই না বরকতময়!” সূরা আল-আরাফ: ৫৪।

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর সৃষ্টি ও ঐ আদেশের মধ্যে পার্থক্য করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেছেন, [আর সেটি] “واو العطف” বা সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর কথা ও আদেশ দ্বারাই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ﴾

“নিশ্চয় যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি, তখন তাকে বলি, হও, আর সেটা হয়ে যায়।” সূরা আন-নাহল: ৪০।

আর এরপরে তিনি আমাদেরকে আরো জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের মধ্যে অস্তিত্বশীল সত্তাগুলোকে তাঁর “হও” এই বাণী দ্বারা অস্তিত্বে এনেছেন। আর “হও” তাঁর এই কথাটি হচ্ছে যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেন। তাই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ঐ বাণী যার মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেন, তা তাঁর বাণীর মাধ্যমে অস্তিত্বে আসা সৃষ্টি থেকে আলাদা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِي﴾

“আর সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী তার নির্দেশের অধীনেই পরিচালিত।” সূরা আল-আরাফ: ৫৪।

তাহলে কি কোন মুসলিম এই ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজীকে তাঁর কোন সৃষ্টির দ্বারা পরিচালনা করেন? যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তার কাছে কি আল্লাহর এই বক্তব্য বোধগম্য নয় যে, আল্লাহ তাঁর অনুগত বস্তুসমূহকে যে আদেশ দ্বারা পরিচালিত করেন, তা পরিচালিত বস্তু হতে ভিন্ন জিনিস? আবার কথাও যার উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়, তা হতে ভিন্ন?

সুতরাং হে বুদ্ধিমত্তার অধিকারী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ তা‘আলার এই বক্তব্য ও নাবী মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা সম্পর্কে ভালো

করে বুঝে নাও। তোমরা সোজা পথ হতে বিচ্যুত হয়ে না, তাহলে জাহমীয়াদের ন্যায় তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তাদের [জাহমীয়াদের] উপরে অসংখ্য লা'নত বর্ষণ করুন!

অধ্যায়: ৩৬

فَاسْمِعُوا الْآنَ الدَّلِيلَ الْوَاضِحَ الْبَيِّنَ غَيْرَ الْمُشْكِلِ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ خَلْقِ اللَّهِ وَبَيْنَ كَلَامِ اللَّهِ

অতএব তোমরা আল্লাহর কালাম বা বাণী ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার বিদ্যমান পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও জটিলতামুক্ত দলীল আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হতে শুনে নাও।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجُوزِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَالِسَةً فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَعَ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ، قَالَ: لَمْ تَرَ لِي جَالِسَةً بَعْدِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "قَدْ قُلْتُ بَعْدَكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِهِنَّ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ."

১৬৮. ইবনে আব্বাস রদ্বিইল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ফজরের ছুলাতের জন্য বের হলেন তখন জুয়াইরিয়া রদ্বিইল্লাহু ‘আনহা ছুলাতের স্থানে বসা অবস্থায় ছিলেন। এরপর বেলা বেড়ে যাওয়ার পরে তিনি ফিরে এসে তাকে বললেন: ‘আমি চলে যাওয়ার পর থেকেই তুমি কি এখানে বসে আছ?’ তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: ‘আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পরে এমন চারটি কালিমা পাঠ করেছি, যাদেরকে তোমার পঠিত কালিমার সাথে তুলনা করলে ঐ চারটিই ভারী হবে। আর তা হল:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ، وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ

আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ এবং তাঁর কালিমাসমূহের কালি পরিমাণ, তাঁর নাফসের সন্তুষ্টি ও ‘আরশের ওয়ন পরিমাণ।^[২০৩]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهَا.. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِي الْحَبَرِ: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ» وَقَالَ: فِي كُلِّ صِفَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

১৬৯. ইবনে আব্বাস রদ্বিইল্লাহু ‘আনহুমা জুয়াইরিয়া রদ্বিইল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন... এরপরে তিনি পুরো হাদীছটি বর্ণনা করলেন। উক্ত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ। তিনি বলেন: এভাবে প্রত্যেক ছিফাত তিনবার বললেন।^[২০৪]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা বলেন: নাবী মুসত্বফা ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা তার উপরে ওহী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তার উম্মতের জন্য স্পষ্ট করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহর কালাম হচ্ছে তার সৃষ্টি হতে আলাদা। তাই তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তাঁর সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ এবং তার নাফসের সন্তুষ্টি এবং ‘আরশের ওয়ন পরিমাণ এবং তার কালিমাসমূহ লিখার কালি পরিমাণ। সুতরাং তিনি [একারণেই] এখানে আল্লাহর কালিমাসমূহ এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যদি আল্লাহর কালিমাসমূহ তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত হত, তবে তিনি তাদের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। তুমি কি শোনো না যে, তিনি যখন ‘আরশের কথা উল্লেখ করেছেন, যা একটি মাখলুক, তখন তিনি ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি শব্দে তা উল্লেখ করেছেন, যা সংখ্যার উপর প্রযোজ্য হয় না। তিনি বলেছেন:

[২০৩] মুসলিম; হা/২৭২৬।

[২০৪] মুসলিম; হা/২৭২৬, বুখারী- আদাবুল মুফরাদ; হা/৬৪৭।

(ঝিনাতা ‘আরশিহি) বা তাঁর ‘আরশের ওয়ন পরিমাণ, আর ওয়ন সংখ্যা থেকে আলাদা।^[২০৫]

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে জানিয়েছেন যে, তাঁর কালিমাসমূহের সমকক্ষ কোন কিছু নেই। কোন সৃষ্টি তা গণনা করতেও সক্ষম নয়। তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে এ কথার উপরে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তাঁর কালিমা অসংখ্য, আর তা কোন সৃষ্টি কর্তৃক গণনা করা সম্ভব না, আর এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

﴿بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

“আপনি বলে দিন: যদি সমুদ্রগুলো আমার রবের কালিমা লিখার কালি হত, তবে সমুদ্র শেষ হয়ে যেত আমার রবের কালিমা লিখা শেষ হওয়ার পূর্বেই, যদিও আমি [আল্লাহ] তার অনুরূপ কালি সেখানে যোগ করতাম।” সূরা আল-কাহফ: ১০৯।

এই আয়াতটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত আয়াত, এর অর্থ: আপনি বলুন: হে মুহাম্মাদ! যদি সমুদ্রগুলো আমার রবের কালিমার কালি হয়ে যেত, এরপরে তা দ্বারা আমার রবের কালিমাসমূহ লেখা হত,

﴿لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾

“তবে সমুদ্র শেষ হয়ে যেত আমার রবের কালিমা লিখা শেষ হওয়ার পূর্বেই, যদিও আমি [আল্লাহ] অনুরূপ কালি সেখানে যোগ করতাম।”

আর এই আয়াতের তাফসীরকারক [ব্যাখ্যাকারী] আয়াত হচ্ছে:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

“আর যদি যমীনে বিদ্যমান যত গাছ আছে তা কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কালি), তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর

[২০৫] শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন: এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ‘আরশ হচ্ছে সবচেয়ে ভারী বস্তু। মাজমু‘উল ফাতাওয়া; ৬/৫৫৩।

কালিমাসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” সূরা লুক্‌মান: ২৭।

যখন আল্লাহ এই আয়াতে কলমসমূহের উল্লেখ করলেন, তখনই তিনি বিবেকবানদের জন্য কলমসমূহের উল্লেখের দ্বারা এই ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করেছেন যে: যদি যমীনে যত গাছ আছে তা কলম হয়ে যেত আর তা দ্বারা আল্লাহর কালিমাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হত, আর সমুদ্র তার কালি হত, তাহলে সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যেত, কিন্তু আমাদের রবের কালিমাসমূহ শেষ হত না।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এই আয়াতে জানিয়েছেন যে, যদিও সমপরিমাণ সমুদ্র কালি আরো আনা হত, তবুও আল্লাহর কালিমা শেষ হত না। যার অর্থ: যদিও সমপরিমাণ সমুদ্র কালি আরো আনা হত আর তা দ্বারা আল্লাহর কালিমাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হত, তবুও আল্লাহর কালিমা শেষ হত না।

فَاسْمِعِ الْآنَ الْأَخْبَارَ الثَّابِتَةَ الصَّحِيحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةَ عَلَى أَنَّ
كَلِمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَتْ بِمَخْلُوقَةٍ عَلَى مَا زَعَمَتِ الْمُعْطَلَةُ الْجُهِمِيَّةُ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ

অতএব তোমরা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সুসাব্যস্ত, বিশুদ্ধ হাদীছসমূহ শুনে নাও, যা ইঙ্গিত করে যে, আমাদের রবের কালিমাসমূহ তাঁর মাখলুক নয়, যেমনটি মু‘আত্তিলা-জাহমীয়ারা ধারণা করেছে, তাদের উপরে আল্লাহর লা‘নত বর্ষিত হোক!

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لَوْ نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ
شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ.

১৭০. খাউলাহ বিনতে হাকীম রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহা বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “তোমাদের কেউ যখন কোন স্থানে উপনীত হয়, তখন সে যেন বলে, ‘আমি আল্লাহর সমস্ত কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সৃষ্টির অকল্যাণ হতে’, তাহলে ঐ স্থান হতে রওনা হওয়ার আগ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করবে না।”^[২০৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي الْبَارِحَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا أَنْتَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ."

১৭১. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাকে বললেন: হে আল্লাহর রসূল! গতরাতে আমি একটি বিছার কামড়ে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “যদি তুমি সন্ধ্যায় এ কথা বলতে: ‘আমি আল্লাহর সমস্ত কালিমাসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তার সৃষ্টির অকল্যাণ হতে’ তাহলে সেটা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারত না।”^[২০৭]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা বলেন: এটা কী জ্ঞাতব্য নয় যে, এটা কোন ভাবেই জায়েয হবে না যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য আদেশ দিবেন?

তোমরা কি কোন আলিমকে বলতে শুনেছ যে, সে জায়েয বলেছে কোন ব্যক্তির এ কথা বলাকে: “আমি আল্লাহর সৃষ্টির অকল্যাণ হতে কা’বার মাধ্যমে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি?” অথবা সে বলেছে যে, “ছুফা এবং মারওয়ার মাধ্যমে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি?” অথবা: “আরাফাত ও মিনার মাধ্যমে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর সৃষ্টির অকল্যাণ হতে?” আল্লাহর দীন সম্পর্কে কোন মুসলিমই একথা বলবে না এবং এ কথা বলাকে জায়েযও বলবে না। বরং এটি অসম্ভব যে, কোন মুসলিম আল্লাহর সৃষ্টির দ্বারাই আল্লাহর সৃষ্টির অকল্যাণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

অধ্যায়: ৩৭

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْظُرُ إِلَيْهِ جَمِيعُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَرُّهُمْ وَفَاجِرُهُمْ وَإِنْ رَغِمَتْ أُنُوفُ الْجَهَنَّمِيَّةِ الْمُعْطَلَةِ الْمُنْكَرَةِ لَصِفَاتٍ خَالِقَنَا جَلَّ ذِكْرُهُ

কিয়ামতের দিনে সকল মুমিনদের মধ্য হতে পাপী ও সৎকর্মশীল সকলেই আল্লাহ তা'আলার দিকে দৃষ্টিপাত করবে, আল্লাহ তা'আলার হিফাত অস্বীকারকারী মু'আত্তিলা-জাহমীয়াদের অসম্ভৃষ্টি সত্ত্বেও।

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرُونَ هَذَا، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، ثُمَّ قَرَأُوا: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ ﴿وَفِي لَفْظٍ: «أَمَّا إِنَّكُمْ سَتُعَرِّضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرُونَهُ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: " لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ وَحَافِظُوا عَلَى صَلَاتَيْنِ وَقَرَأُوا: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾

১৭২. জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, আমরা একদা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম, তিনি তখন পূর্ণিমা রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: “নিশ্চয় তোমরা অচিরেই তোমাদের রব আল্লাহ তা’আলাকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এটিকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না। সুতরাং তোমরা সামর্থ অনুযায়ী সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার পূর্বের ছলাতের প্রতি যত্নবান হও। তারপরে তিনি তিলাওয়াত করলেন:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾

“সুতরাং তুমি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে তোমার রবের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা কর।”^[২০৮]

অন্য শব্দে এসেছে: “নিশ্চয় তোমরা অচিরেই তোমাদের রব আল্লাহ তা’আলার সামনে উপস্থাপিত হবে, তখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ।”

[২০৮] সূরা ত্বাহা: ১৩০। এই আয়াতের বর্ণনার স্থানে হাদীছে “و” এর পরিবর্তে “ف” আছে। তবে কুরআনের নুসখা অনুযায়ী এখানে উল্লেখ করা হল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “তাকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কোনই সমস্যা হবে না, আর তাই তোমরা দু’টি ছুলাতের ব্যাপারে যত্নবান হবে। এরপরে তিনি তিলাওয়াত করলেন:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾

“সুতরাং তুমি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে তোমার রবের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা কর।”^[২০৯]

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ»

১৭৩. জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, একদা পূর্ণিমা রাতে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, এরপরে তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: “নিশ্চয় তোমরা ক্বিয়ামতের দিন অচিরেই তোমাদের রব আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পাবে, যেমনটি তোমরা এটিকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না।”^[২১০]

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا»

১৭৪. জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, “নিশ্চয় তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষেই দেখতে পাবে।”^[২১১]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ مِنْ غَيْرِ سَحَابٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ:

[২০৯] আশ-শারী‘আহ লিল-আজুররী, হা/৫৮১। এর সানাদ ছহীহ।

[২১০] বুখারী; হা/৫৪৪, মুসলিম; হা/৬৩৩।

[২১১] বুখারী; হা/৭৪৩৫। তবে “স্বচক্ষে” শব্দটি শায় বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত।

«فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِ كَمَا لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا.

১৭৫. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের রবকে দেখতে পাব? তখন তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত দিনের মধ্যভাগে সূর্যকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়?” তখন আমরা বললাম: না। তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়?” তখন আমরা বললাম: না। তখন তিনি বললেন: “সুতরাং তোমরা তোমাদের রবকে দেখার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা হবে না, যেমনটি এই দু’টিকে [সূর্য ও চন্দ্র] দেখতে কোন অসুবিধা হয় না।”^[২১২]

وَجَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

১৭৬. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।^[২১৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظُّهَيْرَةِ، لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ كَمَا لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا". ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১৭৭. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে এমনটিও বর্ণিত হয়েছে যে, একদা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়?” তখন তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত দিনের মধ্যভাগে সূর্যকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়?” তখন তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন: “সুতরাং যার পবিত্র হাতে আমার জান, তার শপথ! তোমরা তোমাদের রবকে দেখার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা হবে না, যেমনটি এই দু’টিকে

[২১২] ছহীহ: ইবনু মাজাহ; হা/১৭৯। আশ-শারী‘আহ লিল-আজুররী, হা/৬০১।

[২১৩] ছহীহ: ইবনু মাজাহ; হা/১৭৮। আশ-শারী‘আহ লিল-আজুররী, হা/৫৯৬।

[সূর্য ও চন্দ্র] দেখতে কোন অসুবিধা হয় না।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন।^[২১৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقَالُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا؟ إِلَى قَوْلِهِ: الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسَيْتَنِي.

১৭৮. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উভয়েই বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ক্বিয়ামতের দিনে বান্দাকে আনা হবে, তারপরে তাকে বলা হবে: আমি কি তোমাকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম না? সে বলবে: জ্বী।” এখান থেকে এ পর্যন্ত: “আজকে আমি তোমাকে ভুলে যাব যেভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।”^[২১৫]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: بَلَى، أَلَيْسَ تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالَ: فَوَاللَّهِ لَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِ.

১৭৯. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন: “অবশ্যই, তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখতে পাও না?” তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখতে পাও। তাঁকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না।”^[২১৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: وَاللَّهِ لَتُبْصِرُنَّهُ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِ" يَعْنِي تَرَدِّحُونَ.

১৮০. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: সাহাবাগণ একদা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের রবকে দেখতে

[২১৪] পূর্বোক্ত।

[২১৫] পূর্বোক্ত।

[২১৬] পূর্বোক্ত। বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।

পাব? তিনি বললেন: “তোমরা কি পূর্ণিমা রাতে চাঁদকে দেখতে পাও না? তা দেখার সময়ে তোমাদের কি কোন সমস্যা হয়?” তারা বললেন: “না [কোন সমস্যা হয় না]। তখন তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! তোমরা তাকে অবশ্যই দেখবে, যেভাবে তোমরা পূর্ণিমা রাতে চাঁদকে দেখতে পাও। তাকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কোন সমস্যা হবে না।”^[২১৭]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَدَأَنَا بِالْيَمِينِ قَبْلَ الْحَدِيثِ، فَقَالَ: "وَاللَّهِ إِنْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَخْلُو اللَّهُ بِهِ، كَمَا يَخْلُو أَحَدَكُمْ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، أَوْ قَالَ: لَيْلَتُهُ، يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ؟ ابْنَ آدَمَ مَا غَرَّكَ؟ ابْنَ آدَمَ مَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ ابْنَ آدَمَ: مَاذَا أَجَبْتَ الْمُرْسَلِينَ.

১৮১. আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উকাইম রহিমাল্লাহ বলেন: আমি ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি আমাদেরকে কসম করেছেন হাদীছটি বর্ণনা করার আগে, এরপরে বলেছেন: “আল্লাহর কসম! তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ তা‘আলা একাকী দেখা দিবেন, যেমন তোমাদের কেউ পূর্ণিমা রাতে চাঁদের সাথে একাকী সাক্ষাত করে। তিনি বলবেন: হে বনী আদম! আমার ব্যাপারে তোমাকে কোন বস্তু ধোকায়ে নিমজ্জিত করেছিল? হে বনী আদম! আমার ব্যাপারে তোমাকে কোন বস্তু ধোকায়ে নিমজ্জিত করেছিল? হে বনী আদম! তুমি যা জেনেছিলে সে অনুযায়ী কীরূপ আমল করেছিলে? হে ইবনু বনী! প্রেরিত রসূলদেরকে তুমি কীরূপ জবাব দিয়েছিলে?”^[২১৮]

অধ্যায়: ৩৮

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّهْمٌ وَفَاجِرُهُمْ، مُؤْمِنُهُمْ وَمُنَافِقُهُمْ، وَبَعْضُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল উম্মাত, পাপী, সৎকর্মশীল, মুমিন, মুনাফিক সকলেই এবং কিছু আহলে কিতাব আল্লাহকে দেখবে।

[২১৭] পূর্বোক্ত।

[২১৮] আছার হিসেবে ছুহীহ: তাফসীর ইবনু জারীর ১৪/১৪০।

তাদের কেউ কেউ তাঁকে পরীক্ষা স্বরূপ দেখবে, সেটা আনন্দ-খুশি এবং আশ্রয়ের দেখা নয়।

আর এই দেখা হবে: পুলছিরাত জাহান্নামের উপরে স্থাপন করার আগে। আর আল্লাহ তা'আলা মুমনিদের মধ্য হতে তাঁর বন্ধুত্বের অধিকারীদেরকে বিশেষায়িত করবেন, তাঁর চেহারার দিকে তাকানোর মাধ্যমে আর সেটা হবে আনন্দ, খুশি এবং আশ্রয়ের দেখা।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: يُقَالُ: «مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ الشَّمْسُ، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ وَيَتَّبِعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْقَمَرَ الْقَمَرُ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَتَّبِعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ الْأَوْثَانَ، وَالْأَصْنَامَ الْأَصْنَامَ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ وَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُمْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَبَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» يُقَالُ لَهُمْ "فَيَقَالُ لَهُمْ: أَلَا تَتَّبِعُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَمْ نَرَ اللَّهَ قَالَ: فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ رِيَاءً وَسُمْعَةً إِلَّا وَقَعَ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ" ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১৮২. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের রবকে দেখতে পাব? তখন তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত দিনে সূর্যকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়?” তিনি বললেন: তখন আমরা বললাম: না। তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যা হয়?” তিনি বললেন: তখন আমরা বললাম: না। তখন তিনি বললেন: “সুতরাং তোমরা তোমাদের রবকে দেখার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা হবে না, যেমনটি এই দু'টিকে [সূর্য ও চন্দ্র] দেখতে কোন অসুবিধা হয় না।” তিনি বললেন: “সুতরাং তোমরা অনুরূপভাবে তোমাদের রব আল্লাহ তা'আলাকে ক্বিয়ামতের দিন দেখতে পাবে।” তিনি বললেন: “এরপরে বলা হবে: যে ব্যক্তি

যার ইবাদত করত, সে যেন তার অনুসরণ করে। সুতরাং তখন যারা সূর্যের ইবাদত করত, তারা সূর্যের অনুসরণ করবে এবং তারা জাহান্নামে অধঃপতিত হবে। যারা চাঁদের পূজা করত তারাও চাঁদের অনুসরণ করবে আর জাহান্নামে অধঃপতিত হবে এবং যারা মূর্তিপূজা অথবা কোন প্রতিমার পূজা করত, তারাও তাদের অনুসরণ করবে এবং অনুরূপ প্রত্যেকেই যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করত তারা জাহান্নামে অধঃপতিত হবে। শুধু মুমিনরাই বাকী থাকবে আর তাদের মধ্য থেকে মুনাফিকরা তাদের সাথে থাকবে এবং অল্প কিছু আহলে কিতাবগণও থাকবে।” তিনি [আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হাতের দ্বারা তাদের সংখ্যা স্বল্পতার দিকে ইঙ্গিত করলেন। “তারপর তাদেরকে বলা হবে: তোমরা কি ঐ বস্তুর অনুসরণ করবে না ইতোপূর্বে তোমরা যার ইবাদত করত?” তখন তারা বলবে: “আমরা আল্লাহর ইবাদত করতাম আর আমরা আল্লাহকে [এখনো] দেখিনি। এরপর তিনি বললেন: “সুতরাং তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করবেন আর তখন যারা এই দুনিয়াতে আল্লাহকে সিজদা করত তারা সিজদায় পতিত হয়ে যাবে। আর যারা লোক দেখানো এবং খ্যাতির উদ্দেশ্যে সিজদা করত তারা বাকী থাকবে, যখনই সিজদা করতে যাবে তারা পিছনের দিকে ছিটকে পড়ে যাবে এরপরে জাহান্নামের উপরে পুলছিরাতকে স্থাপন করা হবে।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظُّهْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِي سَحَابٍ؟» قُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيِهِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا تَلْحَقُ" أَوْ قَالَ: "كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

وَقَالَ فِي الْخَبَرِ: "فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَيَخِرُّونَ سُجَّدًا أَجْمَعُونَ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَلَا رِيَاءً وَلَا نِفَاقًا إِلَّا عَلَى ظَهْرِهِ طَبَقٌ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يُرْفَعُ بَرُّنًا وَمُسِيئُنَا، وَقَدْ عَادَ لَنَا فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَيْنَاهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ أَنْتَ رَبَّنَا، أَنْتَ رَبَّنَا، أَنْتَ رَبَّنَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ.

১৮৩. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: একদা আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের

কাছে জিজ্ঞাসা করলাম: “হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিনে আমাদের রবকে দেখতে পাব?” তখন তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত উজ্জল দিনে মধ্য দুপুরের সূর্যকে দেখার ক্ষেত্রে তোমাদের কী কোন সমস্যাতে পড়তে হয়?” তিনি বলেন: তখন আমরা বললাম: না, হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন: “ঠিক অনুরূপভাবে তাঁকে দেখার ক্ষেত্রেও তোমাদেরকে কোন সমস্যা হবে না যেমন তাদের [সূর্য ও চাঁদ] কোনটিকে দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় না। যখন ক্বিয়ামত শুরু হবে, তখন একজন ঘোষক বলবেন: “তারা কি মিলিত হবে না?” অথবা তিনি বলেছেন: “প্রত্যেক জাতী কি মিলিত হবে না তার সাথে, যার ইবাদত তারা করত।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন।

অন্য এক হাদীছে রয়েছে: “এরপরে আল্লাহ তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করবেন, তখন সকলেই সিজদায় পড়ে যাবে। তবে এমন কেউ থাকবে না, যে দুনিয়াতে লোক দেখানো, খ্যাতির উদ্দেশ্যে অথবা নিফাকীর কারণে তাঁকে সিজদা করত, অথচ তার পিঠের উপরে একটি স্তর দিয়ে দেওয়া হবে, যখনই সে সিজদা দিতে যাবে, সে উল্টে পিঠের দিকে পড়ে যাবে।” তিনি বলেন: “এরপরে আমাদের সকলেই সিজদা হতে মাথা উঠাবে, সৎকর্মশীল ও পাপী সবাই। তখন আমাদের কাছে আল্লাহ তাঁর ঐ আকৃতিতে আবার আসবেন, যে আকৃতিতে আমরা তাকে প্রথমবার দেখেছিলাম। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদের রব। তখন আমরা বলব: জ্বী, আপনিই আমাদের রব, আপনিই আমাদের রব, আপনিই আমাদের রব, এভাবে তিনবার বলব। এরপরে জাহান্নামের উপরে পুলছিরাতকে স্থাপন করা হবে।”[২১৯]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تُمَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "هَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبَّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ:

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأَمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ
يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

১৮৪. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: লোকেরা একদা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করল: “হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের রবকে ক্বিয়ামতের দিনে দেখতে পাব?” তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাতে তোমাদের কি চাঁদকে দেখতে কোন কষ্ট করতে হয়?” তখন তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন: “মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যকে [দেখা] নিয়ে তোমাদেরকে কি কোন কষ্ট করতে হয়?” তখন তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি বললেন: “অনুরূপভাবে নিশ্চয় তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে। ক্বিয়ামতের দিনে মানুষকে একত্রিত করা হবে, এরপরে বলা হবে: যে ব্যক্তি যার ইবাদত করত, সে যেন তার অনুসরণ করে। সুতরাং তাদের মধ্যে অনেকে যারা সূর্যের ইবাদত করত, তারা তার অনুসরণ করবে। তাদের মধ্যে যারা চাঁদের ইবাদত করত, তারা তার অনুসরণ করবে। তাদের মধ্যে অনেকে তাগুতের অনুসরণ করবে। আর এই উম্মাত বাকী থাকবে, সেখানে মুনাফিক্বরাও থাকবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিজস্ব আকৃতি ব্যতিরেকে তাদের কাছে আসবেন আর বলবেন: আমি তোমাদের রব! তখন তারা বলবে: আল্লাহর কাছে আপনার থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এটিই আমাদের অবস্থানস্থল, আমাদের রব আমাদের কাছে আসার আগ পর্যন্ত, আমাদের রব আসলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব। তখন আল্লাহ এমন আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন, যে আকৃতিতে তারা চিনতে পারে। তখন তারা বলবে: “আপনিই আমাদের রব!” তখন তিনি তাদেরকে ডাকবেন। এবং জাহান্নামের উপরে পুলছিরাত স্থাপন করা হবে। আর আমিই রসূলদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম উম্মাত সহকারে তা পার হব। আর ঐ দিন রসূল ও নাবীগণ ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না।” এরপরে তিনি হাদীছটি উল্লেখ করেন।^[২২০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: «أَلَا يَتَّبِعُ كُلُّ أَنْاسٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ» فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلَيبُهُ وَلِصَاحِبِ التَّصْوِيرِ تَصْوِيرُهُ وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ، فَيَتَّبِعُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطْلُعُ عَلَيْهِمْ

رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: «أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ»، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا وَهَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، ثُمَّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطْلُعُ فَيَقُولُ: «أَلَا تَتَّبِعُونَ» النَّاسَ فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا، وَهُوَ يَأْمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَهَلْ تَتَمَارُونَ فِي رُؤْيَا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَإِنَّكُمْ لَا تُمَارُونَ فِي رُؤْيَا تِلْكَ السَّاعَةِ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ فَيَرْفَعُهُمْ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِ» فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيَضَعُ الصِّرَاطَ فَهُمْ عَلَيْهِ مِثْلُ جِيَادِ الْخَيْلِ، وَالرِّكَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ: سَلِّمْ سَلِّمْ" وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

১৮৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিনে মানুষকে একটি সমতল জায়গাতে একত্রিত করবেন, এরপরে তাদের কাছে রাব্বুল আলামীন (আল্লাহ) আসবেন, আর বলবেন: “সকল মানুষ যাদের ইবাদত করত, তারা কি তাদের অনুসরণ করবে না?” এরপরে ত্রুশের অনুসারীর সামনে ত্রুশ, প্রতিকৃতির অনুসারীর সামনে প্রতিকৃতি এবং আগুন পূজারীর সামনে আগুন উপস্থাপন করা হবে, সুতরাং তখন তারা যাদের ইবাদত করত, তাদের অনুসরণ করবে। আর মুসলিমরা অবশিষ্ট থাকবে। তখন তাদের কাছে রাব্বুল আলামীন (আল্লাহ) আসবেন, আর বলবেন: তোমরা কি মানুষের অনুসরণ করবে না? তখন তারা বলবে: আমরা আপনার কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহই আমাদের রব, এটিই আমাদের অবস্থানস্থল, আমাদের রবকে দেখার আগ পর্যন্ত। আর আল্লাহই তাদেরকে আদেশ দিবেন ও দৃঢ় রাখবেন।” সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাকে দেখতে পাব কী? তখন তিনি বললেন: মেঘমুক্ত পূর্ণিমা রাতে তোমাদের কি চাঁদকে দেখতে কোন বাদানুবাদ করতে হয়?” তখন তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন: “অনুরূপভাবে ঐ সময়ে তোমাদেরকে কোন বাদানুবাদ করতে হবে না। এরপরে আল্লাহ তা‘আলা তাদের আড়ালে যাবেন, তারপরে আবার তাদের কাছে আসবেন, এবং নিজেকে তাদেরকে চিনাবেন। এরপরে তিনি বলবেন: আমি তোমাদের রব, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর। তখন মুসলিমরা উঠে দাঁড়াবে, পুলছিরাতকে স্থাপন করা হবে। এবং তারা তার উপরে দ্রুতগামী ঘোড়া ও

উটের ন্যায় থাকবে। আর তাদের কথা হবে: রক্ষা কর! রক্ষা কর!” এরপরে তিনি হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।^[২২১]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رضي الله عنه) বলেন: এই সকল হাদীছের মধ্যে দলীল রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾

“সাবধান! নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের রব হতে পর্দার আড়ালে থাকবে।” সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১৫।

এটি দ্বারা তিনি কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। যারা তাদের অন্তরে ক্বিয়ামত দিবসকে মিথ্যা বলে মনে করত, তাদের মুখে তা অস্বীকার করত, তবে এরা ঐ সমস্ত মুনাফিকরা নয়, যারা তাদের অন্তরে মিথ্যা বলে মনে করত, কিন্তু মুখে ক্বিয়ামতের কথা স্বীকার করত রিয়া অথবা খ্যাতির ইচ্ছায়। তুমি কি আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী শোননি:

﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

“তারা কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? এক মহা দিবসে?” সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ৪-৫। এখান থেকে- আল্লাহর বাণী:

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾

“সেদিন ধ্বংস অস্বীকারকারীদের জন্য। যারা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে।” সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১০-১১। এ পর্যন্ত এবং এখান থেকে-

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ﴾

“সাবধান! নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের রব হতে পর্দার আড়ালে থাকবে।” সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১৫। এ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রতিফল দিবসকে অস্বীকারকারীরা।

তুমি কি দেখ না যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, এই উম্মাতের মুনাফিকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে যখন তিনি তাদের কাছে তাদের

পরিচিত আকৃতিতে আসবেন, এটা আবু হুরাইরার হাদীছে এসেছে। আর আবু সাঈদ আল-খুদরীর হাদীছে এসেছে:

"فِيكَشَفَ عَنْ سَاقٍ، فَيَخْرُونَ سَجْدًا أَجْمَعُونَ"

“এরপরে আল্লাহ তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করবেন, তখন সকলেই সিজদায় পড়ে যাবে।”

এই হাদীছে দলীল রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, মুনাফিকরা তাঁকে দেখবে পরীক্ষা ও বাছাই এর জন্য, কেননা তারা যখনই সিজদা দিতে যাবে, তারা সিজদা দিতে সক্ষম হবে না।”

আর আবু সাঈদ আল-খুদরীর হাদীছে এটাও এসেছে: “সুতরাং যে কোন মূর্তিপূজা করত, প্রতিমা পূজা করত অথবা কোন প্রতিকৃতির পূজা করত তারা সবাই যাবে আর তারা প্রত্যেকেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।”

আর আল্লাহ তা‘আলা এই সমস্ত নিক্ষিপ্ত লোকদের কাছ থেকে তাঁর দেখা পাওয়া হতে পর্দার আড়ালে থাকবেন। আর তখন শুধু যারা তাঁর একমাত্র ইবাদত করত, হোক সে পাপাচারী, সৎকর্মশীল অথবা মুনাফিক তারাই বাকী থাকবে সাথে সামান্য কিছু আহলে কিতাবগণ।

হাদীছে এটাও উল্লেখ আছে যে, “ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য হতে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করত, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এরপরে আল্লাহ তা‘আলা [নিজেকে] প্রকাশ করবেন আমাদের কাছে, এমন এক আকৃতিতে, যে আকৃতিতে আমরা সেখানে তাঁকে দেখেছিলাম।”

অধ্যায়: ৩৯

بَابُ ذِكْرِ رُؤْيَا اللَّهِ الَّتِي يَخْصُ بِهَا أَوْلِيَائُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ} [القيامة: ৩২ – ২২]

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখা, যার দ্বারা তিনি তাঁর আউলিয়াদেরকে বিশেষায়িত করবেন। যার বর্ণনা তিনি এই আয়াতে করেছেন:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾

“চেহাৱাসমূহ সেদিন উজ্জল হয়ে উঠবে। আর তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। সূরা আল ক্বীয়ামাহ ২২-২৩”

وَيُفْضَلُ بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحْجَبُ جَمِيعُ أَعْدَائِهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِ مِنْ مُشْرِكٍ وَمُتَّهَوِّدٍ وَمُتَنَصِّرٍ وَمُتَمَجِّسٍ وَمُنَافِقٍ، كَمَا أَعْلَمَ فِي قَوْلِهِ ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] وَهَذَا نَظَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ إِلَى خَالِقِهِمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بَعْدَ دُخُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلِ النَّارِ النَّارَ، فَيَزِيدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ كَرَامَةً وَإِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِهِ تَفَضُّلاً مِنْهُ، وَجُودًا بِإِذْنِهِ إِيَّاهُمْ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَيُحْجَبُ عَنْ ذَلِكَ جَمِيعُ أَعْدَائِهِ

এই সম্মান দ্বারা তিনি তাঁর মুমিন আউলিয়াগণকে সম্মানিত করবেন। আর তাঁর সকল শত্রুদেরকে তাঁর দর্শন হতে বঞ্চিত করবেন, যাদের মধ্যে রয়েছে: মুশরিক, ইহুদী, খৃষ্টান, মাজুস এবং [আক্বীদাগত] মুনাফিক। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন তাঁর কালামের মধ্যে:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾

“জেনে রেখ! নিশ্চয় তারা সেদিন তাদের রব হতে পর্দার আড়ালে থাকবে।”
সূরা আল-মুত্বাফফিফীন: ১৫।

আর এই দর্শন বা তাকানো হবে আল্লাহর আউলিয়াগণের পক্ষ হতে তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলার প্রতি, যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আবার জাহান্নামের অধিবাসীরাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের প্রতি সম্মান ও তাঁর দয়াকে আরো বাড়িয়ে দিবেন, যা তাঁর পক্ষ হতে অতিরিক্ত দান স্বরূপ, এটা তাঁর আদেশে তাঁর প্রতি দৃষ্টিদানের মাধ্যমে। আর তা হতে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে বঞ্চিত করবেন।

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾، قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، نَادَىٰ مُنَادٌ، يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ مَوْعِدًا، قَالُوا: أَلَمْ تُبَيِّضْ وَجُوهَنَا، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَتُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ؟" قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ»

১৮৬. সুহাইব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াতের তাফসীর করে বলেন:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

“যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান [জান্নাত] এবং আরো অতিরিক্ত বিষয়।” সূরা ইউনুস: ২৬। তিনি বলেছেন: “যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী এ কথা বলে ঘোষণা করবেন যে: তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে: “আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জল করেননি? আমাদেরকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দেননি? আর আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? তখন তিনি তার পর্দাকে উন্মোচন করবেন। তিনি [আল্লাহর রসূল] বলেন: “তাদেরকে ইতোপূর্বে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার কোনটিই আল্লাহর দর্শন লাভ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হবে না।” [২২২]

وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، نُودُوا: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ: إِنَّ لَكُمْ مَوْعِدًا لَمْ تَرَوْهُ، فَقَالُوا: مَا هُوَ؟ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَتُرْخِزْنَا عَنِ النَّارِ، وَتُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ؟ فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ: فَيَنْظُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ وَفِي رَوَايَةٍ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا، فَيَقُولُونَ: مَا هُوَ؟ أَلَمْ يُثْقِلْ مَوَازِينَنَا، وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَأَدْخِلَنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ"

১৮৭. সুহাইব রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে আরো বর্ণিত আছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদের কাছে ঘোষণা দেওয়া হবে: “হে জান্নাতের অধিবাসীরা! তোমাদের জন্য এমন একটি ওয়াদাকৃত বিষয় রয়েছে, যা তোমরা ইতোপূর্বে দেখনি। তারা তখন বলবে: সেটা আবার কী? আপনি কি আমাদের চেহারাকে উজ্জল করেননি? আমাদেরকে জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি দেননি? আর

আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি?” তখন পর্দাকে উন্মোচন করা হবে। তখন তারা আল্লাহ তা’আলাকে দেখবে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর দেওয়া অন্য কোন নি’আমত তাদের কাছে এর থেকে বেশি প্রিয় হবে না।” এরপরে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

“যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান [জান্নাত] এবং আরো অতিরিক্ত বিষয়।” সূরা ইউনুস: ২৬।

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “যখন জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামের অধিবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী এ কথা বলে ঘোষণা করবেন যে: তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে একটি ওয়াদাকৃত বিষয় বা সময় রয়েছে। তখন তারা বলবে: “সেটা কী? তিনি কি আমাদের মীযানকে [নেকীর পাল্লা] ভারী করেননি? আমাদের চেহারাকে উজ্জল করেননি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি? জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?” তিনি [আল্লাহর রসূল] বলেছেন: “তখন পর্দাকে উন্মোচন করা হবে। যার ফলে তারা তাঁকে দেখতে পাবে।” এরপরে তিনি [আল্লাহর রসূল] বলেছেন: সুতরাং আল্লাহর কসম! আল্লাহর দেওয়া অন্য কোন নি’আমত তাদের কাছে তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না।”^[২২৩]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «الرِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ اللَّهِ»

১৮৮. আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: ‘অতিরিক্ত’ বিষয়টি হচ্ছে: আল্লাহর চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা।^[২২৪]

عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ يَرَى الْخَلْقُ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَرَاهُ مَنْ يَشَاءُ أَنْ يَرَاهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ يَرَاهُ الْخَلْقُ مَعَ كَثَرَتِهِمْ وَاللَّهُ وَاحِدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ فِي يَوْمٍ صَحُو

[২২৩] মুসলিম; হা/১৮১, তিরমিযী; হা/২৫৫২।

[২২৪] আছার হিসেবে ছুহীহ; ইবনু জারীর; ১০/৬৬।

لَا غَيْمَ دُوْهُمَا، هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا؟» قَالُوا: لَا قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِ»
 كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَيْهِمَا»

১৮৯. আউফ হতে বর্ণিত, তিনি হাসান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি জানতে পেরেছি যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা জিজ্ঞাসা করা হল: কিয়ামতের দিন কি লোকেরা আমাদের রবকে দেখতে পাবে? আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন: “যে ইচ্ছা করবে সে দেখতে পাবে।” তখন ছাহাবীরা বললেন: লোকসংখ্যার আধিক্যের সাথে লোকেরা কিভাবে আল্লাহকে দেখবে? অথচ আল্লাহ এক। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা কি পরিষ্কার দিনে সূর্যকে দেখেছ, যার নিচে কোন মেঘ থাকে না? তা দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়?” তারা বললেন: না, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি বললেন: “তোমরা কি পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে দেখেছ, যার নিচে কোন মেঘ থাকে না? তাকে দেখতে কি তোমাদের কোন সমস্যা হয়?” তারা বললেন: না। তিনি বললেন: “নিশ্চয় তোমাদের তাঁকে দেখার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা হবে না, যেমন এই দু’টিকে দেখতে তোমাদের কোন সমস্যা হয় না।”^[২২৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمتهما) বলেন: আমি এই হাদীছটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করলাম এ কারণে যে, কতিপয় জাহমীয়া দাবি করে থাকে যে, হাসান রহিমাহুল্লাহ বলতেন: ‘অতিরিক্ত’ শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যা হচ্ছে: নেক কাজের সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া।^[২২৬] এটা সাধারণ মানুষ ও নির্বেদদেরকে বোকা বানাতে তারা বলে থাকে, [তারা আরো দাবি করে] নিশ্চয় হাসান আল্লাহ তা‘আলার দেখা হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করতেন।

[২২৫] মুরসাল; তবে হাসান পর্যন্ত এর সানাদ ছুহীহ।

[২২৬] আছার হিসেবে হাসান; ইবনু জারীর; ১১/১২৮। তবে এখানে দু’টি বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে: এক) এটি হাসান রহিমাহুল্লাহর পূর্বের মত। দুই) এক্ষেত্রে দু’টি ব্যাখ্যাই সঠিক, একটি সালাফের অভিমত অনুযায়ী আর দ্বিতীয়টি

”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَاتٍ”

এ আয়াত অনুযায়ী। যার অর্থ: “যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ নিয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে দশটি অনুরূপ সওয়াব।”

হাসান হতে আউফের রিওয়ায়েতে সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে যে, তিনি আল্লাহর দিদারে বিশ্বাসী ছিলেন, অন্তরে সত্যায়নকারী ছিলেন এবং মুখে এ কথার স্বীকৃতি দিতেন যে, মুমিনগণ আখিরাতে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে দেখবে, তাদেরকে দেখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যাতে পড়তে হবে না, যেমনভাবে দুনিয়াতে সূর্য ও চাঁদকে দেখার ক্ষেত্রে তাদের কোন সমস্যা হয় না, যখন তাদের নিচে কোন মেঘ থাকে না। আর এটিই হাসানের বাণী বা মতামত ছিল।

فَعَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ﴿٢٣﴾ قَالَ: النَّاضِرَةُ: الْحُسْنَةُ، حَسَنَتُهَا اللَّهُ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهَا، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَنْصُرَ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَىٰ رَبِّهَا.

১৯০. হাসান রহিমাল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

“চেহারা সমূহ সেদিন উজ্জল হয়ে উঠবে। আর তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” সূরা ক্বিয়ামাহ: ২২-২৩। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন: ‘উজ্জল হওয়া’ অর্থ: সৌন্দর্য। আল্লাহ তা‘আলা চেহারাগুলিকে সুন্দর করে দেবেন তাদের রবকে দেখার মাধ্যমে। আর তাদের এই সুন্দর হওয়া কার্যকর হবে যখন তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।^[২২৭]

وَعَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ ﴿٢٣﴾ قَالَ: "ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ نَادَاهُمْ مُنَادٍ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَكُمْ الْحُسْنَىٰ وَهِيَ الْجَنَّةُ، وَأَمَّا الزِّيَادَةُ: فَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ الرَّحْمَنِ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ﴿٢٣﴾.

১৯১. ক্বাতাদাহ রহিমাল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহর বাণী:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

“যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান [জান্নাত] এবং আরো অতিরিক্ত বিষয়।” সূরা ইউনুস: ২৬। এ আয়াতের ব্যাখ্যাতে তিনি

বলেছেন: আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে যে: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন, আর তা হল জান্নাত। আর ‘অতিরিক্ত’ বিষয়টি হচ্ছে: রহমানের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

“চেহারাসমূহ সেদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আর তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।” সূরা ক্বিয়ামাহ: ২২-২৩।^[২২৮]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمته الله) বলেন: এখন তোমরা একটি সুসাব্যস্ত ও বর্ণনার দিক থেকে ছুহীহ হাদীছ শুনে নাও, যা স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, নিশ্চয় মুমিনগণ মৃত্যুর পরে তাদের রব আল্লাহ - তাঁর প্রশংসা উন্নত হোক- তা‘আলাকে দেখতে পাবে তবে মৃত্যুর আগে তারা দেখতে পারবে না।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خُطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، وَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ ذِكْرَ الدَّجَالِ، فَأَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنْهُ، حَتَّى فَرَّغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَقَالَ فِي الْخَبَرِ: فَيَقُولُ: يَعْني الدَّجَالُ: "أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، قَالَ: ثُمَّ يُثْنِي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَهُوَ أَعْوَرُ، وَرَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَلَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

১৯২. আবু উমামাহ আল-বাহিলী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে খুত্বা দিচ্ছিলেন। এবং তার খুত্বাতে তিনি অধিকাংশই দাজ্জালের আলোচনা করলেন। তিনি আমাদেরকে তার সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন এভাবে যতক্ষণ না তিনি খুত্বাহ হতে বিরত হলেন... এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাদীসের মধ্যে এসেছে: সে -তথা দাজ্জাল- বলবে: ‘আমি একজন নাবী, আমার পরে আর কোন নাবী নেই।’ রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এর পরে দ্বিতীয়ত: সে বলবে: ‘আমি তোমাদের রব’ অথচ সে অন্ধ হবে। এবং [জেনে রেখ] তোমাদের রব অন্ধ নন। আর তোমাদের রবকে তোমরা মৃত্যুবরণ করার

আগে কখনোই দেখতে পারবে না।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন।^[২২৯]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رضي الله عنه) বলেন: রসূলের বাণী: “আর তোমাদের রবকে তোমরা মৃত্যুবরণ করার আগে কখনোই দেখতে পারবে না।” এটি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহনকারী প্রমাণ।

অধ্যায়: ৪০

بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي إثْبَاتِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِقَهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
فِي الدُّنْيَا

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর মহাজ্ঞানী ও পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তাকে দুনিয়াতে থাকতে দেখা সংক্রান্ত পারম্পরিক সূত্রে বর্ণিত হাদীছসমূহের বর্ণনা।

আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দর্শনের জন্য বিশেষায়িত করা সংক্রান্ত বর্ণনা।

যেমনভাবে তিনি বিশেষায়িত করেছেন সকল নাবীদের মধ্য থেকে তাঁর নাবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার বন্ধুত্বের জন্য, যেমনভাবে তিনি তাঁর নাবী মুসা আলাইহিস সালামকে তাঁর কালামের জন্য বিশেষায়িত করেছেন। এটা এমন একটি বিশেষ মর্যাদা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা সকল রসূলদের মধ্য থেকে তাকে বিশেষায়িত করেছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রত্যেকের জন্যই মর্যাদা এবং উচ্চতম স্তরের মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষায়িত করেছেন স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ বলে। যেমনভাবে আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে সংবাদ দিয়েছেন:

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ﴾

“আমি রসূলদের কতিপয়ের উপরে কতিপয়কে প্রাধান্য দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন রয়েছেন যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আর তিনি তাদেরকে বিভিন্ন মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।” সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৩।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَتَعَجُّبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخَلَّةُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَالْكَلامُ لِمُوسَى، وَالرُّؤْيَا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

১৯৩. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেছেন: তোমরা কি আশ্চর্য হও ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে আল্লাহর বন্ধুত্বের জন্য এবং মূসা আলাইহিস সালামের কথা বলার জন্য আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহকে দেখার জন্য?^[২৩০]

وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ قَالَ: «لَا أُمَّ لَكَ، ذَلِكَ نُورُهُ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ لَمْ يُدْرِكْهُ شَيْءٌ»

১৯৪. ইকরিমা রহিমাল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা কে জিজ্ঞাসা করা হলে আমি তাকে বলতে শুনেছি: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁকে দেখেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ। রাবী বলেন: তখন আমি ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা কে বললাম: অথচ আল্লাহ তা‘আলা কি এ কথা বলেননি:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾

“কোনো চক্ষু তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না কিন্তু তিনি সকল চক্ষুকে আয়ত্তে রাখেন।” সূরা আল-আন‘আম: ১০৩। তখন তিনি বললেন: তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক (তিরষ্কার অর্থে)! সেটা তো আল্লাহর নূর, যখন তিনি তাঁর নূরকে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে কোন কিছুই দেখতে পায় না।^[২৩১]

[২৩০] হাসান: আস-সুন্নাহ লি-ইবনু আবী আসিম, হা/৪৫১।

[২৩১] আছার হিসেবে হাসান: তিরমিযী, হা/৩২৭৯।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِالْخَلَّةِ، وَاصْطَفَىٰ مُوسَىٰ بِالْكَلامِ، اصْطَفَىٰ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّؤْيَةِ»

১৯৫. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমকে বন্ধুত্বের দ্বারা এবং মূসাকে কালামের দ্বারা এবং মুহাম্মাদকে তাঁকে দেখার মাধ্যমে মনোনীত করেছেন।^[২৩২]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ»

১৯৬. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে [আল্লাহকে] দেখেছেন।^[২৩৩]

وَعَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، قَالَ: «كَانَ الْحَسَنُ يُخْلِفُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ»

১৯৭. আল-মুবারাক ইবনু ফুদ্বালাহ বলেন: হাসান আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন: “অবশ্যই মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন।”^[২৩৪]

আবু বাকর ইবনে খুযাইমা বলেন: ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে এ মর্মে মতানৈক্য হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।” সূরা আন-নাজম: ১৩।

কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল তার অন্তরের মাধ্যমে দেখেছেন।

وَعَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ قَالَ: «رَأَاهُ بِفُؤَادِهِ».

[২৩২] আছার হিসেবে হাসান: আস-সুন্নাহ লি-ইবনু আবী আসিম, হা/৪৪৫।

[২৩৩] আছার হিসেবে হাসান: আস-সুন্নাহ লি-ইবনু আবী আসিম, হা/৪৪৪।

[২৩৪] আছার হিসেবে হাসান: আস-সুন্নাহ লি-আদিল্লাহ ইবনু আহমাদ, হা/৫৫৪। তবে শাব্দিক কিছুটা পার্থক্য আছে।

১৯৮. আবুল ‘আলিয়াহ রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করে বলেন: আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর ব্যাপারে:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।” তিনি বলেন: “তিনি তাকে অন্তর দ্বারা দেখেছেন।”^[২৩৫]

وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ قَالَ: «رَأَاهُ بِقَلْبِهِ».

১৯৯. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে ইকরিমাহ এই আয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা করেন যে,

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।” তিনি বলেন: “তিনি তাঁকে হৃদয় দ্বারা দেখেছিলেন।”^[২৩৬]

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ: «رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ».

২০০. আবু সালামাহ ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণনা করে বলেন: “মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে [আল্লাহকে] দেখেছেন।”^[২৩৭]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ قَالَ: “عَبْدُهُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

২০১. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে:

[২৩৫] মুসলিম, হা/২৮৪।

[২৩৬] আছার হিসেবে ছহীহ: তিরমিযী, হা/৩২৮১।

[২৩৭] আছার হিসেবে ছহীহ: তিরমিযী, হা/৩২৮১।

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾

“এরপরে তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।” সূরা আন-নাযম: ১০। তিনি বলেছেন: “তাঁর বান্দা” বলতে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।^[২৩৮]

وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ: «عَبْدُهُ جِبْرِيلُ»

২০২. ক্বাতাদাহ বলেছেন: হাসান বলেছেন: “তাঁর বান্দা” বলতে জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম।^[২৩৯]

وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «رَأَاهُ مَرَّتَيْنِ»

২০৩. আব্বা রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণনা করে বলেন যে, “তিনি তাকে দুইবার দেখেছেন।”^[২৪০]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما) বলেন: আমাদের কতিপয় বিদ্বান এই হাদীছের মাধ্যমে দলীল পেশ করেছেন যে, ইবনু আব্বাস ও আবু যার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা তারা দুজনেই এই আয়াতকে তা’যীল (ব্যাখ্যা) করেছেন যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অন্তর দ্বারা দেখেছিলেন। আমরা ইতোমধ্যে যে আয়াতকে পেশ করেছি তার পরবর্তী আয়াত হচ্ছে তাদের দলীল:

﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۚ ﴾

“এরপরে তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন। সে যা দেখেছে, তার ব্যাপারে তার অন্তর মিথ্যা বলেনি।” সূরা আন-নাযম: ১০-১১।

আর তিনি আল্লাহর এই বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন:

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴾

[২৩৮] আছার হিসেবে হাসান: আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ, হা/১১৫৩৮।

[২৩৯] আছার হিসেবে হাসান: লালিকাঈ, ০৩/৫২৬, এবং ইবনু জারীর ২৭/৫৬।

[২৪০] আছার হিসেবে ছুহীহ: লালিকাঈ, ০৩/৫১৬-৫১৭ এবং হাকিম, হা/২১৯।

“তারপরে সে তার নিকটে আসল আর আরো কাছে আসল। তখন সেই দূরত্ব ছিল দু’টি ধনুকের ন্যায় অথবা তার থেকেও কম। এরপরে তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন।” সূরা আন-নাজম: ০৮-১০।

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলার নিকটবর্তী হয়েছিলেন দু’টি ধনুকের ন্যায় অথবা তার থেকেও কম। আর তখন আল্লাহ তা‘আলা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যা ওহী করতে চেয়েছিলেন, তা ওহী করলেন। আর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তর সে যা প্রত্যক্ষ করেছে, সে ব্যাপারে মিথ্যা বলেনি। তারা বলতে চান: তিনি তাঁর সম্মানিত ও সুউচ্চ সৃষ্টিকর্তাকে দেখেছিলেন।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) আরো বলেন: অবশ্য তারা এই আয়াতের যে তাওয়ীল বা ব্যাখ্যা করেছেন, তা অকাট্য কোন ব্যাখ্যা নয়, এক্ষেত্রে নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে; কেননা আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাঁর রবের সবচেয়ে বড় নিদর্শন দেখেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এটা জানাননি যে, “তিনি তাঁর সুউচ্চ ও সম্মানিত রবকে দেখেছিলেন।” আর আমাদের রবের নিদর্শন অবশ্যই আমাদের সুউচ্চ ও সম্মানিত রব নন।

আমাদের বিদ্বানদের অন্য একটি দল প্রমাণ হিসেবে নিচের বর্ণনাগুলোকে পেশ করেন:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أَرَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ.

২০৪. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾

“আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি।” সূরা আল-ইসরা: ৬০। এটি হচ্ছে যে রাতে রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসরা বা উর্ধ্বালোক ভ্রমণ করানো হয়েছিল সে রাতে স্বচক্ষে দেখার বর্ণনা, যা তাকে দেখানো হয়েছিল।^[২৪১]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾ قَال: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أَرَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ: ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ﴾: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: لَيْسَ رُؤْيَا مَنْامٍ.

২০৫. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾

“আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি।”^[২৪২] যে রাতে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসরা বা উর্ধালোক ভ্রমণ করানো হয়েছিল সে রাতে স্বচক্ষে যা তাকে দেখানো হয়েছিল তার বর্ণনা। এরপরে তিনি বলেন:

﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ﴾

“আর সেটি হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষ।” সূরা আল-ইসরা: ৬০। তিনি বলেন: “এটি হচ্ছে: যাক্কুম গাছ।”^[২৪৩] অন্য একটি রিওয়ায়েতে এসেছে: “এটি ঘুমের মধ্যে দেখা নয়।”

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما) আরো বলেন: অবশ্য এই বর্ণনা, যে ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা ‘স্বচক্ষে দেখা’ তার এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন যে, তিনি (মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রবকে দেখেছেন। এটাও কোন অকাট্য ব্যাখ্যা নয়।

আর ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে ইকরিমা সূত্রে ক্বাতাদাহ ও হাকাম ইবনু আবান হতে বর্ণিত হাদীছ এবং আব্দুল্লাহ বিন আবী সালামাহ সূত্রে ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে হাদীছটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর তা হচ্ছে: ইবনু আব্বাস সাব্যস্ত করতেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন।

[২৪২] সূরা আল-ইসরা: ৬০।

[২৪৩] বুখারী; হা/৪৭১৬।

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾
، قَالَ: «رَأَى رَبَّهُ»

২০৬. আবু সালামাহ ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণনা করে বলেন: তিনি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বলেন:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।” তিনি বলেছেন: “তিনি তার রবকে [আল্লাহকে] দেখেছেন।”^[২৪৪]

وَعَنْ كُفَيْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَاهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُوسَى وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَرَأَاهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ، وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ»

২০৭. কা’ব আল আহবার রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা তাঁর দর্শন এবং কালামকে মূসা এবং মুহাম্মাদ ‘আলাইহিমা সাল্লাতু ওয়াস সালাম এর মধ্যে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং মুহাম্মাদ তাকে দুইবার দেখেছেন আর মূসা তার সাথে দুইবার কথা বলেছেন।”^[২৪৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা বলেন: আমি যা উল্লেখ করেছি তার শুদ্ধতার দলীল হচ্ছে: নিশ্চয়ই আমাদের রবের সবচেয়ে বড় নিদর্শনকে এটা বলে তা’যীল করা জায়েয হবে না যে, সেটাই হচ্ছে আমাদের রব।

ذَكَرَ أَخْبَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ইবনু মাস’উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হাদীছসমূহের বর্ণনা

[২৪৪] সানাদ হাসান: পূর্বোক্ত।

[২৪৫] আছার হিসেবে ছহীহ: তিরমিযী, হা/৩২৭৮।

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾، قَالَ: فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائَةٌ جَنَاحَ»

২০৮. আবু ইসহাক আশ-শাইবানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি যির ইবনু হুবাইশকে আল্লাহর এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম:

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾

“তখন সেই দূরত্ব ছিল দু’টি ধনুকের ন্যায় অথবা তার থেকেও কম।” সূরা আন-নাজম: ০৯।

আবু ইসহাক বলেন: তিনি বললেন: আমাকে ইবনু মাস‘উদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে দেখেছিলেন এমন অবস্থায় যে, তার ছয়শত ডানা ছিল।^[২৪৬]

وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَتَيْتُ زُرَّ بْنَ حُبَيْشٍ وَعَلَيَّ دُرَّتَانِ أَوْ فِي أُذُنِي دُرَّتَانِ فَأُلْقَيْتُ عَلَيَّ مِنْهُ مَحَبَّةً، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ لِي: سَلَّهُ سَلَّهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَظَرْتُ إِلَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْمِائَةٌ جَنَاحَ»

২০৯. আবু ইসহাক আশ-শাইবানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি যির ইবনু হুবাইশের নিকটে আসলাম। আমার উপরে দু’টি মুক্তাদানা ছিল, অথবা: আমার কানের মধ্যে দু’টি মুক্তাদানা ছিল। আমার উপরে তার থেকে ভালোবাসা প্রকাশ পেলে লোকেরা বলতে শুরু করল: আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন আমি তাকে আল্লাহর এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম:

﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾

“তখন সেই দূরত্ব ছিল দু’টি ধনুকের ন্যায় অথবা তার থেকেও কম।” সূরা আন-নাজম: ০৯।

তখন তিনি বললেন: আমাদেরকে ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি জিবরীলকে দেখেছিলাম এমন অবস্থায় যে, তার ছয়শত ডানা ছিল।”^[২৪৭]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ عَلَى السِّدْرَةِ لَهُ سِتْمِائَةٌ جَنَاحَ»

২১০. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলকে তার আসল আকৃতিতে সিদরাতুল মুনতাহাতে দেখেছিলেন এমন অবস্থায় যে, তার ছয়শত ডানা ছিল।^[২৪৮]

وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ أَفْقَ السَّمَاءِ»

২১১. আবু ইসহাক আশ-শাইবানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি যির ইবনু হুবাইশকে আল্লাহর এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম:

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

“আর সে তার রবের [আল্লাহর] সবচেয়ে বড় নিদর্শনগুলো হতে [কতিপয়] দেখেছিল।” সূরা আন-নাজম: ১৮। তখন তিনি বললেন: ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু বলেছেন: “তিনি একটি সবুজ রফরফ দেখেছিলেন, যা আকাশের প্রান্ত জুড়ে ছিল।”^[২৪৯]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা বলেন: ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হাদীছসমূহে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপারে:

﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾

[২৪৭] বুখারী, হা/৪৮৫৭।

[২৪৮] হাসান: আবুশ শাইখ এর 'আল-উযমাহ'; হা/৩৪৫।

[২৪৯] বুখারী, হা/৩২৩৩।

“আর সে তার রবের [আল্লাহর] সবচেয়ে বড় নিদর্শনগুলো হতে [কতিপয়] দেখেছিল।” সূরা আন-নাজম: ১৮। যে ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তা হচ্ছে: তিনি হাদীছে বর্ণিত এই আকৃতিতে জিবরীলকে দেখেছিলেন। আর আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।”

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে এটা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে, এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে যেমনটি ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেছেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দু’বার দেখেছিলেন। এ কথার দলীল হচ্ছে:

﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ﴾

“আর সে তার রবের [আল্লাহর] সবচেয়ে বড় নিদর্শনগুলো হতে [কতিপয়] দেখেছিল।” সূরা আন-নাজম: ১৮।

আর আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে আরো একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। যার সঠিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমাদের আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে; কেননা সেটি এমন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যা একই সাথে সাব্যস্ত হওয়া না হওয়া উভয়টিরই সম্ভাবনা রাখে। আর তা হচ্ছে আরবদের ভাষারীতির প্রশস্ততার কারণে।

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: لَسَأَلْتُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «أَنْتَ أَرَاهُ».

২১২. আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললাম: ‘আমি যদি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতাম তবে তার কাছে প্রশ্ন করতাম! তখন তিনি বললেন: “কোন বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করতে?” তিনি বলেন: আমি প্রশ্ন করতাম: “আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন?” তখন তিনি (আবু যর) বললেন: আমি তা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন: “আমি কীভাবে তাঁকে দেখবো?”^[২৫০]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: إِذَنْ لَسَأَلْتُهُ: هَلْ رَأَى رَبَّهُ؟ فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ أَنَا، قُلْتُ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ»

২১৩. আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব আল-‘উক্বাইলী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললাম: ‘আমি যদি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতাম তবে তার কাছে প্রশ্ন করতাম!’ তখন তিনি বললেন: “কী বিষয় সম্পর্কে তুমি প্রশ্ন করতে?” তিনি বলেন: আমি তাহলে প্রশ্ন করতাম: “তিনি কি তার রবকে দেখেছেন?” তখন তিনি (আবু যর) বললেন: আমিই তো তা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “তিনি কী বলেছেন?” তিনি বললেন: “আমি তো নূর দেখেছি, আমি কীভাবে তাঁকে দেখবো?”^[২৫১]

রসূলের (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথা: “আমি তো নূর দেখেছি, আমি কীভাবে তাঁকে দেখবো?” দু’টি অর্থের সম্ভাবনা রাখে:

এক. নেতিবাচক অর্থ: অর্থ্যাৎ আমি তাকে কীভাবে দেখতে পাব এ অবস্থায় যে, সেটা তো নূর।

দুই. আমি কীভাবে এবং কোথায় তাকে দেখে থাকব? তিনি তো নূর। তিনি এমন নূর, যাকে দৃষ্টি আয়ত্ত্ব করতে পারে না, যেমনভাবে দৃষ্টি মাখলুকদেরকে আয়ত্ত্ব করতে পারে। ইকরিমাহ যেমনটি বলেছেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নূরের মাধ্যমে স্বীয় প্রকাশ ঘটান, তখন কোন দৃষ্টিই তাঁকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না।

আর দ্বিতীয় এই ব্যাখ্যাটির শুদ্ধতার দলীল হচ্ছে:

আল্লামাহ খলীল হাররাস বলেন: এই হাদীছের মধ্যে [জীবিত অবস্থায়] আল্লাহর রসূল (ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সম্ভাবনা নেই। বরং এখানে নেতিবাচক প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হয়েছে, যা মূলতঃ সরাসরি বলা কথা থেকেও বেশি স্পষ্ট।

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: لَسَأَلْتُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُورًا»

২১৪. আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব বলেছেন: আমি আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললাম: ‘আমি যদি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতাম তবে তার কাছে প্রশ্ন করতাম! তখন তিনি বললেন: “কোন বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করতে?” তিনি বলেন: আমি প্রশ্ন করতাম: “আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন?” তখন তিনি (আবু যর) বললেন: আমি তা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন: “আমি নূর দেখেছি।”^[২৫২]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَيِّ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ، قَالَ: وَعَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ»

২১৫. আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব বলেছেন: আমি আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুকে বললাম: ‘আমি যদি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতাম তবে তার কাছে প্রশ্ন করতাম! তখন তিনি বললেন: “কোন বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করতে?” তিনি বলেন: আমি প্রশ্ন করতাম: “আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন?” তখন তিনি (আবু যর) বললেন: আমি তা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন: “[তিনি] নূর, আমি কিভাবে তাঁকে দেখবো।”^[২৫৩]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما) বলেন: এখানে (أَنِّي) শব্দটি দু’টি অর্থের সম্ভাবনা রাখে: প্রথমটি: নেতিবাচক। দ্বিতীয়টি: ইতিবাচক। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شَتَّمْ﴾

“তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেত্রে প্রবেশ কর যেভাবে/যেখানে খুশি।” সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২৩।

[২৫২] মুসলিম, হা/১৭৮, ২৯২।

[২৫৩] পূর্বোক্ত।

এ আয়াতে (أَنَّى) শব্দটির দু'টি অর্থ: এক. যেভাবে, ও দুই. যেখানে।

সুতরাং আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীছটির অর্থ হতে পারে- «أَنَّى أَرَاهُ» কীভাবে আমি তাঁকে দেখব? অথবা কোথায় আমি তাঁকে দেখব? তিনি তো নূর। যেমনটি হিশাম ইবনু আবী আদিল্লাহ আদ-দাসতাওয়াঈর সূত্রে এসেছে আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর বর্ণনায় এসেছে: «رَأَيْتُ نُورًا» “আমি নূর দেখেছি।” এই শব্দের উপরে ভিত্তি করে বলা যায়: «أَنَّى أَرَاهُ» শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে: এক. কীভাবে আমি তাঁকে দেখব? ও দুই. কোথায় আমি তাঁকে দেখব? তবে আমি নূর দেখেছি। আরবরা ব্যবহার করে থাকে: (أَنَّى) শব্দটিকে নেতিবাচক অর্থে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا﴾

“তারা বলেছিল: আমাদের উপরে তার রাজ্য কীভাবে হতে পারে?” সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৪৭।

তারা উদ্দেশ্য করেছিল: আমাদের উপরে তার রাজ্য কিভাবে হতে পারে, অথচ আমরা তার থেকে রাজত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্য। আর ইয়াযিদ ইবনু ইবরাহীম আত-তুসতারীর বর্ণনা অনুযায়ী আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর «أَنَّى

«أَرَاهُ» এই হাদীছের অর্থ কি নেতিবাচক অর্থে? যদি তাই হয়, তবে হাদীছের অর্থ তো আল্লাহকে দেখা হওয়ার বিষয়টিকেই নাকচ করে দেয়; কেননা আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন তার হৃদয় দ্বারা।^[২৫৪]

فَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ التَّمِيمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ قَالَ: رَأَاهُ بِقَلْبِهِ، يَعْنِي: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[২৫৪] এটিই সত্য এবং ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীছের অনুকূল।

২১৬. ইয়াযিদ ইবনু শারীক আত-তাইমী রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।”

আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াতের ব্যাপারে তিনি বলেছেন: “তিনি তাকে হৃদয় দ্বারা দেখেছেন অর্থাৎ নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম।”^[২৫৫]

عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَاهُ بِقَلْبِهِ، وَلَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ.

২১৭. ইয়াযিদ ইবনু শারীক রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেছেন: “তিনি তাকে হৃদয় দ্বারা দেখেছেন। চক্ষু দ্বারা নয়।”^[২৫৬]

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ التِّمِّيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ قَالَ: رَأَاهُ بِقَلْبِهِ، وَلَمْ يَرَهُ بِبَصَرِهِ.

২১৮. ইয়াযিদ ইবনু শারীক আত-তাইমী রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।”

এ ব্যাপারে বলেছেন: “তিনি তাকে হৃদয় দ্বারা দেখেছেন। দৃষ্টি দ্বারা নয়।”^[২৫৭]

وَعَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ "جَاءَهُ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: هُوَ هُوَ، فَقَالَ: أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ: آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتِ اللَّيْلَةُ فَلَمْ يَرَهُمْ، حَتَّىٰ

[২৫৫] ছহীহ: লালিকাঙ্গ; হা/৯১৫।

[২৫৬] ছহীহ: লালিকাঙ্গ; হা/৯১৫।

[২৫৭] ছহীহ: লালিকাঙ্গ; হা/৯১৫।

جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ،
وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى اخْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ
بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَشَقَّ جَبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَتِهِ حَتَّى فَرَجَ
مِنْ صَدْرِهِ وَجُوفِهِ، وَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حَتَّى أَلْقَى جُوفَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بِطَسْتٍ مِنْ
ذَهَبٍ مَحْشُورًا إِيْمَانًا وَحِكْمَةً فَحَشَا بِهِ جُوفَهُ وَصَدْرَهُ، وَلَعَادِيدَهُ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى
السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ أَبَا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جَبْرِيلُ،
قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا وَأَهْلًا
يَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، حَتَّى
يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ
عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِي، فَنِعَمَ الْإِبْنُ أَنْتَ، فَإِذَا هُوَ فِي
السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ يَطْرِدَانِ فَقَالَ: مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا النَّيْلُ
وَالْفَرَاتُ عُنَصْرُهُمَا قَالَ: ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهْرٍ آخَرَ، عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ
لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَذَهَبَ يَشُمُّ تُرَابَهُ فَإِذَا هُوَ مِنْكَ، قَالَ: يَا جَبْرِيلُ: مَا هَذَا النَّهْرُ؟ قَالَ:
هَذَا الْكَوْثَرُ، الَّذِي حَبًّا لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَهُ
مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَقَدْ
بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ
مَا قَالَتْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ
إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ
مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءُ
قَدْ سَمَّاهُمْ، فَوَعِيتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ
أَحْفَظْ اسْمَهُ، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِفَضْلِ كَلَامِ اللَّهِ، فَقَالَ مُوسَى:
لَمْ أَظُنْ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ بِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى،
وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعَرْشِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مَعَهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مَا
أَوْحَى، فَأَوْحَى إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِهِ، فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ بِهِ
حَتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاذَا عَهْدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهْدَ إِلَيَّ

خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، ارْجِعْ، فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ إِلَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ جَبْرِيلُ، حَتَّى أَتَى إِلَى الْجَبَّارِ وَهُوَ مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ خَفِّفْ، فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ اخْتَبَسَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الْخُمْسِ، فَضَيَّعُوهُ وَتَرَكَوهُ، وَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا، وَقُلُوبًا، وَأَبْصَارًا، وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ، كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ إِلَى جَبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، فَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جَبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ فَرَجَعَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ أُمَّتِي ضِعْفَاءُ ضِعَافٍ أَجْسَادُهُمْ، وَقُلُوبُهُمْ، وَأَبْصَارُهُمْ، وَأَسْمَاعُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنَّا، فَقَالَ الْجَبَّارُ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ، وَهِيَ خُمْسٌ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: خَفَّفَ عَنَّا، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، قَالَ: قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذِهِ فَتَرَكَوهُ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ: قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، مِمَّا اخْتَلَفُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ، فَاسْتَيْقِظْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ."

২১৯. শারীক ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু আবী নামর হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি: তিনি আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে রাতে কা'বার মাসজিদ থেকে সফর করানো হয়েছিল, সেই রাত সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। ঘটনাটি এমন: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ বিষয়ে ওহী পাঠানোর আগে তার কাছে তিনজন ফেরেশতার একটা দল আসলেন। তখন তিনি মাসজিদুল হারামে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এদের প্রথম জন বললেন: ইনিই তিনি? মাঝের জন বললেন: তিনি এদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ। শেষের জন বললেন: তা হলে তাদের সর্বোত্তম মানুষটিকেই নিয়ে চল। ঐ রাতের ঘটনা এতটুকুই। এ জন্য তিনি আর তাদেরকে দেখেননি যতদিন না তারা অন্য এক রাতে তার কাছে আসলেন, যা তিনি হৃদয় দ্বারা দেখছিলেন; যেহেতু তার চোখ ঘুমায় কিন্তু হৃদয় বা অন্তর ঘুমায় না। সে রকম অন্য নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) চোখ ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু হৃদয় ঘুমাত না। এ রাতে তারা তার সঙ্গে কোন কথা না বলেই তাকে উঠিয়ে নিয়ে যমযম কূপের কাছে রাখলেন। এরপরে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তার সাথীদের থেকে

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম তার কণ্ঠনালীর নিচ হতে বুক পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং তার বুক ও পেট থেকে সবকিছু নেড়েচেড়ে যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে নিয়ে, সেগুলোকে পরিষ্কার করলেন। তারপর সোনার একটি পাত্র আনা হল। যা ঈমান ও হিকমাতে পরিপূর্ণ ছিল। তার বুক ও গলার রগগুলো পর্যন্ত এর দ্বারা পূর্ণ করলেন। তারপর সেগুলো যথাস্থানে রেখে পুনরায় বন্ধ করে দিলেন।

তারপর তাকে নিয়ে পৃথিবীর আসমানের দিকে রওনা হলেন। এরপরে আসমানের দরজাগুলো হতে একটি দরজাতে কড়া নাড়লেন। ফলে আসমানবাসীগণ তাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: কে সে? তিনি উত্তরে বললেন: জিবরীল। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন: আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা জিজ্ঞাসা করলেন: তার কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তারা বললেন: মারহাবান ওয়া আহলান (আপনাকে স্বাগতম, আপনি আপনজনের মধ্যে এসেছেন)। তার আগমনে আসমানবাসীরা খুবই আনন্দিত হলেন। আল্লাহ যমীনে কী করতে চাচ্ছেন, তা আসমানবাসীদেরকে না জানানো পর্যন্ত তারা জানতে পারে না। তিনি দুনিয়ার আসমানে আদম আলাইহিস সালামকে পেলেন। জিবরীল বললেন: তিনি আপনার পিতা, তাকে সালাম দিন। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালাম দিলে আদম আলাইহিস সালাম তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন: মারহাবান ওয়া আহলান হে আমার পুত্র! তুমি আমার কতইনা উত্তম পুত্র। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’টি প্রবাহমান নদী দুনিয়ার আসমানে দেখতে পেলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন: হে জিবরীল! এ নদী দু’টি কোন নদী? জিবরীল বললেন: এ দু’টি হলো নীল ও ফুরাত উৎস।

এরপর জিবরীল নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে এ আসমানে ঘুরে বেড়ালেন। হটাৎ তিনি আরো একটি নদী দেখতে পেলেন, যার উপরে ছিল মুক্তা ও জবরযদ পাথরের তৈরী একটি প্রাসাদ। তখন তিনি তার মাটির সুগন্ধ নেওয়ার চেষ্টা করলেন, তখন দেখা গেল যে, সেটা ছিল মিশক। তিনি বললেন: হে জিবরীল! এটি কী? জিবরীল বললেন: এটি হচ্ছে কাউছার। যা আপনার রব আপনার জন্যই সংরক্ষিত রেখেছেন।

তারপর তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে করে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। প্রথম আসমানের ফেরেশতাগণ তাকে যা বলেছিলেন এখানেও তা বললেন। তারা জানতে চাইল: আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা বললেন: তার কাছে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তারা বললেন: মারহাবান ওয়া আহলান।

তারপর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে করে তিনি তৃতীয় আসমানের দিকে উত্থিত হলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতারা যা বলেছিলেন, তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারাও তাই বললেন। তারপর তাকে সঙ্গে করে তিনি চতুর্থ আসামানের দিকে উত্থিত হলেন। তারাও তাকে আগের মতই বললেন। তারপর তাকে নিয়ে তিনি পঞ্চম আসমানে উত্থিত হলেন। তারাও পূর্বের মতই বললেন। এরপর তিনি তাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দিকে উত্থিত হলেন। সেখানেও ফেরেশতারা আগের মতই বললেন।

সবশেষে তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে তিনি সপ্তম আসমানে উত্থিত হলেন এবং সেখানেও ফেরেশতারা তাকে আগের ফেরেশতাদের মত বললেন। প্রত্যেক আসমানেই নাবীগণ রয়েছেন। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নামও উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্য হতে আমি যাদের নাম মুখস্থ রাখতে পেরেছি, তারা হচ্ছেন: দ্বিতীয় আসমানে ইদরীস, চতুর্থ আসমানে হারুন, পঞ্চম আসমানে অন্য একজন নাবী, যার নাম আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। ষষ্ঠ আসমানে রয়েছে ইবরাহীম এবং আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার মর্যাদার কারণে মূসা আছেন সপ্তম আসমানে।

সে সময় মূসা বললেন: হে আমার রব! আমি ধারণা করিনি যে, আমার উপরে অন্য কাউকে উর্ধে নেওয়া হবে। তারপর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এতটা উপরে উঠান হল যে ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানে না। শেষে তিনি তাকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহাতে পৌঁছলেন। এরপরে প্রবল পরাক্রমশালী ইযযাতের মালিক আল্লাহ তার নিকটবর্তী হলেন, এরপরে তিনি আরো কাছে আসলেন; ফলে তাঁদের মাঝে দু’টি ধনুকের ন্যায় ব্যবধান রইল অথবা তার চেয়েও কম। তখন আল্লাহ তার প্রতি যা ওহী পাঠানোর তা পাঠালেন। তিনি তার উপরে যে ওহী করলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিল, তার উম্মাতের উপর রাত ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছলাত আদায়ের কথা। তারপর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচে নামলেন, আর মূসার কাছে আসলে মূসা তাকে আটকিয়ে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আপনার রব আপনাকে কী নির্দেশ দিলেন? নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: রাত ও দিনে পঞ্চাশ বার ছলাত আদায়ের নির্দেশ। তখন মূসা বললেন: আপনার উম্মাত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। কাজেই আপনি ফিরে যান, যাতে আপনার রব আপনার এবং আপনার উম্মাত হতে এ আদেশটি সহজ করে দেন।

তখন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীলের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তিনি এ ব্যাপারে তার থেকে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। জিবরাঈল তাকে ইঙ্গিতে বললেন: হ্যাঁ, আপনি ইচ্ছে করলে তা হতে পারে। তাই তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর কাছে গেলেন।

তারপর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথাস্থানে থেকে বললেন: হে আমার রব! আমাদের জন্য সহজ করে দেন। আমার উম্মাত এটি আদায় করতে পারবে না। তখন আল্লাহ তা‘আলা দশ ওয়াক্ত ছলাত কমিয়ে দিলেন। এরপর মূসার কাছে ফিরে আসলে তিনি তাকে থামালেন। এভাবেই মূসা তাকে তার রবেবর কাছে পাঠাতে থাকলেন যতক্ষণ না মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত বাকী থাকল। পাঁচ সংখ্যায়ও মূসা তাকে থামিয়ে বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমি আমার বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কাছে এটা হতেও সামান্য কিছু পেতে চেয়েছি। তবু তারা দুর্বল হয়েছে এবং পরিত্যাগ করেছে। অথচ আপনার উম্মাত শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সব দিক দিয়ে আরো দুর্বল। কাজেই আপনি আবার যান এবং আপনার রব থেকে আদেশটিকে আরো সহজ করে আনুন। প্রতিবারই নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শের জন্য জিবরাঈলের দিকে তাকাতে। পঞ্চমবারেও জিবরীল তা অপছন্দ করলেন না। আর তারপরে তাকে নিয়ে পুনরায় উত্থিত হলেন। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আমার রব! আমার উম্মাত শরীর, মন, শ্রবণশক্তি ও দেহের দিক হতে অত্যন্ত দুর্বল। তাই আদেশটি আমাদের থেকে আরো সহজ করে দিন। এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ বললেন: হে মুহাম্মাদ! নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘লাব্বাইক ওয়া সা‘দাইক (আমি আপনার নিকট উপস্থিত, বারবার উপস্থিত)। আল্লাহ বললেন: আমার কথার কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। আমি তোমাদের উপর যা ফরয করেছি তা উম্মুল কিতাব তথা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক নেক আমলের জন্য দশটি করে নেকী রয়েছে। উম্মুল কিতাবে ছলাত পঞ্চাশ ওয়াক্তই লেখা আছে, তবে তোমার ও তোমার উম্মাতের জন্য তা পাঁচ ওয়াক্ত হিসেবে থাকবে। এরপর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসার কাছে ফিরে আসলে মূসা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কী করলেন? নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তিনি আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে প্রত্যেক নেক আমলের পরিবর্তে দশটি সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তখন মূসা বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি বনী ইসরাঈলের নিকট হতে এর চেয়েও অল্প জিনিসের আশা করেছিলাম, কিন্তু তারা তাও আদায় করেনি। আপনার রবেবর কাছে আপনি আবার ফিরে যান, যেন তিনি আপনার থেকে আরো একটু কমিয়ে দেন। এবার নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি আমার রবেবর কাছে বারবার যেয়ে তাঁর সাথে যেন মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়ার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করছি। এরপর মূসা বললেন: তাহলে আপনি আল্লাহর নামে নেমে পড়ুন। এ সময় নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জাখত হলেন আর তিনি দেখলেন যে, তিনি মসজিদে হারামে
আছেন। [২৫৮]

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ، رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ أَقْبَلُوا إِلَيَّ، فَقَالَ الْأَوَّلُ: هُوَ هُوَ، فَقَالَ الْأَوْسَطُ: نَعَمْ، فَقَالَ الْآخَرُ: خُذُوا سَيِّدَ الْقَوْمِ: فَرَجَعُوا إِلَيَّ، فَاحْتَمَلُونِي، حَتَّى أَلْقُونِي عَلَى ظَهْرِي، عِنْدَ زَمْزَمَ، فَشَقُّوا بَطْنِي، فَغَسَلُوهُ، فَسَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يُوصِي بَعْضًا يَقُولُ: أَنْقُوهَا، فَأَنْقُوا حَشْوَةَ بَطْنِي، ثُمَّ أُتِيَتْ بِطِشْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَوْعَى فِي قَلْبِي، ثُمَّ صَعِدُوا بِي إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحَ فَإِذَا آدَمُ، إِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ عَنْ شِمَالِهِ بَكَى، قَالَ: قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، إِذَا نَظَرَ إِلَى الْجَنَّةِ عَنْ يَمِينِهِ فَرَأَى مَنْ فِيهَا مِنْ وَلَدِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى النَّارِ عَنْ يَسَارِهِ فَنَظَرَ إِلَى وَلَدِهِ فِيهَا بَكَى، " قَالَ أَنَسٌ: إِنَّ شَيْئًا سَمِيتُ لَكَ كُلَّهُمْ، وَلَكِنْ يَطُولُ عَلَيَّ الْحَدِيثُ، فَعَرَجَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَفُتِحَ، فَإِذَا مُوسَى، قَالَ: فَعَرَجَ بِي حَتَّى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفُتِحَ، فَأَدْخَلْتُ الْجَنَّةَ فَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، وَهُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، شَاطِئُهُ يَأْقُوتُ مُجُوفٌ مِنْ لَوْلُؤٍ ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَدَنَا إِلَى رَبِّهِ فَتَدَلَّى، {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى}، فَفَرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيَّ أَرْبَعِينَ صَلَاةً، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، وَعَنْ أُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عَشْرِ قَالَ: إِنَّ

بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمُرُوا بِأَيْسَرٍ مِنْ هَذَا فَلَمْ يُطِيقُوهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَضَعَ خَمْسًا، ثُمَّ قَالَ: لَا يُبَدِّلُ قَوْلِي وَلَا يُنْسَخُ كِتَابِي، هُوَ فِي التَّخْفِيفِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ، وَفِي التَّضْعِيفِ فِي الْأَجْرِ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ، قَالَ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى أَنِّي لَأَسْتَحِي مِنْهُ"

২২০. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন: একদিন আমি মাসজিদে শুয়ে ছিলাম, তখন আমি তিনজন ব্যক্তিকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। তাদের মধ্যে প্রথমজন বললেন: তিনিই ইনি? তাদের দ্বিতীয়জন বললেন: হ্যাঁ। তাদের অপরজন বললেন: গোত্রের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে তোমরা নিয়ে চলো। রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর তারা আমার কাছ থেকে ফিরে গেল। আমি দ্বিতীয় আরেক দিন তাদেরকে দেখলাম, তারা অনুরূপই বললেন। অতঃপর আমি তাদের তৃতীয় আরেক দিন দেখলাম। তারা সেদিনও অনুরূপই বললেন এবং আমাকে ধরে বহন করে নিয়ে গেলেন, যমযমের নিকট পৌঁছে তারা আমাকে সেখানে রাখলেন। এরপরে তারা আমার পেট চিরে ফেললেন এবং সেটিকে ধৌত করালেন। আমি তাদের একজনকে একথা বলতে শুনলাম যে, তিনি বলছেন: এটাকে পরিষ্কার করো। সুতরাং আমার পেটের মধ্যে থাকা সকল বস্তুকে তারা পরিষ্কার করলেন। এরপরে একটি স্বর্ণ নির্মিত পাত্র নিয়ে আসা হল, যা ঈমান ও হিকমাত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তা আমার অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

এরপরে তারা আমাকে নিয়ে আসমানের দিকে উঠলেন এবং তিনি আসমান খোলার জন্য বললেন। তখন আসমানের থেকে একজন বললেন: তিনি কে? তখন তিনি বললেন: জিবরীল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তার প্রতি কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি আসমানের দরজা খুলে দিলেন। তখন সেখানে আদম ‘আলাইহিস সালাম ছিলেন, যখন তিনি তার ডান দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন হাসছিলেন, আর যখন তিনি তাঁর বাম দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন কাঁদছিলেন। আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি বললাম: হে জিবরীল! এই ব্যক্তি কে? জিবরীল বললেন: এটা হচ্ছে আপনার পিতা আদম। যখন তিনি জান্নাতের দিকে তাকাচ্ছেন এবং সেখানে তার সন্তানদেরকে দেখতে পাচ্ছেন, তখন তিনি হাসছেন। আর যখন তিনি জাহান্নামের দিকে তার বাম দিকে

তাকাচ্ছেন এবং তার সন্তানদেরকে সেখানে দেখছেন, তখন তিনি কাঁদছেন। আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন: হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি তুমি চাও তাদের প্রত্যেকের নামই আমি বলতে পারতাম, কিন্তু হাদীছটি আমার উপর অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

এরপরে আমাকে নিয়ে তিনি ষষ্ঠ আসমানে উত্থিত হলেন। তখন [আসমান হতে একজন] বললেন: তিনি কে? তখন জিবরীল বললেন: ইনি জিবরীল। তখন তাকে বলা হল: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন বলা হলো: তার প্রতি কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন আসমান খুলে দেওয়া হলো। তখন সেখানে মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন। তিনি বলেন: এরপর তিনি আমাকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকলেন এবং সপ্তম আসমানে পৌঁছালেন। সপ্তম আসমান কি খুলে দিতে বলা হল। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল: তিনি কে? তিনি বললেন: জিবরীল। তখন বলা হলো: আপনার সাথে কে? তখন বলা হলো: মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন বলা হলো: তার প্রতি কি প্রেরণ করা হয়েছিল? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন তিনি আসমানকে খুলে দিলেন, এরপর আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং আমাকে কাউছার দেওয়া হলো, আর সেটা ছিল জান্নাতে একটি নদী। যার উপকূল ছিল ইয়াকূতের মধ্যে মুক্তা খচিত। এরপরে আমাকে নিয়ে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উত্থিত হলেন। সুতরাং সেখানে তিনি তার রবের নিকটে গেলেন এবং আরো নিকটে গেলেন, এমনকি এর দূরত্ব দু'টি ধনুকের ন্যায় অথবা তার থেকেও কম ছিল। এরপরে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি যা ইচ্ছা ওহী নাযিল করলেন।

তিনি আমার এবং আমার উম্মতের উপরে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছলাত ফরয করলেন। আমি যখন ফিরে এলাম এবং মূসা আলাইহিস সালামকে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি বললেন: আপনার উম্মত এবং আপনার উপর কত [ওয়াক্ত ছলাত] ফরয করা হলো? আমি বললাম: পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছলাত। তিনি বললেন: আপনি ফিরে যান আপনার রবের কাছে; যেন তিনি আপনার এবং আপনার উম্মতের কাছ থেকে এটিকে আরো সহজ করে দেন। আমি তখন ফিরে আসলাম আল্লাহর কাছে। তখন তিনি আমার থেকে দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। আমি পুনরায় মূসা আলাইহিস সালামকে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি বললেন: আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্য কত ওয়াক্ত ফরয করা হলো? আমি বললাম: চল্লিশ ওয়াক্ত ছলাত। তিনি বললেন: আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান; যেন তিনি আপনার এবং আপনার উম্মতের কাছ থেকে এটিকে আরো সহজ করে দেন। আমি ফিরে গেলাম, তখন তিনি আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। এভাবে করে চলতে থাকল, যতক্ষণ না দশের কাছে এসে

পৌছালো। যখন তা দশ ওয়াক্ত হলো, তখন তিনি বললেন: নিশ্চয়ই বানী ইসরাঈলকে এর থেকেও সহজ বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা তা পালন করতে পারেনি। তখন আমি আবার ফিরে গেলাম, তিনি তা থেকে আরো পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। এরপরে তিনি বললেন: আমার কথা কখনো পরিবর্তিত হয় না, আর আমার কিতাব [বা লিখিত বিধান] রহিত হয় না। এটি হচ্ছে: সহজ করণার্থে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত, কিন্তু তা পুরস্কারপ্রাপ্তির দিক থেকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। তারপর যখন আমি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে এলাম, তখন তিনি বললেন: কত ওয়াক্ত আপনার এবং আপনার উম্মাতের জন্য ফরয করা হলো? আমি বললাম: পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত। তিনি বললেন: আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান; যেন তিনি আপনার এবং আপনার উম্মাত থেকে আরো সহজ করে দেন। তখন তিনি বললেন: আমি আমার রবের কাছে অনেকবার গিয়েছি, আমি এখন তার কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি।^[২৫৯]

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدٌ؟" قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ رَبِّي، أَيُّ رَبِّي، مَرَّتَيْنِ، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا، بَيْنَ ثَدْيَيْ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ قَالَ: «فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدٌ؟» قُلْتُ: فِي الْكُفَّارَاتِ يَا رَبِّ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: الْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، فَقَالَ اللَّهُ: "مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَعِشْ بِخَيْرٍ وَيَمُوتْ بِخَيْرٍ، وَيَكُونَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، وَمِنْ الدَّرَجَاتِ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطَيِّبُ الْكَلَامِ، وَأَنْ تَقُومَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ"، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرَكْتُ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبُّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوهُنَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُنَّ لِحَقٌّ.

২২১. আব্দুর রহমান ইবনু আয়িশ আল-হাদরামী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আমি আমার রবকে সর্বোত্তম আকৃতিতে দেখেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন: কোন জিনিস নিয়ে ফেরেশতারা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়? তিনি বলেন: “তখন আমি বললাম: আমি জানি না, হে আমার রব! হে আমার রব!” দুইবার। “তারপর তিনি তার হাতের তালু আমার দুই কাঁধের উপরে রাখলেন, তখন আমি আমার বুকের মধ্যে তার ঠান্ডা অনুভব করলাম। এবং আমি আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো জানতে পারলাম।” এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

﴿وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾

“অনুরূপভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনসমূহের রাজত্ব দেখিয়েছিলাম; যেন সে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে পারে।”

এরপর তিনি বললেন: “ফেরেশতারা কোন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়? হে মুহাম্মাদ! তিনি বলেন: “আমি বললাম কাফফারা সমূহের ব্যাপারে হে আমার রব। তিনি বললেন: সেগুলো কী? আমি বললাম: জুমুয়ার দিকে গমন করা, মাসজিদে বসে থাকা, ছুলাতের জন্য অপেক্ষা করা এবং কষ্টের মুহূর্তে সুন্দরভাবে উযু করা।” তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন: “যে ব্যক্তি এটা করবে সে উত্তম জীবন যাপন করবে, উত্তমভাবে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে এমনভাবে তার গুনাহ থেকে পবিত্র হবে, যেন তার মা তাকে আজকেই প্রসব করেছে। আর মর্যাদার দিক থেকে রয়েছে: খাদ্য খাওয়ানো, উত্তম কথা বলা এবং তুমি রাত্রে এমন সময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছুলাতে দাঁড়াবে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকবে।” তখন তিনি বললেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَرَكْتُ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبُّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি: উত্তম বস্তুসমূহ এবং নিকৃষ্ট জিনিসগুলোকে পরিত্যাগ করা, মিসকীনদের ভালোবাসা এবং আপনি আমার তওবা কবুল করবেন, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমাকে রহমত দান করবেন এবং যখন আপনি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন ফিতনার ইচ্ছা করবেন তখন আমাকে ফিতনাতে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সেখান থেকে মৃত্যুদান করবেন।”

আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপরে বললেন: “তোমরা এগুলো শিখে নাও, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জান, নিশ্চয়ই এগুলো হচ্ছে সত্য।” [২৬০]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ لَا أَدْرِي، قَالَ: فَوَضَعَ يَدُهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَبِّ فِي الْكُفَّارَاتِ، الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمْ: عَاشَ بِخَيْرٍ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

২২২. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি আমার রবকে সর্বোত্তম আকৃতিতে দেখেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন: হে মুহাম্মাদ! তখন আমি বললাম: লাব্বাইক ওয়া সা‘দাইক তথা আমি আপনার সমীপে বারবার হাজির আছি। তখন তিনি বললেন: কোন জিনিস নিয়ে ফেরেশতারা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়? তখন আমি বললাম: “হে আমার রব! আমি জানি না।” তিনি বলেছেন: “তারপর তিনি তাঁর হাত আমার দুই কাঁধের উপরে রাখলেন, তখন আমি আমার বুকের মধ্যে তার শীতলতা অনুভব করলাম। তখন আমি মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যে যা কিছু আছে তা সম্পর্কে জানতে পারলাম। তখন তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ! লাব্বাইকা রাব্বী ওয়া সা‘দাইক তথা ‘হে আমার রব! আমি আপনার সমীপে বারবার হাজির আছি।’ তখন তিনি বললেন: কোন জিনিস নিয়ে ফেরেশতারা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়? তিনি [নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: তখন আমি বললাম: কাফ্যারাসমূহের ব্যাপারে, জামা‘আতে পায়ে হেটে গমনের বিষয়ে, কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে উযু করা, ছুলাতের পরে অন্য ছুলাতের জন্য অপেক্ষা করা। যে ব্যক্তি এগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবে, সে উত্তমভাবে জীবন যাপন করবে

এবং উত্তমভাবেই মৃত্যুবরণ করবে। আর সে তার পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে, যেন তার মা তাকে আজকেই প্রসব করেছে।”^[২৬১]

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اخْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ، عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا أَنْ نَرَاءَى قَرْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيعًا، فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ: " عَلَى مَصَافِكُمْ كَمَا أَنْتُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا قَالَ: إِنِّي سَأَحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ، إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قَدَّرَ لِي، فَنَعَسْتُ فِي مُصَلَّايَ، حَتَّى اسْتَثْقَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْي، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ، بَيْنَ ثَدْيَيْي، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ فِي الْكُفَّارَاتِ، قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَجُلُوسٌ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حَتَّى الْكَرْبَهَاتِ، قَالَ: وَمَا الدَّرَجَاتُ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلِّ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا حَقٌّ فَتَعَلَّمُوهَا، وَادْرُسُوهَا.

২২৩. মু'আয ইবনু জাবাল রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন ভোরে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের ছলাত আদায় করতে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এমনকি যেন প্রায় আমরা সূর্যের শিং (উদিত হওয়ার চিহ্ন) দেখতে পেলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলে ছলাতের জন্য দাঁড়ানো হল। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে ছলাত আদায় করলেন। তিনি সালাম ফিরানোর পর উচ্চস্বরে আমাদেরকে ডেকে বললেন: তোমরা যেভাবে

কাতারবন্দী অবস্থায় আছ সেভাবেই থাক। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসলেন, আর বললেন: আমি তোমাদেরকে এখনই অবহিত করব, যা ভোরে তোমাদের নিকট আসতে আমাকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

আমি রাতে উঠে উযু করলাম এবং যথাসাধ্য ছলাত আদায় করলাম। ছলাতের স্থানে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, অতঃপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, এমন সময় আমি আমার রবকে সর্বোত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখতে পেলাম। তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ। আমি বললাম: লাব্বাইকা ইয়া রব্বী! তথা: আমি বারবার আপনার সমীপে উপস্থিত আছি, হে আমার রব। তিনি বললেন: কোন জিনিস নিয়ে ফেরেশতারা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়? তখন আমি বললাম: “হে আমার রব! আমি জানি না।” আল্লাহ তা‘আলা এ কথাটি তিনবার বললেন।

আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি তাকে দেখলাম যে, তিনি তার হাতের তালু আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন। আমি আমার বক্ষস্থলে তার হাতের আঙ্গুলসমূহের শীতলতা অনুভব করলাম। ফলে প্রত্যেক জিনিস আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠল আর আমি তা জানতে পারলাম। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, হে মুহাম্মাদ। আমি বললাম: লাব্বাইকা ইয়া রব্বী! তথা: আমি বারবার আপনার সমীপে উপস্থিত আছি, হে আমার রব! তিনি বললেন: কোন জিনিস নিয়ে ফেরেশতারা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়? আমি বললাম: কাফ্ফারাসমূহের ব্যাপারে। তখন তিনি বললেন: সেগুলো কী? আমি বললাম: হেঁটে ছলাতের জামা‘আতসমূহে উপস্থিত হওয়া, ছলাতের পর মাসজিদে বসে থাকা এবং কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযু সম্পাদন করা। তিনি বললেন: তারপর কোন ব্যাপারে? আমি বললাম: খাদ্য খাওয়ান, কোমলভাবে কথা বলা এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় ছলাত আদায় করার ব্যাপারে। আল্লাহ তা‘আলা বললেন: তুমি কিছু চাও। তখন আমি বললাম:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ভালো ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজসমূহ বর্জনের, মিসকীনদের ভালোবাসার তাওফীক চাই। [আমি আরো চাই] আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং রহমত করবেন। আপনি যদি কোন সম্প্রদায়কে ফিতনাতে ফেলার ইচ্ছা করে থাকেন তবে আপনি আমাকে ফিতনামুক্ত অবস্থায়ই মৃত্যু দান করবেন। আমি প্রার্থনা করি আপনার ভালোবাসা, যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং এমন কাজের

ভালোবাসা যা আপনার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেয়।” এরপরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: স্বপ্নটি অবশ্যই সত্য। অতএব তোমরা তা শিখে নাও, তারপর তা পড়তে থাক।^[২৬২]

وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَأَخَّرْتُ عَنْكُمْ، إِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: "يَا مُحَمَّدُ: هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟" قُلْتُ: لَا أَذْرِي يَا رَبُّ، فَرَدَّدَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَسِسْتُ بِالْكَفِّ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، ثُمَّ تَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، يَا رَبِّ يَخْتَصِمُونَ فِي الْكُفَّارَاتِ وَالذَّرَجَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ: الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْكِرِيهَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالذَّرَجَاتِ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَبَذْلُ السَّلَامِ وَالْقِيَامُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، اشْفَعْ تُشَفِّعْ، وَسَلِّ تُعْطَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، فَتَوَفَّنِي وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبًّا يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ.

২২৪. আল্লাহর রসূলের ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাস ছাউবান রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদিন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ছলাতের জন্য আসতে [চারদিকে] ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেরী করলেন। এরপরে তিনি বললেন: “নিশ্চয় তোমাদের কাছে আসতে আমি দেরী করেছি; কারণ আমার রব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান যে, কোন জিনিস নিয়ে ফেরেশতারা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়? আমি বললাম: হে আমার রব! আমি জানি না। তিনি এ কথা দুইবার অথবা তিনবার বললেন। এরপরে আমি আমার দুই কাঁধের মাঝে [হাতের] তালুর স্পর্শ অনুভব করলাম। যার ফলে আমি আমার বুকের মধ্যে তার শীতলতা অনুভব করলাম। তখন প্রত্যেক বস্তু আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল আর আমি তা জানতে পারলাম।” তিনি বললেন: “আমি বললাম: জ্বী, হে আমার রব! তারা কাফাফারাসমূহ এবং মর্যাদাসমূহ নিয়ে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়। কাফাফারাসমূহ হচ্ছে: হেঁটে ছলাতের জামা‘আতসমূহে উপস্থিত হওয়া, ছলাতের পর মাসজিদে বসে থাকা এবং কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উযু করা। আর মর্যাদাসমূহ হচ্ছে: খাদ্য খাওয়ান, সালাম প্রদান করা এবং রাতে মানুষ

যখন ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় ছুলাত আদায় করা। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন: হে মুহাম্মাদ! সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এবং চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।” তিনি এরপরে বললেন: “আমি বললাম:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي،
وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، فَتَوَفَّنِي وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ
يُحِبُّكَ، وَحُبًّا يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ভালো ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজসমূহ বর্জনের, মিসকীনদের ভালোবাসার তাওফীক চাই। [আমি আরো চাই] আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং রহমত করবেন। আপনি যদি কোন সম্প্রদায়কে বিপদে ফেলার ইচ্ছা করে থাকেন তবে আপনি আমাকে ফিতনামুক্ত অবস্থায়ই মৃত্যু দান করবেন। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি প্রার্থনা করি আপনার ভালোবাসা, যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং এমন ভালোবাসা, যা আপনার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।”^[২৬৩]

অধ্যায়: ৪১

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُؤَيْتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي انْكَارِ رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا قَبْلَ نَزُولِ الْمَنِيِّ بِهِ

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে আল্লাহকে তিনি দেখেছেন, এ সংক্রান্ত বিষয়ে আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহা হতে তার অস্বীকৃতিমূলক বর্ণিত হাদীছসমূহের বর্ণনা।

আহলুল ক্বিবলাহর মধ্য হতে ছাহাবী, তাবি‘ঈন, তাবি‘আত এবং তাদের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যাদেরকে আলিম হিসেবে দেখি, তাদের কেউই এ

[২৬৩] শাওয়াহেদ থাকার কারণে ছহীহ: ইবনু আবী আসিমের আস-সুনাহ; হা/৪৭৯ ও বাগাভীর শারহুস সুনাহ; হা/৯২৫।

ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করেননি, কোন সন্দেহ বা সংশয়ও প্রকাশ করেননি যে, সমস্ত মুমিন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ক্বিয়ামতের দিনে স্বচক্ষে দেখবে।

তবে আলিমগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, মৃত্যু এসে যাওয়ার আগে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খালিক বা সৃষ্টিকর্তাকে দেখেছেন কিনা।

عَنْ مَسْرُوقٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: "كُنْتُ مُتَكِنًا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةَ! ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ: وَكُنْتُ مُتَكِنًا فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنْظِرِيَنِي وَلَا تَعْجَلِيَنِي، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ﴾، ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾، فَقَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ هَذَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَبْرِيْلُ، لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عَظْمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»، قَالَتْ: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، قَالَتْ: أَوْ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ قَرَأْتُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ قَرَأْتُ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ يَعَصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

২২৫. মাসরুক রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি আয়িশাহ রদিইয়াল্লাহু ‘আনহার নিকটে (মাজলিসে) হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন

তিনি বললেন: হে আবু আয়িশাহ! তিনটি কথা এমন রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এর কোন একটি বলবে, সে আল্লাহ সম্পর্কে এক বড় ধরনের অপবাদ দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সেগুলো কি? তিনি বললেন: যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন, সে আল্লাহ সম্পর্কে এক বড় ধরনের অপবাদ দিবে।

মাসরুক বলেন: আমি হেলান দেওয়া অবস্থায়ই ছিলাম, এবার সোজা হয়ে বসলাম আর বললাম: হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে একটু সময় দিন, তাড়াহুড়া করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা কি কুরআনে বলেননি:

﴿وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ﴾

“আর নিশ্চয় তিনি (রসূল) তাঁকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিল।” সূরা আত-তাকভীর: ২৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾

“আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।” সূরা আন-নাজম: ১৩।

তখন তিনি বললেন: আমিই এ উম্মাতের প্রথম ব্যক্তি, যে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন: তিনি ছিলেন জিবরীল, কেবলমাত্র এ দু‘বারই আমি তাকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছি। আমি তাকে আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। তার বিরাট দেহ ঢেকে ফেলেছিল আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব স্থানটুক। আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন: তুমি শোননি? আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

“কোনো চক্ষু তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না কিন্তু তিনি সকল চক্ষুকে আয়ত্তে রাখেন। আর তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সর্বোজ্ঞ।” সূরা আল-আন‘আম: ১০৩।

তুমি কি এটাও শোননি? আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾

“কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে ওহী ছাড়া অথবা পর্দার আড়াল থেকে ছাড়া কথা বলবেন।” সূরা আশ শূরা: ৫১। এখান থেকে তিনি এ পর্যন্ত পাঠ করলেন:

﴿إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾

“নিশ্চয় তিনি সুউচ্চ ও প্রজ্ঞাময়।” সূরা আশ-শূরা: ৫১।

এরপরে আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা বলেন: আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহর উপর বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করবে, যে ব্যক্তি এমন কথা বলবে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কোন কথা গোপন রেখেছেন; কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ﴾

“হে রসূল! আপনার রবের নিকট হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। যদি তা না করেন, তবে আপনি তার রিসালাত বা বার্তা প্রচারই করলেন না।” এখান থেকে তিনি এ পর্যন্ত পাঠ করলেন:

﴿وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

“আল্লাহই মানুষ থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন।” সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৭।

এরপরে তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ওহী ব্যতীত আগামীকাল কি হবে তা অবহিত করতে পারেন, সেও আল্লাহর উপর বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করবে; কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾

“বলুন! আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত গায়েব সম্পর্কে আর কেউই জানে না।” সূরা আন-নামল: ৬৫।^[২৬৪]

وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: أَعْظَمُ الْفِرْيَةِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَالَ: ثَلَاثَةٌ، مَنْ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الْوَحْيِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا رَأَهُ؟ قَالَتْ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ جِبْرِيلُ، رَأَهُ مَرَّتَيْنِ فِي صُورَتِهِ مَرَّةً بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وَمَرَّةً سَادًّا أَفُقَ السَّمَاءِ.

২২৬. মাসরুক ইবনুল আজদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তিনি আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছেন: “ঐ ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করবে, যে এই তিনটি কথা বলবে: যে ব্যক্তি বলবে: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন, অথবা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী হতে কোন কিছু গোপন করেছেন অথবা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীকাল কী হবে তা জানেন। মাসরুক তখন বললেন: হে উম্মুল মুমিনীন! তিনি দেখেননি? আয়িশাহ বললেন: “না, বরং তিনি ছিলেন জিবরীল। তিনি তাকে মোট দুইবার তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছিলেন, একবার স্পষ্ট দিগন্তে আর আরেকবার আসমানের দিগন্ত জুড়ে।” [২৬৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: এ ব্যাপারে যা বেশি বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে: আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা, আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু, ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা এবং আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ ইখতিলাফ করেছেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন কি না?

১. আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা বলেছেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেননি।

২. আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু ও ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন।

আমি আমাদের কিতাবসমূহের অনেক জায়গাতেই বলেছি: নেতিবাচক (বর্ণনা) থেকে কোন ইলম বা জ্ঞান অর্জিত হয় না। বরং ইতিবাচক (বর্ণনা) থেকেই ইলম বা জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা এটাও বলেননি যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সংবাদ দিয়েছেন এ মর্মে যে, তিনি তাঁর রবকে দেখেননি। বরং আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা এই আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করেছেন:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

“কোনো চক্ষু তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না।” এবং

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾

“কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে ওহী ছাড়া কথা বলবেন।”

আর যে ব্যক্তি এই দুই আয়াতের মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করবে, এবং যাকে সত্য উদঘাটনের তাওফীক দেওয়া হবে, সে এখান থেকে জানতে পারবে যে, এই দু’টি আয়াতের কোন একটির মধ্যেও এমন কোন কিছু নেই, যা একথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন, এটি আল্লাহ তা‘আলার উপরে বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করার শামিল। কেননা আল্লাহর বাণী:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

“কোনো চক্ষু তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না।”

এটি দু’টি সম্ভাবনার অর্থকে শামিল করে, তাদের মতের উপর ভিত্তি করে যারা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার সৃষ্টিকর্তাকে দেখার বিষয়টি সাব্যস্ত করে।

প্রথম অর্থ: এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যা কুরআনের ভাষ্যকার তার আযাদকৃত দাস ইকরিমাকে বলেছিলেন: “সেটা তো আল্লাহর নূর, যখন তিনি তাঁর নূরকে প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে কোন কিছুই দেখতে পায় না।”^[২৬৬] আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে:

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

“কোনো চক্ষু তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না।”

তথা: মানুষের চোখ; কেননা ব্যাপকতম ও আরবদের ভাষার স্পষ্ট অর্থ অনুসারে “الأبصار” বা “চোখসমূহ” হচ্ছে: যা বহুবচনের জন্য প্রয়োগ করা হয়।

যদি আমরা বলতাম যে, চোখসমূহ আমাদের রবকে দুনিয়াতে দেখতে পারে। তাহলে আমরা যা বলতাম তা বাতিল ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হত।

আর যে ব্যক্তি বলে: নিশ্চয়ই অন্যান্য সৃষ্টি ব্যতীত শুধুমাত্র নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, তাহলে সে এটা বলেনি যে, চোখসমূহ তাদের রবকে দুনিয়াতে থাকতে দেখেছে।

এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বুঝে নাও এবং শিখে নাও যে, ইবনে আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা, আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু এবং আনাস ইবনে মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু এবং যারা তাদের পথ অবলম্বন করেছেন তারা আল্লাহ তা‘আলার উপর কোন ধরনের অপবাদ আরোপ করেননি। এবং তারা এই মাসআলাতে আল্লাহর কিতাবের কোন ‘একটি হরফ’ এরও বিপরীত কিছু বলেননি। আর আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক এই আয়াতের উল্লেখ:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾

“কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে ওহী ছাড়া অথবা পর্দার আড়াল থেকে ছাড়া কথা বলবেন।”

এখানে আবু যর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু, ইবনে আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা, আনাস ইবনে মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু এবং যারা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার সৃষ্টিকর্তাকে দেখার বিষয়টি সাব্যস্ত করে, তাদের মধ্য হতে কেউই এ কথা বলেননি যে, যে সময়ে তিনি আল্লাহকে দেখেছিলেন, ঐ সময়ে তিনি তার সাথে কথা বলেছেন। যাতে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি তাদের বিরোধিতা করেছে।

যে বলে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন তাহলে নিম্নের আয়াতের বিরোধিতা হয় না।

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾

“কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে ওহী ছাড়া অথবা পর্দার আড়াল থেকে ছাড়া কথা বলবেন।”

বিরোধিতা তখন হবে, যখন বলবে তিনি আল্লাহকে দেখেছিলেন, ঐ সময়ে তিনি তার সাথে কথা বলেছেন। ইতোপূর্বেই সাব্যস্ত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা এটি সাব্যস্ত করতেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন। আর এটাও নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক আলিমের কাছেই এটি জ্ঞাতব্য যে, এই জাতীয় সংবাদসমূহ কোন বিবেক বা নিজস্ব রায়,

অন্তর দ্বারা উপলব্ধি বা কোন ধারণার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়। আর এই জাতীয় জ্ঞান শুধুমাত্র নবুওয়াতের মাধ্যমে তথা আল্লাহর কিতাব অথবা তাঁর নাবীর কথার মাধ্যমেই জানা যায়।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: আমি জানিয়েছি যে, আলিমগণ এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করেননি যে, মুমিনগণ ক্বিয়ামত দিবসে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে দেখবে। আমাদের রব সম্মানিত ও মার্যাদাবান। আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সর্বোত্তম মুমিন, তাই তিনিও ক্বিয়ামত দিবসে তার সৃষ্টিকর্তাকে দেখবেন। তবে আলিমগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, মৃত্যুর আগে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন কিনা।

অধ্যায়: ৪২

بَابُ ذِكْرِ اثْبَاتِ صِفَةِ ضَحِكِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِمَا تَعْرُضُ لَكَيْفِيَةِ صِفَةِ ضَحِكِهِ، جَلَّ ثَنَاؤُهُ

কোনরূপ ধরন নির্ধারণ করা ব্যতিরেকেই আল্লাহ তা‘আলার ‘হাসি’ ছিফাতের বর্ণনা।

তাঁর হাসি কোন মাখলূক্দের হাসির মত নয়। অনুরূপভাবে তাদের হাসিও তাঁর হাসির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বরং আমরা ঈমান আনি যে, তিনি হাঁসেন, যেমনটি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন। তবে তাঁর ‘হাসি’ ছিফাতের কোন ধরনের প্রকৃতি নির্ধারণ না করে আমরা চুপ থাকি।

যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর হাসির প্রকৃতির ব্যাপারটি একান্তই তাঁর নিজের করে নিয়েছেন, আর আমাদেরকে সে ব্যাপারে কিছুই জানাননি। সুতরাং আমরা শুধু ততটুকুই বলি যতটুকু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন। এবং সেটাকে আমরা আমাদের অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করি। আর যার বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তা‘আলা একান্তই তাঁর নিজের ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন ও এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা করেননি, তা সম্পর্কে আমরা কেবল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে [চুপ] থাকি।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آخَرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَرَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَكُوبُ مَرَّةً، وَيَمْشِي مَرَّةً" فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

بَطُولِهِ، وَقَالَا فِي آخِرِ الْخَبَرِ: "فَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «مَا يَصُرُّنِي مِنْكَ، أَيُّ عَبْدِي، أَيَرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟» قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَهْزَأُ بِي، وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ قَالَ: ضَحِكَ عَبْدُ اللَّهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ ضَحِكْتُ؟ قَالُوا: لِمَ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: لِضَحِكِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ ضَحِكْتُ؟ قَالُوا: لِمَ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِضَحِكِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، حِينَ قَالَ: أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ.

২২৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় যে ব্যক্তি সবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে পুলছিরাতের উপর দিয়ে হাঁটতে থাকবে, সে একবার উপুড় হয়ে পড়বে, আবার একবার হাঁটতে থাকবে।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং হাদীছের শেষের অংশে তিনি বলেন: “তখন আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন: ‘হে আমার বান্দা! কোন বস্তু তোমার থেকে আমাকে [চাওয়ার ব্যাপারে] বিচ্ছিন্ন করে দিল? আমি তোমাকে দুনিয়ার সমান ও তার সাথে আরো ঐ পরিমাণ জান্নাত প্রদান করব, এটা কি তোমাকে খুশি করতে পারবে না?’” তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন: “তখন ঐ ব্যক্তি বলবে: হে আমার রব! আপনি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছেন কী?” তিনি বলেন: এরপরে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ হাসলেন, এমনকি তার মাড়ির দাঁত দেখা গেল। তারপরে তিনি বললেন: “তোমরা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, আমি কেন হাসলাম?” তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন: “আপনি কেন হাসলেন?” তখন তিনি বললেন: কারণ আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন: “তোমরা কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, আমি কেন হাসলাম?” তখন ছাহাবীরা বলেছিলেন: “আপনি কেন হাসলেন, হে আল্লাহর রসূল?” তখন তিনি বলেছিলেন: আল্লাহ তা'আলার হাসির কারণে, যখন ঐ ব্যক্তি বলবে: ‘আপনি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছেন কী?’ [২৬৭]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، قَالَ: "وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ،

فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِجْهَهَا وَأَخْرَقَنِي ذَكَائُهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَهَلْ عَسَيْتُ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ «فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ»: فَيَقُولُ: أَوْ لَسْتُ أُعْطِيتَ الْعُهُودَ وَالْمَوَاقِيقَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ" ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

২২৮. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: লোকেরা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করল: “আমরা কি আমাদের রবকে ক্বিয়ামতের দিনে দেখতে পাব?” এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: “এক ব্যক্তি জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে এবং সেই হচ্ছে জান্নাতের প্রবেশকারীদের সর্বশেষ ব্যক্তি। তার চেহারা জাহান্নামের দিকে অভিমুখী থাকবে, তখন সে বলবে: হে আমার রব! আমার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দিন। নিশ্চয়ই তার দুর্গন্ধ আমাকে বিষাক্ত করে তুলছে এবং এর লেলিহান শিখা আমার মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। তখন আল্লাহর তা‘আলা বলবেন: তুমি যা চাচ্ছ যদি সেটা দিয়ে দিই, তাহলে কি তুমি এটা ছাড়া আরো অন্য কিছু চাইবে? তখন ঐ ব্যক্তি বলবে: না। আপনার ইজ্জতের কসম! তখন তার রব [আল্লাহ] তাকে দিয়ে দিবেন, তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নেওয়ার পরে এবং তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দিবেন।” এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন: তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: “তুমি কি ইতোপূর্বে আমাকে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দেওনি যে, আমি যা ইতিপূর্বে দান করেছি তা ছাড়া তুমি আর কিছু চাইবে না? তখন সে ব্যক্তি বলবে: হে আমার রব আমাকে আপনার সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে হতভাগ্য ব্যক্তিতে পরিণত করবেন না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে দেখে হাসবেন।” এরপর তিনি হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।^[২৬৮]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، كِلَاهُمَا دَاخِلُ الْجَنَّةِ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْتَشْهِدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى قَاتِلِهِ، فَيُسَلِّمُ، فَيُقَاتِلُ فِي اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ»

২২৯. আবু হুরায়রা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা

দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন। তারা একে অপরকে হত্যা করে এবং তাদের দুজনেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাবে, আর পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির হত্যাকারীর তাওবা আল্লাহ তা‘আলা কবুল করবেন। এবং উক্ত ব্যক্তি [পরবর্তীতে] ইসলাম গ্রহণ করবে। এরপরে সেও আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে এবং শহীদ হয়ে যাবে।”[২৬৯]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ضَحِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلَيْنِ، يَفْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ»

২৩০. আবু হুরায়রা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমতাবান আল্লাহ দুই ব্যক্তিকে দেখে হেসেছেন। [তাদের] একজন অপরজনকে হত্যা করবে এরপরে তারা দুজনেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২৭০]

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أُرْدَفَنِي عَلِيٌّ رَضَوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَلْفَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى ظَهْرِ الْكُوفَةِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاعْفُرْ لِي، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ، فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُنِي مِمَّ ضَحِكْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أُرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِي إِلَى حَرَّةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاعْفُرْ لِي»، ثُمَّ التَفَتَ إِلَيَّ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «أَلَا تَسْأَلُنِي مِمَّ ضَحِكْتُ؟» قَالَ: قُلْتُ مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «ضَحِكْتُ مِنْ ضَحِكِ رَبِّي، وَتَعَجُّبِهِ مِنْ عَبْدِهِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُهُ»

২৩১. আলী ইবনু রাবী‘আহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আলী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু তার পিছনে আমাকে সওয়ারীতে বসালেন। এরপরে কুফার দিকে তিনি অগ্রসর হলেন। তারপর তিনি তার মাথা আসমানের দিকে উঁচু করে বললেন: “আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।” রাবী বলেন: এরপর তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং হাসলেন। এরপরে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, কি কারণে আমি

[২৬৯] বুখারী; ২৮২৬, হা/ মুসলিম; হা/১৮৯০।

[২৭০] ছুহীহ: ইবনু হিব্বান, হা/৪৬৬৬।

হাসলাম? তিনি বলেন: “আমি বললাম: কি কারণে আপনি হাসলেন, হে আমীরুল মুমিনীন?” তখন তিনি বললেন: “আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একদা তার পেছনে সওয়ারিতে বসিয়েছিলেন। এরপর তিনি মদিনার কোন একটি কালো পাথর বিশিষ্ট সমতল ভূমির দিকে রওনা হলেন। এরপর আসমানের দিকে তার মাথা উঁচিয়ে বললেন:

“আপনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!”

এরপর তিনি আমার দিকে ঘুরে তাকালেন আর হাসলেন। এবং বললেন: “তুমি কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, আমি কেন হাসলাম?” তখন আমি বললাম: “আপনি কেন হাসলেন, হে আল্লাহর রসূল?” তখন তিনি বললেন: “আমার রব তাঁর বান্দার কারণে হাসেন এবং আশ্চর্য হন। আর তিনি তো জানেনই যে, তিনি ছাড়া আর কেউই গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারবে না। আর আমি এ কারণেই হাসলাম।”[২৭১]

وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا، أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صَاحَتْ أُمُّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَلَا يَرْقَأُ دَمْعُكَ، وَيَذْهَبُ حُزْنُكَ، فَإِنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَاهْتَرَّتْ مِنْهُ الْعَرْشُ».

২৩২. একজন আনসারী মহিলা হতে বর্ণিত, তাকে আসমা বিনতু ইয়াযিদ ইবনুস সাকান বলা হত, তিনি বলেছেন: যখন সা‘দ ইবনু মু‘আয মারা গেলেন, তখন তার মা চিৎকার করলেন। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “আপনার চোখের পানি কি এতে বন্ধ হবে না এবং আপনার দুঃখ কি এতেও যাবে না যে, নিশ্চয় আপনার সন্তানই প্রথম ব্যক্তি, যার দিকে আল্লাহ তা‘আলা প্রথম হেসেছেন আর তাঁর আরশ প্রকম্পিত হয়েছে?”[২৭২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى صَاحِبِ الْبَحْرِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حِينَ يَرْكَبُهُ وَيَتَخَلَّى مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَحِينَ يَمِيدُ وَحِينَ يَرَى إِلَى الْبَرِّ: إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا».

[২৭১] হাসান: ইবনু আবী শাইবাহ; হা/৯৪৫০।

[২৭২] ছুহীহ: ইবনু আবী শাইবাহ; হা/১২৩৬৮, আহমাদ; ৬/৪৫৬।

২৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “সমুদ্রের অভিযাত্রীর দিকে আল্লাহ তিন সময়ে হাসেন: যখন সে [জলযানে] আরোহণ করে আর তার পরিবার ও সম্পত্তি থেকে আলাদা হয়ে যায়, যখন সে [জলযানে] হেলে পড়ে, আর যখন সে স্থলের দিকে দৃষ্টিপাত করে, হোক তা কৃতজ্ঞতার সাথে অথবা হোক তা অকৃতজ্ঞতার সাথে।”^[২৭৩]

অধ্যায়: ৪৩

ومما جاء في الرؤية

আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে আরো যা বর্ণিত হয়েছে

عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَمْ تَرْضَوْا مِنْ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ أَنْ يُؤَلِّيَ كُلَّ إِنْسَانٍ مَا كَانَ يَعْبُدُ فِي الدُّنْيَا، وَيَتَوَلَّى؟ أَلَيْسَ ذَلِكَ عَدْلٌ مِنْ رَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَلْيَنْطَلِقْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ إِلَى مَا كَانَ يَتَوَلَّى فِي الدُّنْيَا، قَالَ: يُمَثَّلُ لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: يُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عِيسَى شَيْطَانُ عِيسَى، وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ، حَتَّى يُمَثَّلَ لَهُمُ الشَّجَرَةُ وَالْعَوْدُ، وَالْحَجَرُ وَيَبْقَى أَهْلُ الْإِسْلَامِ جُثُومًا، فَيَقُولُ لَهُمْ: مَا لَكُمْ لَا تَنْطَلِقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: إِنَّ لَنَا رَبًّا مَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ، قَالَ فَيَقُولُ: بِمَ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ، إِنَّ رَأْيَتُمُوهُ؟ قَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عِلَاقَةٌ، إِنَّ رَأْيِنَاهُ عَرَفْنَاهُ، قَالَ وَمَا هِيَ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، قَالَ: فَيَخِرُّ كُلُّ مَنْ كَانَ لِظَهْرِهِ طَبَقٌ سَاجِدًا، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصِيَاصِي الْبَقَرِ".

২৩৪. মাসরুক থেকে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করবেন, এরপর একজন ঘোষণাকারী এই ঘোষণা দিবে: হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের রব, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন, তার পক্ষ হতে এ ব্যাপারে কি তোমরা খুশি নও যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষ

যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং তার ইবাদত করেছে, সে তার কাছেই ফিরে যাবে? এটা কি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচার নয়? তখন তারা বলবে: নিশ্চয়ই, তখন সে বলবে: তাহলে প্রত্যেক মানুষ যেন ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করে, দুনিয়াতে সে যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিল। তিনি বলেন: “এরপরে তারা দুনিয়াতে যাদের ইবাদত করত, তাদের সামনে তাদের আকৃতি দান করা হবে।” তিনি আরো বলেন: “যারা ঈসা আলাইহিস সালামের ইবাদত করত, তাদের সামনে ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে একটি শয়তানকে দাঁড় করানো হবে। যারা উযাইরের ইবাদত করত, তাদের সামনে উযায়ের (আলাইহিস সালাম) এর রূপে একটি শয়তানকে দাঁড় করানো হবে। এমনকি তাদের সামনে গাছ, কাঠ, পাথর ইত্যাদিকেও দাঁড় করানো হবে। শুধু ইসলামের অনুসারীরাই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন ঘোষক তাদেরকে বলবে: তোমাদের কি হলো তোমরা মানুষ যেভাবে চলে গেল সেভাবে তোমরা চলে যাওনি? তারা তখন বলবে: “নিশ্চয় আমাদের এক রব রয়েছেন, আমরা তাকে এখন পর্যন্ত দেখতে পাইনি।” তিনি বলেন: “তখন তিনি বলবেন: তোমরা তোমাদের রবকে যদি দেখতে পাও, তাহলে কিভাবে চিনতে পারবে? তখন তারা বলবে: আমাদের মধ্যে এবং তাঁর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আলামত রয়েছে, তাই যখন আমরা তাকে দেখব, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। তখন সে বলবে: সেটা কি?” তিনি বলেন: “তিনি তাঁর পায়ের নলা প্রকাশ করবেন।” এরপর তিনি বলেন: “তখন প্রত্যেকটি মানুষ সিজদাতে পড়ে যাবে, তবে একটি দল বাকী থাকবে এবং তাদের পিঠ গরুর শিংয়ের মত হয়ে থাকবে।”^[২৭৪]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা বলেন: সুতরাং এই হাদীছ এবং মাসরুক রহিমাহুল্লাহর হাদীছ যা তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন. এই দু'টি হাদীছ দ্ব্যর্থহীভাবে বর্ণনা করছে যে, ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু একথার স্বীকৃতি দিতেন যে, মুসলিমদের সকলেই তাদের সৃষ্টিকর্তাকে ক্বিয়ামত দিবসে দেখবেন। যখন তিনি [আল্লাহ] তাঁর পায়ের নলাকে প্রকাশ করবেন। আর মুমিনগণ তখন সিজদায় পড়ে যাবে, যখন তারা সেই সময়ে তাঁকে দেখবে। সুতরাং যা তার কাছে ন্যায়, সত্য এবং হক, সেই মতবাদে বিশ্বাসী কাউকে তিনি কিভাবে কাফির বলবেন?

যদিও ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি সত্য হত তবুও এ কথার অর্থ আমাদের কাছে বিশুদ্ধ, তবে জাহমীয়ারা যেভাবে ধারণা করে সেরকম নয়। আল্লাহ তাদের উপরে অভিশাপ নাযিল করুন!

আমরা বলি: নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়াতে প্রকাশ্যভাবে দেখা যেতে পারে, সে ব্যক্তি মিথ্যা বলল এবং অপবাদ আরোপ করল; কেননা যা প্রকাশ্যে দেখা যায় তাকে প্রত্যেকটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই দেখতে পাবে, যখন তার মধ্যে এবং ঐ বস্তুর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। আর নিশ্চয়ই মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আল্লাহ তা'আলাকে প্রকাশ্যে দেখানোর জন্য আবেদন করেছিল। আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় দুনিয়ার অধিবাসীদের চোখ থেকে নিজেকে গোপন রেখেছেন। তাই কোন ব্যক্তি তার রবকে দুনিয়াতে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবে না।

আমি ইতোপূর্বেই একথা বর্ণনা করেছি যে, আলিমগণের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতনৈক্য নেই যে, সমস্ত মুমিন প্রতিফল দিবসে আখিরাতের দিন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পাবে। আর সেটা দুনিয়াতে নয়। [অপরপক্ষে] যে ব্যক্তি প্রতিফল দিবসে মুমিনদের জন্য তাদের রবকে দেখার কথা অস্বীকার করবে সে ব্যক্তি মুমিন নয়, বরং তার অবস্থা ইহুদী-নাসারা এবং মাজুসদের থেকেও নিকৃষ্ট। যেমনটি ইবনুল মুবারাক রহিমাতুল্লাহ বলেছেন: আমরা ইহুদী এবং নাসারাদের কথা বর্ণনা করি কিন্তু আমরা কোন জাহমীয়াদের কথাকে বর্ণনা করি না।

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ تُعَايِنُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَيَانًا».

২৩৫. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ক্বিয়ামতের দিন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।” [২৭৫]

অধ্যায়: ৪৪

بَابُ ذِكْرِ أَبْوَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ

নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার উম্মাতের শাফা'আতের পর্যায়সমূহের বর্ণনা।

যার মাধ্যমে সমস্ত নাবী আলাইহিমুস সালামদের মধ্য হতে তাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে, [তা হচ্ছে:] অন্যান্য নাবীগণ ব্যতীত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শাফা‘আতটি করবেন, এবং তার উম্মাতের মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কতিপয় উম্মাতের জন্য শাফা‘আত করা, যাদেরকে তাদের অন্যায় ও পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছিল।

অধ্যায়: ৪৫

بَابُ ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي خَصَّ اللَّهُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَدُونَ سَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তার উম্মাতের জন্য কৃত শাফা‘আতের বর্ণনা, যার মাধ্যমে সমস্ত নাবী আলাইহিমুস সালাম ও অন্য সকল মুমিনদের মধ্য হতে তাকে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

এটি হচ্ছে প্রথম শাফা‘আত, যা তিনি তার উম্মাতের জন্য করবেন। ক্বিয়ামতের দিনে অন্যান্য উম্মাতের সাথে থাকা অবস্থান থেকে যেন তার উম্মাত মুক্তি পায়। যখন সূর্য তাদের নিকটে এসে তাদেরকে কষ্ট দিতে থাকবে। আর এমন উদ্বেগ ও উৎকর্ষা তাদের উপরে পতিত হবে, যা তাদের ক্ষমতার বাইরে হবে এবং তারা তা সহ্য করতে পারবে না।

তবে এটি সেই শাফা‘আত হতে ভিন্ন, যে শাফা‘আত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরবর্তীতে করা হবে তার উম্মাতের মধ্য হতে জাহান্নামে প্রবেশকৃত ঐসব ব্যক্তি যারা দুনিয়াতে এমন পাপাচারে লিপ্ত ছিল, যা আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা ও মাফ করতে চাননি, তাদের জন্য।

আর যা দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষায়িত করা হয়েছে যে, তিনি শাফা‘আতের সময়ে আল্লাহ তা‘আলার দিকে তাকাবেন, সেটাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِمِّ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الدِّرَاعُ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ، فَنَهَشَ مِنْهُ نَهْشَةً، ثُمَّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ، وَيُنْفِذُهُمُ الْبَصَرَ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْكَرْبِ وَالْغَمِّ مَا لَا يُطِيقُونَ

وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ
أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَبُوكُمْ آدَمُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ
مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا
تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ
يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي،
اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ: أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ
اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟
فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ: أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ، وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا
إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ
غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذِبَاتِهِ، نَفْسِي
نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَضَلَّكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ، وَبِتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاسِ، فَاشْفَعْ
لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ
غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا،
لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيَأْتُونَ
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ
مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ
بَلَغَنَا، فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ
يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَقَدْ
غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا
تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي

مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلِّ تَغْطِ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ، فَأَرْفَعْ رَأْسِي، فَأَقُولُ رَبِّ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ، مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ، مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى

২৩৬. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মাংস আনা হল এবং তাকে সামনের রান পরিবেশন করা হল। যেহেতু তিনি এটা পছন্দ করতেন। তিনি তার থেকে একটি অংশ কামড়ে খেলেন। এরপর বললেন: আমিই মানুষের নেতা হব কিয়ামতের দিনে। তোমাদের কি জানা আছে, তা কেন? কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সকল মানুষকে আল্লাহ তা‘আলা এমন এক সমতল ময়দানে একত্রিত করবেন, যেখানে একজন আহবানকারীর আহবান সকলে শুনতে পাবে এবং সকলেই এক সঙ্গে দেখতে পাবে। সূর্য নিকটবর্তী হয়ে যাবে। মানুষ এমন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে যা অসহনীয় ও অসহ্য হয়ে পড়বে। তখন কতিপয় লোকেরা অন্যদেরকে বলবে, তোমরা কী অবস্থায় রয়েছ, তা কি দেখতে পাচ্ছ না? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, তোমাদের কীরূপ কষ্ট হচ্ছে? তোমরা কি এমন কাউকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য শাফা‘আতকারী হবেন? তখন অন্য কতিপয় মানুষ অন্যদের বলবে: তোমাদের পিতা আদম [তার কাছে চল]। তখন তারা সকলে তার কাছে এসে তাকে বলবে: আপনি আবুল বাশার, আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে আদেশ করেছেন আর তাই তারা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য শাফা‘আত করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কী অবস্থায় পৌঁছেছি। তখন আদম আলাইহিস সালাম বলবেন: আজ আমার রব এত রাগান্বিত হয়েছেন যার আগেও কোনদিন এরূপ রাগান্বিত হননি আর পরেও কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তিনি আমাকে একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু আমি অমান্য করেছি, নাফসী, নাফসী, (আমি নিজেই সুপারিশ প্রার্থী) তোমরা আমাকে বাদে অন্যের কাছে যাও, তোমরা নূহ এর কাছে যাও। তখন তারা সকলে নূহ আলাইহিস সালামের

কাছে আসবে এবং বলবে: হে নূহ! আপনিই তো পৃথিবীর মানুষের প্রতি [প্রেরিত] প্রথম রসূল।

আর আল্লাহ আপনাকে ‘আবদান শাকূরা’ বা পরম কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা‘আত করুন। আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি বলবেন: আমার রব আজ এত ভীষণ রাগান্বিত যে, আগেও এমন রাগান্বিত হননি আর পরে কখনো এমন রাগান্বিত হবেন না। আমার একটি গ্রহণযোগ্য দৃ‘আ ছিল, যা আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করে ফেলেছিলাম।

তোমরা আমি বাদে অন্যের কাছে যাও, তোমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তখন তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে: হে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম! আপনি আল্লাহর নাবী এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যে আপনি আল্লাহর খলীল বা বন্ধু। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা‘আত করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? তিনি তাদের বলবেন, আমার রব আজ ভীষণ রাগান্বিত, যার আগেও কোন দিন এরূপ রাগান্বিত হননি, আর পরেও কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না এবং তিনি তার মিথ্যাগুলোর ব্যাপারে বলবেন। নাফসী, নাফসী। তোমরা আমি বাদে অন্যের কাছে যাও, তোমরা মূসার কাছে যাও। তখন তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে এবং বলবে: হে মূসা আলাইহিস সালাম! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে রিসালাতের দ্বারা সম্মান দিয়েছেন এবং আপনার সঙ্গে কথা বলে সমস্ত মানবকূলের উপর মর্যাদা দান করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা‘আত করুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আমরা কোন অবস্থায় পৌঁছেছি? তখন তাদেরকে মূসা আলাইহিস সালাম বলবেন: আজ আমার রব ভীষণ রাগান্বিত আছেন, এরূপ রাগান্বিত আগেও হননি এবং পরেও কখনো এরূপ রাগান্বিত হবেন না। আর আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলাম, যাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। নাফসী, নাফসী। তোমরা আমি বাদে অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তখন তারা ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামের কাছে আসবে এবং বলবে: হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল, আপনি দোলনাতে থাকাকালীন মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন এবং আল্লাহর কালিমাহ, যা তিনি মারইয়ামের উপর নিক্ষেপ করলেন। আপনি তাঁর পক্ষ হতে আগত রুহ। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা‘আত করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আমরা কোন অবস্থায় পৌঁছেছি? তখন ঈসা

তাদেরকে বলবেন: আজ আমার রব এত রাগান্বিত যে, এর আগে এরূপ রাগান্বিত হননি এবং এর পরেও এরূপ রাগান্বিত হবেন না। তবে তিনি নিজের কোন গুনাহের কথা বলবেন না। নাফসী, নাফসী। তোমরা আমি বাদে অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও।

তখন তারা আমার কাছে এসে বলবে: হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগের, পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা‘আত করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কিসের মধ্যে আছি? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আমরা কোন অবস্থায় পৌঁছেছি? তখন আমি আরশের নিচে আসব আর আমার রবের সামনে সিজদায় পতিত হব। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুনাবলিন এমন সুন্দর নিয়ম আমার সামনে খুলে দিবেন, যা এর পূর্বে অন্য কারো জন্য তিনি খোলেননি। এরপর তিনি বলবেন: হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি যা চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে।

এরপর আমি আমার মাথা উঠিয়ে বলব, হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। হে আমার রব! আমার উম্মত। তখন বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মাতের মধ্য হতে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের ডান পার্শ্বের দরজা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দাও। এ দরজা ব্যতীত অন্যদের সঙ্গে অন্য দরজায় ও তাদের প্রবেশের অধিকার থাকবে। তারপর তিনি বললেন: “যার হাতে আমার প্রাণ, সে সত্তার কসম! জান্নাতের এক দরজার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানের প্রশস্ততা যেমন মক্কা ও হাজারের [একটি স্থান] মধ্যবর্তী দূরত্ব, অথবা মক্কা ও বুসরার মধ্যকার দূরত্বের সমান।”[২৭৬]

অধ্যায়: ৪৬

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي وَصَفْنَا هِيَ الَّتِي يَشْفَعُ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ الْخَلْقِ

আমরা যে শাফা'আতের বর্ণনা দিয়েছি, সেই শাফা'আতটি হচ্ছে নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শাফা'আতটি সকল সৃষ্টির মধ্যে ফায়ছালা শুরু করার জন্য করবেন, এ কথার দলীল।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ حَمٍ»، وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَذْنُو، حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا بِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ لِيَقْضِيَ بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحُلْقَةِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمِئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ».

২৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “এক ব্যক্তি অন্য মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে যতক্ষণ না সে কিয়ামতে উপস্থিত হয় এবং তার মুখে একটু গোশতও থাকবে না।” তিনি আরো বলেছেন: “নিশ্চয়ই সূর্য নিকটবর্তী হবে। এমনকি ঘাম কানের অর্ধেক সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর তারাও তখন অনুরূপ অবস্থায় থাকবে। এরপরে তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্য চাইবে, তখন তিনি বলবেন: আমি এটা করার অধিকারী নই। তারপরে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তারা সাহায্য চাইবে, তিনিও অনুরূপ বলবেন। তারপরে তারা মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাইবে। তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ফায়ছালা শুরু করার জন্য শাফা'আত করবেন। এবং তিনি হাঁটতে থাকবেন, যতক্ষণ না তিনি জান্নাতের [দরজার] কড়া ধরবেন। এবং সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাকে মাকামে মাহুদ তথা 'প্রশংসিত অবস্থান' এ পৌঁছে দিবেন। যার প্রশংসা করবে সকল উপস্থিত লোকেরা।^[২৭৭]

وَفِي خَبَرٍ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَاشْفَعْنَا لَنَا إِلَى رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا» فَيَذْكُرُ مَسْأَلَتَهُمْ آدَمَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَاقِيَ الْأَنْبِيَاءِ.

২৩৮. কাতাদার অন্য বর্ণনায় রয়েছে: তিনি আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন যে, “আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা'আত করুন। যেন তিনি আমাদের এই অবস্থান থেকে একটু নিষ্কৃতি দেন।” এরপরে

তিনি আদম আলাইহিস সালামের কাছে তাদের প্রার্থনা করার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং তার পরে তিনি অন্যান্য সকল নাবীদের কাছে প্রার্থনা করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।^[২৭৮]

অধ্যায়: ৪৭

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ الَّتِي ذَكَرْتُ أَنَّهَا أَوَّلُ الشَّفَاعَاتِ إِنَّمَا هِيَ قَبْلَ مُرُورِ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ حِينَ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ

আমরা যে শাফা'আতের বর্ণনা দিয়েছি, এটা হচ্ছে শাফা'আতসমূহের মধ্যে প্রথম শাফা'আত। আর নিশ্চয় এটা সংঘটিত হবে ঐ সময়ে যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে ও লোকেরা ছিঁরাত অতিক্রম করার আগেই।

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

“আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।” সূরা আশ-শু'আরা: ৯০।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ، حِينَ تُزْلَفُ الْجَنَّةُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا اسْتَفْتَحْ لَنَا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَرَاءِ وَرَاءٍ اعْمِدُوا إِلَى ابْنِي مُوسَى، الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، فَيَأْتُونَ مُوسَى، فَيَقُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، اذْهَبُوا إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى، قَالَ: فَيَقُولُ عِيسَى، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ مَعَهُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، فَيَقِفَانِ عَلَى الصِّرَاطِ، يَمِينُهُ وَشِمَالُهُ، فَيَمُرُّ أَوْلَكُمْ كَمَرِ الْبَرْقِ، قُلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي: أَيُّ شَيْءٍ مَّرُّ الْبَرْقِ قَالَ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، كَمَرِ الرِّيحِ، وَمَرِّ الطُّيُورِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ

أَعْمَاهُمْ، وَنَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ، سَلِّمْ، قَالَ: حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ النَّاسِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُرَّ إِلَّا زَحْفًا، قَالَ: وَفِي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ " وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعَرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا.

২৩৯. আবু হুরাইরাহ ও হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তারা উভয়েই বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে একত্রিত করবেন, এরপরে মুমিনগণ দাঁড়িয়ে যাবে যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে। তখন তারা আদমের (‘আলাইহিস সালাম) কাছে আসবে, আর বলবে: হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাতকে খুলে দেন। তখন তিনি বলবেন: তোমাদের পিতা আদমের ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছিল। এরপরে তিনি বলবেন: আমি এটার অধিকারী নই। তোমরা আমার সন্তান, আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের কাছে যাও। তিনি বলেন: “তখন ইবরাহীম বলবেন: আমিও এর অধিকারী নই। আমি আল্লাহর খলীল ছিলাম, কিন্তু তা অনেকটা দূর হতে। তাই তোমরা আমার সন্তান মূসার কাছে যাও, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। তখন তারা মূসার কাছে আসবে। তখন তিনি বলবেন: আমিও এর অধিকারী নই। তোমরা আল্লাহর কালিমা ও তাঁর [পক্ষ হতে আগত] রুহ ঈসার কাছে যাও। তিনি বলেন: তখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন: আমিও এর অধিকারী নই। তখন তারা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলে তিনি দাঁড়াবেন, তখন তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। এবং তার সাথে আমানাত ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে প্রেরণ করবেন, আর এরা যেয়ে পুলছিরাতের দুইপাশে তথা ডানে এবং বামে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন তোমাদের অগ্রবর্তী দল বিজলীর ন্যায় (গতিতে) তা পার হয়ে যাবে।” [রাবী বলেন:] “আমি বললাম: আমার মাতা ও পিতা আপনার আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! কোন জিনিস বিজলীর ন্যায় [কিভাবে] হবে?” তখন তিনি বললেন: তুমি কি বিজলীর দিকে দেখনি যে তা কিভাবে অতিক্রম করে আর চোখের পলকে তা আবার ফিরে আসে? এর পরবর্তী দলগুলো যথাক্রমে বাতাসের গতিতে, পাখির গতিতে এবং লম্বা দৌড়ের গতিতে তা অতিক্রম করবে। প্রত্যেকেই তার আমল সহকারে তা অতিক্রম করবে। আর তোমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে অবস্থায় পুলছিরাতের উপর দাঁড়িয়ে এ দু‘আ করতে থাকবেন: হে আমার রব! নিরাপদে রাখুন, নিরাপদে রাখুন।

এভাবে মানুষের আমল মানুষকে চলতে অক্ষম করে দেয়ার আগ পর্যন্ত তারা এ পুলছিরাত অতিক্রম করতে থাকবে। এমনকি শেষে এক ব্যক্তি আসবে যে

হামাণ্ডি দিয়ে তা পার হবে। তিনি ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন: পুলছিরাতের উভয় পাশে ঝুলানো থাকবে কাটায়ুক্ত লোহার কীলক (কাটা)। এরা তাকে গ্রেপ্তার করে নিবে, যার ব্যাপারে তাদেরকে আদেশ দেওয়া হবে। এদের মধ্যে কেউ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় মুক্তি পাবে আবার কেউ জাহান্নামের মধ্যে স্তম্ভীকৃত অবস্থায় পতিত হবে।

আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আবু হুরাইরাহর প্রাণ! জেনে রেখ, জাহান্নামের গভীরতা হবে সত্তার বছরের সমান দূরত্ব। [২৭৯]

অধ্যায়: ৪৮

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ أُخْرَى

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ক্বিয়ামতের দিন একই অবস্থান থেকে একাধিক শাফা‘আতের অধিকার থাকবে, আর তাদের একটি আরেকটির পরে হবে।

এদের প্রথমটি হবে: যা আবু হুরায়রাহ, ইবনু উমার এবং ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ ছাহাবীদের হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে, আর সেটা হচ্ছে তার উম্মাতের জন্য এমন শাফা‘আত, যাতে করে তারা উক্ত অবস্থান থেকে নিষ্কৃতি পায় এবং যেন আল্লাহ তা‘আলা তাদের হিসাব ও ফায়ছালকে দ্রুত শুরু করেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجْمَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوهَمُونَ لِذَلِكَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: أَلَا نَأْتِي مَنْ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَلَكِنْ ائْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْعَالَمِينَ فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ

فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَلَكِنْ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبْدًا اتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلًا، قَالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ وَلَكِنْ ائْتُوا مُوسَىٰ عَبْدًا كَلِمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَلَكِنْ ائْتُوا عِيسَىٰ، رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، وَعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ فَيَقُولُونَ: انْطَلِقْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَا يَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: فَيَأْتُونِي، فَأَقُومُ، فَأَخُذُ بِحَلَقَةِ الْبَابِ، فَأَسْتَأْذِنُ، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، قَالَ: فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمِعُ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعُ، وَسَلِّ تُعْطُهُ، قَالَ: فَيُخْرِجُ لِي حَدًّا مِنَ النَّارِ، ثُمَّ أَقْعُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ لِي: «ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ، تُسْمِعُ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعُ، وَسَلِّ تُعْطُهُ»، قَالَ: فَيُخْرِجُ لِي حَدًّا مِنَ النَّارِ، حَتَّى أَقُولَ: يَا رَبِّ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

২৪০. আনাস ইবনে মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত হবে এবং তারা সেখানে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় থাকবে।” তিনি বলেন: “তখন তারা বলবে: আমাদের কাছে কি এমন কেউ আসবে না যে সুপারিশ করবে আমাদের রবের কাছে, আর তাতে তিনি আমাদেরকে এই অবস্থান থেকে নিষ্কৃতি দিবেন?” তিনি বলেন: এরপরে তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে আসবে এবং বলবে: আপনি আদম, যাকে আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। এবং আপনার মধ্যেই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, আপনাকে তার জান্নাতে অবস্থান করতে দিয়েছেন, [আর তাই] আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা‘আত করুন।” তিনি বলেন: “তখন তিনি বলবেন: আমি এটা করতে পারি না। এবং তিনি তার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করবেন। কিন্তু তোমরা নূহের কাছে যাও। সৃষ্টি জগতের কাছে যাকে প্রথম নাবী হিসেবে আল্লাহ তা‘আলা প্রেরণ করেছেন। তখন তারা নূহের কাছে যাবে এবং বলবে: আপনি চলুন আর আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা‘আত করুন। তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য

তা করতে পারব না এবং তিনি তার ঢুটিৰ কথা উল্লেখ করবেন। কিন্তু তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও, সে এমন এক বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা খলীল বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।” তিনি বলেন: “তখন তারা ইবরাহীমের কাছে আসবে এবং তাকে বলবে: আপনি চলুন আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না, এবং তিনি তার তিনটি মিথ্যার কথা উল্লেখ করবেন। বরং তোমরা মূসার কাছে যাও, সে এমন বান্দা যার সাথে আল্লাহ স্বয়ং কথা বলেছেন।” তিনি বলেন: “তখন তারা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসবে এবং বলবে: আপনি চলুন আর আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা'আত করুন।” তিনি বলেন: “তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না, এবং তিনি তার ঢুটিৰ কথা উল্লেখ করবেন। কিন্তু তোমরা ঈসার কাছে যেতে পার, সে আল্লাহর পক্ষ হতে আগত রূহ এবং সে তাঁর [আল্লাহর] কালিমা, তার বান্দা এবং তাঁর রসূল। তখন তারা ঈসার কাছে আসবে এবং বলবে: আপনি চলুন আপনার কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। তখন তিনি বলবেন: “আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না। তিনি তার কোন ঢুটিৰ কথা উল্লেখ করবেন না। কিন্তু তোমরা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেতে পার, তিনি এমন এক বান্দা, যার আগে এবং পরের সকল ঢুটি-বিচ্যুতিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।” তিনি বলেন: “সুতরাং তখন তারা আমার কাছে আসবে। তখন আমি দাঁড়িয়ে যাব এবং জান্নাতের দরজার কড়া ধরব। আমি অনুমতি চাইলে তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। যখন আমি তাঁকে দেখতে পাব, তখন আমি সিজদায় পড়ে যাব।” তিনি বলেন: “তখন তিনি আমাকে বলবেন: ‘তোমার মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে।’ তিনি বলেছেন: এরপর আমার জন্য জাহান্নাম থেকে নির্ধারিত একটি তিনি অংশ বের করে দিবেন। তারপরে আমি সিজদায় পড়ে যাব। এবং তখন তিনি আমাকে বলবেন: ‘তোমার মাথা উঠাও, এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে।’ তিনি বলেন: “এরপরে তিনি আমার জন্য জাহান্নামের আরেকটি অংশকে বের করে দিবেন।” তিনি বলেন: “যতক্ষণ না আমি বলব: হে আমার রব! জাহান্নামের মধ্যে এখন শুধু তারাই বাকি রয়ে গেছে যাদেরকে কুরআন সেখানে আটকে রেখেছে।”^[২৮০]

তিনি আরো বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই প্রত্যেক নাবীর জন্য একটি করে দু'আ নির্ধারণ করা হয়েছিল।

প্রত্যেকেই তার উক্ত দু'আ তার উম্মাতের জন্য করেছে। আর আমি আমার দু'আটিকে আমার উম্মাতের শাফা'আত হিসেবে ক্বিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছি।”[২৮১]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَيَأْتِي الْمُؤْمِنُونَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: أَسْجَدَ اللَّهُ لَكَ الْمَلَائِكَةُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى اللَّهِ فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، فَانْتُوا نُوحًا، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، فِيمَا يَزَالُونَ، حَتَّى يُؤْمَرُوا إِلَى خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، فَانْتُوا عِيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، فَانْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَأْتُونِي فَأَتِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي دَارِهِ، فَأَسْتَأْذِنُ، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي» وَفِي لَفْظٍ: «فَإِذَا نَظَرْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي، مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي، فَيُقَالُ» أَوْ «يَقُولُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعُ، وَسَلْ تُعْطَى، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ يُعَلِّمْنِيهَا، ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحْدُ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي، فَيَقُولُ» أَوْ «يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، سَلْ تُعْطَى، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ يُعَلِّمْنِيهَا، ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحْدُ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي الثَّالِثَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ» أَوْ «يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعُ، سَلْ تُعْطَى، اشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدِ يُعَلِّمْنِيهَا، ثُمَّ أُشَفَّعُ، فَيَحْدُ لِي حَدًّا، فَأَخْرُجُهُمْ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، حَتَّى أَقُولَ لِرَبِّي: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ»

২৪১. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “মুমিনেরা ক্বিয়ামতের দিন আদম [আলাইহিস সালাম] এর কাছে আসবে, তারপরে বলবে: আপনাকে আল্লাহ ফেরেশতাদের মাধ্যমে সিজদা করিয়েছেন, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন যেন তিনি আমাদেরকে এই অবস্থান হতে নিষ্কৃতি দেন। তখন তিনি বলবেন: আমি তা করতে পারব না। তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তারা নূহ [আলাইহিস সালাম] এর কাছে আসলে তিনি

বলবেন: আমি তা পারব না। এরকম চলতে থাকবে, এক সময়ে তাদেরকে আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের কাছে যেতে বলা হবে, তখন তারা ইবরাহীমের কাছে আসলে তিনিও বলবেন: আমি তা করতে পারব না। তিনি বলবেন তোমরা ঈসার কাছে যাও, কেননা সে হচ্ছে আল্লাহর [পক্ষ হতে আগত] রূহ ও তাঁর কালিমা। তখন তারা ঈসার কাছে আসলে তিনি বলবেন: আমি তা করতে পারব না। তোমরা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও, যেহেতু তার আগেও ও পিছের সকল ংটি-বিচ্যুতিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।” নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তারা আমার কাছে আসলে আমি আমার মহাপ্রতাপশালী ও মযাদীবান রবের নিকটবর্তী হব। এরপরে আমি অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আর তারপরে যখন আমি আমার রবকে দেখতে পাব,” অন্য বর্ণনায় এসেছে: “যখন আমি আমার রবের দিকে তাকাব, তখন আমি তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন যে আমি উক্ত অবস্থায় থাকব, ততক্ষণ আমি ঐ অবস্থায় থাকব। এরপরে বলা হবে” অথবা “তিনি বলবেন: ‘মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।’ তখন আমি আমার রবের প্রশংসা করব এমন প্রশংসাবাচক বাক্যের মাধ্যমে যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। তারপরে আমি শাফা‘আত করব। তখন আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, আমি তাদেরকে বের করে আনব আর জান্নাতে প্রবেশ করাব। এরপরে আমি দ্বিতীয়বার আমার রবের কাছে যাব, যখন আমি আমার রবকে আবার দেখব, তখন আবার আমি তার উদ্দেশ্যে সিজদাতে পড়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন যে আমি উক্ত অবস্থায় থাকব, ততক্ষণ আমি ঐ অবস্থায় থাকব। এরপরে তিনি বলবেন...” অথবা “বলা হবে: ‘মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।’ তখন আমি আমার রবের প্রশংসা করব এমন প্রশংসাবাচক বাক্যের মাধ্যমে যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। তারপরে আমি শাফা‘আত করব। তখন আমার জন্য পুনরায় একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, আমি তাদেরকে বের করে আনব আর জান্নাতে প্রবেশ করাব।”

এরপরে আমি তৃতীয়বার আমার রবের কাছে যাব, যখন আমি আমার রবকে আবার দেখব, তখন আবার আমি তার উদ্দেশ্যে সিজদাতে পড়ে যাব। যতক্ষণ আল্লাহ চাইবেন যে আমি উক্ত অবস্থায় থাকব, ততক্ষণ আমি ঐ অবস্থায় থাকব। এরপরে তিনি বলবেন” অথবা “বলা হবে: ‘মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, এবং বল, তোমার কথা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।’ তখন আমি আমার

রবের প্রশংসা করব এমন প্রশংসাবাচক বাক্যের মাধ্যমে যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। তারপরে আমি শাফা'আত করব। তখন আমার জন্য পুনরায় একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে, আমি তাদেরকে বের করে আনব আর জান্নাতে প্রবেশ করাব। এভাবে যতক্ষণ না আমি আমার রবের কাছে বলব: জাহান্নামের মধ্যে এখন শুধু তারাই বাকি রয়ে গেছে যাদেরকে কুরআন সেখানে আটকে রেখেছে।”[২৮২]

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَهْتُمُونَ بِذَلِكَ، أَوْ يُلْهَمُونَ بِهِ فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ فَأَرَاخَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَأَسَجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ، حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ ذَنْبَهُ الَّذِي أَصَابَهُ، فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ: وَلَكِنْ انْتُوا نُوحًا، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَاتِهِ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ انْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ انْتُوا مُوسَى، عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَةَ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ قَتْلَهُ لِلنَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنْ انْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِنْ انْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ، قَالَ الْحَسَنُ: فَأَمْشِي بَيْنَ سَمَاطِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ رَجَعُ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمْنِيهِ، فَأُشْفَعُ، فَيَحْدُ لِي حَدًّا، فَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، قُلْ يُسْمَعُ، سَلْ تُعْطَى، وَاشْفَعْ تُشْفَعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدِ يُعَلِّمْنِيهِ، ثُمَّ أُشْفَعُ، فَيَحْدُ لِي حَدًّا فَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ

مُحَمَّدٌ، قُلْ يُسْمَعُ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمْنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحْدُثُ لِي حَدًّا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةُ أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَقُولُ: يَا رَبُّ مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ".

২৪২. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মুমিনগণকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত হবে এবং সে ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন থাকবে” অথবা “ তার মাধ্যমে [অবস্থা] তাদেরকে গ্রাস করে ফেলা হবে, তখন তারা বলবে: যদি আমাদের মহাপ্রতাপশালী ও মর্যাদাবান রবের কাছে কেউ শাফা‘আত করত, যাতে তিনি আমাদের এই অবস্থান থেকে নিষ্কৃতি দেন। তখন তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে আসবে এবং তারা বলবে: হে আদম! আপনি মানুষের পিতা, আল্লাহ আপনাকে তাঁর নিজ হাতে তৈরি করেছেন, তাঁর ফেরেশতাদের মাধ্যমে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে প্রত্যেক জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা‘আত করুন যেন তিনি আমাদের এই অবস্থান থেকে একটু নিষ্কৃতি দেন। তখন তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য এটা করতে পারব না। এবং তিনি তাদের কাছে তিনি যে বিচ্যুতির স্বীকার হয়েছিলেন তার কথা উল্লেখ করবেন এবং তিনি তার রবের কাছে উক্ত ব্যাপারের কারণে লজ্জা বোধ করবেন। [এবং বলবেন:] কিন্তু তোমরা নূহের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে হচ্ছে প্রথম রাসূল, যাকে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার অধিবাসীদের কাছে প্রেরণ করলেন। তখন তারা নূহের কাছে আসবে। এবং তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না। এবং তিনি তার রবের কাছে তার যে ব্যাপারে জ্ঞান ছিল না সে ব্যাপারে চাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করবেন আর তাই তিনি তার রবের কাছে যেতে লজ্জা বোধ করবেন। কিন্তু তোমরা ইব্রাহিম- রহমানের খলীলের কাছে যাও। তখন তারা ইব্রাহীমের কাছে আসলে তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না। বরং তোমরা মূসার কাছে যাও, সে এমন এক বান্দা, যার সাথে আল্লাহ তা‘আলা কথা বলেছেন এবং তাঁকে তাওরাত প্রদান করেছেন। তখন তারা তার কাছে আসলে তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না। তিনি কোন ব্যক্তির প্রাণের বিনিময় ছাড়া যে হত্যাটি করেছেন, সে কথা তিনি উল্লেখ করবেন। এবং তিনি তার রবের কাছে যেতে উক্ত কারণে লজ্জাবোধ করবেন। তোমরা বরং ঈসার কাছে যাও, সে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, আল্লাহর কালিমা এবং তাঁর পক্ষ হতে আগত রূহ। সুতরাং তারা তখন তার কাছে আসলে তিনি বলবেন: আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না। তোমরা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও। সে হচ্ছে

এমন এক বান্দা, যার আগে এবং পিছনের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

তখন তারা আমার কাছে আসবে, তখন আমি উঠব এবং মুমিনদের দু'টি ভাগের মধ্য দিয়ে আমি যেতে থাকব। আমি আমার রবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব, তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিবেন। [এরপরে] যখন আমি আমার রবকে দেখতে পাব, তখনই আমি তার উদ্দেশ্যে সিজদায় পতিত হব, যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উক্ত অবস্থায় থাকব। এরপর বলা হবে: তুমি তোমার মাথা উঠাও হে মুহাম্মাদ, তুমি বল, তা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে। তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমি এমন এক প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এরপরে আমি শাফা'আত করব, আর তাতে আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এরপর আমি দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে যাব, যখন আমি আমার রবকে দেখব, তখন আমি তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পতিত হব, যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উক্ত অবস্থায় থাকব। এরপর বলা হবে: তুমি তোমার মাথা উঠাও হে মুহাম্মাদ, তুমি বল, তা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে। তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমি এমন এক প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এরপরে আমি শাফা'আত করব, আর তাতে আমার জন্য আবারো একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এরপর আমি তৃতীয়বার যাব, যখন আমি আমার রবকে দেখব, তখন আমি তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পতিত হব, যতক্ষণ আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উক্ত অবস্থায় থাকব। এরপর বলা হবে: তুমি তোমার মাথা উঠাও হে মুহাম্মাদ, তুমি বল, তা শোনা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা প্রদান করা হবে। তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমি এমন এক প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে আমার রবের প্রশংসা করব, যা তিনি আমাকে শিক্ষা দিবেন। এরপরে আমি শাফা'আত করব, আর তাতে আমার জন্য আবারো একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এরপরে আমি তাঁর কাছে চতুর্থবারের জন্য যাব।” অথবা “আমি চতুর্থবার যাব তারপরে বলব:

হে রব! কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে, তারা বাদে এখন আর কেউই জাহান্নামে বাকি নেই।”

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْبَسُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُحْبَسُوا، فِيهِمُ الْمُؤْمِنُونَ، فَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُونَ: انظُرُوا مَنْ يَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُسْرَحْنَا مِنْ مَنَزِلِنَا هَذَا، فَيَقْصِدُونَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، لَسْتُ هُنَاكُمْ، ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَى آدَمَ، فَيَقُولُ لَهُمْ: يَا بَنِيَّ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ جَعَلَ مَتَاعًا فِي عَيْبَةٍ ثُمَّ حَتَمَ عَلَيْهَا، أُيُوتَى مَتَاعُهُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ الْخَاتَمِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَهُوَ يَفْتَحُ السَّاعَةَ، فَعَلَيْكُمْ بِهِ، فَأُوتَى، حَتَّى آتَى بَابَ الْجَنَّةِ، فَأَسْتَفْتَحُ الْبَابَ، فَيُفْتَحُ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدْعُنِي سَاجِدًا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُعَلِّمُنِي مَحَامِدَهُ، أَحْمَدُ بِهَا، لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَحْمَدُهُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ تُشَفِّعْ، وَسَلْ تُعْطَ، قَالَ: ثُمَّ أَقُولُ: يَا رَبِّ شَفَاعَتِي فِي كُلِّ طِفْلٍ صَغِيرٍ يُرِيدُ مَنْ مَاتَ صَغِيرًا فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ لَكَ يَا مُحَمَّدُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعَظَمَتِي لَا أَدْعُ فِي النَّارِ عَبْدًا مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، إِلَّا أَخْرَجْتُهُ مِنْهَا، وَذُكِّرَ لِي أَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ كَانَ لِي صَدِيقٌ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُخْرِجَ صَدِيقَهُ"

২৪৩. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয়ই মানুষদেরকে ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত করা হবে। এরপরে আল্লাহ তা‘আলা যতক্ষণ চাইবেন তাদেরকে সেখানে আটকে রাখা হবে। তাদের মধ্যে মুমিনরাও থাকবে। তখন তারা একত্রিত হবে আর বলবে: তোমরা দেখ কে আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে শাফা‘আত করবে? যাতে তিনি আমাদের এই স্থান থেকে মুক্তি দেন। তারা সকল নাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের কাছে যাবে। কিন্তু তারা বলবে: আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না, আমি তোমাদের জন্য তা করতে পারব না। তারপর তারা আদমের কাছে আসবে, তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন: হে আমার সন্তান! তোমরা কি দেখ না যে, যদি কোন ব্যক্তি তার কোন বস্তু কোন একটি পাত্রের মধ্যে রেখে মোহরাবৃত করে দেয়, তবে তার কাছে কি মোহরাবৃত দিক থেকে ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে উক্ত বস্তু ফিরে আসতে পারে? আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছে সকল নাবীদের মোহরাবৃত ব্যক্তি। তিনিই ক্বিয়ামতকে উদ্বোধন করবেন। সুতরাং

তোমাদের উচিত হবে তার কাছে যাওয়া। সুতরাং তখন আমার কাছে আসা হবে এমনকি আমি জান্নাতের দরজাতে যেয়ে উপস্থিত হব। আমি উক্ত দরজা খুলতে বলব, তখন আমার জন্য তা খুলে দেওয়া হবে। তারপরে আমি আমার রবকে দেখতে পাব। আমি তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ব। তিনি আমাকে সিজদারত অবস্থায় যতক্ষণ চান রাখবেন। এরপর তিনি আমাকে এমন প্রশংসা বাণী শিখিয়ে দিবেন, যার মাধ্যমে আমি তাঁর প্রশংসা করব। যে প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে আমার পূর্বে আর কেউই তার প্রশংসা করেনি এবং আমার পরেও আর কেউ উক্ত প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করবে না। এরপরে বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে, এবং তুমি চাও তোমাকে তা দেওয়া হবে। তিনি বলেন: তারপর আমি বলব: হে আমার রব! আমার শাফা'আত হচ্ছে সকল ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারে।” তিনি এটার দ্বারা উদ্দেশ্য করবেন যারা ছোট অবস্থায় মারা গিয়েছে। “সুতরাং তখন বলা হবে, এটা তোমার জন্য নয়। হে মুহাম্মাদ! আমার ইজ্জত, আমার মর্যাদা এবং আমার বড়ত্বের কসম! আমি জাহান্নামের এমন কোন ব্যক্তিকে রাখব না, যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে আমার সাথে কোন কিছুকে শিরক না করা অবস্থায়। আর আমি অবশ্যই তাকে [এমন ব্যক্তিকে] জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিব।”

আমাকে আরো জানানো হয়েছে এমন এক ব্যক্তির কথা যিনি বলবেন: “হে আমার রব! আমার একটা বন্ধু ছিল, আপনি জাহান্নামকে হারাম করে দিন, যেন আমি আমার বন্ধুকে বের করে নিতে পারি। তখন আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দিবেন, যেন সে তাকে বের করে নিতে পারে।”^[২৮৩]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اجْتَمَعَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ: فَآتِيهِ الرَّابِعَةُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ قَالَ قَتَادَةُ: أَيُّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً» قَالَ قَتَادَةُ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مَحْمُودًا﴾ قَالَ: الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৪৪. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন মুমিনেরা ক্বিয়ামতের দিনে একত্রিত হবে...” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং এ পর্যন্ত বলেন: “এরপরে আমি তাঁর কাছে চতুর্থবারের জন্য যাব আর তারপরে বলব: হে আমার রব! কুরআন যাদেরকে আটকে রেখেছে, তারা বাদে এখন আর কেউই জাহান্নামে বাকি নেই।” ক্বাতাদাহ বলেন: [এর অর্থ হচ্ছে:] যাদের উপরে জাহান্নামে অবস্থান করা ওয়াজিব হয়ে গেছে।

ক্বাতাদাহ বলেছেন: আমাদেরকে আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হাদীছ বর্ণনা করে বলেন যে, আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তারপর ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এমন প্রত্যেক মানুষ যার অন্তরে একটি যব সমপরিমাণ ভালো [তথা ঈমান] থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তারপরে ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এমন প্রত্যেক মানুষ যার অন্তরে এক অনু সমপরিমাণ ভালো [তথা ঈমান] থাকবে, সে ও জাহান্নাম থেকে বের হবে।” [২৮৪]

ক্বাতাদাহ আরো বলেছেন: বিদ্বানগণ অভিমত পেশ করেছেন যে, ‘মাক্বামে মাহমূদ’ যার উল্লেখ এই আয়াতে করা হয়েছে:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾

“আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে মাক্বামে মাহমূদ তথা প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন।” সূরা আল-ইসরা:৭৯। তা হচ্ছে: ক্বিয়ামতের দিনের শাফা‘আত।

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي يَعْبُرُونَ الصِّرَاطَ، إِذْ جَاءَنِي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ قَدْ جَاءَتْكَ يَسْأَلُونَكَ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَيْكَ، فَتَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ جَمْعِ الْأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ لِعَمِّ مَا هُمْ فِيهِ، فَالْخَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَقِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ عَلَيْهِ كَالزُّكْمَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَتَغَشَّاهُ الْمَوْتُ، قَالَ: أَنْتَظِرُ حَتَّى أَرْجِعُ إِلَيْكَ، فَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَقِيَ مَا لَمْ يَلِقَ مَلَكٌ مُصْطَفًى، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَقُلْ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ،

فَشَفَعْتُ فِي أُمَّتِي إِلَى أَنْ أُخْرِجَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا وَاحِدًا، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أترددُ عَلَى رَبِّي فَلَا أَقُومُ مَقَامًا إِلَّا شَفَعْتُ، حَتَّى أُعْطَانِي مِنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَهِدٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ".

২৪৫. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হাদীছ বর্ণনা করে বলেছেন: নিশ্চয় আমি অপেক্ষা করতে থাকব আমার উম্মাতের পুলছিরাত পার হওয়ার ব্যাপারে। তখন ঈসা ইবনু মারইয়াম আমার কাছে আসবে এবং বলবে: এখানে সকল নাবীগণ আপনার কাছে এ কথা বলতে এসেছেন যেন আপনি দু‘আ করেন যে আল্লাহ যেন মানুষের এই জমায়েতকে যতদূর ইচ্ছা তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেন, যেহেতু তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার মধ্যে রয়েছে। লোকেরা ঘামের মধ্যে লাগামে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। মুমিনের কাছে তা সর্দির ন্যায়, আর কাফির ব্যক্তিকে তো মৃত্যু গ্রাস করছে। তিনি বলবেন: আপনি অপেক্ষা করুন! যতক্ষণ না আমি ফিরে আসব। তখন আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবেন, আরশের নিচে দাঁড়াবেন। এরপরে তিনি দেখবেন এমন কিছু যা কোন প্রেরিত রসূল এবং কোন নৈকট্যবান ফেরেশতারাও দেখতে পান না। তিনি বলেন: এরপরে জিবরীলের প্রতি আল্লাহ ওহী পাঠাবেন যে, তুমি মুহাম্মাদের কাছে যেয়ে বল: ‘তোমার মাথা উঠাও, তুমি চাও, তোমাকে দেওয়া হবে, আর তুমি শাফা‘আত করলে তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। এরপরে প্রত্যেক নিরানব্বই জন হতে একজনকে বের করে নেওয়ার ব্যাপারে আমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন: এরপরেও আমি আমার রবের কাছে যেতেই থাকব, আমি যতবারই যাব ততবারই আমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। এক পর্যায়ে আমাকে অনুমতি দিয়ে বলবেন: হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর সৃষ্টি ও তোমার উম্মাতের মধ্য হতে তাদের প্রত্যেককে বের করে নাও, যারা সাক্ষ্য দিত ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তথা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। এবং এ কথার উপরেই তারা মারা গিয়েছে।^[২৮৫]

অধ্যায়: ৪৯

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামই ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম শাফা‘আতকারী হবেন এবং তার শাফা‘আতই সর্বপ্রথম গৃহিত হবে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، وَقَالَ: مَا صَدَقَ نَبِيٌّ مَا صَدَقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ لَمْ يُصَدِّقْهُ مِنْ أُمَّتِهِ، إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ".

২৪৬. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমিই জান্নাতের ব্যাপারে সর্বপ্রথম শাফা‘আত করব।” তিনি আরো বলেছেন: “আমাকে [উম্মাত দ্বারা] যতটা সত্যায়ন করা হবে, অন্য কোন নাবীকে ততটা সত্যায়ন করা হবে না। নিশ্চয় নাবীদের মধ্য হতে এমনও নাবী থাকবেন যাকে মাত্র একজন ছাড়া আর অন্য কেউই সত্যায়ন করবে না।”[২৮৬]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَأَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ».

২৪৭. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমিই প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব। আর আমিই প্রথম শাফা‘আত করব।”[২৮৭]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ».

২৪৮. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি আদম সন্তানদের নেতা, আমিই সর্বপ্রথম [ক্বিয়ামতের দিনে] যমীন থেকে বের হব। আমিই সর্বপ্রথম শাফা‘আতকারী। আর আমার করা শাফা‘আতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে।”[২৮৮]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: আমরা যে হাদীছগুলির বর্ণনা করলাম, যাতে এ বর্ণনা রয়েছে: “লোকেরা আদমের কাছে আসবে, আর তারা

[২৮৬] মুসলিম; হা/১৯৬।

[২৮৭] এটি হাসান লি-গইরিহী পর্যায়ের হাদীছ।

[২৮৮] ছুহীহ: আহমাদ; ২/৫৪০।

বলবে: আপনি আমাদের রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা‘আত করুন।” এতে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম শাফা‘আতকারী এবং তার শাফা‘আতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায়: ৫০

بَابُ ذِكْرِ شِدَّةِ شَفَقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِأُمَّتِهِ وَفَضْلِ شَفَقَتِهِ عَلَى أُمَّتِهِ، عَلَى شَفَقَةِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، عَلَى أُمَّتِهِمْ

উম্মাতের জন্য নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যধিক কোমলতা, দয়া ও অনুগ্রহ থাকা এবং অন্যান্য নাবী আলাইহিমুস সালামদের তাদের উম্মাতের প্রতি যে কোমলতা, তা হতেও তার কোমলতা বেশি হওয়া প্রসঙ্গে

যখন মহাপ্রতাপশালী ও মর্যাদাবান আল্লাহ প্রত্যেক নাবীকে এমন একটি দু‘আ দিয়েছেন এবং তা কবুল হওয়ার নিশ্চয়তাও দিয়েছেন, তখন প্রত্যেক নাবীই তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী তা করেছেন, আর আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দু‘আটিকে পিছিয়ে দিয়েছেন, যেন তিনি তার উম্মাতের জন্য শাফা‘আত করতে পারেন। আর এটার কারণ হচ্ছে উম্মাতের জন্য তার অত্যধিক কোমলতা, দয়া ও অনুগ্রহ থাকা।

আল্লাহ আমাদের নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন, যা একজন রসূলকে তাদের উম্মাতের পক্ষ হতে প্রদান করা হয়ে থাকে এবং তাকে ‘মাক্কায়ে মাহমূদ’ তথা ‘প্রশংসিত স্থানে’ তাকে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা তিনি করেছেন; এ কারণে যে, তিনি যেন তার উম্মাতের ব্যাপারে শাফা‘আত করতে পারেন। নিশ্চয় আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না। আর তিনিই তার নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে থাকতে পিছিয়ে দেওয়া দু‘আর কার্যকরকারী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَتُسْتَجَابُ لَهُ، فَأُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أُؤَخِّرُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ»

২৪৯. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক নাবীর জন্যে এমন

একটি দু'আ থাকে, যা দ্বারা প্রার্থিত বস্তু নিশ্চিতভাবে দেওয়া হয়। আর আমি সেই দু'আকে -আল্লাহর ইচ্ছায়- পিছিয়ে দিতে আশা করি আখিরাতে আমার উম্মাতের জন্য শাফা'আত হিসেবে।”[২৮৯]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ»

২৫০. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক নাবীর জন্য একটি করে দু'আ থাকে, যার মাধ্যমে তারা দু'আ করেন। আর আমি ইচ্ছা করি যে, আখিরাতে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য আমি উক্ত দু'আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিব।”[২৯০]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَتُسْتَجَابُ لَهُ، فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي»

২৫১. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক নাবীর জন্যে এমন একটি দু'আ থাকে, যার জবাব নিশ্চিতভাবে দেওয়া হয় এবং প্রার্থিত বস্তুটি প্রদান করা হয়। আর আখিরাতে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য আমি আমার দু'আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিয়েছি।”[২৯১]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَأُرِيدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَخْتَبِيَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي، يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

২৫২. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক নাবীর জন্যে এমন একটি দু'আ থাকে, যা তিনি দু'আ করে থাকেন। আর আমি আমার উক্ত দু'আকে গচ্ছিত আকারে রেখে দেব বলে ইচ্ছা করি; ক্বিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের জন্য শাফা'আত হিসেবে।”[২৯২]

[২৮৯] মুসলিম; হা/১৯৮।

[২৯০] বুখারী; হা/৬৩০৪, মুসলিম; হা/১৯৬।

[২৯১] মুসলিম; হা/৩৩৯।

[২৯২] মুসলিম; হা/৩৩৭।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي»

২৫৩. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ প্রত্যেক নাবীর জন্যে এমন একটি দু‘আ থাকে, যা দ্বারা প্রার্থিত বস্তু নিশ্চিতভাবে দেওয়া হয়। আর আমি আমার উম্মাতের শাফা‘আতের জন্য আমার দু‘আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিয়েছি।”[২৯৩]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فِي أُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

২৫৪. আনাস ইবনু মালিক রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ প্রত্যেক নাবীর জন্যই তার উম্মাতের ব্যাপারে একটি দু‘আ থাকে। আর আমি আমার উম্মাতের শাফা‘আতের জন্য আমার দু‘আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিয়েছি।”[২৯৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

২৫৫. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ প্রত্যেক নাবীর জন্যে এমন একটি দু‘আ থাকে, আর আমি ক্বিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের জন্য শাফা‘আত হিসেবে আমার দু‘আকে -আল্লাহর ইচ্ছায়- গচ্ছিত আকারে রেখে দিতে আশা করি।”[২৯৫]

অধ্যায়: ৫১

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، دَعَا بِهَا

[২৯৩] মুসলিম; হা/১৯৯-৩৩৮।

[২৯৪] মুসলিম; হা/২০০-৩৪১।

[২৯৫] বুখারী; হা/৭৪৭৪, মুসলিম; হা/১৯৮-৩৩৪।

প্রত্যেক নাবীর জন্যই একটি করে দু‘আ থাকে, আর সবাই সে দু‘আ করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، دَعَا بِهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَفِي لَفْظٍ: «دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي»

২৫৬. জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় প্রত্যেক নাবীর জন্যে এমন একটি দু‘আ থাকে, যা দ্বারা তাদের প্রত্যেকেই দু‘আ করেছেন। আর আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের শাফা‘আতের জন্য আমার দু‘আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিয়েছি।” অন্য বর্ণনায় এসেছে: “এমন একটি দু‘আ থাকে, যা তিনি করে থাকেন। আর আমি আমার উম্মাতের শাফা‘আতের জন্য আমার দু‘আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিয়েছি।” [২৯৬]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا».

২৫৭. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক নাবীর জন্যে এমন একটি দু‘আ থাকে, যা দ্বারা প্রার্থিত বস্তু নিশ্চিতভাবে দেওয়া হয়। প্রত্যেক নাবীই তার দু‘আটিকে দ্রুত [দুনিয়াতে থাকতেই] করে ফেলেছেন। আর আমি ক্বিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের শাফা‘আতের জন্য আমার দু‘আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিয়েছি। আর তা -আল্লাহর ইচ্ছায়- কার্যকর হবে [তাদের ব্যাপারে] যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।” [২৯৭]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُعْطِيَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةً فَتَعَجَّلَهَا، وَإِنِّي أَخَّرْتُ دَعْوَتِي لِلشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَشْفَعُ لِلْفَنَاءِ مِنَ النَّاسِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَالثَّلَاثَةِ، وَالْإِثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ"

২৫৮. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “প্রত্যেক নাবীর জন্যে একটি

দু'আ প্রদান করা হয়েছিল। প্রত্যেক নাবীই তার দু'আটিকে দ্রুতই [দুনিয়াতে থাকতেই] করে ফেলেছেন। আর আমি ক্বিয়ামতের দিনে আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য আমার দু'আটিকে পিছিয়ে [বাকী রেখে] দিয়েছি। আমার উম্মাতের মধ্য হতে কেউ কেউ একটি বড় দলের ব্যাপারে সুপারিশ করবে। আবার কেউ কেউ ছোট ছোট দল, তিনজন, দুইজন এমনকি একজনের ব্যাপারেও সুপারিশ করবে।^[২৯৮]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اسْتَحْبَبْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

২৫৯. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ প্রত্যেক নাবীর জন্যই এমন একটি দু'আ থাকে, যা সে তার উম্মাতের ব্যাপারে করে থাকে। আর আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের শাফা'আতের জন্য আমার দু'আটিকে গচ্ছিত আকারে রেখে দিতে চাই।”^[২৯৯]

অধ্যায়: ৫২

بَابُ ذِكْرِ تَخْيِيرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ إِدْخَالِ نِصْفِ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার অর্ধেক উম্মাতকে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা শাফা'আতের মধ্যে ইখতিয়ার প্রদান করা প্রসঙ্গে।

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا فَاسْتَيْقِظْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا لَا أَرَى فِي الْمَعَسْكَرِ شَيْئًا أَطُولَ مِنْ مُؤَخَّرَةٍ رَحِلٍ، قَدْ لَصِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ وَبَعِيرِهِ بِالْأَرْضِ، فَقُمْتُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ، حَتَّى دَفَعْتُ إِلَى مَضْجَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِيهِ فَوْضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى الْفِرَاشِ، فَإِذَا

[২৯৮] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: ; আহমাদ; ৩/২০।

[২৯৯] ছুহীহ: ; আহমাদ; ৩/৩৯৬।

هُوَ بَارِدٌ، فَخَرَجْتُ أَخْلَلُ النَّاسَ وَأَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجْتُ مِنَ الْعَسْكَرِ، كُلِّهِ فَنَظَرْتُ سَوَادًا، فَمَضَيْتُ، فَرَمَيْتُ بِحَجَرٍ، فَمَضَيْتُ إِلَى السَّوَادِ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجُرَّاحِ، وَإِذَا بَيْنَ أَيْدِينَا صَوْتُ، كَدَوِيٍّ الرَّحَى، أَوْ كَصَوْتِ الْقَصَبَاءِ حِينَ تُصَيِّبُهَا الرِّيحُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: يَا قَوْمُ اثْبُتُوا حَتَّى تُصْبِحُوا، أَوْ يَأْتِيَكُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نَادَى «أَتَمُّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَعَوْفُ بْنُ مَالِكٍ»، فَقُلْنَا، يَعْنِي نَعَمْ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِي نَعَمْ - فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا، فَخَرَجْنَا نَمْشِي مَعَهُ لَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، وَلَا يُخْبِرُنَا، حَتَّى قَعَدْنَا عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا خَيْرِي بِهِ رَبِّي اللَّيْلَةَ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ خَيْرِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ فَقُلْنَا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنا مِنْ أَهْلِهَا قَالَ: «هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ رَبِّي اسْتَشَارَنِي فِي أُمَّتِي، فَقَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَكَ مَسْأَلَتَكَ الْيَوْمَ، أَمْ أَشْفَعَكَ فِي أُمَّتِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلِ اجْعَلْهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي"، قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنَا فِي أَوَّلِ مَنْ تَشْفَعُ لَهُ الشَّفَاعَةَ قَالَ: «بَلِ اجْعَلْهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ»

২৬০. আউফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি স্থানে অবতরণ করলাম। এবং আমি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম তখন আমি সৈন্যদের রাখা সফরের মাল-ছামানার শেষাংশ হতে অধিকতর লম্বা কিছু দেখতে পেলাম না। প্রত্যেকটি মানুষ এবং তাদের উটগুলো মাটির সাথে লেগেছিল। আমি তখন মানুষের মধ্য দিয়ে যেতে শুরু করলাম। এক সময় আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শয়নের স্থানে উপনীত হলাম। সেখানে তখন তিনি ছিলেন না। তখন আমি তার বিছানার উপরে আমার হাত রাখলাম, দেখতে পেলাম তা ঠাণ্ডা। তখন আমি মানুষের মধ্যে বের হলাম, আর বললাম: ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যতক্ষণ না আমি সৈন্যদের একদম বাইরে চলে আসলাম। তখন আমি কাল কিছু একটা দেখতে পেলাম, আমি তা অতিক্রম করার সময় ছোট্ট একটি পাথর দিয়ে আঘাত করলাম আর আমি

উক্ত কাল বস্তুটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন সেখানে মুয়াজ ইবনু জাবাল ছিলেন এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ছিলেন।

তখন আমাদের সামনে একটি শব্দ হল, যা যাতার শব্দের ন্যায়। অথবা তা ছিল কোন দণ্ডের মধ্যে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার শব্দের ন্যায়। আমরা একে অপরকে বললাম: হে লোকেরা! সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর অথবা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কাছে আসার আগ পর্যন্ত। আমরা সেখানে আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন, ততক্ষণ ছিলাম। এরপরে তিনি আমাদেরকে ডাক দিলেন: “এখানে কি মু‘আয, আবু উবাইদাহ এবং আউফ ইবনু মালিক রয়েছে?” আমরা বললাম: হ্যাঁ। তিনি আমাদের কাছে আসলে আমরা একসাথে হাঁটা শুরু করলাম। আমরা তাঁর কাছে কোন জিনিস জানতে চাইলাম না এবং তিনিও আমাদেরকে কোন কিছু জানালেন না, যতক্ষণ না আমরা তার বিছানার উপরে এসে বসলাম। তারপর তিনি আমাদেরকে বললেন: তোমরা কি জানো আজকে আমার রব এই রাতে আমাকে কোন দু’টি জিনিসের ইখতিয়ার দিয়েছিলেন? আমরা বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন: “নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন তথা দু’টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে বাছাই করার জন্য: এক) তিনি আমার উম্মাতের অর্ধেক অংশকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা দুই) শাফা‘আতের জন্য। সুতরাং আমি শাফা‘আতকেই গ্রহণ করলাম।” তখন আমরা বললাম: “হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু‘আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে আপনার শাফা‘আত প্রাপ্তির অধিকারী বানিয়ে দেন।” তিনি বললেন: “সেটা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই।”^[৩০০]

আউফ ইবনু মালিক আল-আশজা‘ঈ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে আরো বর্ণিত আছে, “আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সফরে বের হলাম।” এরপরে তিনি অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন, তবে এ অংশটুকু ব্যতীত: “নিশ্চয় আমার রব আমার উম্মাতের ব্যাপারে আমার সাথে পরামর্শ করেছেন। তিনি বললেন: “তুমি কি পছন্দ করবে যে, আজকে তুমি যা চাইবে তা দিয়ে দেব নাকি আমি তোমাকে তোমার উম্মাতের ব্যাপারে শাফা‘আতের অধিকারী বানিয়ে দেব?” তখন তিনি বললেন: “আমি বললাম: বরং সেটিকে আমার উম্মাতের জন্য শাফা‘আত হিসেবে দিয়ে দেন।” আউফ বলেন: “আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে তাদের প্রথম সারিতে

রাখবেন যারা আপনার শাফা'আত পাবে।” তিনি বললেন: “বরং প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই আমি তা করব।” [৩০১]

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَتَوَسَّدَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَاسْتَيْقَظْتُ، فَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَدْ أَفْرَعَهُ الَّذِي أَفْرَعَنِي، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذَا هُدَيْرٌ كَهْدِيرِ الرَّحَى، بِأَعْلَى الْوَادِي، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، فَقُلْنَا: نَنْشُدُكَ اللَّهُ وَالصُّحْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ قَالَ: أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى النَّاسِ، فَإِذَا هُمْ قَدْ فَرَعُوا حِينَ فَقَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْشُدُكَ اللَّهُ وَالصُّحْبَةَ لَمَا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ قَالَ: " فَأَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي، فَلَمَّا أَضْبُوا عَلَيْهِ، قَالَ: شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا".

২৬১. আউফ ইবনু মালিক আল-আশজা'ঈ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সফরে ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকেই তার বাহনের বাহকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছিল। তিনি বলেন: আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আর তারপর আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম না। তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং তাকে খুঁজতে শুরু করলাম। হঠাৎ মু'য়ায ইবনু জাবালকে দেখতে পেলাম। আমাকে যা ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তাকেও তাই ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তিনি বলেন: আমরাও অনুরূপ অবস্থানেই ছিলাম। হঠাৎ উপত্যকার সর্বোচ্চ অংশে যাতার শব্দের মত শব্দ শুনতে পেলাম। তখনও আমরা অনুরূপ অবস্থানেই থাকলাম। এরপরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন আর বললেন: আমার রবের পক্ষ থেকে আমার কাছে একজন আশুস্তক এসেছিল এবং আল্লাহ আমাকে আমার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং শাফা'আত প্রদান করা, এ

দু'টির মধ্যে আমাকে বাছায়ের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমি তাদের মধ্য থেকে শাফা'আতকেই গ্রহণ করেছি।

আমি তখন বললাম: “আপনাকে আল্লাহর কসম এবং আমরা আপনার ছাহাবী হওয়ার কারণে আবেদন করছি: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদেরকে আপনার শাফা'আত প্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন।” তিনি বললেন: তোমরা আমার শপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলেন: এরপরে আমরা মানুষের কাছে এসে পৌঁছানো। তখন তারাও খুব চিন্তিত অবস্থায় ছিল; যেহেতু তারাও আল্লাহর রসূল ছিলেন। ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিখোঁজ দেখতে পেয়েছিলেন। তাদের কাছে নাবী ছিলেন ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে বললেন: আমার রবের পক্ষ থেকে আমার কাছে একজন আগন্তুক এসেছিল। আমার অর্ধেক উম্মাতকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং শাফা'আতের মধ্যে যে কোনো একটিকে ইখতিয়ার বা বাছায়ের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমি তাদের মধ্য থেকে শাফা'আতকেই গ্রহণ করেছি। তারা বললেন: “আপনাকে আল্লাহর কসম এবং আমরা আপনার ছাহাবী হওয়ার কারণে আবেদন করছি: হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাদেরকে আপনার শাফা'আত প্রাপ্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন।” তিনি বললেন: তোমরা আমার শপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যখন তারা বারবার তাকে বলছিল, তখন তিনি বললেন: “আমার শাফা'আত আমার উম্মাতের মধ্যে থেকে প্রত্যেক এমন মানুষের জন্য হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মারা গিয়েছে।”^[৩০২]

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَنَاخَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْنَأْنَا مَعَهُ... ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، قَالَ: «لَقِيتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَقَالَ فِي آخِرِهِ، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فَإِنِّي أَشْهَدُ مَنْ حَضَرَنِي أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا"»

২৬২. আউফ ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নাবী ছিলেন ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার কোন একটি সফরে (সঙ্গী হিসেবে) ছিলাম, তখন তিনি তার উটকে বসালে আমরাও আমাদের উটকে বসলাম। এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমার সাথে মু'আয ইবনু জাবাল ও আবু মূসার সাক্ষাত হল। এরপরে তিনি হাদীছের শেষাংশে বলেন: আল্লাহর নাবী ছিলেন ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “যারা আমার কাছে উপস্থিত রয়েছে, তাদেরকে আমি সাক্ষ্য রাখছি যে, আমার

উম্মাতের মধ্য হতে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, আমার শাফা‘আত তাদের জন্যই হবে।”

وَعَنِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكُنَّا نُشَاهِدُهُ بِاللَّيْلِ فِي مَضْجَعِهِ، فَأَتَيْتُهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَنْطَلَقْتُ أَطْلُبُهُ، فَإِذَا رَجُلَانِ قَدْ افْتَقَدَاهُ كَمَا فَقَدْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ حَسَسْتُمَاهُ؟ قَالَا: لَا فَسَمِعْنَا صَوْتًا مِنْ أَعْلَى الْوَادِي كَجَرِّ الرَّحَى، لَا نَرَاهُ إِلَّا نَحْوَهُ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قُلْنَا فَقَدْ نَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ، قَالَ: «أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي» زَادَ بُنْدَارٌ: ثُمَّ أَقْبَلْنَا، فَاَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ تَحَسَّسُوا، وَفَقَدُوهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ الشَّفَاعَةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ، قَالَ: «أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي» قَالَ بُنْدَارٌ: وَأَبُو مُوسَى: وَمَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّيَّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

২৬৩. আল-আশ‘আরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সফরে ছিলাম। আমরা রাতের বেলা তাকে তার বিছানাতেই দেখতাম। কোন এক রাতে আমি তার কাছে আসলাম, কিন্তু তাকে পেলাম না। আমি তাকে খুঁজতে বের হলাম। তখন দুইজন ব্যক্তিকে পেলাম, যারা আমার মতই তাকে খুঁজে পচ্ছিল না। আমি তখন বললাম: তোমরা দুজনে কি তাকে খুঁজে পেয়েছ? তারা দুইজন বলল: না। তখন হটাৎ আমরা উপত্যকার উপর হতে একটি শব্দ শুনতে পেলাম, যা যাতা ঘোরার শব্দের ন্যায় ছিল। আমরা সেদিকেই দেখছিলাম, ঠিক তখনই আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন: “তোমরা কারা?” আমরা বললাম: আমরা আপনাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন: “আজ রাতে আমার কাছে আমার রবের কাছ থেকে একজন আগন্তুক এসেছিল। তিনি আমাকে আমার উম্মাতের অর্ধেক অংশকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং শাফা‘আতের মধ্য হতে যে কোন একটিকে ইখতিয়ারের জন্য বললে আমি শাফা‘আতকেই গ্রহণ করলাম।” তিনি বলেন: তখন আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে আপনার শাফা‘আতে অধিকারী হিসেবে গ্রহণ করুন। তখন তিনি বললেন: “তোমরা আমার শাফা‘আতের অধিকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।”

এরপরে আমরা সামনে চলতে লাগলাম আর সবার কাছে এসে উপস্থিত হলাম, আর তারাও ইতোমধ্যে তাকে খুঁজে না পেয়ে অনুসন্ধান করছিল। তখন তিনি বললেন: “আজ রাতে আমার কাছে আমার রবের কাছ থেকে একজন আগন্তুক এসেছিল, সুতরাং তিনি আমাকে আমার উম্মাতের অর্ধেক অংশকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং শাফা‘আতের মধ্য হতে যে কোন একটিকে ইখতিয়ারের জন্য বললে আমি শাফা‘আতকেই গ্রহণ করলাম।” তারা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে আপনার শাফা‘আতে অধিকারী হিসেবে গ্রহণ করুন। তখন তিনি বললেন: “তোমরা আমার শাফা‘আতের অধিকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারাও যারা এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই আর আমি তাঁর বান্দা ও রসূল।”^[৩০৩]

অধ্যায়: ৫৩

بَابُ ذِكْرِ لَفْظَةِ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ الشَّفَاعَةِ

শাফা‘আতের ক্ষেত্রে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি
[বিশেষ] শব্দের বর্ণনা

যে ব্যাপারে মুতাযিলা, খারিজীসহ অন্যান্য বিদ‘আতী দলগুলো তাদের ইলমের ক্ষেত্রে ও নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা জনিত কারণে মনে করে থাকে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা “এটি [শাফা‘আত] প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই হবে” এটি তার বিপরীত কথা। আল্লাহর প্রশংসা ও অনুগ্রহে [বাস্তবতা] আসলে এমন নয় যেমনটি এই সকল মূর্খরা ধারণা করে থাকে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা‘আলার তাওফীকে আমি তা অচিরেই বর্ণনা করব যে, মূলত এটি বিপরীত কিছু নয়।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي».

২৬৪. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মাতের মধ্যে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরাই আমার শাফা‘আত পাবে।”^[৩০৪]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» وَقَالَ لِي جَابِرٌ: «يَا مُحَمَّدُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِبَائِرِ فَمَا لَهُ وَالشَّفَاعَةُ».

২৬৫. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মাতের মধ্যে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারেই আমার শাফা‘আত হবে।” জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু আরো বলেছেন: “যে ব্যক্তি কাবীরা গুনাহে লিপ্ত নয়, তার আবার শাফা‘আত কী হবে?”^[৩০৫]

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ، وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ كَمَا سَبَقَ عَلَى الْأُمَمِ، قَبْلَهُمْ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُؤَلِّينِي شَفَاعَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ، فَفَعَلَ».

২৬৬. উম্মু হাবীবাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমার উম্মাত আমার পরে যার সম্মুখীন হবে এবং তাদের কতিপয় কর্তৃক অন্য কতিপয়ের রক্ত প্রবাহ করা সম্পর্কে আমাকে দেখানো হয়েছে। আর তা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে যেমনটি তাদের পূর্বে গত উম্মাতদের ব্যাপারে নির্ধারিত হয়েছিল। আর তাই আমি তাদের ব্যাপারে ক্বিয়ামতের দিনে শাফা‘আতকে চাইলাম আর তিনি তাই [মঞ্জুর] করলেন।”^[৩০৬]

অধ্যায়: ৫৪

[৩০৪] ছুহীহ: তিরমিযী; হা/২৪৩৫, ইবনু হিব্বান; হা/৬৪৬৮ ও হাকিম; হা/২২৮।

[৩০৫] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: তিরমিযী; হা/২৪৩৬ ও হাকিম; হা/২৩২।

[৩০৬] ছুহীহ: আহমাদ; ৬/৪২৭-৪২৮।

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْكَبَائِرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ
مَا هُوَ دُونَ الشِّرْكِ مِنَ الذُّنُوبِ

কাবীরাহ গুনাহ বলতে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শিরক ছাড়া
অন্যান্য গুনাহকে উদ্দেশ্য করেছেন, এ কথার দলীলের বর্ণনা।

কেননা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন:

أَنَّ الشِّرْكَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ.

“শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাবীরাহ গুনাহ।”[৩০৭]

সুতরাং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

“আমার উম্মাতের মধ্যে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারেই আমার
শাফা‘আত।”[৩০৮]

এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য করেছেন তাদেরকে যারা তার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে,
তার প্রতি ঈমান এনেছে। আর শিরক হতে তাওবা করেছে।

যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের ব্যাপারেও কখনো কখনো উম্মাত
শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে। তথা যাদের কাছে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তারা
সকলেই তার উম্মাত। আর যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে এবং শিরক হতে
তাওবাহ করেছে তারা হচ্ছে তার সাড়াদানকারী উম্মাত।

وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا».

২৬৭. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীছে আরো এসেছে যা তিনি নাবী
ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, “সেটি -আল্লাহ যদি
চান- প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য অর্জিত হবে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে
শিরক না করা অবস্থায় মারা যাবে।”[৩০৯]

[৩০৭] বুখারী; হা/২৬৫৩ ও মুসলিম; হা/ ৮৮, ১৪৪।

[৩০৮] ছহীহ: সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪৩১০, তিরমিযী হা/২৪৩৫।

[৩০৯] মুসলিম; হা/ ১৯৯।

অধ্যায়: ৫৫

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ شَفَاعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ الَّذِينَ ارْتَكَبُوا ذُنُوبًا وَخَطَايَا فَأُذِلُّوا النَّارَ.

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত হবে এমন তাওহীদপন্থীদের ব্যাপারে যারা গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে লিপ্ত থাকায় তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنَّهَا تُصِيبُ أَقْوَامًا بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ حَتَّى إِذَا مَا صَارُوا فَحْمًا أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، قَالَ: فَيُخْرِجُونَ ضَبَائِرَ، فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَهْأَارِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْبُتُونَ، كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ، فِي حَمِيلِ السَّيْلِ.

২৬৮. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “জাহান্নামের অধিবাসীরা তারা তো জাহান্নামেই যাবে। সেখানে তারা মারাও যাবে না আবার বেঁচেও থাকবে না। তবে সেখানে এমন কিছু সম্প্রদায় প্রবেশ করবে তাদের গুনাহসমূহ এবং তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। এমনকি তারা কয়লা হয়ে যাবে আর তখন শাফা‘আতের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে।” তিনি বলেন: “এরপর তারা বিভিন্ন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সেখান থেকে বের হবে এবং তারা জান্নাতের নদীসমূহের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হবে। আর তখন বলা হবে: জান্নাতের অধিবাসীরা তোমরা তাদের উপরে পানি ঢেলে দাও। তখন তারা এমনভাবে উজ্জল হয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, যেভাবে বন্যায় ভাসমান স্তুপের মধ্যে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয়।” [৩১০]

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِيُصِيبَنَّ قَوْمًا سَفَعَةٌ، مِنَ النَّارِ، بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا، ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ ". وَفِي

رَوَايَةٍ، قَالَ: «سَفَعُ مِنَ النَّارِ، عُقُوبَةٌ بِذُنُوبِهِمْ، ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا، يُقَالُ لَهُمْ: الْجَهَنَّمِيُّونَ»
وَفِي رَوَايَةٍ، قَالَ: «يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ» وَفِي رَوَايَةٍ، قَالَ: «عُقُوبَةٌ بِذُنُوبٍ
عَمِلُوهَا».

২৬৯. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “একদল মানুষের উপরে জাহান্নামের কালো দাগ পতিত হবে, তাদের এমন গুনাহের কারণে যা তারা [ইতোপূর্বে] করেছিল। এরপর তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তাদেরকে বলা হবে ‘জাহান্নামীউন’।” [৩১১]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: তিনি বলেছেন: “জাহান্নামের কালো দাগ তাদের গুনাহ সমূহের শাস্তি স্বরূপ। এরপর তারা সেখান থেকে বের হবে আর তাদেরকে বলা হবে ‘জাহান্নামীউন’।” অন্য একটি বর্ণনায় আরো রয়েছে: তিনি বলেছেন: “আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার রহমতের অনুগ্রহে।” অন্য আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে: তিনি বলেছেন: “এমন গুনাহের শাস্তি স্বরূপ, যা তারা করেছিল।”

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا سَيَخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَصَابُوا سَفْعًا مِنَ النَّارِ، عُقُوبَةٌ بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا، ثُمَّ يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ».

২৭০. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, “নিশ্চয়ই অনেক লোক জাহান্নাম থেকে অচিরেই বের হবে। তাদের উপরে জাহান্নামের কালো দাগ পতিত হবে [থাকবে]। তারা যে সমস্ত গুনাহ করেছিল তার শাস্তি স্বরূপ। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাঁর রহমতের অনুগ্রহে বের করবেন এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।” [৩১২]

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَبْصَرَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَالُوا: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ.

[৩১১] বুখারী; হা/৭৪৫০।

[৩১২] ছুহীহ: মুছান্নাফু আদ্বির রাযযাক; হা/২০৮৫৯।

২৭১. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “যখন তাদেরকে জান্নাতের অধিবাসীরা দেখতে পাবে, তারা বলবে: এরা কারা? তখন তাদেরকে বলা হবে: ‘এরা হচ্ছে জাহান্নামীউন’।”

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، قَوْمًا مُتَنِينَ، قَدْ غَشِيَتْهُمْ النَّارُ، بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمَّوْنَ: الْجَهَنَّمِيُّونَ.

২৭২. হুজাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, “শাফা‘আতকারীদের শাফা‘আতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে এমন এক দল লোককে বের করবেন, যাদেরকে ইতোপূর্বেই জাহান্নামের আগুন গ্রাস করেছিল। তারপরে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদেরকে নামকরণ করা হবে ‘জাহান্নামীউন’।”

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُخْرِجَنَّ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ يُسَمَّوْنَ: الْجَهَنَّمِيُّونَ.

২৭৩. ইমরান ইবনে হুসাইন রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, “অবশ্যই শাফা‘আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে একটি দল বের হবে তাদেরকে নামকরণ করা হবে ‘জাহান্নামীউন’।”

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُخْرِجُ ضَبَارَةً مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا كَانُوا فَحْمًا، قَالَ: فَيُقَالُ: انْبِذُوهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَرُشُّوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: كَأَنَّمَا كُنْتُ مِنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

২৭৪. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “একটি দল জাহান্নাম থেকে বের হবে, তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার পর।” তিনি বলেছেন: “এরপরে বলা হবে: তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে ফেলে দাও, আর তাদের উপরে পানি ছিটিয়ে দাও, তখন তারা এমনভাবে উজ্জল হয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, যেভাবে বন্যায় ভাসমান স্তুপের মধ্যে কোন বীজ অক্ষুরিত হয়।”

একথা শুনে মুসলিমদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! মনে হচ্ছে আপনি গ্রাম্য লোকদের একজন।

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "أَنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟"

২৭৫. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা শাফা‘আতের মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়কে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।”

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ نَاسًا يَدْخُلُونَ النَّارَ، ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنْهَا، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

২৭৬. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার দুই কান আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছে যে, “নিশ্চয় একটি দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এরপরে তারা সেখান হতে বের হবে এরপরে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ أَنَاسٌ جَهَنَّمَ، فَإِذَا صَارُوا حُمَمًا اخْرُجُوا، فَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ.

২৭৭. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “লোকেরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, এরপরে যখন তারা কয়লা হয়ে যাবে তখন তাদেরকে বের করা হবে। তারপরে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। জান্নাতের অধিবাসীরা তখন বলবে: এরা কারা? তখন তাদেরকে বলা হবে: ‘এরা হচ্ছে জাহান্নামীউন’।”

وَعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ: أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ، فَرَأَى رَجُلًا تَأْخُذُهُ الْعَيْنُ، فَقَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَّغْنَا عَنْ أَبِيكَ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: بَلَّغْنَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَنَاسًا بَعْدَمَا أَدْخَلَهُمْ فِيهَا» قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا ثَلَاثَةً.

২৭৮. আবু ইমরান আল-যাওনি বলেছেন: তিনি একদা একটি জাহাজে আরোহন করলেন, তিনি সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যার উপরে নজর লেগেছে। তারা [উপস্থিত লোকেরা] তখন বললেন: এটি হচ্ছে আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুর সন্তান। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন: একটি হাদীছ রয়েছে যা আপনার পিতা হতে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তিনি বললেন: সেটি কোনটি? আমি বললাম: আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে একদল মানুষকে বের করবেন তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পরে।” তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি তার কাছ থেকে এটি একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবারও নয় বরং বহুবার শুনেছি।

অধ্যায়: ৫৬

بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِخْرَاجُهُمْ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ بِالشَّفَاعَةِ وَأَنَّهُمْ يَصِيرُونَ فِيهَا فَحَمًا يُمَيِّتُهُمُ اللَّهُ فِيهَا ثُمَّ يُؤْذَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّفَاعَةِ

শাফা‘আতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা যাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ফায়ছালা করবেন। তারা সেখানে কয়লা অবস্থায় থাকবে এরপরে আল্লাহ তাদেরকে একটি মৃত্যু দান করবেন এরপরে তাদের জন্য শাফা‘আতের অনুমতি দিবেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ أَنْاسٌ تُصَيِّبُهُمُ النَّارُ، بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ خَطَايَاهُمْ فَيُمَيِّتُهُمُ اللَّهُ إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا صَارُوا فَحَمًا، أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُّوا عَلَى أَهْوَارِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَيَنْبُتُوا عَلَى أَهْوَارِ الْجَنَّةِ "

২৭৯. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “যারা জাহান্নামী হবে তারা তো জাহান্নামী হবেই। তারা সেখানে মারাও যাবে না আবার জীবিতও থাকবে না। কিন্তু কিছু মানুষ তাদের গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী সেখানে থাকবে।” অথবা তিনি বলেছেন: “তাদের ঢাট-বিচ্যুতির [পরিমাণ অনুযায়ী]। এরপরে আল্লাহ তাদেরকে একটি মৃত্যু দান করবেন। যখন তারা কয়লা হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে শাফা‘আতের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে ছোট ছোট দলে বের করে আনা হবে। এরপরে জান্নাতের নহরে তাদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন বলা হবে: হে জান্নাতের অধিবাসীরা তোমরা তাদের উপরে পানি ঢেলে দাও।” তিনি বলেন: “তখন তারা এমনভাবে উজ্জল হয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, যেভাবে শ্রোতের পাশে থাকা স্তুপের মধ্যে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয়।” একথা শুনে মুসলিমদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! মনে হচ্ছে আল্লাহর রসূল গ্রাম্য লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “তারা জান্নাতের নহরের মধ্যে উজ্জল হয়ে উঠবে।”^[৩১৩]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: ইসমাঈল বলেছেন: (الحبة) বা ‘বীজ’: এমন দানা যাকে কোন ব্যক্তি যমীনে রোপন করে, আর তা সেখানে অবস্থান করতে থাকে। এরপরে যখন আসমান হতে উপযুক্ত পানি পায়, তা তখন উদ্গত হয়।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا احْتَرَقُوا، فَكَانُوا فَحْمًا، يُرْسُّ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمِلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ.

২৮০. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বীইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “পুড়ে কয়লা হয়ে যাবার পরে কতিপয় লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে। তাদের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হবে। যেভাবে আবর্জনাতে [বীজ] অঙ্কুরিত হয়ে থাকে তখন তারাও অনুরূপ সেখানে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপরে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩১৪]

[৩১৩] প্রাগুক্ত।

[৩১৪] মুসলিমের শর্তে ছহীহ: আহমাদ; ২/৪৮।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا كَانُوا فَحْمًا، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ.

২৮১. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “কতিপয় মানুষ জাহান্নামে কয়লা হয়ে যাওয়ার পরে বের হবে। তারপরে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতের অধিবাসীরা তখন বলবে: এরা কারা? তখন বলা হবে: ‘এরা হচ্ছে জাহান্নামীউন’।” [৩১৫]

অধ্যায়: ৫৭

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَهْمُ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِنَّمَا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ

উক্ত হাদীছসমূহে যাদের জাহান্নাম হতে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা আলোচিত হয়েছে, তারা মূলত শাফা‘আতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইবনু ‘উলাইয়্যাহর বর্ণনায় এসেছে: “শাফা‘আতের অনুমতি দেওয়া হলে তাদেরকে নিয়ে আসা হবে।”

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ أَنْاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ، فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، أُذِنَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَيَجَاءُ بِهِمْ، ضَبَائِرُ ضَبَائِرٍ، فَبُثُّوا عَلَى أَهْأَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحَبَّةِ تَكُونُ فِي حِمِيلِ السَّيْلِ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ فِي الْبَادِيَةِ.

২৮২. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “যারা জাহান্নামী

হবে তারা তো জাহান্নামী হবেই। তারা সেখানে মারাও যাবে না আবার জীবিতও থাকবে না। কিন্তু কিছু মানুষ তাদের গুনাহের দ্বারা সেখানে থাকবে।” অথবা তিনি বলেছেন: “তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির দ্বারা। এরপরে আল্লাহ তাদেরকে একটি মৃত্যু দান করবেন। যখন তারা কয়লা হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে শাফা’আতের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে ছোট ছোট দলে বের করে আনা হবে। এরপরে জান্নাতের নহরে তাদেরকে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন বলা হবে: হে জান্নাতের অধিবাসীরা তোমরা তাদের উপরে কিছুটা পানি ঢেলে দাও। তখন তারা শ্রোতের পাশে থাকা স্তূপের মধ্যে কোন বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার ন্যায় উজ্জল - উজ্জীবিত হয়ে উঠবে।” একথা শুনে মুসলিমদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! মনে হচ্ছে আল্লাহর রসূল যেন গ্রাম্য লোকদেরই একজন।^[৩১৬]

অধ্যায়: ৫৮

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَكْلَ أَثَرِ السُّجُودِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَصُورِهِمْ

আল্লাহ তা’আলা জাহান্নামের উপরে তাওহীদপন্থীদের সিজদার স্থানসমূহ এবং তাদের আকৃতিকে গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন, এ কথার দলীল।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ وَقَالَ: «حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُوهُمْ، وَيَعْرِفُوهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرِ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ، وَقَدْ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا» ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

২৮৩. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: “লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব?” এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। এবং তিনি বলেন: “এমনকি যখন তিনি জাহান্নামীদের মধ্য হতে যাদের ব্যাপারে রহমতের ইচ্ছা করবেন,

তাদের ব্যাপারে যখন তিনি চাইবেন ফেরেশতাদেরকে বলবেন: তাদেরকে বের কর যারা আল্লাহর ইবাদত করত। সুতরাং তারা তখন তাদেরকে বের করবে এবং তাদেরকে তাদের সিজদার স্থান সমূহের মাধ্যমে চেনা যাবে। আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের উপরে সিজদার স্থানসমূহকে গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন। তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে আর তখন তারা চামড়া পুড়ে গিয়েছে এমন অবস্থায় থাকবে। তাদের উপরে হায়াতের [সঞ্জীবনী] পানি ঢালা হবে, তখন তারা এমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে যেভাবে স্রোতের পাশে থাকা স্তূপের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এরপরে আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের মধ্যে তার ফায়ছালা সমাপ্ত করবেন, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বাকী থাকবে জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যখানে। আর এই ব্যক্তি হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশকারীদের মধ্য হতে সর্বশেষ ব্যক্তি।” এরপর তিনি হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।^[৩১৭]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَأَمَّثُوا فَمَا مُجَادَلَةٌ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ، يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدِّ مِنْ مُجَادَلَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ، قَالَ: فَيَقُولُ: «اذْهَبُوا، فَأَخْرِجُوا مَنْ قَدْ عَرَفْتُمْ مِنْهَا»، فَيَأْتُونَهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورَتِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ.

২৮৪. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “যখন মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে নিরাপত্তা লাভ করবে। তোমাদের কোন সঙ্গীর সাথে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কোন অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ এত তীব্র নয়, যতটা তীব্র বিবাদ মুমিনরা তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার সাথে করবে।” তিনি বলেন: “তারা বলবে: হে আমাদের রব! আমাদের ভাইগণ আমাদের সাথে ছলাত আদায় করত, আমাদের সাথে ছিয়াম পালন করত এবং আমাদের সাথে হজ্জ করত, আর আপনি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন?” তিনি বলেন: “তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: যাও, তোমরা যাদেরকে চিনতে পার তাকে সেখান হতে বের করে নাও। তখন তারা আসবে আর তাদেরকে তাদের আকৃতি দেখে চিনতে পারবে। [যেহেতু]

জাহান্নাম তাদের আকৃতিকে গ্রাস করবে না।” এরপরে তিনি আরো দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন।^[৩১৮]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَقَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُورَتَهُ، فَأَخْرِجُوهُ، وَتُحْرَمُ صُورَتُهُمْ عَلَى النَّارِ.

২৮৫. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: “আল্লাহ তাদেরকে বলবেন: যাও, তোমরা যাদের আকৃতিকে চিনতে পার, তাদেরকে বের করে নাও। তাদের আকৃতিকে জাহান্নামের উপরে হারাম করা হয়েছে।”^[৩১৯]

وَفِي خَبَرٍ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ النَّارَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ.

২৮৬. ইতবান ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীছে এসেছে, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “আল্লাহ তা‘আলার চেহারার [দর্শনের] উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বলবে: (لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) তথা ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ তার উপরে আল্লাহ নিশ্চয় জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন।”^[৩২০]

অধ্যায়: ৫৯

بَابُ ذِكْرِ مَنْ قَضَى اللَّهُ إِخْرَاجَهُمْ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَهْلِ الْخُلُودِ فِيهَا وَأَنَّهُ يَمِيتُهُمْ إِمَاتَةً وَاحِدَةً

তাওহীদপন্থীদের মধ্য হতে আল্লাহ তা‘আলা যাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করার ফায়ছালা করবেন, তারা মূলত চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। সেখানে আল্লাহ তাদেরকে একটি মৃত্যু দান করবেন এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

[৩১৮] ছুহীহ: আব্দুর রাযযাক; হা/২০৮৫৭, আহমাদ; ৩/৯৪-৯৫।

[৩১৯] তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

[৩২০] বুখারী; হা/১১৮৫-১১৮৬।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وَلَكِنْ نَاسٌ تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ، أَوْ قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ، فَيُمِيتُهُمْ إِمَاتَةً، وَقَالَ: فَيُلْقَوْنَ عَلَى أَهْأَارِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَفِضُوا.

২৮৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: কিন্তু কিছু মানুষ তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিপতিত হবে।” অথবা তিনি বলেছেন: “তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির দ্বারা। এরপরে আল্লাহ তাদেরকে একটি মৃত্যু দান করবেন।” এবং তিনি আরো বলেছেন: “তাদেরকে জান্নাতের নহরের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আর জান্নাতীদেরকে বলা হবে: তোমরা [পানি] ঢেলে দাও।”^[৩২১]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَخْرُجُ ضَبَارَةٌ مِنَ النَّارِ قَدْ كَانُوا فَحْمًا»، فَيُقَالُ: بُثُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَرُشُّوا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ، قَالَ: فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّمَا كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ.

২৮৮. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “একটি দল জাহান্নাম হতে বের হবে, যারা ইতোপূর্বে কয়লা হয়ে গিয়েছে। তখন বলা হবে: তাদেরকে জান্নাতে ছড়িয়ে দাও আর পানি ছিটিয়ে দাও।” তিনি বলেন: “যেভাবে আবর্জনাতে [বীজ] অঙ্কুরিত হয়ে থাকে তখন তারাও অনুরূপ সেখানে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে।” একথা শুনে মুসলিমদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বললেন: হে আল্লাহর রসূল! মনে হচ্ছে আপনি গ্রাম্য লোক?^[৩২২]

অধ্যায়: ৬০

بَابُ ذِكْرِ خَيْرِ رُؤْيَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْرَاجِ شَاهِدٍ: أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

[৩২১] তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

[৩২২] ছহীহ: আহমাদ; ৩/৯০।

‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথার সাক্ষ্যদানকারীকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে বের করবেন। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদীছের বর্ণনা।

আমি আশঙ্কা করি যে, কতিপয় মূর্খ লোক শুনবে আর তারা ভুল ধারণার মধ্যে পতিত হবে যে, যে ব্যক্তি ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলবে তার অন্তরে বিশ্বাস ব্যতিরেকে শুধুমাত্র মুখের দ্বারা। সে ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের হবে। [তাদের এই ধারণা] মূর্খতা, আল্লাহর দীন এবং তার আহকাম সম্পর্কে কম জ্ঞান এবং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।

আর আমি অত্যন্ত আশঙ্কা করি মূর্খদের এই ধারণাতে নিপতিত হওয়া থেকে যে: যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’, [তার সাথে] এই সাক্ষ্য দেয়া ব্যতিরেকেই যে, আল্লাহর অসংখ্য রসূল, কিতাবসমূহ, জান্নাত, জাহান্নাম, পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীতই উক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর পরে তারা প্রমাণ পেশ করবে সংক্ষিপ্ত হাদীছের মাধ্যমে। আর তারা এ সংক্রান্ত বিস্তারিত হাদীছটিকে উপেক্ষা করবে। অধিকাংশ সময়ই তাদের কাছে বিস্তারিত হাদীছগুলোর জ্ঞান থাকে না। তাই তারা সংক্ষিপ্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ পেশ করে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا زِلْتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي، وَيُشَفِّعُنِي حَتَّى قُلْتُ: أَيُّ رَبِّي، شَفِّعْنِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ لَيْسَتْ لَكَ وَلَا لِأَحَدٍ، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَرَحْمَتِي لَا أَدْعُ فِي النَّارِ أَحَدًا، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وَفِي لَفْظٍ: فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ لِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَرَحْمَتِي، لَا أَدْعُ فِي النَّارِ عَبْدًا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» وَفِي لَفْظٍ: وَقَالَ: «وَلَا لِأَحَدٍ هِيَ لِي، فَلَا يَبْقَى فِي النَّارِ أَحَدٌ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِلَّا أُخْرِجَ مِنْهَا».

২৮৯. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, “আমি আমার রবের কাছে শাফা‘আত করতে থাকব আর তিনি আমার শাফা‘আত গ্রহণ করবেন। এমনকি আমি বলব: হে আমার রব যে ব্যক্তি একথা বলেছে যে ‘আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই’ তার তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে আমার শাফা‘আত গ্রহণ করুন। তখন তিনি বলবেন: হে মুহাম্মাদ! এটা তোমার জন্য নয় এবং অন্য কারো জন্যও নয়। আমার ইজ্জতের কসম! আমার সম্মানের কসম! আমার রহমতের

কসম! আমি জাহান্নামে এমন কোন ব্যক্তিকে রাখব না, যে বলেছে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’।

অন্য শব্দে এসেছে: তিনি বলবেন: নিশ্চয়ই সেটা আমার জন্যই। আমার ইজ্জতের কসম! আমার সম্মানের কসম! আমার রহমতের কসম! আমি জাহান্নামের মধ্যে কোন এমন বান্দাকে রাখব না, যে বলেছে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’।

অন্য আরেকটি শব্দে এসেছে: আর তিনি বলবেন অন্য কারোর জন্যই নয় সেটা আমারই জন্য। জাহান্নামে এমন কেউ থাকবে না, যে বলেছে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ অথচ আমি তাকে সেখান থেকে বের করব না।^[৩২৩]

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَقُولُ: أَيُّ رَبِّ،
أَتَذُنُّ لِي، فِي مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: فَيُقَالُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، وَلَكِنْ، وَعِزَّتِي،
وَجَلَالِي، وَكِبْرِيَايَ، وَعَظَمَتِي، لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

২৯০. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত অন্য একটি রেওয়ায়াতে রয়েছে, যা তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন: “আমি বলব: হে আমার রব আমাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিন যে বলেছে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’। তিনি বলেন তখন বলা হবে সেটা তোমার জন্য নয়, কিন্তু আমার ইজ্জতের কসম! আমার সম্মানের কসম! এবং আমার বড়ত্বের কসম! আমার মর্যাদার কসম! যে ব্যক্তি ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ একথা বলেছে আমি অবশ্যই তাকে সেখান থেকে বের করব।”^[৩২৪]

অধ্যায়: ৬১

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَشْفَعُ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ بِلِسَانِهِ
إِذَا كَانَ مُخْلِصًا مُصَدِّقًا ذَلِكَ بِقَلْبِهِ

[৩২৩] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আস-সুন্নাহ লি ইবনি আবী ‘আসিম; হা/৮৫০।

[৩২৪] বুখারী; হা/৭৫১০।

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তাওহীদের ব্যাপারে মৌখিকভাবে সাক্ষ্যদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য শাফা‘আত করবেন, যখন সে ইখলাস সহকারে এবং অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা পাঠ করবে, এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ نَفْسِهِ.

২৯১. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! ক্বিয়ামতের দিন আপনার শাফা‘আতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান কে হবে? তখন নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “হে আবু হুরাইরাহ তোমার হাদীছ শিক্ষার যে আগ্রহ আমি দেখেছি, তাতে আমি ধারণা করেছিলাম যে, এ বিষয়ে তোমার আগে অন্য কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। ক্বিয়ামতের দিনে আমার শাফা‘আতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি যে তা মন থেকে ইখলাছের সাথে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ একথা বলেছে।”[৩২৫]

অধ্যায়: ৬২

بَابُ ذِكْرِ خَيْرِ دَالٍّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ شَاهِدٌ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِذَا كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ بِمَا شَهِدَ بِهِ لِسَانُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَفَى عَنِ التَّصَدِيقِ بِالْقَلْبِ بِالْخَيْرِ

‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথাকে অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসের সাথে সাক্ষ্যদানকারীকে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে আমি যা তাওয়ীল (ব্যাখ্যা) করেছি, তার বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদানকারী হাদীছের আলোচনা। তবে পার্থক্য হচ্ছে যে, এখানে অন্তরের বিশ্বাসকে ‘উত্তম বস্তু’ হিসেবে নামকরণ হয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ دُوْدَةً، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً.

২৯২. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “আল্লাহ বলবেন: যে ব্যক্তি বলবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ আর তার অন্তরে যবের দানা পরিমাণ উত্তম বস্তু [ঈমান] থাকবে, তাদের [প্রত্যেকেই] জাহান্নাম থেকে বের করে দাও। যে ব্যক্তি বলবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ আর তার অন্তরে গমের দানা পরিমাণ উত্তম বস্তু থাকবে, তাদের [প্রত্যেকেই] জাহান্নাম থেকে বের করে দাও। যে ব্যক্তি বলবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ আর তার অন্তরে ছোট একটি কীট পরিমাণ উত্তম বস্তু থাকবে, তাদের [প্রত্যেকেই] জাহান্নাম থেকে বের করে দাও। যে ব্যক্তি বলবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ আর তার অন্তরে এক অনু পরিমাণ উত্তম বস্তু থাকবে [তাকেও বের করে দাও]।^[৩২৬]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً».

২৯৩. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলা এমন প্রত্যেকে যার অন্তরে একটি যব পরিমাণ উত্তম বস্তু [তথা ঈমান] থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তারপর ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলা এমন প্রত্যেকে যার অন্তরে একটি গমপরিমাণ ভালো [তথা ঈমান] থাকবে, সে সেখান থেকে বের হবে। তারপরে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলা এমন প্রত্যেকে যার অন্তরে একটি

ক্ষুদ্রকনা পরিমাণ ভালো [তথা ঈমান] থাকবে, সেও সেখান থেকে বের হবে।”^[৩২৭]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً».

২৯৪. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নাম থেকে বের হবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলবে, আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ উত্তম বস্তু [তথা ঈমান] থাকবে। এরপরে জাহান্নাম থেকে বের হবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলবে, আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ উত্তম বস্তু [তথা ঈমান] থাকবে। এরপরে জাহান্নাম থেকে বের হবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যে ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলবে। আর তার অন্তরে একটি ধূলিকনা পরিমাণ উত্তম বস্তু [তথা ঈমান] থাকবে।”^[৩২৮]

অধ্যায়: ৬৩

بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُصَرَّحَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فِي الدُّنْيَا إِيْمَانٌ» دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ فِي الدُّنْيَا إِيْمَانٌ مِمَّنْ كَانَ يُقَرُّ بِلِسَانِهِ بِالتَّوْحِيدِ، خَالِيًا قَلْبُهُ مِنَ الْإِيْمَانِ

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হাদীছ সমূহের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই জাহান্নাম থেকে বের হবে যার অন্তরে দুনিয়ায় থাকতে ঈমান ছিল, তারা ব্যতীত যাদের অন্তরে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় ঈমান ছিল না। তাদের মধ্য হতে যারা তাদের মুখে তাওহীদের কথা স্বীকার

[৩২৭] বুখারী; হা/৪৪ ও ৭৪১০।

[৩২৮] মুসলিম; হা/১৯৩-৩২৩, আহমাদ; ৩/১১৬।

করত তাদের অন্তরে ঈমান শূণ্য থাকা অবস্থায় তারাও অন্তর্ভুক্ত, এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

এ সুস্পষ্ট বর্ণনার সাথে যে, মানুষের অন্তরের ঈমানের মাধ্যমেই তাদের মর্যাদার তারতম্য হয়ে থাকে। ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের বিপরীত, যারা নিরেট মুরজিয়া, তারা মনে করে ঈমান অন্তরের সাথে হতে পারে না।

মুরজিয়াদের বাইরেও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের বিপরীত, যারা এ ধারণা করে যে, নিশ্চয় মানুষ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঈমানের মাধ্যমে মর্যাদার তারতম্যে উপনীত হয়। যা হচ্ছে তার শারীরিক অর্জন, তারা ধারণা করে থাকে তারা অন্তরের ঈমানের দিক থেকে সকলেই সমান। আর সেটা হচ্ছে বিশ্বাস করা। আর মুখে ঈমান, সেটা হচ্ছে স্বীকৃতি দেওয়া।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ وَيَدْخُلُ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا حُمَمًا، قَدْ امْتَحَشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ.

أَوْ الْحَيَا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ أَوْ الْحَيَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً»

২৯৫. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে যাকে খুশি তার রহমতে প্রবেশ করাবেন এবং জাহান্নামের অধিবাসীরাও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এর পরে তিনি বলবেন: তোমরা দেখ, যাদের অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান তোমরা পাবে তাদেরকে সেখান থেকে বের কর।” তিনি বলেন: “এর পরে তারা সেখান থেকে বের হবে কয়লা হয়ে যা ইতিমধ্যেই পুড়ে গিয়েছে এমন অবস্থায়। এর পরে তাদেরকে হায়াতের নহরে নিক্ষিপ্ত করা হবে” অথবা “বৃষ্টিতে, তখন তারা এমনভাবে উজ্জল হয়ে উঠবে যেভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয়।” অথবা “যেভাবে বীজ স্রোতের ধারে হয়ে থাকে।”

আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা কি দেখনি যে তা কিভাবে হলুদ বর্ণ ধারণ করে পেচিয়ে বেড়ে ওঠে?”^[৩২৯]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: এটি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, এর প্রথম অংশকে লুপ্ত করা হয়েছে আর তা হচ্ছে: তাওহীদপন্থীদের মধ্য হতে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের জন্য শাফা'আত। এ কথার দলিল হচ্ছে:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فَيَقُولُ اللَّهُ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ زَنَةُ دِينَارٍ مِنْ إِيْمَانٍ، أَخْرَجُوهُ " ثُمَّ ذَكَرَ زَنَةَ قِيرَاطٍ، ثُمَّ ذَكَرَ زَنَةَ مِثْقَالٍ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ.

২৯৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলবেন তোমরা দেখ, যার অন্তরে একটি দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে তোমরা বের কর। এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন: “ক্বীরাত পরিমাণ,” এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন: “সরিষা দানা পরিমাণ।”

وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَقُولُونَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنْتَ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِكَ، وَخَتَمَ بِكَ، وَغَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَمَ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: نَعَمْ، أَنَا صَاحِبُكُمْ فَيَخْرُجُ يَحُوشُ النَّارَ، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَأْخُذُ بِحَلْقَةٍ فِي الْبَابِ مِنْ ذَهَبٍ، فَيَقْرَعُ الْبَابَ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ، قَالَ: فَيَجِيءُ حَتَّى يَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، فَيَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ، فَيُؤْذَنُ لَهُ، قَالَ: فَيَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمَجِيدِ مَا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ، ادْعُ يُجَبَّ، قَالَ: فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهُ، فَيَفْتَحُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمَجِيدِ، مَا لَمْ يُفْتَحْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ فَيُنَادِي " يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَادْعُ تَجَبَّ، قَالَ: يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَيَشْفَعُ لِمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ، أَوْ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ " قَالَ سَلْمَانُ: فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ.

২৯৭. সালমান আল-ফারসী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: লোকেরা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তারপর বলবে: হে আল্লাহর নাবী! আপনি হচ্ছেন এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ বিজয় দান করেছেন এবং আপনার মাধ্যমেই তিনি [নাবীদের সিলসিলা] শেষ করেছেন এবং আপনার

আগের এবং পরের সকল ক্রটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং আপনি দাঁড়ান আর আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা'আত করুন। তখন তিনি বলবেন: অবশ্যই, আমি তোমাদের [এ কাজের জন্য] সঙ্গী। তখন তিনি বের হবেন আগুনের মধ্যে সংবাদ নেওয়ার জন্য, এমনকি তিনি জান্নাতের দরজাতে উপনীত হবেন। এরপরে তিনি সোনার তৈরি জান্নাতের দরজার কড়াটি ধরবেন এবং জান্নাতে তিনি করাঘাত করবেন। তখন বলা হবে: কে? তার উত্তরে বলা হবে: মুহাম্মাদ।” তিনি বলেন: “তখন তার জন্য তা খুলে দেওয়া হবে।” তিনি আরো বলেন: “এরপরে তাকে নিয়ে আসা হবে এমনকি তিনি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং সিজদাতে থাকা অবস্থায় তিনি অনুমতি প্রার্থনা করবেন, তখন তাকে অনুমতি দেয়া হবে।”

তিনি বলেছেন: “এরপরে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সম্মান প্রদর্শন করা, প্রশংসা করা এবং স্তুতির জন্য এমন কিছু বলে দিবেন যা তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আর কাউকে ইতোপূর্বে বলেননি। তখন আহ্বান করা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও। তুমি চাও, তোমাকে প্রদান করা হবে। তুমি দু'আ কর, তোমার দু'আ কবুল করা হবে।” তিনি বলেন: “এরপর তিনি তার মাথা উঠাবেন এবং বলবেন: হে আমার রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত। এরপর তিনি সিজদাতে আবার অনুমতি চাইবেন, তাকে অনুমতি দেয়া হবে। তখনও আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সম্মান প্রদর্শন করা, প্রশংসা করা এবং স্তুতির জন্য এমন কিছু বলে দিবেন যা তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আর কাউকে ইতোপূর্বে বলেননি। তখন আহ্বান করা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও। তুমি চাও, তোমাকে প্রদান করা হবে। তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তুমি দু'আ কর, তোমার দু'আ কবুল করা হবে।” তিনি বলেন: এ রকম তিনি দুইবার করবেন অথবা তিনবার। “তখন তিনি যার অন্তরের মধ্যে একটি গম পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান রয়েছে অথবা একটি যব পরিমাণ ঈমান রয়েছে অথবা একটি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাদের জন্য শাফা'আত করবেন।”

সালমান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: আর এটাই হচ্ছে: ‘মাক্বামে মাহমূদ’ তথা প্রশংসিত স্থান।^[৩৩০]

আবু বাকর ইবনে খুযাইমা (رحمہ اللہ) বলেন: আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীছ থেকে এই হাদীছটি আরো ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে, যারা জাহান্নাম থেকে বের হবে তাদের বের করে আনার ব্যাপারে।

আর এই হাদীছটি আমাদের মতের বিশুদ্ধতার পক্ষে অন্যতম একটি ইঙ্গিত প্রদান করে: হাদীছসমূহ মূলত রাবীগণ যেভাবে মুখস্থ রাখতে পারে, তার উপরে ভিত্তি করেই বর্ণিত হয়, রাবীদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা কিছুটা মুখস্থ রাখতে পেরেছে, আবার অনেকে রয়েছে যারা সম্পূর্ণই মুখস্থ রাখতে পেরেছে। আর তাই কিছু হাদীছ বর্ণিত হয় সংক্ষিপ্তভাবে আবার কিছু হাদীছ বর্ণিত হয় বিস্তারিতভাবে। যখন এই সংক্ষিপ্তসারে বর্ণিত হাদীছের সাথে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীছের সমন্বয় করা হয়, তখনই প্রকৃত ইলম ও হিকমাত স্পষ্ট হয়।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنِّي لِأَوَّلُ النَّاسِ، تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ جُمُوعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأُعْطَى لَوَاءَ الْحَمْدِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ النَّبِيِّينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، آتِي بَابَ الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُونَ لِي، فَأَسْجُدُ لِلَّهِ تَعَالَى فَيَقُولُ: «ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمِعْ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعَ» ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمِّي أُمِّي، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: «اذهبْ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنْ وَجَدَتْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيرَةٍ، مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» ، فَأَقْبِلُ بِمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَآتِي الْجَبَّارَ، فَأَسْجُدُ لَهُ، فَيَقُولُ: «ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ يُسْمِعْ مِنْكَ، وَقُلْ، يُقْبَلْ قَوْلُكَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعَ» ، فَأَقُولُ: أُمِّي، أُمِّي، أَيُّ رَبِّ، فَيَقُولُ: اذهبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنْ وَجَدَتْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ حَبَّةٍ، مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإِيْمَانِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، فَأَذْهَبُ، فَمَنْ وَجَدَتْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَأَتِي الْجَبَّارَ، فَأَسْجُدُ لَهُ فَيَقُولُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَتَكَلَّمْ، يُسْمِعْ مِنْكَ، وَاشْفَعْ، تُشَفَّعَ " ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: أُمِّي، أُمِّي، أَيُّ رَبِّ، فَيَقُولُ: «اذهبْ، فَمَنْ وَجَدَتْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، مِنْ إِيْمَانٍ، فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ» ، فَأَذْهَبُ، فَمَنْ وَجَدْتُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ، فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، وَفَرَّغَ مِنَ الْحِسَابِ حِسَابِ النَّاسِ، ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

২৯৮. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: “আমি নাবী ছিল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই আমি সর্বপ্রথম মানুষ যে ক্বিয়ামতের দিন তার কবর ভেদ করে উঠবে। তবে এতে গর্বের কিছু নেই। আমাকে প্রশংসার পতাকা দেওয়া হবে, এতেও গর্বের কিছু নেই। ক্বিয়ামতের দিন আমি সকল নাবীদের নেতা হব, এতেও গর্বের কিছু নেই। এবং আমিই ক্বিয়ামতের দিনে প্রথম, যে জান্নাতে প্রবেশ

করবে, এতেও গর্বের কিছু নেই। আমি জান্নাতের দরজায় আসব, তখন তারা আমার তা খুলে দেবে। সুতরাং তখন আমি আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্যে সিজদা করব। এরপরে তিনি বলবেন: তুমি তোমার মাথা উঠাও, হে মুহাম্মাদ! তুমি কথা বল, তোমার কাছ থেকে শোনা হবে। এবং তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। সুতরাং তখন আমি আমার মাথা উঠাব আর আমি বলব: আমার উম্মাত, আমার উম্মাত হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: তুমি তোমার উম্মাতের কাছে যাও। তুমি তাদের মধ্য থেকে যার অন্তরে একটি যবের দানা পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আমি অগ্রসর হয়ে যাদের অন্তরে ঐ পরিমাণ দেখতে পাব তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। এরপরে আমি মহাপরাক্রমশালী [আল্লাহর] দরবারে আবার সিজদা করব। এরপরে তিনি বলবেন: তুমি তোমার মাথা উঠাও, হে মুহাম্মাদ! তুমি কথা বল, তোমার কাছ থেকে শোনা হবে। তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। আমি বলব: আমার উম্মাত, আমার উম্মাত, হে আমার রব! তিনি বলবেন: তুমি তোমার উম্মাতের কাছে যাও। যার মধ্যে তুমি যবের দানার অর্ধেকটা পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আমি যাব আর যাদের মধ্যে ঐ পরিমাণ ঈমান দেখতে পাব, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।” তিনি বলেন: “এরপর আমি মহাপরাক্রমশালী [রবের] কাছে আবার আসব এবং তার উদ্দেশ্যে সিজদা করব এবং তিনি আমাকে বলবেন: তুমি কথা বল, তা শোন হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি আমার মাথা উঠাব এবং আমি বলব: আমার উম্মাত, আমার উম্মাত, হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: যাও যার অন্তরে তুমি একটি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে, তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আমি যাব যাদের অন্তরে ঐ পরিমাণ ঈমান দেখতে পাব, তাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাব। এরপরে হিসাবকে শেষ করা হবে, মানুষের হিসাব।” এরপর তিনি হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।^[৩৩১]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ حَرْدَلَةً، مَا يَزِنُ بُرَّةً، مَا يَزِنُ ذَرَّةً مِنَ الْإِيمَانِ.

২৯৯. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নাম

থেকে বের হবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, ঈমানের মধ্য হতে যার অন্তরে একটি সরিষা দানার ওজন পরিমাণ রয়েছে, একটি গমের দানার ওজন পরিমাণ রয়েছে, একটি অনু ওজন পরিমাণ রয়েছে।” [৩৩২]

وَعَنْ مَعْبُدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنْزِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي زَمَنِ الثَّمَرَةِ، وَمَعَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، هَذَا الْحَدِيثِ، فَاسْتَأْذَنَ ثَابِتٌ، فَأُذِنَ لَنَا وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَاجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، أَوْ قَالَ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِنَا: لَا تَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَإِنَّا خَرَجْنَا لَهُ، قَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: فَيُوتَى آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيُقَالُ: آدَمُ، اشْفَعْ فِي ذُرِّيَّتِكَ قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ، فَيُوتَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، فَيُوتَى مُوسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى، فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيُوتَى عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُوتَى، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا فَأَنْطَلِقُ، فَاسْتَأْذَنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيُلْهِمُنِي مُحَمَّدٌ، لَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا الْآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ آخِرُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ، يُسْمِعْ، وَسَلْ، تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أُمَّتِي، أُمَّتِي، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ إِمَّا إِنْ قَالَ مِثْقَالَ بُرَّةٍ، وَإِمَّا إِنْ قَالَ: مِثْقَالَ شَعِيرَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَآخِرُ سَاجِدًا قَالَ: فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمِعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبُّ أُمَّتِي، أُمَّتِي قَالَ: فَيُقَالُ لِي: انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ، مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَنْطَلِقُ، فَأَفْعَلُ.

৩০০. মা'বাদ ইবনু হিলাল আল-‘আনাবী হতে বর্ণিত, আমরা ফলের মৌসুমে আনাস ইবনু মালিকের কাছে চললাম। আমাদের সাথে এই হাদীছের জন্য

ছাবিত আল-বুনানীও ছিলেন। এরপরে ছাবিত অনুমতি চাইলেন তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা তার কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ছাবিতকে তার সাথে তার খাটের উপর বসালেন।” অথবা তিনি বলেছেন: “তার বিছানার উপর।” তিনি বলেন: “আমি আমার অন্যান্য সঙ্গীদেরকে বললাম: তোমরা এই হাদীছ ছাড়া অন্য কোন কিছু তাকে জিজ্ঞেস করবে না, আমরা এই হাদীছের জন্যই বের হয়েছি। ছাবিত বলেন: হে আবু হামযাহ! বসরা হতে আগত আপনার ভাইয়েরা আপনাকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা‘আত সংক্রান্ত হাদীছের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। তিনি বললেন: হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন: ক্বিয়ামতের দিনে লোকেরা একদল অন্য দলের মধ্যে স্রোতের মত আছড়ে পড়বে। তিনি বলেন: “এরপরে আদমের কাছে আসা হবে, তাকে বলা হবে: হে আদম! আপনি আপনার সন্তানদের জন্য শাফা‘আত করুন।” তিনি বলেন: “তখন তিনি বলবেন: আমি এটার জন্য উপযুক্ত নই। কিন্তু তোমাদের উচিত ইবরাহিমের কাছে যাওয়া। নিশ্চয়ই সে হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু। তখন ইবরাহিমের কাছে আসা হবে, তিনি বলবেন: আমিও এটার উপযুক্ত নই, তোমাদের উচিত মূসার কাছে যাওয়া; কেননা সে হচ্ছে আল্লাহর ‘কালীম’ তথা কথা বলার সঙ্গী। যখন মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসা হবে, তিনি বলবেন: আমিও এর উপযুক্ত নই, তোমাদের উচিত ঈসার কাছে যাওয়া; কেননা সে হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত রূহ এবং কালিমা। তখন তার কাছে আসা হবে, তিনি বলবেন: আমিও এর উপযুক্ত নই। তোমাদের উচিত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়া, তখন আমার কাছে আসা হবে আর আমি বলব: আমি এটার উপযুক্ত। এরপরে আমি হাটতে থাকব এবং আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। আমাকে তার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে, আমি তার সামনে দণ্ডায়মান হব। তখন তিনি আমাকে এমন প্রশংসাবাণী শিখিয়ে দিবেন, যা আমি এখন পারি না। আমি উক্ত প্রশংসাবাণীর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করব। এরপরে আমি সিজদায় পতিত হব, তখন আমাকে বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও আর তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব: হে আমার রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত।” তিনি বলেছেন: “আমাকে তখন বলা হবে: তুমি যাও, যার অন্তরে রয়েছে” তিনি হয়ত বলেছেন: “গম পরিমাণ” অথবা তিনি বলেছেন: “যব পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে বের করে আন। তখন আমি যাব আর তাই করব। এরপরে আমি পুনরায় ফিরে আসব, এবং আবার উক্ত প্রশংসাবাণীর মাধ্যমে তার প্রশংসা করব আর সিজদাতে পতিত হব।” তিনি

বলেছেন: “তখন আমাকে বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও আর তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব: হে আমার রব! আমার উম্মাত, আমার উম্মাত।” তিনি বলেছেন: “আমাকে তখন বলা হবে: তুমি যাও, যার অন্তরে [এর চেয়ে] নিম্ন থেকে নিম্ন এবং [আরো] নিম্ন পরিমাণ তথা সরিষা বীজ পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে বের করে আন।” তিনবার। “তখন আমি যাব আর অনুরূপ করব।”

মা‘বাদ বলেছেন: আমরা সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম, এমনকি আমরা (জাব্বান) মরুভূমির কাছে চলে আসলাম। আমি বললাম: কতই না ভালো হত, যদি আমরা হাসান [আল-বাসরী] এর সাথে মুলাকাত করতে পারতাম - তিনি তখন আবু খালীফার গৃহে আত্মগোপনে ছিলেন- রাবী বলেন: আমরা তার কাছে গেলাম। আমরা বললাম: হে আবু সাঈদ! আমরা আপনার ভাই আবু হামযাহর কাছ থেকে আসলাম আর তিনি আমাদেরকে এই হাদীছটি শুনিয়েছেন। আমরা যখন শেষ করলাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: এটুকু ছাড়া তিনি অন্য কিছু বর্ণনা করেছেন কী? আমরা বললাম: না, এর থেকে বাড়তি কিছুই তিনি বলেননি। রাবী বলেন: তখন হাসান বললেন: তিনি আমাকে বিশ বছর যাবত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, আমি জানি না যে শাইখ কী ভুলে গেছেন? নাকি তোমাদের কাছে তা বর্ণনা করতে অপছন্দ করেছেন এ কারণে যে তোমরা তাহলে ভরসা করে বসে থাকবে। তিনি বলেন: তারা বললেন: হে আবু সাঈদ! আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করুন। তিনি হেঁসে বললেন: মানুষকে অত্যন্ত তাড়াহুড়া প্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করার ইচ্ছা পোষণ না করলে এ কথাটি উল্লেখ করতাম না। তিনি আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন বিশ বছর থেকে যেভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপরে তিনি বলেছেন: “তারপরে আমি আবার চতুর্থবারে দণ্ডায়মান হব। আর উক্ত প্রশংসাবাণীর মাধ্যমে তার প্রশংসা করব আর সিজদাতে পতিত হব।” তিনি বলেছেন: “তখন আমাকে বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও আর তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে।” তিনি বলেছেন: “তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব: হে আমার রব! যে ব্যক্তি বলেছে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।’ তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে আমাকে অনুমতি দিন।” তিনি বলেছেন: “তখন বলা হবে: সেটি তোমার জন্য নয়। কিন্তু আমার সম্মানের কসম! আমার বড়ত্বের কসম! আমার সম্মানের কসম! যে ব্যক্তি বলেছে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।’ তাকে অবশ্যই আমি সেখান থেকে বের করে দেব।”

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَلْقَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَبْسِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْقَوْهُ، فَيَقُولُونَ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى آدَمَ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ اصْطَفَاهُ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُوسَى فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى مَنْ جَاءَ الْيَوْمَ مَغْفُورًا لَهُ، لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ: أَنَا لَهَا، وَأَنَا صَاحِبُهَا، قَالَ: فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَفْتَحَ بَابَ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيُفْتَحُ، فَأَدْخُلُ، وَرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ فَأَخْرَجُ سَاجِدًا، وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدِ، لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي، فَيُقَالُ: «يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ، يُسْمِعْ، وَسَلْ، تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ» فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: «أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنَ الْإِيمَانِ»، قَالَ: فَأَخْرَجُ سَاجِدًا، وَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدِ، لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي، فَيُقَالُ: «يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ، يُسْمِعْ، وَسَلْ، تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفِّعْ»، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: «أَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ»، فَيَخْرُجُ نَاسٌ مِنَ النَّارِ، يُقَالُ لَهُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ، وَإِنَّهُ لَفِي الْجَنَّةِ «فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ مَا نُحَدِّثُ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يُكَذِّبُ بَعْضُنَا بَعْضًا.

৩০১. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, তিনি বলেন: “ক্বিয়ামতের দিন লোকেরা আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ বন্দী অবস্থার সম্মুখীন হবে। তারপরে তারা বলবে: আমাদেরকে নিয়ে আদম ‘আলাইহিস সালামের কাছে চল। তখন তারা আদমের কাছে যাবে। তারপরে তারা বলবে: হে আদম! আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা‘আত করুন। তখন

তিনি বলবেন: আমি সেটির উপযুক্ত নই। বরং তোমরা আল্লাহর খলীল ইবরাহীমের কাছে যাও। তখন তারা ইবরাহীমের কাছে যাবে। তারা বলবে: হে ইবরাহীম! আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা'আত করুন। তখন তিনি বলবেন: আমি সেটির উপযুক্ত নই। বরং তোমরা তার কাছে যাও, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তখন তারা মূসার কাছে যাবে। আর বলবে: হে মূসা! আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা'আত করুন। তখন তিনি বলবেন: আমি সেটির উপযুক্ত নই। বরং তোমরা এমন ব্যক্তির কাছে যাও, যে আজকের দিনেও ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় এসেছেন, যার কোন গুনাহ নেই। তখন তারা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসবে আর বলবে: হে মুহাম্মাদ! আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে শাফা'আত করুন। তখন তিনি বলবেন: হ্যাঁ, আমিই এটির উপযুক্ত, আর আমিই তার অধিকারী।” তিনি বলেন: “তখন আমি যাব, এমনকি জান্নাতের দরজাতে যেয়ে তা খুলে দেওয়ার জন্য বলব।” তিনি বলেন: “তখন খুলে দেওয়া হবে আর আমি প্রবেশ করব। আমার পরম সম্মানিত ও ক্ষমতাবান রব তখন স্বীয় আরশের উপরে থাকবেন। আমি সিজদায় পড়ে যাব। আর আমি এমন প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব যার মাধ্যমে আমার আগে আর কেউই প্রশংসা করেনি।” [রাবী বলেন:] আমি ধারণা করি যে, তিনি আরো বলেছেন: “আমার পরেও কেউ করবে না। তখন বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও আর তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে। তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব: হে আমার রব! হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: তুমি যাও, যার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে নাও।”

তিনি বলেন: “আমি [আবার] সিজদায় পড়ে যাব। আর আমি এমন প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব যার মাধ্যমে আমার আগে আর কেউই প্রশংসা করেনি।” [রাবী বলেন:] আমি ধারণা করি যে, তিনি আরো বলেছেন: “আমার পরেও কেউ করবে না। তখন বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও আর তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে। তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব: হে আমার রব! হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: তুমি যাও, যার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে নাও।”

তিনি বলেন: “আমি [আবার] সিজদায় পড়ে যাব। আর আমি এমন প্রশংসা বাণীর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব যার মাধ্যমে আমার আগে আর কেউই প্রশংসা

করেনি।” [রাবী বলেন:] আমি ধারণা করি যে, তিনি আরো বলেছেন: “আমার পরেও কেউ করবে না। তখন বলা হবে: হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার মাথা উঠাও আর তুমি বল, তোমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে। তুমি শাফা‘আত কর, তোমার শাফা‘আত গ্রহণ করা হবে। তখন আমি বলব: হে আমার রব! হে আমার রব! তখন তিনি বলবেন: তুমি যাও, যার অন্তরে অতি সামান্য পরিমাণ ঈমান রয়েছে, তাকেও জাহান্নাম হতে বের করে নাও। তখন অনেক মানুষ জাহান্নাম থেকে বের হবে, তাদেরকে বলা হবে: ‘জাহান্নামীউন’, আর এটা জান্নাতের মধ্যে হবে।”

তখন একজন লোক জিজ্ঞাসা করল: হে আবু হামযাহ! আপনি কী এটা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন? রাবী বলেন: [এ কথা শুনে] তার মুখ পরিবর্তিত হয়ে কঠিন হয়ে গেল। আর তিনি বললেন: আমরা যা হাদীছ বর্ণনা করি, তার সবগুলিই আমরা রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনি, তবে আমাদের একজন অপরজনকে কখনো মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করিনি।”^[৩৩৩]

অধ্যায়: ৬৪

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمَقَامَ الَّذِي يَشْفَعُ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ৭৭]

যে স্থানে দাঁড়িয়ে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতের জন্য শাফা‘আত করবেন, উক্ত স্থানই হচ্ছে ‘মাক্বামে মাহমূদ’ বা প্রশংসিত স্থান। যার ওয়াদা আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতের মধ্যে করেছেন: “আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে মাক্বামে মাহমূদ তথা প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন।” এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

কতিপয় আলিমগণের মতে কুরআনে: “عَسَى” বা ‘আশা করা যায়’ উল্লেখিত শব্দটি আল্লাহর পক্ষ হতে হলে, এর অর্থ হবে অবশ্যই।^[৩৩৪] এটি সন্দেহ বা সংশয়ের অর্থে নয়।

[৩৩৩] হাসান: আস-সুন্নাহ লি-ইবনি আবী ‘আসিম; ১/৮৩৭।

[৩৩৪] ইবনু আব্বাস ও আলী রুদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু জারীর, কুরতুবী, বাগাভীসহ অনেকে এই মত পোষণ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي قَوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩] قَالَ: هُوَ الْمَقَامُ الَّذِي أَشْفَعُ فِيهِ لِأُمَّتِي.

৩০২. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

“আশা করা যায় তোমার রব তোমাকে মাক্কায়ে মাহমুদ তথা প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিবেন।” সূরা আল-ইসরা: ৭৯।

“এটি হচ্ছে সেই স্থান, যেখানে দাঁড়িয়ে আমি আমার উম্মাতের জন্য শাফা‘আত করব।^[৩৩৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ، قَالَ: " قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْهَا مِنْ حَرَصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَشَفَاعَتِي لِأُمَّتِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ أَوْ لِسَانُهُ قَلْبَهُ.

৩০৩. আবু হুরাইরাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রসূল! আপনার রব শাফা‘আতের জবাবে আপনাকে কী বলবেন? তিনি বললেন: আমি ধারণা করেছিলাম যে, তোমার মধ্যে থাকা ইলমের প্রতি আগ্রহের কারণে তুমিই এ ব্যাপারে আমাকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করবে। আমার শাফা‘আত হবে: প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য যে সাক্ষ্য দেবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ আর তার অন্তর তার জিহ্বাকে সত্যায়ন করবে এবং জিহ্বা তার অন্তরকে সত্যায়ন করবে।^[৩৩৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ حَمٍ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، اسْتَعَاثُوا بِآدَمَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ صَاحِبَ ذَلِكَ، ثُمَّ بِمُوسَى، فَيَقُولُ كَذَلِكَ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْفَعُ

[৩৩৫] শাওয়াহেদ থাকার কারণে ছুহীহ: আহমাদ; ২/৪৪১, তিরমিযী; ৩১১৭।

[৩৩৬] বুখারী; হা/৯৯।

بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي، حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْجَنَّةِ، فَيَوْمِئِذٍ يَبْعَثُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ
أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ.

৩০৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিইয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোন কোন মানুষ ভিক্ষা বৃত্তি করতেই থাকবে যতক্ষণ না ক্বিয়ামত উপস্থিত হয়। তখন তার মুখে একটু গোশতও থাকবে না।” তিনি আরো বলেছেন: “নিশ্চয়ই সূর্য নিকটবর্তী হবে। এমনকি ঘাম কানের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ অবস্থায় তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে সাহায্য চাইবে, তখন তিনি বলবেন: আমি এটা করার অধিকারী নই। তারপরে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে তারা সাহায্য চাইবে, তিনিও অনুরূপ বলবেন। তারপরে তারা মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য চাইবে। তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ফায়ছালা শুরু করার জন্য শাফা‘আত করবেন। সেখান থেকে হেঁটে চলে আসবেন এবং জান্নাতের দরজার হাতল ধরবেন এবং সেদিন আল্লাহ তা‘আলা তাকে মাকামে মাহমূদ তথা ‘প্রশংসিত অবস্থান’ এ পৌঁছে দিবেন। যার প্রশংসা করবে সকল উপস্থিত লোকেরা।^[৩৩৭]

অধ্যায়: ৬৫

بَابُ فِي شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِخْرَاجِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ

জাহান্নাম হতে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আহলুত তাওহীদ তথা তাওহীদপন্থিদেরকে বের করার শাফা‘আত প্রসঙ্গে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، وَقَالَ: " ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، قُلْنَا: وَمَا الْجِسْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَيِّنَا أَنْتَ وَأُمْنَا؟ قَالَ: " دَحْضُ مَزَلَّةٍ لَهُ كَلَالِيبُ، وَخَطَاطِيفُ، وَحَسَكَةٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ، عَقِيفًا يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَلَمَحِ الْبَرْقِ، وَكَالطَّرْفِ وَكَالرَّيْحِ وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجُودِ الْخَيْلِ، وَالرَّاكِبِ: فَنَاجٍ مُسْلِمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ

جَهَنَّمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَحَدُكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشِدٍ فِي الْحَقِّ يَرَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِخْوَانِهِمْ إِذَا رَأَوْا أَنْ قَدْ خَلَصُوا مِنَ النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيُّ رَبَّنَا، إِخْوَانَنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا قَدْ أَخَذْتُهُمُ النَّارُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَمَنْ عَرَفْتُمْ صُورَتَهُ فَأَخْرِجُوهُ وَتُحَرِّمُ صُورَتُهُمْ، فَيَجِدُ الرَّجُلُ قَدْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِلَى حَقْوَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَتَكَلَّمُونَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ قِيرَاطٍ خَيْرٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَتَكَلَّمُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ قِيرَاطٍ مِنْ خَيْرٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا بَشَرًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَتَكَلَّمُونَ فَلَا يَزَالُ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُمْ، حَتَّى يَقُولَ اذْهَبُوا، فَأَخْرِجُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَأَخْرِجُوهُ.

৩০৫. আবু সাঈদ আল-খুদরী রহিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি এরপর দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। এবং তিনি বলেন: “এরপরে জাহান্নামের উপরে সাঁকো স্থাপন করা হবে, তখন আমরা বললাম সাঁকো কী? হে আল্লাহর রসূল! আমাদের পিতা এবং মাতা আপনার জন্য কুরবানী হোক! তিনি বললেন: অত্যন্ত পিচ্ছিল পথ, যাতে থাকবে বরশীর মতো বাকা মাথা বিশিষ্ট লোহা, আঁকুড়া, খুব শক্ত কাঁটা যা নজদ এলাকায় পাওয়া যায় এবং যাকে সা'দান কাঁটা বলা হয়। মুমিনগণ সেটিকে বিদ্যুতের বেগে অথবা চোখের পলকে অথবা বাতাসের গতিতে অথবা পাখির গতিতে অথবা দ্রুতগতিতে চলমান ঘোড়ার গতিতে এবং আরোহীর গতিতে পার হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাজাত পেয়ে যাবে এবং কাউকে আহত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে এবং কাউকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে তাদের মুমিন ভাইদের জন্য যতটা ঝগড়া করবে, তোমাদের মধ্যে কাউকে নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও ততটা ঝগড়া করতে দেখা যায় না। তারা বলবে: হে আমাদের রব! আমাদের ভাইয়েরা তারা আমাদের সঙ্গে ছুলাত আদায় করত, আমাদের সঙ্গে ছিয়াম পালন করত, তারা আমাদের সাথে হজ করত এবং আমাদের সাথে জিহাদ করত, তাদেরকে জাহান্নাম গ্রাস করেছে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে বলবেন: তোমরা যাও তোমরা যাদেরকে চেহারা দেখে চিনতে পারবে, তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নাও। চেহারাকে [জাহান্নামের জন্য] হারাম করে দেওয়া হবে। তখন কোন কোন লোককে দেখা যাবে পা পর্যন্ত, কারো কারো দুই হাঁটুর নলার মধ্য পর্যন্ত, আবার কারো কারো

হাটু পর্যন্ত এবং কারো কারো তার কোমর পর্যন্ত জাহান্নাম গ্রাস করেছে। তখন তারা অসংখ্য মানুষকে সেখান থেকে বের করবে। এরপর তারা ফিরে আসবে আর কথা বলবে: তিনি বলবেন: যাও, তোমরা যাদের অন্তরে এক ক্বীরাত পরিমাণ ভালো কিছু [ঈমান] দেখবে, তাদেরকে বের করে নিয়ে আস। তখন তারা অসংখ্য মানুষকে বের করে আনবে। এরপর তারা আবার ফিরে আসবে এবং কথা বলবে: তখন তিনি বলবেন: যাও, তোমরা যাদের অন্তরের মধ্যে অর্ধ ক্বীরাত পর্যন্ত ভালো কাজ দেখবে তাদেরকে বের করে আন। তখন তারা অসংখ্য মানুষকে বের করে আনবে। এরপর তারা আবার ফিরে আসবে এবং কথা বলবে: এভাবে করে তারা বলতেই থাকবে, আর তিনি তাদেরকে বলবেন, যতক্ষণ না তিনি বলবেন: যাও, তাদেরকে বের কর যাদের অন্তরে এক অনু পরিমাণ [ঈমান] রয়েছে, তখন তারা তাদেরকেও বের করে আনবে।”

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، فَذَكَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْجِسْرَ، وَلَا صِفَةَ الْمُرُورِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا قَالَ: إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِمُصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ سَاقَ مَا بَعْدَ هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ.

৩০৬. যাইদ ইবনু আসলাম উক্ত সানাদে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন তবে ‘সাঁকো এবং তা পার হওয়ার পদ্ধতির’ এই অংশটুকু ছাড়া। বরং তিনি বলেছেন: “যখন মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে নিরাপত্তা লাভ করবে। তোমাদের কোন সঙ্গীর সাথে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কোন অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ এত তীব্র নয়।” এরপরে তিনি এই হাদীছের পরে যা বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখ করেন।

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: রসূলের বাণী: “যারা কখনো কোন ভালো কাজ করেনি।” তথা যারা পূর্ণমাত্রায় কখনো কোন ভালো কাজ করেনি যেভাবে তাদের উপরে ওয়াজিব করা হয়েছিল অথবা আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ: فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقٍّ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ بِأَشَدِّ مُنَاشَدَةٍ مِنْهُمْ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيُّ رَبِّ، كُنَّا نَغْزُو جَمِيعًا، وَنَحْجُ جَمِيعًا، وَنَعْتَمِرُ جَمِيعًا ، فَبِمَ نَجُونَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ زَنَةٌ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَخْرِجُوهُ ، قَالَ: فَيَخْرُجُونَ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ قِيرَاطٌ مِنَ الْإِيمَانِ، فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: فَيَخْرُجُونَ، قَالَ: ثُمَّ

يَقُولُ: «انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرَدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ»، فَأَخْرَجُوهُ قَالَ: فَيَخْرُجُونَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ يَعْنِي قَوْلُهُ {وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء: ٤٧] قَالَ: فَيُطْرَحُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْا مَا يَكُونُ مِنَ النَّبْتِ إِلَى الشَّمْسِ يَكُونُ أَخْضَرَ، وَمَا يَكُونُ إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَصْفَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ قَدْ رَعَيْتَ الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَ.

৩০৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাব? এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং বলেন: তোমাদের কেউ স্বীয় হক্ক উদ্ধারের জন্য যতটা ঝগড়া করে, তার চেয়ে বেশি ঝগড়া তাদের এসব ভাইদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য করবে যারা তাতে পতিত হয়েছে। তারা বলবে: হে আমাদের রব! আমরা একসাথে যুদ্ধ করতাম, আমরা একসাথে হজ্জ করতাম এবং আমরা একসাথে উমরাহ পালন করতাম, তাহলে কোন বস্তুর মাধ্যমে আমরা নাজাত পেলাম আর তারা ধ্বংস হয়ে গেল?” তিনি বলেন: “তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: দেখ, তোমরা যাদের অন্তরের মধ্যে এক দীনার পরিমাণ ভালো কাজ দেখবে তাদেরকে বের করে আন।” তিনি বলেন: “তখন তাদেরকে বের করা হবে।” তিনি বলেন: “তারপরে তিনি বলবেন: দেখ, তোমরা যাদের অন্তরে এক ক্বীরাত পরিমাণ ঈমান দেখবে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে আস।” তিনি বলেন: “তখন তাদেরকে বের করা হবে।” তিনি বলেন: “তারপরে তিনি বলবেন: দেখ, তোমরা যাদের অন্তরে এশটি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান দেখবে, তাদেরকেও বের করে নিয়ে আস।” আবু সাঈদ বলেন: তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহর কিতাব রয়েছে, তথা এই আয়াত:

﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾

“যদিও তা সরিষা দানা পরিমাণ হোক না কেন, আমি তা নিয়ে আসব। আর হিসাব রক্ষক হিসেবে আমিই যথেষ্ট।” সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭।

তিনি বলেন: “তারপরে তাদেরকে জীবনের [সঞ্জীবনী] নহরে ফেলে দেওয়া হবে। এতে করে তারা উজ্জল হয়ে উঠবে যেভাবে কোন বীজ শ্রোতের ধারে স্তূপের মধ্যে গজিয়ে ওঠে। তোমরা কি দেখ না যে উদ্ভিদ সূর্যের দিকে থাকে, তা সবুজ বর্ণের হয় আর যেটা ছায়াতে থাকে তা হলুদ বর্ণের হয়?” তখন তারা

বললেন: হে আল্লাহর রসূল! মনে হচ্ছে আপনি ছাগল চরিয়েছেন। তিনি বললেন: “হ্যাঁ, আমি ছাগল চরিয়েছি।” [৩৩৮]

অধ্যায়: ৬৬

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الصِّدِّيقِينَ يَتْلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ثُمَّ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، يَتْلُونَ الصِّدِّيقِينَ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ
يَتْلُونَ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

কিয়ামতের দিনে শাফা'আতের ক্ষেত্রে সিদ্দীকগণ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামী হবেন, এরপরে সকল নাবীগণ আলাইহিমুস ছলাওয়াতু ওয়াসসালাম সিদ্দীকগণের অনুগামী হবেন, তারপরে শহীদগণ সকল নাবীগণের অনুগামী হবেন, এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ
يَوْمٍ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ، حَتَّى صَلَّى الْأُولَى، وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ، كُلُّ ذَلِكَ، لَا يَتَكَلَّمُ
حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي بَكْرٍ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأْنُهُ، صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئًا، لَمْ يَصْنَعْهُ قَطُّ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَسَأَلَهُ،
فَقَالَ: "عَرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يُجْمَعُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِصَعِيدٍ
وَاحِدٍ، فَفَطَعَ النَّاسُ بِذَلِكَ، حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ، وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا: يَا
آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، وَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِثْلَ
الَّذِي لَقِيتُمْ، انْطَلَقُوا إِلَى أَبِيكُمْ بَعْدَ أَبِيكُمْ إِلَى نُوحٍ، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ

إِبْرَاهِيمَ، وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ فَيَقُولُونَ: اشفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ،
 فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، وَلَمْ يَدْعَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
 دِيَارًا، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَ
 إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى، فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا،
 فَيَقُولُ مُوسَى: لَيْسَ ذَاكَ عِنْدِي، وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُرَى
 الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، فَيَقُولُ عِيسَى: لَيْسَ ذَاكَ عِنْدِي، وَلَكِنْ انْطَلِقُوا إِلَى
 سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَشْفَعْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جَبْرِيلُ رَبَّهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جَبْرِيلُ، فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدَرِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ
 يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ، يُسْمِعُ لَكَ، وَاشْفَعْ، تُشْفَعُ، قَالَ:
 فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَّ سَاجِدًا قَدَرِ جُمُعَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ: يَا
 مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ، يُسْمِعُ لَكَ، وَاشْفَعْ، تُشْفَعُ، قَالَ: فَيَذْهَبُ، لِيَقَعَ سَاجِدًا،
 قَالَ: فَيَأْخُذُ جَبْرِيلُ بِضَبْعَيْهِ، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى بَشَرٍ قَطُّ،
 فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، جَعَلْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ، وَلَا فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، وَلَا فَخْرَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَى الْخَوْضِ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ، وَأَيْلَةَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ
 الصِّدِّيقِينَ، لِيَشْفَعُوا، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الْأَنْبِيَاءَ، قَالَ: فَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ
 وَمَعَهُ الْخُمْسَةُ وَالسِّتَّةُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُ الشُّهَدَاءَ، فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ
 أَرَادُوا، فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
 ادْخُلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى: انظُرُوا فِي النَّارِ، هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ
 رَجُلًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي
 الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَسْمَحُوا لِعَبْدِي كَاسْمَاحِهِ إِلَى عِبِيدِي، ثُمَّ
 يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ رَجُلًا آخَرَ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَمَرْتُ
 وَلَدِي إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَخْرِقُونِي بِالنَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ، فَادْهَبُوا بِي
 إِلَى الْبَحْرِ، فَادْرُونِي فِي الرِّيحِ وَ اللَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا فَقَالَ اللَّهُ ، لَمْ فَعَلْتَ

ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَتِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ تَعَالَى: انْظُرْ إِلَى مُلْكِ أَعْظَمِ مَلِكٍ، فَإِنَّ لَكَ عَشْرَةَ أَضْعَافٍ ذَلِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ فَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ.

৩০৮. আবু বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে আসলেন, এরপরে তিনি ফজরের ছলাত আদায় করলেন, তারপরে তিনি বসলেন, যখন দোহা বা চাশতের সময় হল তখন আল্লাহর রসূল হাসলেন তারপরে স্বীয় স্থানে আবার বসলেন। তারপর তিনি প্রথম ছলাত তথা যোহর, আছর এবং মাগরিবও ছলাত আদায় করলেন। এগুলোর মধ্যে তিনি কোনো কথা বললেন না, এমনকি তিনি শেষ ওয়াক্তে ইশার ছলাত আদায় করলেন। এরপর তিনি উঠে তার পরিবারের কাছে চলে গেলেন। লোকেরা আবু বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুকে বলতে লাগল: আল্লাহর রসূলকে আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, তার বিষয়টা কি? তিনি আজকে এমন কিছু করলেন যা ইতোপূর্বে কখনো করেননি। তিনি বললেন: হ্যাঁ। তারপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আর তিনি বললেন: আমার কাছে দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল ঘটিতব্য বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছিল, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকেই একটি ভূমিতে একত্রিত করা হবে, লোকেরা কানায় কানায় সেখানে পূর্ণ থাকবে, তখন তারা আদমের কাছে যাবে, এমতাবস্থায় যে, ঘাম তাদের নাক-মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তারা বলবে: হে আদম! আপনি মানুষের পিতা, আর আপনাকে আল্লাহ তা'আলা নির্বাচন করেছেন। আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। তিনি বললেন: আমিও ঐ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, যে অবস্থার সম্মুখীন তোমরা হয়েছ। তোমরা তোমাদের পিতার পরে অন্য আরেকজন পিতা নূহের কাছে যাও। 'আল্লাহ আদম এবং ইবরাহীমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে সমস্ত জগতের মধ্যে থেকে নির্বাচন করে নিয়েছেন।' এরপর তারা নূহের কাছে যেয়ে বলবে: আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নির্বাচন করেছেন এবং আপনার দু'আতে তিনি সাড়া দিয়েছেন। [আর তাই] পৃথিবীর বুকে তিনি কোন কাফেরের বাড়িঘরকে ছেড়ে দেননি। তখন তিনি বলবেন: তোমাদের এই বিষয়টি আমার কাছে নেই। তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাকে খলীল তথা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। তখন তারা ইবরাহীমের কাছে আসবে। তিনি বলবেন: তোমাদের এই বিষয়টি আমার কাছে নেই। কিন্তু তোমরা মূসার কাছে যাও; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তার সাথে কথা বলেছেন। তখন মূসা বলবেন: এই বিষয়টি আমার কাছে নেই। তোমরা ঈসা ইবনু মারইয়ামের কাছে যাও;

নিশ্চয় তিনি কুষ্ঠ রোগী এবং অন্ধদেরকে মুক্তিদান [চিকিৎসা] করতেন, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতেন। ঈসা বলবেন: তোমাদের এই বিষয়টি আমার কাছে নেই। তোমরা আদম সন্তানের সর্বোচ্চ নেতা এবং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন যমীন থেকে সর্বপ্রথম উঠবেন তথা তোমরা মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও এবং তিনি যেন তোমাদের জন্য তোমাদের রবের কাছে শাফা'আত করেন। তিনি বলেন: এরপরে তিনি যাবেন, এবং জিবরীল তার রবের কাছে যাবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তাকে অনুমতি দাও, এবং জান্নাতের সুসংবাদ দান কর। তিনি বলেন: এরপর জিবরীল এটা নিয়ে তার কাছে যাবে এবং তিনি 'জুমা' [একটি নির্দিষ্ট] পরিমাণ সময় ধরে সিজদায় হয়ে থাকবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমার মাথা উঠাও, হে মুহাম্মাদ! তুমি বল, শোনা হবে, তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন: এরপর তিনি তার মাথাকে উঠাবেন, যখন তিনি তার রবের দিকে তাকাবেন, তিনি পুনরায় আরো একবার উক্ত পরিমাণ সময়ে জন্য সিজদায় পতিত হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেন: হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা উঠাও, তুমি বল, শোনা হবে, তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন: এরপর তিনি আবার যাবেন যেন সিজদায় যেতে পারেন। তখন জিবরীল তার বাহুদ্বয় ধরবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আর মধ্য থেকে এমন একটি বিষয় তাকে প্রদান করবেন, যা কোন মানুষকে ইতোপূর্বে দেয়া হয়নি। তিনি বলেন: তারপর তিনি বলবেন: হে আমার রব! আপনি আমাকে আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠ নেতা বানিয়েছেন, এতে কোন গর্বের কিছু নেই। এবং আমি যমীন হতে ক্বিয়ামতের দিন প্রথম উঠব, এতেও গর্বের কিছু নেই। এমনকি আমার কাছে হাউজে কাউসারকে উপস্থাপন করা হবে, যা কিনা আইলাহ এবং সান'আ নামক স্থানের থেকেও বেশি লম্বা হবে। তারপর বলা হবে: সিদ্দিকগণকে ডাক, যেন তারা শাফা'আত করতে পারে। তারপরে বলা হবে: আশ্বিয়াদেরকে ডাক। তিনি বলেন: তখন কতিপয় নাবী আসবেন এবং তাদের সাথে একটি ছোট দল থাকবে, অন্য কতিপয় নাবী আসবেন এবং তাদের সাথে পাঁচজন অথবা ছয়জন এবং অন্য কতিপয় নাবী আসবেন যাদের সাথে মাত্র একজন থাকবে। এর পরে বলা হবে: শহীদদেরকে ডাক। তারা যাদেরকে চায় শাফা'আত করুক, তখন শহীদগণ তা করবেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলবেন: আমি আরহামুর রহিমীন তথা সবচেয়ে দয়াবান, তোমরা আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কোন কিছুকে শরীক করেনি এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমার জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। তিনি বলেন: এরপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমরা জাহান্নামের দিকে তাকাও, তোমরা কি এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছ যে কখনো কোন ভালো কাজ করেছে? তিনি বলেন: তারা জাহান্নামের মধ্যে এক ব্যক্তিকে

দেখতে পাবে, তাকে বলা হবে: তুমি কি কখনো কোন ভালো কাজ করেছ? সে বলবে: না। তবে আমি মানুষের সাথে ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মহানুভবতা দেখাতাম। তিনি বলেন: আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: আমার বান্দার প্রতি তোমরা মহানুভবতা দেখাও, আমার বান্দাদের প্রতি তার মহানুভবতার মতই। তারপরে জাহান্নাম থেকে আরো একজন ব্যক্তিকে বের করে বলা হবে: তুমি কি কোন ভালো কাজ কখনো করেছ? সে বলবে: না, তবে আমি আমার সন্তানকে আদেশ করেছিলাম, যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে আগুন ধরিয়ে দিও, এরপরে তা ভালোভাবে পিষো, তারপরে যখন আমি একদম সুরমার ন্যায় ছাই হয়ে যাব, তখন আমাকে সমুদ্রে নিয়ে যেও, এবং বাতাসের মধ্যে উড়িয়ে দিও। আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তুমি কেন এটা করেছিলে? সে বলবে: আপনার ভয়ে। তিনি বলেন: আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: তোমাদের [দুনিয়ার] সবচেয়ে বড় বাদশার রাজত্বের দিকে তাকাও, তোমার জন্য এর দশগুণ বেশি রয়েছে। তিনি বলেন: তখন ঐ ব্যক্তি বলবে: আপনি আমাকে নিয়ে কেন ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনি মহান মালিক [বাদশাহ]। [আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন:] আর এটাই সেই কারণ যার জন্য আমি হেসেছিলাম।”^[৩৩৯]

অধ্যায়: ৬৭

بَابُ ذِكْرِ كَثْرَةِ مَنْ شَفَعَ لَهُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ مِنْ قَبْلُ: أَنَّهُ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

এই উম্মাতের একজন ব্যক্তির শাফা‘আতকৃত ব্যক্তিদের আধিক্য ও ইতোপূর্বে আমি যা বর্ণনা করেছি তথা নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম ছাড়াও অনেকে ক্বিয়ামতের দিন শাফা‘আত করবেন একথার বিশুদ্ধতার দলীলের বর্ণনা।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى قَوْمٍ أَنَا رَابِعُهُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ: قُلْنَا: سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: سِوَايَ " قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَبِي
الْجَدْعَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

৩০৯. আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্কীক্ব বলেন, আমি একদল মানুষের মধ্যে বসে
ছিলাম, যাদের মধ্যে আমি চতুর্থ ছিলাম। তাদের মধ্যে একজন বললেন: আমি
আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আমার
উম্মাতের মধ্য হতে এক ব্যক্তির শাফা‘আতের মাধ্যমে বানী তামিম গোত্রের
লোকদের থেকেও অধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।” তিনি বলেন: আমরা
বললাম: “আপনি ছাড়াও, হে আল্লাহর রসূল?” তিনি বললেন: “আমি ছাড়াই।”
আমি বললাম: আপনি কি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ
কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন: হ্যাঁ, যখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আমি
বললাম: ইনি কে? তিনি বললেন: ইনি হচ্ছেন ইবনু আবী জাদ‘আ।^[৩৪০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ لَهُ
ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

৩১০. আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্কীক্ব হতে আরো বর্ণিত, তিনি নবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লামের ছাহাবীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির কাছ থেকে বর্ণনা করেন,
যাকে বলা হত- ইবনু জাদ‘আ। তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “আমার উম্মাতের মধ্য হতে এক
ব্যক্তির শাফা‘আতের মাধ্যমে বানী তামিম গোত্রের লোকদের থেকেও অধিক
লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৪১]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

৩১১. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমার
উম্মাতের একজন ব্যক্তি সে শাফা‘আত করবে অনেক বড় একদল মানুষের
জন্য। এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তার শাফা‘আতের কারণে।”^[৩৪২]

[৩৪০] ছুহীহ: আহমাদ; ৩/৪৭০ ও ৪৬৯। তিরমিযী; হা/২৪৩৮।

[৩৪১] পূর্বোক্ত।

[৩৪২] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আহমাদ; ৩/২০ ও ৬৩।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي أُمَّتِي لَرَجُلًا يَشْفَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ فِي الْفِتَامِ مِنَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَيُشَفَّعُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لِلرَّجَالِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ.

৩১২. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উম্মাতের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদের একজন ব্যক্তি মানুষের একটি বড় জামায়াত সম্পর্কে শাফা'আত করবে এবং তারা তার শাফা'আতের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি একটি কবিলার জন্য শাফা'আত করবে ও কতিপয় ব্যক্তি তাদের মধ্যে থেকে তার পরিবারের লোকদের জন্য শাফা'আত করবে এবং তারা তার শাফা'আতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।^[৩৪৩]

وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا أَجَدُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: أَيُّ رَبِّ حَرَقْتَ بَنِيَّ فَيَخْرُجُونَ."

৩১৩. রিব'ঈ ইবনু হিরাশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রদিইয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলাম, তখন তিনি বললেন: আমি তোমাকে কি এমন একটি হাদীছ শোনাব না যা আমি আল্লাহ তা'আলার কিতাবে পেয়েছি? নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একটি সম্প্রদায়কে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, এমনকি রহমানের খলীল ইবরাহীম বলবেন: হে আমার রব! আপনি আমার সন্তানদেরকে পুড়িয়ে দিলেন। তখন তারা বের হবে।^[৩৪৪]

অধ্যায়: ৬৮

بَابُ ذِكْرِ مَا يُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نِعَمِ الْجَنَّةِ وَمُلْكِهَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

[৩৪৩] পূর্বোক্ত।

[৩৪৪] ছহীহ: ইবনু হিব্বান; হা/৭৩৭৮।

সবশেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে রাজত্ব ও জাহান্নামের নির্‌আমতের মধ্য হতে আল্লাহ তা'আলা যা প্রদান করবেন তার বর্ণনা ।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: اذْهَبْ، فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، وَجَدْتُهَا مَلَأَى قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: اذْهَبْ، فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَهْلُهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، أَوْ إِنَّ لَكَ عَشْرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا " قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً. وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: " فَيَقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مَرَّاتٍ.

৩১৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমি জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি এবং জাহান্নাম থেকে সবশেষে বের হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, সে হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি, জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে। আল্লাহ তা’আলা তাকে বলবেন: তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে আসবে আর তার মনে হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আর তাই সে ফিরে যাবে এবং সে বলবে: হে আমার রব! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ণ ভর্তি অবস্থায় দেখেছি।” তিনি বলেন: “আল্লাহ তা’আলা তাকে বলবেন: যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। সে জান্নাতে আসবে আর তার মনে হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আর তাই সে ফিরে যাবে এবং সে বলবে: হে আমার রব! আমি জান্নাতকে পরিপূর্ণ ভর্তি অবস্থায় দেখেছি।” তিনি বলেন: “আল্লাহ তা’আলা তাকে বলবেন: যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর, নিশ্চয়ই তোমার জন্য দুনিয়ার সমপরিমাণ এবং অনুরূপ দশগুণ জায়গা বেশি রয়েছে” অথবা “তোমার জন্য দুনিয়া সমপরিমাণের দশগুণ বরাদ্দ রয়েছে।” তিনি বলেন: তখন ঐ ব্যক্তি বলবে: আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? আপনি আমাকে নিয়ে হাসছেন অথচ আপনিই বাদশাহ।” তিনি বলেন: “আমি রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখেছি এমনকি তার মাড়ির দাঁত গুলো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন: এটা বলা হত: “এটাই হচ্ছে জান্নাতীদের মধ্যে মর্যাদার অবস্থান।”

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: তিনি বলেছেন: “তিনি তাকে দশবার বলবেন: “নিশ্চয়ই তোমার জন্য রয়েছে দুনিয়ার সমপরিমাণ।”[৩৪৫]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَذْهَبُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، قَالَ: فَيَرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الرِّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ " قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ، حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

৩১৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি অবশ্যই জাহান্নাম থেকে সবশেষে বের হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে জানি। সে হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি, যে সেখান থেকে বৃকে ভর দিয়ে বের হবে। তাকে বলা হবে, তুমি যাও আর জান্নাতে প্রবেশ কর। সে যাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে দেখতে পাবে যে লোকেরা তাদের অবস্থানগুলো দখল করে নিয়েছে।” তিনি বলেন: “আর তাই সে ফিরে আসবে আর বলবে: হে আমার রব! লোকেরা তাদের স্থানগুলোকে দখল করে নিয়েছে। তাকে বলা হবে: তুমি কি যে সময়ে তুমি [দুনিয়াতে] ছিলে, সেই সময়ের কথা মনে করতে পার? সে বলবে: হ্যাঁ। তখন তাকে বলা হবে: তুমি কামনা কর, তখন সে কামনা করবে। তারপরে তাকে বলা হবে: তুমি যা কামনা করেছ, সেটা তোমার জন্য এবং অনুরূপ দশ দুনিয়া সমপরিমাণ। সে বলবে: আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? অথচ আপনিই বাদশাহ।” তিনি বলেন: “আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে [এ কারণে] হাসতে দেখেছি, এমনকি তার মাড়ির দাঁত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।”[৩৪৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ - : " إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَدْخُلُ وَقَدْ أَخَذَ النَّاسُ مَسَاكِنَهُمْ، فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا مَسْكَنًا، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ،

[৩৪৫] ছহীহ: পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

[৩৪৬] বুখারী; হা/৬৫৭১। মুসলিম; হা/৩০৯।

فَإِنَّا سَنَجْعَلُ لَكَ فِيهَا مَسْكَنًا، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِنَّ لَكَ مِثْلُ الدُّنْيَا وَعَشْرَةُ أَضْعَافِهَا، قَالَ: أَيُّ رَبِّ، أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ " قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

৩১৬. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু মারফু' হিসেবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: “নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম থেকে সবশেষে বের হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে জানি, সে হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি, জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হবে। তখন তাকে বলা হবে: তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর, তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, [এমন সময়ে] যখন লোকেরা তাদের আবাসস্থল দখল করে নিয়েছে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَرَجُلٍ يَمْشِي عَلَى الصِّرَاطِ، فَيَتَلَبَّطُ مَرَّةً، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: فَيَنْكَبُ مَرَّةً وَقَالَ: فَيَمْشِي مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ مَرَّةً، فَإِذَا جَاوَزَ الصِّرَاطَ، التَفَتَ، وَقَالَ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِي نَجَّيَنِي مِنْهُ «وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ مِنْكَ وَقَالَ جَمِيعًا لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتَرَفَّعَ لَهُ شَجَرَةٌ، لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَيَقُولُ؟ يَا رَبِّ، أَذْنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ، خَرَّجَتْهُ فِي كِتَابِ ذِكْرِ نَعِيمِ الْآخِرَةِ، وَفِي الْخَبَرِ " فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَا يَصْرِيحُنِي مِنْكَ؟ «وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ مَا يُصْرِيكَ أَيُّ عَبْدِي، أَيْرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِنَ الْجَنَّةِ مِثْلَ الدُّنْيَا، وَمِثْلَهَا مَعَهَا» ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

৩১৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নাম হতে বের হওয়া শেষ ব্যক্তি এমন হবে যে, সে পুলছিরাতের উপরে সে একবার ছিটকে পড়বে।” অন্য বর্ণনায় এসেছে: “মুখ খুবড়ে পড়বে।” অন্য বর্ণনায় এসেছে: “সে একবার হাঁটবে আর একবার পড়ে যাবে। যখন সে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে, তখন সে পিছনে ফিরে তাকাবে এবং বলবে: আল্লাহ তা’আলা আমাকে তার থেকে মুক্তি দান করেছেন।” অন্য বর্ণনায় এসেছে: “তোমার থেকে। আর আমাকে আল্লাহ এমন কিছু দান করেছেন, যা সৃষ্টির প্রথম-শেষ কাউকেই তা দান করেননি। তখন তার সামনে একটি গাছ উপস্থাপন করা হবে। সে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে এবং বলবে: হে আমার রব! আমাকে উক্ত গাছের কাছে পৌঁছে দাও, তাহলে আমি তার ছায়াতে একটু ছায়া গ্রহণ করতাম। তার পানি থেকে

একটু পানি পান করতাম।” এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছের মধ্যে আরো রয়েছে: “সে বলবে: হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।” তিনি বলেন: “আল্লাহ তা‘আলা বলবেন: হে আমার বান্দা! আমাকে তোমার কাছ থেকে কোন বস্তু দূরে রাখছে? তুমি কী এতে খুশি হবে যে, তোমাকে আমি দুনিয়ার সমপরিমাণ একটি জান্নাত দান করব আর তার সাথে আরো একটি।” এরপরে তিনি পুরো হাদীছ বর্ণনা করেন।^[৩৪৭]

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَكُونُ فِي النَّارِ قَوْمٌ، مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَرْحَمُهُمْ فَيُخْرِجُهُمْ، فَيَخْرُجُونَ فَيَكُونُونَ فِي أَدْنَى الْجَنَّةِ، فَيَغْتَسِلُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَوَانِ، وَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ، لَوْ أَضَافَ أَحَدُهُمْ أَهْلَ الدُّنْيَا لَأَطْعَمَهُمْ وَسَقَاهُمْ وَفَرَشَهُمْ وَلَحَفَهُمْ» وَفِي لَفْظٍ: وَزَوَّجَهُمْ، لَا يَنْقُصُهُ اللَّهُ شَيْئًا.

৩১৮. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “একটি দল আল্লাহ যতদিন চাইবেন তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। এরপরে তিনি তাদেরকে রহমত করবেন। তারপরে তাদেরকে বের করবেন আর তারাও বের হবে। তারা জান্নাতে সবচেয়ে নিচে অবস্থান করবে। তারা হাইয়াওয়ান নহরে গোছল করবে। আর জান্নাতীরা তাদেরকে ‘জাহান্নামী’ বলে নামকরণ করবে। যদি সমগ্র দুনিয়াবাসী তাদের কারো সাথে মিলিত হত, তবে সে তাদের সকলকে খাবার দিত, পান করাত, তাদেরকে বিছানার ব্যবস্থা করত এবং কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করত।” অন্য এক বর্ণনায় এসেছে: “তাদেরকে বিবাহ দিত কিন্তু এতেও আল্লাহ তাদের কোন কিছু কমাতেন না।”^[৩৪৮]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَوْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطَبَ خُطْبَةً، فَأَطَاهَا، وَذَكَرَ فِيهَا أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَذَكَرَ أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّ امْرَأَةً الْفَقِيرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ الصَّبْغِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الصَّيْغَةِ مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيِّ، فَذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، وَاتَّخَذَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا لَهُ غَلَقٌ وَطَبَقٌ، وَحَشَتُهُ مِسْكًَا، وَخَرَجَتْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ أَوْ جَسِيمَتَيْنِ، فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ، وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَذَكَرَ فِيهَا أَيْضًا آخَرَ

[৩৪৭] মুসলিম; হা/১৮৭-৩১০।

[৩৪৮] হাসান: আহমাদ; ১/৪৫৩, ও আস-সুন্নাহ লি-ইবনি আবী আসিম; হা/৮৫৯, ইবনু হিব্বান; হা/৭৪২৮।

أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ، وَأَنَّهُ يَرَى شَجَرَةً، فَيَسْأَلُ أَنْ يُجْعَلَ تَحْتَهَا، فَيُقَالُ لَهُ: لَعَلَّكَ تَسْأَلُ غَيْرَهَا فَيُوثِقُ أَنْ لَا يَسْأَلَ غَيْرَهَا، ثُمَّ يَرَى أُخْرَى، فَيَسْأَلُ أَنْ يُؤْذَنَ فِيهَا، فَيُقَالُ: أَلَمْ تُؤَافِقْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتُكَ، فَيُوثِقُ أَيْضًا أَنْ لَا يَسْأَلَ غَيْرَهَا، ثُمَّ يَسْأَلُ، قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ: وَأَعْجَبَنِي هَذَا أَنَّهُ يُؤَافِقُ فَلَا يَفِي، وَهُوَ يُعْطَى الَّذِي يَسْأَلُ، وَنَحْوًا مِنْ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

৩১৯. আবু সাঈদ অথবা জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নাবী ছিল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি দীর্ঘ খুতবা দিলেন। তিনি সেখানে দুনিয়া এবং আখিরাতের যাবতীয় বিষয়কে উল্লেখ করলেন, তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন: “নিশ্চয় যা বানী ইসরাঈলকে ধ্বংস করেছে তার প্রথম বিষয় হচ্ছে: একজন দরিদ্র ব্যক্তির স্ত্রী কাপড় এবং রঙের ব্যাপারে তার স্বামীর উপরে বাড়াবাড়ি করত।” তিনি বলেছেন: “রঙের ক্ষেত্রে যা একজন ধনীর স্ত্রী করে থাকে।” তিনি আরো উল্লেখ করেন: “আরেকজন নারী বানী ইসরাইলের মধ্যে, সে খাটো ছিল, যার কারণে সে কাঠের দু’টি পা তৈরী করে নিয়েছিল এবং একটি ঢাকনা বিশিষ্ট আংটি তৈরী করেছিল যার মধ্যে সে সুগন্ধি পূর্ণ করে নিয়েছিল। এরপরে দু’টি দীর্ঘ দেহের নারীর সাথে সে বের হয়েছিল।” অথবা “সুস্বাস্থ্যের অধিকারিনী দুজন নারীর সাথে, তারপরে তারা তাদের পিছনে মানুষকে খুঁজতে পাঠালে তারা দীর্ঘ দেহের দু’টি নারীকে চিনতে পারলেও কাঠের পা ব্যবহারকারিনীকে চিনতে পারল না।” তিনি এটার মধ্যে আরো বর্ণনা করেন: “জাহান্নামীদের মধ্য থেকে জাহান্নাম থেকে সবশেষে বের হওয়া ব্যক্তি হবে এমন এক ব্যক্তি, যে একটি গাছ দেখবে এবং সে প্রার্থনা করবে যেন তাকে তার নিচে নেওয়া হয়। তখন তাকে বলা হবে: তুমি মনে হয় এটা ছাড়াও আরো অন্য কিছু চাইবে। তখন সে ব্যক্তি এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে যে, সে এটা ছাড়া আর কিছুই চাইবে না। এরপরে সে আরো একটি দেখবে এবং সে চাইবে যেন সে ব্যাপারেও তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। তখন বলা হবে: তুমি কি আমার কাছে অন্য কিছু চাইবে না, যা আমি দিয়েছি তা ছাড়া এই মর্মে অঙ্গীকার করনি? তখন সে আবারো অঙ্গীকার করবে যে, এটা ছাড়া আর কিছুই সে চাইবে না, [কিন্তু] তারপরেও সে আবার চাইবে।”

আবুল মুতা‘মির বলেন: আমার কাছে এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের মনে হয়েছে যে, এই ব্যক্তি ওয়াদা করবে অথচ তা পূরণ করবে না এবং সে যা চাইবে এবং অনুরূপ এটা ছাড়াও তাকে দেওয়া হবে, ইন-শা আল্লাহ।

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ آخَرَ رَجُلَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَحَدِهِمَا: «يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعَدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ، هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ رَجَوْتَنِي أَوْ خَشِيتَنِي؟» فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَهُوَ أَشَدُّ أَهْلَ النَّارِ حَسْرَةً، قَالَ: فَيُقَالُ لِلْآخَرِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَاذَا أَعَدَدْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، غَيْرَ أَنِّي أَرْجُوكَ فَتَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَقْرِزْنِي تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا، وَآكُلُ مِنْ ثَمَرَتِهَا، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا» ، فَيَقُولُ: بَلَى، وَلَكِنْ هَذِهِ، فَيَقْرُءُ تَحْتَهَا، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، قَالَ: ثُمَّ تَرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ وَهِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَتَيْنِ، وَأَغْدَقُ مَاءً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَذْنِبِي مِنْ هَذِهِ، وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَ هَذَا، فَيُذْنِبُهُ فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلَا يَتِمَالِكُ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «سَلْ وَتَمَنَّهُ» فَيَسْأَلُ وَيَتَمَنَّى مِقْدَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَيُلْقِنُهُ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، فَيَسْأَلُ وَيَتَمَنَّى، فَإِذَا فَرَّغَ، قَالَ: «لَكَ مَا سَأَلْتَ» ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَمِثْلُهُ مَعَهُ» وَقَالَ الْجُرَيْرِيُّ: «وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ» ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْتَ، وَأُحَدِّثْ بِمَا سَمِعْتُ.

৩২০. আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ই নাবী ছিল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “সবশেষে দুই ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের একজনকে বলবেন: হে আদম সন্তান! তুমি আজকের দিনের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলে? তুমি কি কখনো কোন ভালো কাজ করেছিলে? তুমি কি আমার কাছ থেকে আশা করেছিলে? অথবা আমাকে ভয় করেছিলে? তখন সে বলবে: না, হে আমার রব! তখন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেওয়া হবে। উক্ত ব্যক্তিই জাহান্নামীদের মাঝে সবচেয়ে কঠিন অনুতাপে নিপতিত হবে।” তিনি বলেন: “তারপরে অন্যজনকে বলা হবে: হে আদম সন্তান! তুমি আজকের দিনের জন্য কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলে? তুমি কি কখনো কোন ভালো কাজ করেছিলে? তখন সে বলবে: না, হে আমার রব! তবে আমি আপনার কাছে আশা করেছিলাম। তখন তার সামনে একটি গাছ উপস্থাপন করা হবে, তখন সে বলবে: আমাকে ঐ গাছটির নিচে একটু আশ্রয় দিন যাতে আমি তা থেকে ছায়া গ্রহণ করতে পারি, তার পানি থেকে পান করতে পারি, তার ফল থেকে খেতে পারি। এরপরে সে আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, সে

এটি ব্যতীত তাঁর কাছে আর কিছুই চাইবে না। [অথচ এরপরে আবারো চাইবে] আর তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলে না যে, আমার কাছ থেকে আর কিছুই চাইবে না? সে বলবে: জ্বী, কিন্তু [শুধু] এটাই। তখন তিনি সেখানে তাকে আশ্রয় দিবেন, আবার তিনি চুক্তি করিয়ে নিবেন যে, সে এটি ছাড়া তার কাছে আর কিছু চাইবে না।” তিনি বলেন: “এরপরে জান্নাতের দরজার কাছে আরো একটি গাছ তার সামনে উপস্থাপন করা হবে, যা আগের দু'টি অনেক সুন্দর হবে, অধিকতর পানি বিশিষ্ট হবে। তখন সে বলবে: হে আমার রব! আমাকে উক্ত গাছটির নিকটবর্তী করে দিন। তিনি এবারেও চুক্তি করিয়ে নিবেন যে, সে এটি ছাড়া তার কাছে আর কিছু চাইবে না। তারপরে তিনি তাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী করে দিবেন। সেখান হতে সে জান্নাতীদের শব্দসমূহ শুনতে পাবে, তখন সে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে আর তখন সে বলবে: হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন মহাপরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি চাও, আশা কর। তখন সে চাইতে থাকবে আর আশা করতে থাকবে দুনিয়ার সময়ের তিনদিনের সমান। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির অজানা বিষয়গুলিকে জানিয়ে দিবেন আর সে আবার তা চাইতে থাকবে এবং আশা করতে থাকবে। যখন সে তা থেকে ফারেগ হবে, তখন তিনি বলবেন: তুমি যা চেয়েছ তা তোমার জন্য।” আবু সাঈদ বলেছেন: “তার সাথে আরো অনুরূপ পরিমাণ।” আবু হুরাইরাহ বলেছেন: “তার সাথে আরো দশগুণ পরিমাণ।” তাদের একজন অন্যজনকে বলেছেন: “আপনি তাই বর্ণনা করুন যা আপনি শুনেছেন।” আর আমি তাই বর্ণনা করছি যা আমি শুনেছি।”[৩৪৯]

অধ্যায়: ৬৯

بَابُ ذِكْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ زَحْفًا لَا بِالشَّفَاعَةِ

শাফা'আত ছাড়া জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ ব্যক্তি যে বুকের উপরে ভর করে বের হবে, তার বর্ণনা।

আর আর সেই ব্যক্তিই হবে জান্নাতে প্রবেশকারী সর্বশেষ ব্যক্তি। আর জাহান্নাম থেকে যারা শাফা'আতের কারণে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তা হবে এর আগের ঘটনা। আর এই একজন ব্যক্তি তাদের পরে জান্নাত আর

জাহান্নামের মাঝখানে থেকে যাবে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাকে তাঁর অনুগ্রহ এবং রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, কোন ব্যক্তির শাফা‘আতের কারণে নয়। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তাকে অনুগ্রহ, করুণা ও দয়া হিসেবে দান করবেন: যা জান্নাতের হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেই সাথে এ কথার দলিলের বর্ণনা যে, আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম থেকে বের করবেন, যাদেরকে জাহান্নাম শুধু তাদের সিজদার চিহ্নিত অংশগুলো ছাড়া গ্রাস করেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ خَرَجْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَهْوَالِ وَفِي الْحَبَرِ: " حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُوهُمْ وَيَعْرِفُوهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ، قَدْ امْتَحَشُوا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حِمِلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ، وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحَهَا، وَأَحْرَقَنِي ذُكَاؤُهَا، فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ " فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَقَالَ: " ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ "، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ» ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَوْلَهُ: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ.

৩২১. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: লোকেরা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করলেন: “আমরা কি আমাদের রবকে ক্বিয়ামতের দিনে দেখতে পাব?” এরপর তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন: “যখন আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করবেন জাহান্নামীদের যাদেরকে তিনি রহমত করতে চান, তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে আদেশ করবেন, যারা আল্লাহর ইবাদত করত, তাদেরকে যেন তারা বের করে আনে। তারা তাদেরকে বের করে আনবে এবং তাদেরকে

তারা সিজদার চিহ্নিত স্থানের কারণে চিনতে পারবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের উপরে সিজদার স্থান গ্রাস করা হারাম করেছেন। সুতরাং তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে এমনতাবস্থায় যে তারা ইতোমধ্যেই পুড়ে গিয়েছে। এরপর তারা এমনভাবে উজ্জল [জীবন্ত] হয়ে উঠবে যেভাবে স্রোতের ধারে স্তুপের মধ্যে কোন বীজ উজ্জল হয়ে গজিয়ে ওঠে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা পর্ব শেষ করবেন। তবে একজন ব্যক্তি জান্নাত এবং জাহান্নামের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে এবং সেই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশকারীদের সর্বশেষ ব্যক্তি। তার চেহারা জাহান্নামের দিকে অভিমুখী থাকবে, তখন সে বলবে: হে আমার রব! আমার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ফিরিয়ে দিন। নিশ্চয়ই তার দুর্গন্ধ আমাকে বিষাক্ত করে তুলছে এবং এর লেলিহান শিখা আমার মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। তখন আল্লাহর তা'আলা বলবেন: যদি আমি তুমি যা চাচ্ছ সেটা দিয়ে দিই, তবে কি তুমি এটা ছাড়া আরো অন্য কিছু চাইবে?" এরপরে তিনি আরো কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী রদিইয়াল্লাহু আনহু আবু হুরাইরা রদিইয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ সবই তোমার জন্য সাথে আরো দশগুন দেয়া হলো। আবু হুরাইরা রদিইয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুধু এ কথাই স্মরণ রেখেছি যে, এ সবই তোমার জন্য সাথে আরো সমপরিমাণ দেয়া হলো। তখন আবু সাঈদ খুদরী রদিইয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি স্বাক্ষর দিচ্ছি যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বলতে শুনেছি, এ সবই তোমার জন্য সাথে আরো দশগুন দেয়া হলো।

অধ্যায়: ৭০

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّارَ إِنَّمَا تَأْخُذُ مِنْ أَجْسَادِ الْمُؤَحَّدِينَ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ عَلَى قَدَرِ ذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ وَخُوبَاتِهِمُ الَّتِي كَانُوا ارْتَكَبُوهَا فِي الدُّنْيَا

জাহান্নামের আগুন তাওহীদপন্থীদের শরীরকেও গ্রাস করবে এবং তারা যে সমস্ত গুনাহ, ত্রুটি ও বিচ্যুতি দুনিয়ার জীবনে করেছিল তার পরিমাণের উপরে ভিত্তি করে সেখানে পতিত হবে এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

তাদের চিন্তার বিপরীত, যারা ধারণা করে যে: আহলুত তাওহীদ তথা তাওহীদপন্থীদেরকে আগুন গ্রাস করতে পারবে না এবং তাদেরকে স্পর্শও করতে পারবে না। বরং তাদের উপরে জাহান্নামের উষ্ণতা, কষ্ট, উদ্বেগ ও

কঠোরতা আরোপ হবে। দুনিয়াতে ভালো কাজ করা; যেমন: ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ও যুদ্ধ ইত্যাদি করার পরেও সৎকর্মশীলরা আল্লাহর অবাধ্যতার (পাপের) কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। তাহলে শুধুমাত্র যারা আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতি দেবে, অন্য কোন ভালো কাজ করবে না, তারা কিভাবে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকবে?

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْنِ جَهَنَّمَ، عَلَيْهِ حَسَكُ السَّعْدَانِ، ثُمَّ يَسْتَجِيرُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسْلِمٌ مَخْدُوجٌ بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ وَمَنْكُوسٌ فِيهَا، فَإِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، يَفْقِدُ الْمُؤْمِنُونَ رِجَالًا كَانُوا مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا، يُصَلُّونَ صَلَاتَهُمْ وَيُزَكُّونَ زَكَاتَهُمْ، وَيَصُومُونَ صِيَامَهُمْ وَيَحْجُّونَ حَجَّهُمْ، وَيَغْزُونَ غَزْوَهُمْ، فَيَقُولُونَ: أَيُّ رَبَّنَا، عِبَادٌ مِنْ عِبَادِكَ كَانُوا مَعَنَا فِي الدُّنْيَا، يُصَلُّونَ صَلَاتَنَا وَيُزَكُّونَ زَكَاتَنَا، وَيَصُومُونَ صِيَامَنَا، وَيَحْجُّونَ حَجَّنَا، وَيَغْزُونَ غَزْوَنَا لَا نَرَاهُمْ؟ قَالَ: فَيُقَالُ: اذْهَبُوا إِلَى النَّارِ، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْهُمْ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيَجِدُوهُمْ قَدْ أَخَذْتُمْ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتُهُ إِلَى قَدَمَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتُهُ إِلَى سَاقِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتُهُ إِلَى ثَدْيِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْتُهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَلَمْ تَغْشَ الْوَجْهَ، فَيَسْتَخْرِجُوهُمْ مِنْهَا، فَيَطْرَحُوهُمْ فِي مَاءِ الْحَيَا"، قِيلَ: وَمَا مَاءُ الْحَيَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: غُسْلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَنْبُتُونَ فِيهَا كَمَا تَنْبُتُ الزَّرْعَةُ فِي غُثَاءِ السَّيْلِ ثُمَّ يَشْفَعُ الْأَنْبِيَاءُ فَيَمَنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا، فَيَسْتَخْرِجُوهُمْ مِنْهَا، ثُمَّ يَتَجَلَّى اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَمَا يُتْرَكُ فِيهَا عَبْدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، إِلَّا أَخْرَجَهُ مِنْهَا.

৩২২. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি: “জাহান্নামের উপরে পুলছিরাত স্থাপন করা হবে। তার উপরে ‘সা‘দান’ এর কাটা থাকবে। তারপরে লোকেরা তা পার হতে যাবে। এর মধ্যে কেউ নাজাত পেয়ে যাবে এবং এমন কেউ কেউ থাকবে যাদেরকে ধ্বংস হওয়ার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে, আরও কেউ কেউ থাকবে যারা আটকে থাকবে আবার কেউ কেউ থাকবে যারা সেখানে উল্টে পড়ে যাবে। এরপরে যখন আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে বিচার কার্য শেষ করবেন, তখন মুমিনগণ তাদের সাথে দুনিয়াতে থাকা অনেক মানুষকে খুঁজে পাবে না, যারা তাদের মত ছলাত আদায় করত, তাদের মত যাকাত আদায় করত, যারা তাদের মত ছিয়াম

পালন করত, তাদের মত হজ্জ পালন করত, তাদের মত যুদ্ধ করত। তখন তারা বলবে: হে আমাদের রব! আপনার অনেক বান্দা আমাদের সাথে দুনিয়াতে ছিল, যারা আমাদের মত ছুলাত আদায় করত, আমাদের মত যাকাত আদায় করত, আমাদের মত ছিয়াম পালন করত, আমাদের মত হজ্জ পালন করত এবং আমাদের ন্যায় যুদ্ধ করত, কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না।” তিনি বলেছেন: “তখন বলা হবে: যাও, জাহান্নামে যেয়ে দেখ, তোমরা সেখান থেকে যাদেরকে তাদের মধ্য হতে পাবে, তাদেরকে বের করে আন। তখন তারা সেখানে তাদেরকে পাবে তাদের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় থাকবে, যাদের পা পর্যন্ত আগুন গ্রাস করেছে, তাদের মধ্যে আরো কতিপয় থাকবে যাদেরকে পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত এবং তাদের মধ্যে কতিপয় থাকবে যাদের হাঁটু পর্যন্ত, এবং তাদের মধ্যে অনেকে থাকবে যাদের কোমর পর্যন্ত, তাদের মধ্যে আরো কতিপয় থাকবে যাদের বুক পর্যন্ত, এবং তাদের মধ্যে আরো কতিপয় থাকবে যাদের ঘাড় পর্যন্ত [আগুন গ্রাস করবে], কিন্তু পুরো চেহারা [আগুনে] ঢাকা থাকবে না। তখন তারা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনবে এবং তাদেরকে হায়াত বা জীবনের পানির মধ্যে নিক্ষেপ করবে।” জিজ্ঞাসা করা হল: “হে আল্লাহর নাবী! জীবনের পানি কী?” তিনি বলেন: “সেটি হচ্ছে আহলুল জান্নাতের গোসলের জন্য। তারা সেখানে উজ্জল হয়ে উঠবে, যেভাবে বপিত বীজ স্রোতের পাশে থাকা স্তুপের মধ্যে বেড়ে ওঠে। এরপরে নাবীগণ শাফা‘আত করবেন, তাদের জন্য যারা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ইখলাস সহকারে বলেছিল: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’, তারা তাদেরকেও সেখান থেকে বের করে নিবেন। তারপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে রহমত করবেন, তখনও যারা সেখানে থাকবে। সুতরাং তখন আর এমন কোন বান্দা সেখানে অবশিষ্ট থাকবে না, যার অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান ছিল অথচ আল্লাহ সেখান থেকে তাকে বের করে আনবেন না।”[৩৫০]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ ، وَفِي الْخَبَرِ: «فَيَعْرِفُوهُمْ بِصُورِهِمْ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُوهُمْ»

৩২৩. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীছের মধ্যে রয়েছে: “তারা তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে, [জাহান্নামের] আগুন তাদের চেহারাকে গ্রাস করবে না। তাদের মধ্যে কতিপয় এমন থাকবে, যাদের দুই পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত আগুন গ্রাস করেছে, আবার কতিপয় থাকবে এমন, যাদের দুই পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত আগুন গ্রাস করেছে। তখন তারা তাদেরকে বের করে আনবেন...”^[৩৫১]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: উক্ত হাদীছে আরো রয়েছে: “মানুষ দেখতে পাবে যে, কারো কারো দুই পা পর্যন্ত, কারো কারো দুই পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত, কারো কারো দুই হাঁটু পর্যন্ত, কারো কারো কোমর পর্যন্ত আগুন গ্রাস করেছে, তখন তারা অসংখ্য মানুষকে সেখান থেকে বের করে আনবে।”

আবু সাঈদ আল-খুদরী রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য একটি হাদীছে এসেছে:

«وَلَكِنَّ أَقْوَامًا تُصِيبُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَبِخَطَايَاهُمْ»

“তবে অনেক মানুষ আগুনে পতিত হবে, তাদের গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে।” যা আমি ইতোপূর্বেই বর্ণনা করেছি।^[৩৫২]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْرَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْفُوتِهِ.

৩২৪. সামুরাহ ইবনু জুনদুব রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তাদের মধ্যে কারো কারো দুই পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত আগুন গ্রাস করবে, কারো কারো দুই হাঁটু পর্যন্ত আগুন গ্রাস করবে, কারো কারো স্বীয় কোমর বন্ধনী পর্যন্ত আগুন গ্রাস করবে আবার কারো কারো কণ্ঠনালী পর্যন্ত আগুন গ্রাস করবে।”^[৩৫৩]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمہ اللہ) বলেন: আমরা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছি, আর অধিকাংশ মূর্খ ও একগুয়ে লোকেরা মনে করে যে: আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা হাদীছসমূহের বিপরীত। এর সানাদের আধিক্য ও বিশুদ্ধতা, রাবীদের আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) থাকা

[৩৫১] বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

[৩৫২] বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

[৩৫৩] মুসলিম; হা/২৭৪৫।

স্বত্তেও। তা হচ্ছে শাফা'আতের ব্যাপারে এবং কতিপয় আহলুত তাওহীদকে তাদের গুনাহ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পরে সেখান হতে বের করার ব্যাপারে। অথচ আমাদের মতে আল্লাহর প্রশংসা ও নি'আমতে তা আদৌ বিরোধী নয়। এই অধ্যায়ে আমি যেসব মূর্খদের কথা উল্লেখ করেছি, তারা দুই প্রকার:

প্রথম দল: খারেজী ও মুতায়িলা। যারা জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে কারো সেখান থেকে বের হওয়াকে অস্বীকার করে এবং শাফা'আতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছসমূহকেও অস্বীকার করে।

দ্বিতীয় দল: চরমপন্থি মুরজিয়াগণ। যারা মনে করে যে, 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই' এ কথা যে বলবে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে। নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এই শব্দে বর্ণিত হাদীছগুলোকে তারা [শাফা'আতের হাদীছের] বিপরীতার্থক তাওয়ীল করে থাকে।

সুতরাং আমরা যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করব, তা হচ্ছে: হাদীছগুলোর মূলভাষ্য ও শব্দাবলীর উল্লেখ, তারপরে আমরা তার অর্থসমূহ বর্ণনা করব আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং ইচ্ছায়। তারপরে আমরা ব্যাখ্যা করব এবং সুস্পষ্ট করব যে, শাফা'আতের অধ্যায়ে এবং আল্লাহ তা'আলা তাওহীদপন্থিদের মধ্য থেকে যাদের ব্যাপারে জাহান্নাম থেকে বের করার ফায়ছালা করেছেন তাদের বের করার ব্যাপারে, আমরা যে সমস্ত হাদীছগুলোকে বর্ণনা করেছি, তা মূলত এর বিপরীত কিছু নয়। এর মধ্যে রয়েছে মা'ছুর হাদীছসমূহ, যা নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: “জাহান্নামে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যার অন্তরের মধ্যে একটি সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে।”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ وَقَالَ مَرَّةً: شِرْكٌ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ .

৩২৫. আব্দুল্লাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাতে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে একটি সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে।” এবং

তিনি আরেকবার বলেছেন: “শিরক থাকবে। এবং জাহান্নামে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে।”^[৩৫৪]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ».

৩২৬ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিইয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, “জান্নাতে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে।”^[৩৫৫]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ».

৩২৭. আব্দুল্লাহ রদিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, “জান্নাতে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে এবং জাহান্নামে এমন কোন ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান থাকবে।”^[৩৫৬]

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ، فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

৩২৮. উসমান ইবনু আফফান রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি উমার ইবনুল খত্তাব রদিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “নিশ্চয়ই আমি এমন একটি কালিমা জানি, যে কোনো বান্দাই সঠিকভাবে তা আন্তরিকতার সাথে বলবে এবং তার উপরেই সে মারা যাবে, অবশ্যই তার উপরে জাহান্নামকে হারাম করে দেওয়া হবে। তা হচ্ছে: এ কথা বলা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই।”^[৩৫৭]

[৩৫৪] মুসলিম; হা/১৪৭, ১৪৮ ও ১৪৯, আহমাদ; ১/৪১৬।

[৩৫৫] পূর্বোক্ত।

[৩৫৬] পূর্বোক্ত।

[৩৫৭] ছহীহ: আহমাদ; ১/৬৩, ইবনু হিব্বান; হা/২০৪ ও হাকিম; হা/২৪২।

وَعَنْ عِثْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُؤَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

৩২৯. ইতবান ইবনু মালিক রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ক্বিয়ামতের দিন কোন বান্দাই এমন থাকবে না যে বলবে: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই। আর এটা দ্বারা সে আল্লাহর চেহারা [দর্শনের] আশা করবে অথচ তার উপরে জাহান্নামের আগুনকে হারাম করা হবে না।”

যুহরী বলেন: এরপরে বিভিন্ন ফরয বিধান এবং আদেশসমূহ নাযিল হয়েছে। আমরা মনে করি যে, বিষয়সমূহ সেটার দিকেই প্রবর্তিত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সেগুলোর মধ্যে কমতি না করতে সক্ষম হবে, সে যেন কমতি না করে।^[৩৫৮]

وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رِبْعٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوِيلِهِ، وَفِي الْخَبَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ.

৩৩০. মাহমুদ ইবনু রবী‘ আল-আনসারী রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইতবান ইবনু মালিক আল-আনসারী রদিইয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছেন: -যিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে শরীক ছাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন- এরপরে তিনি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। হাদীছের মধ্যে আরো উল্লেখ ছিল: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর চেহারার (দর্শনের) আশায় ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই এ কথা বলা ব্যক্তিকে ভক্ষণ করা জাহান্নামের উপরে আল্লাহ নিশ্চিতভাবে হারাম করে দিয়েছেন।”^[৩৫৯]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ثَنَا عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّهُ عَمِيَ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَبْنَى لِي مَسْجِدًا أَوْ خُطَّ لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ

[৩৫৮] বুখারী; হা/৪২৪, ৪২৫, ৬৬৭ ও ৬৯৩৮, মুসলিম; হা/৩৩, ৫৫।

[৩৫৯] পূর্বোক্ত।

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ قَوْمُهُ، وَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مَالِكُ الدُّخْشُمِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَ قَوْمُهُ، وَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مَالِكُ الدُّخْشُمِيِّ، أَوْ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشَمِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ، وَإِنَّهُ، يَقْعُونَ فِيهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: إِنَّمَا يَقُولُهَا مُتَعَوِّذًا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ صَادِقًا إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ النَّارُ

৩৩১. আনাস রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: ইতবান ইবনু মালিক রদিইয়াল্লাহু আনহু আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে [পত্র বা দূত] পাঠালেন। এরপরে তিনি হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখ ছিল: “আমার জন্য একটি মাসজিদ তৈরী করে দিন অথবা আমার জন্য একটি মাসজিদ নির্ধারণ করে দিন।” আর একদা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন, আর সম্প্রদায়ের অন্যান্যরাও আসলেন, কিন্তু একজন ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন, যাকে বলা হত: মালিক আদ-দুখশুমী অথবা মালিক ইবনুদ দুখশুম। তখন তারা বললেন: হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয় অমুক অমুক ব্যক্তি তার সমালোচনা করছে। তিনি বলেছেন: তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “সে কি সাক্ষ্য প্রদান করে না যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রসূল?” তিনি বললেন: “সে এটাকে আশ্রয় গ্রহণের জন্য বলে থাকে।” তখন তিনি বললেন: “যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ সত্তার কসম! যে কোন ব্যক্তিই এটাকে সত্যিকার অর্থে বলবে, তার উপরে [জাহান্নামের] আগুনকে হারাম করে দেওয়া হবে।” [৩৬০]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ عَمِيَّ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ، وَتَغَيَّبَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشَمِ فَذَكَرُوا مَالِكًا، فَوَقَعُوا فِيهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

إِلَّا اللَّهَ، وَأَيُّ رَسُولٍ اللَّهُ؟» قَالُوا: بَلَى، إِنَّمَا يَقُولُهَا تَعَوُّذًا، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ صَادِقًا، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ النَّارُ.

৩৩২. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইতবান ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু অন্ধ হয়ে গেলে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তিনি এই মর্মে লিখে পাঠালেন যে, আপনি আসুন আর আমার বাড়িতে আমার জন্য একটি মাসজিদ নির্ধারণ করে দিন। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং তার কাছে সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্রিত হল। মালিক ইবনুদ দুখশুম নামে এক ব্যক্তি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। তারা মালিকের কথা উল্লেখ করলেন এবং তার ব্যাপারে সমালোচনা করে ফেললেন। তখন তারা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয়ই সে মুনাফিক। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন: “সে কি এ কথার সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রসূল? তারা বললেন: হ্যাঁ, তবে সে এটাকে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য বলে থাকে। তিনি বললেন: “যার হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! যে কোন ব্যক্তিই এটাকে সত্যিকার অর্থে বলবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে আর আগুনকে হারাম করে দেওয়া হবে।”[৩৩১]

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৩৩. উসমান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর ঐ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[৩৩২]

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৩৪. মু‘আজ ইবনু জাবাল রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি মারা যাবে, আর সে তার অন্তর থেকে সত্যি মনে করে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, ‘আল্লাহ

[৩৩১] পূর্বোক্ত।

[৩৩২] মুসলিম; হা/৪৩-২৬।

ছাড়া আর সত্য কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল।’ এই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৬৩]

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَكَبَّرُوا.

৩৬৫. আনাস রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তার কাছে উল্লেখ করা হল যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আজ রদিইয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” তিনি বললেন: “হে আল্লাহর নাবী! আমি কি মানুষকে সুসংবাদ দান করব না? তিনি বললেন: না, আমি আশংকা করি যে, তারা [শুধু এর উপরেই] নির্ভর করতে শুরু করবে।”^[৩৬৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৬৬. আনাস ইবনু মালিক রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয ইবনে জাবাল রদিইয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন: “জেনে রাখ, নিশ্চয় যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিয়ে মারা যাবে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৬৫]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৬৭. মু‘আজ ইবনু জাবাল রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিয়ে মারা যাবে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৬৬]

[৩৬৩] বুখারী; ১২৮, ১২৯। মুসলিম; হা/৫৩-৩২।

[৩৬৪] ছহীহ: আহমাদ; ৩/১৫৭।

[৩৬৫] ছহীহ: আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ; হা/১০৯০৫ ও ১০৯০৬।

[৩৬৬] ছহীহ: আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ; হা/১০৯০৭।

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، يَرْجِعُ ذَاكَ إِلَى قَلْبٍ مُوقِنٍ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهَا.

৩৩৮. মু'আজ ইবনু জাবাল রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “যে কোন ব্যক্তি যখন মারা যাবে, আর সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, আরো সাক্ষ্য দেবে যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। আর এটা তার অন্তরের দিকে দৃঢ় বিশ্বাস হিসেবে ফিরে যাবে, আল্লাহ অবশ্যই ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিবেন।” [৩৬৭]

وَعَنْ سَعْدَى امْرَأَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حِينَ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ كَثِيئًا، لَعَلَّكَ كَرِهْتَ إِمَارَةَ ابْنِ عَمِّكَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَةً، لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ أَوْ قُبِضَ، قَالَ: «إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا فِي صَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ لَيَجْدَانِ لَهَا رَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، إِنِّي لِأَعْلَمُ مَا هِيَ، هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَتُهُ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، قَالَ: مَا أَرَاهَا إِلَّا ذَلِكَ.

৩৩৯. তালহা ইবনু উবায়দল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু স্ত্রী সু'দা হতে বর্ণিত: তিনি বলেছেন: উমার ইবনুল খত্তাব রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু তালহা ইবনু উবায়দল্লাহর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন আবু বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু খিলাফাতে অধিষ্ঠিত হচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন: আমার কি হল যে, আমি তোমাকে বিষন্ন দেখছি? মনে হচ্ছে তুমি তোমার চাচাত ভাইয়ের রাষ্ট্রপ্রধান হওয়াকে অপছন্দ করছ। তিনি বললেন: না, কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন এমন একটি কালিমার কথা, যা আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি যতক্ষণ না তিনি মারা গিয়েছেন” অথবা “তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে।” তিনি বলেছিলেন: “নিশ্চয়ই আমি এমন একটি কালিমা জানি, যে কোন বান্দাই তার মৃত্যুর সময়ে ঐ কালিমাকে পড়বে, তাহলে অবশ্যই তা তার আমলনামায় একটি নূর হিসেবে

[৩৬৭] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আহমাদ; ৫/২২৯, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ; হা/১০৯৭৫, ইবনু মাজাহ; হা/৩৭৯৬, ইবনু হিব্বান; হা/২০৩।

থাকবে, আর মৃত্যুর সময়ে তার রুহ ও শরীর তার সুগন্ধি পাবে” [উমার বললেন:] “আমি জানি সেটা কি। তা হচ্ছে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’, যেটি তিনি চেয়েছিলেন যে, [মৃত্যুর সময়ে] তার চাচা উক্ত কালিমার উপরে থাকুক।” তিনি বললেন: “আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু মনে করি না।” [৩৬৮]

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ: قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: بَشِّرِ النَّاسَ أَوْ قَالَ أُنْذِرِ النَّاسَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৩৪০. মু‘আজ ইবনু জাবাল রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন: “হে মু‘আজ!” আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল! লাব্বাইক ওয়া সা‘দাইক [আমি আপনার খিদমাতে বারবারই উপস্থিত আছি]। তিনি বললেন: “মানুষদেরকে সুসংবাদ দাও।” অথবা তিনি বলেছেন: “মানুষদেরকে সাবধান কর: যে ব্যক্তি বলবে: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।” [৩৬৯]

وَعَنِ الصُّنَابِجِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلًا لَمْ تَبْكِي؟ فَوَاللَّهِ لَوْ أَنِّي اسْتُشْهِدْتُ لِأَشْهَدَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شَفَعْتُ لِأَشْفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ، إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ الْيَوْمَ، وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

৩৪১. আস-সুনাবিহী রহিমাল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি উবাদাহ ইবনুহু ছামিত রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি অস্তিম অবস্থায় ছিলেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তিনি বললেন: একটু দাড়াও, তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহর শপথ! যদি আমার সাক্ষ্য চাওয়া হয় তবে আমি অবশ্যই তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব, যদি আমাকে শাফা‘আতের অনুমতি দেওয়া

[৩৬৮] হাসান: আহমাদ; ১/২৮ ও ৩৭, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ; হা/১০৯৩৭-৪১, ইবনু মাজাহ; হা/৩৭৯৫, হাকিম; হা/১২৯৮।

[৩৬৯] ছুহীহ: ৩৩৫ নং দ্রষ্টব্য।

হয়, তবে অবশ্যই তোমার জন্য আমি শাফা'আত করব। আর আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি অবশ্যই তোমার উপকার করব। তারপরে তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে তোমাদের জন্য কল্যাণকর যেসব কথা শুনেছি তার সবই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দিয়েছি। শুধুমাত্র একটি হাদীছ ছাড়া, যা আমি আজ অচিরেই তোমাদেরকে বলব; যেহেতু মৃত্যু আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আমি আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, তাকে আল্লাহ জাহান্নামের উপরে হারাম করে দিবেন।”^[৩৭০]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এমন অবস্থাতে যে, সে সাক্ষ্য দিত যে, আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৭১]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوقِنًا أَوْ مُخْلِصًا فَلَهُ الْجَنَّةُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ، فِي لَقِي عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِيَّاهُ، وَرَدَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ حَسَوْا أَوْ طَمَعُوا، قَالَ: اجْلِسْ.

৩৪২. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে [এক স্থানে] প্রেরণ করে বললেন: “যাও আর মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, যে ব্যক্তি ইয়াক্বিন সহকারে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোন ইলাহ নেই,” অথবা ‘ইখলাস সহকারে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।” এরপরে তিনি সম্পূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উমার ইবনুল খত্তাব রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার সাক্ষাত ও তাকে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফেরত পাঠানো এবং তার কথা: নিশ্চয় লোকেরা মনে করবে অথবা আশা করে বসে থাকবে। তিনি তখন বললেন: বস।”^[৩৭২]

[৩৭০] ছুহীহ: মুসলিম; হা/৪৭-২৯ ও তিরমিযী; হা/২৬৩৮।

[৩৭১] মুসলিম; হা/৪৭-২৯।

[৩৭২] ছুহীহ: ইবনু হিব্বান; হা/১৫১।

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا تَرَكْتُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ، إِلَّا أَتَيْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: "وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ. وَفِي لَفْظٍ: فَإِنَّ هَذَا يَذْهَبُ هَذَا.

৩৪৩. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রসূল! হজে গমনকারী হোক অথবা তাদের অনুগামী হোক, প্রত্যেকের কাছেই আমি লুটপাট করেছিল। তিনি বললেন: “তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? সে বলল হ্যাঁ। তিনি বললেন: “এই বিষয়টি উক্ত সব কাজকে মিটিয়ে দেবে।” অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে: “এটা ঐগুলোকে মিটিয়ে দেবে।” [৩৭৩]

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَ النَّاسَ: أَنْ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، مُخْلِصًا فَلَهُ الْجَنَّةُ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِذَا يَتَكَلَّمُوا، قَالَ: فَدَعَهُمْ.

৩৪৪. উমার রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন যে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করেছেন যে, তিনি যেন মানুষের মধ্যে এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, যে ব্যক্তি ইখলাস সহকারে সাক্ষ্য দেবে: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তার জন্য রয়েছে জান্নাত।” উমার বললেন: হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো তারা নির্ভর করে বসে থাকবে। তিনি বললেন: “তাদেরকে ছেড়ে দাও।” [৩৭৪]

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهِمَا إِلَّا حَبَّتَاهُ عَنِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৩৪৫. আব্দুর রহমান ইবনু আবী আমরাহ আল-আনসারী তার পিতা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, আমরা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু

[৩৭৩] ছহীহ: কাশফুল আসতার; হা/৩০৬৭, আবু ইয়াল্লা; হা/৩৪৩৩।

[৩৭৪] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: মুসনাদুল বায্যার; হা/১৭৪, কাশফুল আসতার; হা/০৯।

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন একটি যুদ্ধের জন্য বের হলাম। এরপরে তিনি একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এবং যার শেষে তিনি বলেছেন: “তারপরে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই আর আমি হচ্ছে আল্লাহর রসূল। এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছি: যে কোন মুমিন ব্যক্তিই তার সাথে এই দু’টি কালিমা সহকারে সাক্ষাত করবে, তাকে কিয়ামতের দিন এই দু’টি কালিমা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।”^[৩৭৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦]

৩৪৬. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাকে বলেছিলেন: “আপনি বলুন: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাহলে আমি কিয়ামতের দিন আপনার জন্য এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য প্রদান করব।” সে বলেছিল: যদি কুরাইশরা আমাকে এটা বলে গালমন্দ না করত যে, সে ভয় পেয়েই এমন করেছে, তবে আমি তোমার চক্ষু শীতল করে দিতাম। আল্লাহ তা‘আলা তখন নাযিল করলেন: “নিশ্চয়ই আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত দান করেন।”^[৩৭৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

৩৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইখলাস সহকারে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।”^[৩৭৭]

[৩৭৫] হাসান: আহমাদ; হা/৪১৮, আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ; হা/৮৭৪২ ও ১০৯১২।

[৩৭৬] মুসলিম; হা/৪১ ও ৪২-২৫।

[৩৭৭] হাসান লি-গাইরিহী: আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ; হা/৯৭৮৪।

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ لِي جِبْرِيلُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى.

৩৪৮. আবু যার রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমাকে জিবরীল বলেছেন আপনার উম্মাতের মধ্যে আল্লাহর সাথে শরীক না করা অবস্থায় যে ব্যক্তি মারা যাবো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আমি বললাম: যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে? তিনি বললেন: “যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে তবুও।” তিনি বললেন: যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে? তিনি বললেন: “যদিও সে যিনা করে এবং যদিও সে চুরি করে তবুও।” [৩৭৮]

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " قَرَأَ: {وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ} [الرحمن: ৪৬] ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: {وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ} [الرحمن: ৪৬] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: {وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ} [الرحمن: ৪৬] وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، وَرَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ " فَلَا أَزَالُ أَقْرُؤُهَا كَذَلِكَ حَتَّى أَلْقَاهُ.

৩৪৯. আবু দারদা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তেলাওয়াত করেছেন:

“ঐ ব্যক্তির জন্য দু’টি জান্নাত রয়েছে যে ব্যক্তি তার রবের নিকট দাঁড়ানোকে ভয় পায়।” সূরা আর-রহমান: ৪৬। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন: “ঐ ব্যক্তির জন্য দু’টি জান্নাত রয়েছে যে ব্যক্তি তার রবের নিকট দাঁড়ানোকে ভয় পায়।” আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন: “ঐ ব্যক্তির জন্য দু’টি জান্নাত রয়েছে যে ব্যক্তি তার রবের নিকট দাঁড়ানোকে ভয় পায়।” তিনি বললেন: যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে তবুও আর এতে আবু দারদার

নাক ধুলোয় ধুসরিত হলেও।” আর আমি সবসময়ই অনুরূপভাবে এটা পড়তে থাকব, যতক্ষণ না আমি তার সাক্ষাৎ পাব।^[৩৭৯]

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

৩৫০. আবু যার রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “আমার কাছে জিবরীল আসলেন। এবং আমাকে সুসংবাদ দিল যে, আপনার উম্মাতের মধ্য থেকে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” আমি বললাম: “যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে?” তিনি বললেন: “হ্যাঁ।”^[৩৮০]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَأَنَا أَقُولُ أُخْرَى قَالَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ، قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ: وَهُوَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৫১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা বলেছেন, আর আমি অন্য আরেকটি কথা বলছি। তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা অবস্থায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তিনি বলেছেন: আর আমি বলি: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর সে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৮১]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمته الله) বলেন: এই সমস্ত হাদীছের অর্থ এটা নয় যেমনটি মুরজিয়ারা চিন্তা করে থাকে। ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক আলিমই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে জানেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমস্ত হাদীছে উল্লেখ করেননি যে, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে,

[৩৭৯] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ; হা/১১৪৯৭।

[৩৮০] বুখারী; হা/৬৪৪৩, ছহীহ: আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসাঈ; হা/১০৮৯২, ১০৮৯৩ ও ১০৮৯৪।

[৩৮১] বুখারী; হা/১২৩৮, মুসলিম; হা/১৫০-৯২।

অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাথে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এই অংশটুকুর সাক্ষ্যদান যোগ করবে, আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোন নাবীদের উপর ঈমান আনবে না, এমনকি অন্য কোন আল্লাহর কিতাবের প্রতিও ঈমান আনবে না, জান্নাতের উপরেও না, জাহান্নামের উপরেও না, পুনরুত্থানের উপরেও না, হিসাবের উপরেও না, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাকে জাহান্নামের আগুনে শাস্তিও দেওয়া হবে না। যদি মুরজিয়াদের জন্য এই হাদীছসমূহ দ্বারা উল্লেখিত দলীল সাব্যস্ত করা বৈধ হত -যদিও এই সমস্ত হাদীছের বাহ্যিক অর্থ তাদের মূল অর্থের বিপরীত, আল্লাহর কিতাবের বিপরীত এবং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত সমূহের বিপরীত-, তাহলে জাহমিয়াদের জন্যও জায়েয হত উক্ত হাদীছসমূহের মাধ্যমে দলীল পেশ করা, যে হাদীছসমূহ নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, যদি তার বাহ্যিক অর্থের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়: যে ব্যক্তিই জানবে যে, তার রব হচ্ছে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাবী, সে ব্যক্তিই জান্নাতের হকদ্বার হয়ে যাবে, যদিও সে মুখে তা উচ্চারণ না করে। এবং এভাবে চলমান ধারাতে শুনতে হবে যে মূর্থরা এবং একগুঁয়েমীর কারণে সত্যকে নাকচকারীগণ বিস্তারিত হাদীছ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত হাদীছের মাধ্যমে তারা দলীল পেশ করতে থাকবে, মুফাসসার হাদীছগুলোকে বাদ দিয়ে তারা মুজমাল হাদীছসমূহের মাধ্যমে দলীল পেশ করবে। এবং তারা ইলমের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে বুঝতে পারবে না যে, আলিমগণ দলীল হিসেবে পেশ করেন বিস্তারিত হাদীছের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত হাদীছের উপরে এবং মুজমাল হাদীছের উপরে মুফাসসার হাদীছের মাধ্যমে। যে বর্ণনাগুলো নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যদিও তার বাহ্যিক অর্থ ধরে নেওয়া হয়, যেমনটি মুরজিয়াগণ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এ সংক্রান্ত হাদীছের অর্থকে গ্রহণ করেছে, তাহলে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জানে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সেই জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে যাবে। যদিও সে তার মুখে বা ভাষার মাধ্যমে এটাকে স্বীকৃতি দান না করে। এমনকি যদি সে আল্লাহ তা‘আলা যেই সমস্ত বিষয়ে স্বীকৃতি দেওয়ার আদেশ করেছেন, সে বিষয়েও স্বীকৃতি জ্ঞাপন না করে, এবং আল্লাহ তা‘আলা যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন, যদিও সে উক্ত বিষয়গুলোতে সে ঈমান না আনে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিক থেকে কোন আমলও না করে, যা করতে আল্লাহ তা‘আলা আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা যে সমস্ত জিনিসকে তার উপরে হারাম করেছেন, সেখান থেকে নিজেকে বিরত না রাখে: যেমন মুসলিমদের রক্তপাত করা, তাদের সন্তানাদিকে

দাসে রূপান্তরিত করা এবং তাদের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা এবং তাদের মর্যাদাকে হালাল মনে করা ইত্যাদি।

সুতরাং শুনে রাখ, আমি যে হাদীছটি উল্লেখ করেছি, এটাকে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা জায়েয হবে না, যেমনভাবে আমাদের বর্ণিত হাদীছগুলোকে মুরজিয়ারা বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করে থাকে।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৫২. উছমান ইবনু আফফান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর সে জানে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[৩৮২]

وَعَنْ حُمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৫৩. হুমরান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উছমান ইবনু আফফান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি: তিনি বলেছেন: আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর সে জানে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[৩৮৩]

وَعَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُوقِنُ بِقَلْبِهِ: أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِمَّا قَالَ: دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِمَّا قَالَ: نَجَا مِنَ النَّارِ.

৩৫৪. মুআজ ইবনু জাবাল রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর সে তার অন্তরে এটার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ হক্ব (সত্য), ক্বিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ কবরবাসীদের পুনরুত্থান ঘটাবেন।” ইবনু সীরীন বলেন: হয়ত তিনি বলেছেন: “সে জান্নাতে প্রবেশ

[৩৮২] মুসলিম; হা/২৬।

[৩৮৩] পূর্বোক্ত।

করবে।” অথবা তিনি বলেছেন: “[জাহান্নামের] আগুন হতে সে নাজাত পাবে।” [৩৮৪]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رضي الله عنه) বলেন: জাহমীয়াদের জন্য এ সমস্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা বৈধ নয়। যেমন বলা, কোন ব্যক্তি জান্নাতের হকদ্বার হয়ে যাবে শুধুমাত্র সে যদি অন্তরে এ বিশ্বাস করে যে, ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ এবং আল্লাহ হক্ব (সত্য), ক্বিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আল্লাহ কবরবাসীদের পুনরুত্থান ঘটাবেন’। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা অচিরেই এই হাদীছের অর্থ সম্পর্কে বর্ণনা করব। তার দ্বারা দলীল গ্রহণকে যদি ত্যাগ করা না হয়, তবে তো এটাও নিরাপদ নয় যে, আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না এবং ইসলামের হুকুম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় এমন কোন মূর্খ ব্যক্তি উছমান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে বলবে যে, তিনি [উছমান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু] নাবী ছিলেন ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, “যে ব্যক্তি জানে যে, ছলাত সত্য ও অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” আর এরপরে সে দাবি করবে যে, ছলাত সত্য ও অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব) এটুকু জানার নামই সম্পূর্ণ ঈমান। যদিও সে তার মুখ দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান না করে, যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ স্বীকৃতি প্রদানের আদেশ করেছেন এবং তার অন্তর দ্বারা এমন জিনিসের সত্যায়ন না করে, যে ব্যাপারে আল্লাহ সত্যায়ন করতে বলেছেন এবং সে যদি আনুগত্য নাও করে এমন সব বিষয়ের, যে বিষয়ে আল্লাহ আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন, যে সমস্ত বস্তু তার জন্য হারাম করেছেন তা হতে যদিও সে নিজেকে বিরত না রাখে। যেহেতু নাবী ছিলেন ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন: “যে ব্যক্তি জানে যে, ছলাত সত্য ও অত্যাবশ্যক (ওয়াজিব), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” যেমনটি তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করল যে: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৫৫. আমীরুল মুমিনীন উছমান ইবনু আফফান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল ছিলেন ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি

বলেছেন: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর সে জানে যে, ছলাত সত্য, ওয়াজীব-ফরয। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৮৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمہ اللہ) বলেন: এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত হাদীছ দ্বারা ঈমানের ক্ষেত্রে দলিল সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। এভাবে কোন ব্যক্তিকে জান্নাতের হকদার মনে করলে, বিস্তারিত ও তাফসীরকৃত হাদীছ বর্জন করা হয়। এরূপ দলীল পেশ করা বোকামী ছাড়া কিছু নয়, যে ঈমান হচ্ছে ফজরের ছলাত আদায় করা এবং আছরের ছলাত আদায় করা। আর উক্ত ছলাত আদায়কারী ব্যক্তি [এটুকুর মাধ্যমেই] জান্নাত ওয়াজিব করে নেবে এবং তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হবে, যদিও সে এটাকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে না করে থাকে অথবা যে ব্যাপারে তাকে আদেশ করা হয়েছিল সে যেন তার স্বীকৃতি প্রদান করে এবং সত্যায়ন করে, উক্ত ব্যাপারে যদি সে স্বীকৃতি নাও দিয়ে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলা যে সমস্ত সৎকাজকে স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন, সেগুলোর কোনটিই যদি সে না করে থাকে এবং আল্লাহ যে সমস্ত বস্তুকে হারাম করেছেন, সেই সমস্ত বস্তু থেকে যদি সে নিজেকে বিরত নাও রাখে। সে ব্যক্তি তখন উমারা ইবনু রুওয়াইবাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলিল পেশ করবে:

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَأَنَا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৫৬. তিনি বলেছেন: আমি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে ছলাত আদায় করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন। তখন বসরার অধিবাসী এক ব্যক্তি বললেন: “আমিও আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি।”^[৩৮৬]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمہ اللہ) বলেন: এমন প্রত্যেক আলিম যারা আল্লাহর দীন সম্পর্কে এবং এর হুকুম সম্পর্কে জানে, তাদের জ্ঞাতব্য যে, অন্যান্য সকল পাপে নিমজ্জিত থাকলে এ দু’টি ছলাত জান্নাতকে ওয়াজিব করে না। এ

[৩৮৫] দ্ব’ঈফ: আহমাদ; ১/৬০।

[৩৮৬] ছহীহ: ইবনু খুযাইমাহ; হা/৩১৮, মুসলিম; হা/৬৩৪।

সকল আমল [এর ক্ষেত্রে যা বর্ণিত হয়েছে] তা হচ্ছে মূল এদের ফযীলত সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহ: “যে ব্যক্তি বলবে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” এই কথার ফযীলত বর্ণনা উদ্দেশ্যে, এ কারণে নয় যে, এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ ঈমান। যদি কোন মূর্খের জন্য এ ব্যাখ্যা করা জায়েয হত যে, ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ একথার সাক্ষ্য প্রদান করাই সম্পূর্ণ ঈমান; যেহেতু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ প্রদান করেছেন যে: এ কথার বক্তা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নেয় এবং তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে, তাহলে একথা হতেও নিরাপদ নয় যে, কোন মূর্খ এবং সত্যকে নাকচকারী ব্যক্তি এটা বলবে যে, সমস্ত ঈমান হচ্ছে: উটের দুই দুধ দোহনের মধ্যকালীন বিরতীর সময়টুকু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা এবং সে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার মাধ্যমে দলিল পেশ করবে, যেখানে তিনি বলেছেন:

«مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَاقَةَ دَخَلَ الْجَنَّةَ» كَاخْتِجَاجِ الْمُرْجَةِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

وَيَقُولُ مُعَانِدٌ آخَرُ جَاهِلٌ: إِنَّ الْإِيمَانَ بِكَمَالِهِ الْمَاشِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى تَغْبَرَ قَدَمَا الْمَاشِي، وَيَخْتَجُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৫৭. “যে ব্যক্তি উটের দুই দুধ দোহনের মধ্যকালীন বিরতীর সময়টুকু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৩৮৭] যেমনিভাবে মুরজিয়া সম্প্রদায় নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে যে, “যে ব্যক্তি বলবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

জনৈক মূর্খ আর সত্যকে উপেক্ষাকারী এ কথা বলবে: ঈমান তার পূর্ণতা সহকারে এতটুকু যে, আল্লাহর রাস্তায় হাঁটতে হবে, যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তির পা দুটো ধুলোমলিন হয়। সে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করবে যে,

«مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ»

[৩৮৭] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আবু দাউদ; হা/২৫৪১, তিরমিযি; হা/১৬৫৭, নাসাঈ; হা/৩১৪১, ইবনু মাজাহ; হা/২৭৯২।

৩৫৮. “যার পা দু’টি আল্লাহর রাস্তায় ধুলোমলিন হল, আল্লাহ তা’আলা তার পা দুটোকে জাহান্নামের উপরে হারাম করে দিবেন।”^[৩৮৮]

وَقَوْلُهُ: «لَا يَجْتَمِعُ غَبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَبَدًا»

৩৫৯. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার দ্বারা: “আল্লাহর রাস্তায় কোন ধুলো এবং জাহান্নামের ধূয়া কোন মুসলিমের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনোই একত্রিত হবে না।”^[৩৮৯]

অন্য একটি মূর্খ এটা দাবি করবে যে, ঈমান হচ্ছে: ঈমানদার দাসকে মুক্ত করা এবং সে দলীল পেশ করবে এটার দ্বারা যে,

بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَهُ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنَ النَّارِ»

৩৬০. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি একটি দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তা’আলা তাঁর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রতিটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।”^[৩৯০]

অন্য একটি মূর্খ এ দাবি করবে যে, সম্পূর্ণ ঈমান হচ্ছে: আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা এবং সে দলীল হিসেবে পেশ করবে:

بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى»

৩৬১. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নামের আগুনে এমন কেউ প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার ভয়ে ভীত হয়ে কান্না করে।”^[৩৯১]

অনুরূপভাবে অন্য একটি মূর্খও এ দাবি করবে যে, সম্পূর্ণ ঈমান হচ্ছে: আল্লাহর রাস্তায় একদিন ছাওম পালন করা এবং সে দলীল পেশ করবে:

[৩৮৮] বুখারী; হা/৯০৭।

[৩৮৯] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আহমাদ; ৩/২৫৬, তিরমিযি; হা/১৬৩৩, নাসাঈ; হা/৩১০৯ ও ৩১১৩।

[৩৯০] বুখারী; হা/৬৭১৫।

[৩৯১] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আহমাদ; ৩/২৫৬, তিরমিযি; হা/১৬৩৩, নাসাঈ; হা/৩১০৯ ও ৩১১৩।

بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ
النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.

৩৬২. নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার মাধ্যমে: “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন ছাওম পালন করবে, আল্লাহ তা‘আলা সত্তর বছর তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন।”^[৩৯২]

অন্য একটি মূর্খও এ দাবি করবে যে, সম্পূর্ণ ঈমান হচ্ছে: কোন কাফিরকে হত্যা করা এবং সে এ ব্যাপারে দলীল পেশ করবে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার মাধ্যমে: “কোন কাফির আর তার হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ
فِي النَّارِ أَبَدًا.

৩৬৩. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন: “কোন কাফির আর তার হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।”^[৩৯৩]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمتهما الله) বলেন: এ জাতীয় কথাগুলি সবই ফযীলতের ক্ষেত্রে, যা বিস্তারিতভাবে কিতাবে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আর আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত। যেহেতু আমরা উদ্দেশ্য করেছি যে, আমাদের উল্লেখিত উক্ত আমলগুলো ও অনুরূপ অন্যান্য আমলগুলোর ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছেন তা হচ্ছে তাদের ফযীলতের ক্ষেত্রে। নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা দ্বারা উদ্দেশ্য করেননি যে, তিনি উল্লেখ করেছেন এমন প্রতিটি আমল, তার আমলকারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবে অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। ‘সম্পূর্ণ ঈমান’ ও এ রকমই নয়। বরং নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন: “যে ব্যক্তি বলবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই’ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” অথবা “জাহান্নামের উপরে হারাম করে দেওয়া হবে।” এ কথার ফযীলত বর্ণনার উদ্দেশ্যে, বরং এটা নয় যে, এটুকুই সম্পূর্ণ ঈমান, যেমনটি কতিপয় এমন মানুষ দাবি করে থাকে, যারা

[৩৯২] বুখারী; হা/২৮৪০।

[৩৯৩] মুসলিম; হা/১৩০-১৮৯১।

ইলমকে (জ্ঞান) অনুধাবন করতে পারে না এবং সত্যকে গোঁড়ামীর কারণে উপেক্ষা করে।

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “কোন কাফির আর তার হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।” এটি হচ্ছে: এ শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ। যার বিস্তারিত বর্ণিত শব্দের হাদীছ হচ্ছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَغْنِي أَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ الْمُسْلِمُ وَقَارَبَ.

৩৬৪. আবু হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন: “তারা দুজনে জাহান্নামে কখনো এক স্থানে মিলিত হবে না, এমন একজন মুসলিম যে কোন কাফিরকে হত্যা করেছে তারপরে উক্ত মুসলিম সঠিক পন্থায় চলেছে এবং নৈকট্য লাভ করেছে।”^[৩৯৪]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمهما الله) বলেন: অনুরূপভাবে আমরা আমলসমূহের ফযীলতের ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করেছি, সে ব্যাপারে বলি: “নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে থেকে এর কতিপয় বিষয়গুলোতে আমল করবে এরপর নিজেকে সঠিক পন্থায় চালিত করবে, নৈকট্য লাভ করবে এবং তার ঈমানের উপরে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। যদিও সে সামান্য কিছু গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে কাফিরের হত্যাকারী ব্যক্তি যখন সে ঈমানের উপর মারা যাবে তখন সে উক্ত নিহত কাফিরের সাথে একই স্থানে জাহান্নামের মধ্যে মিলিত হবে না। তবে এটা নয় যে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং অন্য কোন স্থানেও না, যদিও আল্লাহ তা‘আলার সাথে শিরক করা ছাড়া সে সমস্ত কবির গুনাহ করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, জাহান্নামের রয়েছে সাতটি দরজা, আর তিনি ইবলিসকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾

“নিশ্চয়ই আমার বান্দা যারা, তাদের উপরে তোমার কোন আধিপত্য নেই তবে পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদের কথা ভিন্ন।” সূরা আল-হিজর: ৪২। এখান থেকে আল্লাহর বাণীর এ পর্যন্ত:

﴿لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾

“প্রত্যেকটি দরজার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট এবং বণ্টিত অংশ।” সূরা আল-হিজর: ৪৪।

আমাদের রব আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি ইবলিসের অনুসারী পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন, আর জাহান্নামের দরজার সংখ্যা অনুপাতে এবং প্রত্যেকটি দরজার জন্য একটি করে নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করেছেন, আর এখান থেকে তিনি তাঁর একনিষ্ট (মুখলিস) বান্দাদেরকে আলাদা করেছেন।

সুতরাং প্রত্যেকটি এমন গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ধমক প্রদান করেছেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে ইবলি পথচ্যুত করেছে, আল্লাহ তা‘আলা যদি চান মুসলিমদের থেকে শিরক ছাড়া অন্যান্য সকল পাপাচারকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন, যদিও উক্ত ব্যক্তি তা হতে তওবা না করে। অনুরূপভাবে তিনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট কিতাবে এটাও জানিয়েছেন যে,

﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

“তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্য তিনি চান”। সূরা আন-নিসা: ৪৮।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে, তিনি আদমকে (আলাইহিস সালাম) নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তাঁর জান্নাতে আশ্রয় দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদিগকে তাকে সিজদা করার জন্য বলেছেন। তবুও সে আল্লাহর অবাধ্যতা করেছিল, আর তাই সে বিচ্যুতও হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কোমলতা এবং রহমতের মাধ্যমে তাকে এরপরেও বাছাই করে নিয়েছেন এবং তার থেকে তওবা কবুল করেছেন এবং তাকে পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রহমত এবং ক্ষমা থেকে তার এই বিচ্যুতিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে বঞ্চিত করেননি।

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُؤَيْتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَهْلَ مَعْنَاهَا الْمُعْتَرِلَةُ، وَالْخَوَارِجُ وَاحْتَجُّوا بِهَا، وَادَّعَوْا: أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ مِنْهَا مُخَلَّدٌ فِي النَّارِ، مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ الْجَنَانُ وَالْفِرْقَةُ الْأُخْرَى: الْمُرْجَةُ كَفَرَتْ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وَأَنْكَرَتْهَا وَدَفَعَتْهَا جَهْلًا مِنْهُمْ بِمَعَانِيهَا

নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এমন হাদীছসমূহ যার অর্থের ব্যাপারে মুতাযিলা ও খারেজীরা অজ্ঞাত হওয়ায় তারা এগুলো দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে এবং দাবি করে যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবাহ না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে এবং জান্নাতসমূহ তাদের উপরে হারাম হয়ে যাবে। অন্যদিকে একটি অন্য ফিরকা হচ্ছে মুরজিয়া, যারা এ হাদীছগুলোকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে থাকে আর এর অর্থসমূহকে এড়িয়ে যায়, এ সংক্রান্ত বর্ণনা।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبَا بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ، قُلِّي مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.

৩৬৫. সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ও আবু বাকরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা তারা উভয়েই বলেছেন: [একটি বিষয়] যা আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমার দুই কান বলতে শুনেছে এবং আমার হৃদয় তা মুখস্থ করে নিয়েছে, তা হচ্ছে- তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে দাবি করবে অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।” [৩৯৫]

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» فَذَكَرْتُ لِأَبِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قُلِّي مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৬৬. সা‘দ ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার নিজের পিতা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের পিতা বলে দাবি করবে অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।” তিনি বললেন: আমি এ কথা

আবু বাকরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুহু কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন: “আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমার দুই কান বলতে শুনেছে এবং আমার হৃদয় তা মুখস্থ করে নিয়েছে।”^[৩৯৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ادَّعَى لغيرِ أبيه فَلَنْ يَرَحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا.

৩৬৭. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা ছাড়া অন্য কাউকে পিতা দাবি করবে, সে কখনো জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্ব হতেও পাওয়া যাবে।”^[৩৯৭]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رضي الله عنه) বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘোষণাকৃত আরো একটি বিষয়ের কথা শুনে নাও, যে ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন যে, কতিপয় পাপ ও ত্রুটিতে লিপ্ত ব্যক্তির জন্যও জান্নাত হারাম হবে, কিন্তু সেটা কুফর নয় এবং তা ঈমানকেও নষ্ট করে দেয় না। যেমনটি ধারণা করে খারেজী ও মুতায়িলারা তা নয়।

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

৩৬৮. হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”^[৩৯৮]

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا، يَنْتُمُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ.

৩৬৯. হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: তার কাছে পৌঁছল যে, এক ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনকে বলে। তখন হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

[৩৯৬] ৩৬৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

[৩৯৭] ছুহীহ: আহমাদ; ২/১৭১, ইবনু মাজাহ, হা/২৬১১।

[৩৯৮] বুখারী; হা/৬০৫৬, মুসলিম, হা/১০৫-১৬৯।

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনকে বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”^[৩৯৯]

সুফিয়ান বলেছেন: চোগলখোর হচ্ছে: যে ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনকে বলে। সুতরাং তোমরা এখন শুনে নাও অন্য এক জাতীয় বর্ণনা, যেখানে ত্রুটি-বিদ্যুতিতে লিপ্ত এবং গুনাহগার ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে তা এমন কুফুরি নয় যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেবে। যেমনটি খারিজি এবং মুতাযিলারা ধারণা করে থাকে।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَمِينِهِ فَقَدْ أُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَكَ.

৩৭০. আবু উমামা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের অধিকার মিথ্যা শপথের মাধ্যমে হরণ করবে, আল্লাহ তা’আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে ওয়াজিব করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন: যদি তা অতি অল্প বিষয় হয়ে থাকে? তখন তিনি বললেন: “যদিও তা মিসওয়াকের দণ্ড পরিমাণ হোক না কেন।”^[৪০০]

অধ্যায়: ৭২

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ يَحْسِبُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ أَنَّهَا خِلَافُ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا لِاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَسَنِينِ مَعْنَاهَا وَنُؤَلِّفُ بَيْنَ الْمُرَادِ مِنْهَا إِنْ وَفَّقَ اللَّهُ لِدَلِيلِكَ وَشَاءَ هُ

এমন হাদীছসমূহের বর্ণনা, যে ব্যাপারে অনেক অজ্ঞ মানুষ ধারণা করে থাকে যে, তা আমরা ইতোপূর্বে যে হাদীছগুলো পেশ করেছি তার বিপরীত, যেহেতু এর শব্দসমূহ পূর্বের থেকে আলাদা। আমরা অচিরেই এগুলোর অর্থ বর্ণনা করব, আর এগুলোর উদ্দেশ্য উল্লেখ করব, যদি আল্লাহ তাওফীক দেন এবং ইচ্ছা করেন

[৩৯৯] ৩৬৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

[৪০০] মুসলিম, হা/১৩৭।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَأَنَا أَقُولُ أُخْرَى: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ: وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وَأَنَا أَقُولُ: وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৩৭১. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা বলেছেন, আর আমি অন্য আরেকটি কথা বলছি। তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আল্লাহর সাথে কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা অবস্থায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” আর আমি বলি: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর সে আল্লাহর সাথে কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৪০১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করা অবস্থায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” আর আমি বলি: “যে ব্যক্তি মারা যাবে আর সে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে সমকক্ষ নির্ধারণ করবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৪০২]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ.

৩৭২. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করল, দু’টি আবশ্যিককারী কী? তিনি বললেন: “আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক না করে যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক করে যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে আগুনে [জাহান্নামে] প্রবেশ করবে।”^[৪০৩]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

[৪০১] বুখারী; হা/৬৬৮৩।

[৪০২] ছহীহ: বাযযার; হা/১২৮১।

[৪০৩] মুসলিম; হা/১৫১-৯৩।

৩৭৩. আবু সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক না করে যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”^[৪০৪]

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُوجِبَتَانِ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ.

৩৭৪. জাবির রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “দু’টি আবশ্যিককারী বিষয় হচ্ছে: আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক না করে যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শিরক করে যে ব্যক্তি মারা যাবে, সে আগুনে [জাহান্নামে] প্রবেশ করবে।”^[৪০৫]

অধ্যায়: ৭৩

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُؤِيَتْ فِي حَرَمَانَ الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ ارْتَكَبَ بَعْضَ الْمَعَاصِي الَّتِي لَا تُزِيلُ الْإِيمَانَ بِأَسْرِهِ

এমন হাদীছসমূহের বর্ণনা, যেগুলো বর্ণিত হয়েছে এ মর্মে যে, জান্নাত হারাম হবে তাদের জন্যও যারা এমন গুনাহে লিপ্ত যেগুলো ঈমান হতে খারিজ করে দেয় না।

মুতাযিলা ও খারিজীরা এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা এ সমস্ত গুনাহে অথবা এর কতিপয়ে লিপ্ত ব্যক্তি হতে ‘মুমিন’ নামটি অপসারণ করেছে। আমি এগুলোর অর্থকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করব, এগুলোর সাথে আমাদের আগে বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করব, যেগুলো দ্বারা মুরজিয়ারা দলীল পেশ করে থাকে। আর তাদের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এ মর্মে যে, এ জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি বা গুনাহে লিপ্ত হওয়া ‘পূর্ণ ঈমান’ [হতে বের হয়ে যাওয়া], [যেহেতু] তার ঈমানের মধ্যে কোন কমতি হয় না। যদি আল্লাহ এ ব্যাপারে তাওফীক দেন এবং তিনি ইচ্ছা করেন

[৪০৪] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আহমাদ; ৩/৭৯।

[৪০৫] মুসলিম; হা/৯৩।

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

৩৭৫. জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “(আত্মীয়তার) সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”^[৪০৬]

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالذَّيْثُ، وَرَجُلَةٌ النِّسَاءِ.

৩৭৬. উমার রদিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না: পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান, দাইয়ুছ এবং নারীর বেশধারী পুরুষ।”^[৪০৭]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَاقٌ وَالِدَيْهِ، وَمُذْمِنٌ خَمْرٍ، وَمَنَّاؤٌ بِمَا أُعْطِيَ.

৩৭৭. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিইয়াল্লাহু আনহুমা নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, “তিন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যাদের প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং দান করে স্বীয় দানের খোটা দানকারী ব্যক্তি।”^[৪০৮]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَمُذْمِنٌ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّاؤُ بِمَا أُعْطِيَ.

৩৭৮. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিইয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তিন শ্রেণীর মানুষ

[৪০৬] বুখারী; হা/৫৯৮৪, মুসলিম, হা/২৫৫৬।

[৪০৭] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: হাকিম; হা/২৪৪।

[৪০৮] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আহমাদ; ২/১৩৪, নাসাঈ; হা/২৫৬২।

রয়েছে, যাদের দিকে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাকিয়েও দেখবেন না: পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং দান করে খোটা দানকারী।”^[৪০৯]

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» قَالَ: يُرِيدُ الرَّحِمَ.

৩৭৯. জুবাইর ইবনু মুত্ব‘ইম রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”^[৪১০] রাবী বলেছেন: তিনি এর দ্বারা ‘আত্মীয়তার সম্পর্ক’ কে উদ্দেশ্য করেছেন।

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بَغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْمَ رِيحَهَا.

৩৮০. আবু বাকরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, “যে ব্যক্তি কোন চুক্তিতে থাকা অমুসলিম ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, তার উপরে আল্লাহ জান্নাতকে এমনভাবে হারাম করে দেবেন যে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ ও পাবে না।”^[৪১১]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرِبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَا يَمُوتُ فِي مَثَانَتِهِ شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِهَا الْجَنَّةُ.

৩৮১. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, সে মদ পান করবে আর তার চল্লিশ রাত পর্যন্ত ছলাত কবুল হবে। কারো মুত্রপ্রণালীতে এটা থাকা অবস্থাতে সে মারা গেলে, আল্লাহ এটার কারণে তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।”^[৪১২]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمته الله) বলেন: এই হাদীছের অর্থ দু’টি:

[৪০৯] ৩৭৭ নং হাদীছের তাখরীজ দ্রষ্টব্য।

[৪১০] ৩৭৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

[৪১১] ছহীহ: আহমাদ; ৫/৩৬ ও আবু দাউদ; হা/২৭৬০।

[৪১২] হাসান: হাকিম; হা/৭৩১৬।

প্রথমত: “সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না” তথা: কিছু কিছু জান্নাতে। যেহেতু নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, একটি জান্নাতের মধ্যে অনেকগুলো জান্নাত থাকবে।

দ্বিতীয় অর্থ: যা আমি ইতোপূর্বে অবহিত করেছি অসংখ্য বার যে, আহলুত তাওহীদ বা তাওহীদপন্থিদের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে আসা সকল সতর্কবাণীই শর্তের ভিত্তিতে হবে, তথা: যদি আল্লাহ তাকে ক্ষমা, অনুগ্রহ ও করুণা না করেন তবে। সুতরাং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলে উক্ত ভুলের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে না, কেননা মহা প্রতাপশালী আল্লাহ তাঁর সুস্পষ্ট কিতাবে জানিয়েছেন: শিরক ছাড়া অন্যান্য কাবীরা গুনাহ তিনি কখনো এমনিতেই ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না, এছাড়া তিনি অন্যান্য পাপ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন”। সূরা আন-নিসা: ৪৮।

আমি এই অর্থের আরো দলীল গ্রহণ করেছি: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীছ থেকে যা আমি উক্ত স্থানে উল্লেখ করিনি। তিনি তার নিম্নোক্ত কথা দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন:

«مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بَيِّمِينَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»

“যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের সম্পদকে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে হরণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।” অর্থাৎ তবে আল্লাহ যাকে ক্ষমা করতে চাইবেন তাকে শাস্তি দিবেন না।

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَشْعَثِ، أَنَّ الْأَشْعَثَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَبَ لَهُ غُلَامًا فَغَضِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا وَهَبْتُ لَكَ شَيْئًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرًا لِيَقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ عَلَيْهِ غَضَبَانُ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ.

৩৮২. কায়স ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আশ‘আছ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নিশ্চয়ই আশ‘আছের একজন গোলামকে সে কিছু দান করেছেন, তারপরে তিনি [তার উপরে] রাগান্বিত হলে তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! তোমাকে আমি কোন কিছুই দান করিনি।

যখন সকাল হল, তখন সে তার কাছে সবকিছু ফেরত দিল। এরপর তিনি বললেন: আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে কোন মিথ্যা শপথ করে, যেন সে কোন মুসলিমের মালকে হরণ করতে পারে। আল্লাহ তা‘আলার সাথে সে কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎ করবে এ অবস্থায় যে তিনি তার উপরে রাগান্বিত থাকবেন। যদি আল্লাহ তা‘আলা চান তাকে ক্ষমা করবেন, আর যদি তিনি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।”

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمتهما) বলেন: তোমরা সুস্পষ্ট হাদীছ শুনে নাও আমি যা উল্লেখ করেছি তার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে: “অবশ্যই জান্নাত [এমন হবে], একটি জান্নাতের মধ্যে সেখানে অনেকগুলো জান্নাত থাকবে আর এই জান্নাতের নাম প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা করেও প্রযোজ্য হবে।”

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ أُمَّ الرَّبِيعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ، وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ، وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ الثُّكُلَ قَالَ: يَا أُمَّ حَارِثَةَ: إِنَّهَا جَنَانٌ، وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى.

৩৮৩. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উম্মু রুবাই‘য়ি বিনতুল বারা, যিনি হারিসাহ ইবনু সুরাকার মা ছিলেন, তিনি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন: হে আল্লাহর নাবী! আপনি হারিসাহ ইবনু সুরাকা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন কি? তিনি বদরের যুদ্ধে অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শাহাদাত লাভ করেন। সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ছবর করব, তা না হলে আমি তার জন্য অবিরাম কাঁদতে থাকব। তিনি বললেন: হে হারিসাহর মা! অসংখ্য জান্নাত রয়েছে, আর আপনার ছেলে সর্বোচ্চ [জান্নাত] ফিরদাউসে উপনীত হয়েছে।”[৪১৩]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما) বলেন: ইতোপূর্বেই আমি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছি:

أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ، كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدَّرِّيَّ فِي أَفْقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمَا، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ، قَالَ: بَلَى، رَجُلٌ آمَنُوا بِاللَّهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ.

৩৮৪. অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের প্রাসাদের অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা আকাশের দিগন্তসমূহের মধ্য হতে কোন একটি দিগন্তে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণে। কতিপয় ছাহাবী তখন বললেন: সেটা তো নাবীগণের অবস্থান। তারা ব্যতীত অন্য কেউই তো সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। তিনি বললেন: “হ্যাঁ, তবে একদল মানুষ, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে।”^[৪১৪]

وَأَمَلَيْتُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِنْ دَرَجِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ مِائَةٍ عَامٍ.

৩৮৫. আমি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছসমূহ উল্লেখ করেছি: “জান্নাতের স্তরসমূহের মধ্য হতে প্রতিটি স্তরের দূরত্ব হবে একশত বছরের পথের সমান।”^[৪১৫]

অধ্যায়: ৭৪

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ} [الحج: ٦٦] ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ لَيْسَ يَنْفِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْيِي الْإِنْسَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ

আল্লাহর বাণী: “আর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, এরপরে তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন, তারপরে আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন” সূরা হজ্জ: ২২। এটা আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে দুইবারের বেশি জীবিত করাকে নাকচ করে না, এ সংক্রান্ত দলীল।

[৪১৪] বুখারী; হা/৩২৫৬, মুসলিম, হা/২৮৩১।

[৪১৫] বুখারী; হা/২৭৯০, তিরমিযী, হা/২৫৩৭।

এটি তাদের বিপরীতে দলীল: যারা দাবি করে এবং কবরের আযাবকে অস্বীকার করে এ ধারণার প্রেক্ষিতে যে, ক্বিয়ামত কায়েম হওয়ার আগে আল্লাহ কবরে কাউকে জীবিত করবেন না। তারা এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে:

﴿قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ﴾

“হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দুইবার মৃত্যু দিয়েছেন আর দুইবার জীবন দান করেছেন।” সূরা গাফির/মুমিন: ১১। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾

“অথবা ঐ ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল, যা তার ছাদের উপর বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। সে বলল: মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ একে জীবিত করবেন? তারপরে আল্লাহ তাকে একশত বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপরে তাকে জীবিত করলেন।” সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৯।

আল্লাহ তা‘আলা এই ব্যক্তিকে দুইবার জীবিত করেছেন। ক্বিয়ামতের দিনে জীবিত করার (পুনরুত্থানের) আগেই। এবং অচিরেই ক্বিয়ামতে তাকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলে যে, আল্লাহ তা‘আলা এই বান্দাকে দুইবার জীবিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা তাদের বাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর ভয়ে আর তারা সংখ্যায় হাজার হাজার ছিল? এরপরে আল্লাহ তাদেরকে বললেন: তোমরা মরে যাও, তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন।” সূরা আল-বাকারাহ: ২৪৩।

আল্লাহর কিতাব এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহ তা‘আলা এই দলটিকে জীবিত করবেন এবং তাদেরকে ইতোপূর্বে বর্ণিত জীবিত হওয়া সহ তিনি তাদেরকে তৃতীয়বার জীবিত করবেন।

এই সমস্ত মূর্খরা দাবি করে যে, আল্লাহ তা‘আলা পুনরুত্থানের আগে কবরের মধ্যে কাউকে জীবিত করবেন না। অথচ আল্লাহর কিতাবে এবং তার নাবী

ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাতসমূহের মধ্যে তাদের এই বাতিল দাবির সাথে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, ফিরাউনের বংশধরদের উপরে সকাল ও সন্ধ্যায় আগুনকে উপস্থাপন করা হয়।

এই আয়াতের ধারাবাহিকতা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়: জাহান্নামের আগুনকে তাদের সামনে সকালে এবং সন্ধ্যায় উপস্থাপন করা হতে থাকবে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত। এটা অসম্ভব যে, আগুনকে উপস্থাপন করা হবে তাদের শরীরের সামনে যার মধ্যে রুহ অবশিষ্ট নেই, আর ঐ ব্যক্তি জানতেও পারবে না যে তার উপরে আগুনকে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخْبَرَ أَيْضًا أَنَّ النَّارَ تُعْرَضُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، كَذَلِكَ أَخْبَرَ أَنَّ الْجَنَّةَ تُعْرَضُ عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ غَدَاً وَعَشِيًّا إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا

আর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, “প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কাছে জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হবে, যখন সে জাহান্নামী হয়ে থাকে।” অনুরূপভাবে তিনি আরো সংবাদ দিয়েছেন: “প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কাছে জান্নাতকে উপস্থাপন করা হবে সকালে এবং সন্ধ্যায়, যখন সে জান্নাতী হয়ে থাকে।”

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالُوا: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ.

৩৮৬. ইবনু উমার রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন: যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা যাবে, তার স্থানকে সকাল এবং সন্ধ্যায় তার কাছে উপস্থাপন করা হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি জান্নাতের অধিবাসী হয়ে থাকে তাহলে জান্নাতের অধিবাসীদের, আর যদি সে জাহান্নামী হয়ে থাকে তবে জাহান্নামীদের। আর তাকে বলা হবে: “এটাই তোমার অবস্থান যতক্ষণ না তুমি সেখানে পুনরুত্থিত হচ্ছ।” [৪১৬]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমাহ (رحمتهما) বলেন: এটি হচ্ছে এমন হাদীছ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে: কবরে থাকা ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে জীবিত করা হবে এবং এই আয়াতটি আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, জান্নাত এবং জাহান্নাম দু’টিই

সৃষ্ট হয়ে আছে। এমন নয় যেমনটি জাহমীয়ারা দাবি করে থাকে যে, তাদেরকে এখনো সৃষ্টি করা হয়নি।

এখন তোমরা এমন একটি হাদীছ শুনে নাও, যা ইঙ্গিত প্রদান করে যে, ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের আগে আল্লাহ তা‘আলা কবরে থাকা ব্যক্তিকে জীবিত করবেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

৩৮৭. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি মূসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলাম, তখন সে তার কবরে ছলাত আদায় করা অবস্থায় ছিলেন।”^[৪১৭]

অধ্যায়: ৭৫

بَابُ ذِكْرِ مَوْضِعِ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ

আসমান সৃষ্টির আগে আল্লাহ তা‘আলার আরশের স্থান সম্পর্কে আলোচনা

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا: قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ: كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ: ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُونَهَا السَّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا.

৩৮৮. ইমরান ইবনু হুসাইন রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আমি নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম,

আর আমার উটনীটিকে দরজার কাছে বাধলাম, তখন তার কাছে বানী তামীমের কিছু লোক আসলেন। তিনি বললেন: “হে বানী তামীম! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।” তারা বললেন: আপনি তো আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন, এবার আমাদেরকে কিছু দান করুন। এটা দুইবার বললেন। অতঃপর তার কাছে ইয়ামানের কিছু লোক আসলেন। তিনি তাদেরকে বললেন: “হে ইয়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। যেহেতু বানু তামীম সেটাকে গ্রহণ করেনি।” তারা বললেন: হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম। তারা আরো বললেন: আমরা এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম। তখন তিনি বললেন: “একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, তিনি ছাড়া আর অন্য কোন কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে। অতঃপর তিনি যিকরে [লাওহে মাহফুজে] সব কিছু লিপিবদ্ধ করলেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।” এ সময় একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিল: হে ইবনু হুসাইন! আপনার উটনী পালিয়ে গেছে। তখন আমি চললাম আর দেখলাম তা এত দূরে চলে গেছে যে, তার পিছনে শুধু মরীচিকা রয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! তখন আমি উটনীটিকে একেবারে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলাম।”^[৪১৮]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ: «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَصُرُ كُلِّ سَّمَاءٍ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، يَعْنِي غِلْظُهَا، وَمَا بَيْنَ السَّمَاءَيْنِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَبَيْنَ الْمَاءِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَمَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِكُمْ شَيْءٌ».

৩৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের রাস্তা, প্রত্যেক আসমানের পুরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা, প্রতি দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা, কুরসী ও পানির মধ্যকার দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা, আরশ হচ্ছে পানির উপরে আর আল্লাহ হচ্ছেন আরশের উপরে। তবুও তাঁর কাছে তোমাদের কোন কাজই গোপন থাকে না।”^[৪১৯]

وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} [البقرة: ২৯] قَالَ: " خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ قَبْلَ السَّمَاءِ، فَلَمَّا خَلَقَ الْأَرْضَ ثَارَ مِنْهَا الدُّخَانُ، فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ} [فصلت: ১১]

[৪১৮] বুখারী; হা/৩১৯১। হাদীছের শব্দগুলো ছহীহ বুখারীর।

[৪১৯] আছার হিসেবে হাসান: পূর্বে এর আলোচনা গত হয়েছে।

قَالَ: {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [البقرة: ٢٩] قَالَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، وَسَبْعَ أَرْضِينَ
بَعْضُهُنَّ تَحْتَ بَعْضٍ.

৩৯০. আল্লাহর এ বাণী:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য যমীনে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন আর তারপরে তিনি আসমানে উঠেছেন।” সূরা আল-বাকারাহ: ২৯।

এ আয়াতের ব্যাপারে মুজাহিদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহ আসমানের আগে যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। যখন তিনি যমীনকে সৃষ্টি করলেন, তখন ধোঁয়াতে ছেয়ে গেল। আর এটা যখন তিনি বলেছেন:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾

“তারপর তিনি আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন আর তা ছিল ধোঁয়া।” সূরা ফুসসিলাত: ১১। তিনি বলেছেন:

﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾

তারপরে তিনি সাতটি আসমানকে সমান করলেন। সূরা আল-বাকারাহ: ২৯।

তিনি বলেছেন: তাদের একটির উপরে আরেকটি। আর সাতটি যমীনকে, একটিকে অপরটির নিচে।”^[৪২০]

অধ্যায়: ৭৬

وَيُلْحَقُ فِي الْأَبْوَابِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ

এই কিতাবে আমরা ইতোপূর্বে যা উল্লেখ করেছি তার সাথে পরিশিষ্ট হিসেবে যোগকৃত অধ্যায়।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مُسْتَتِرًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ كَثِيرٌ شَحْمٌ بَطُونُهُمْ، وَقَلِيلٌ فَقَهُ قُلُوبُهُمْ، قُرْشِيُّ وَخَتْنَاهُ، ثَقْفِيَّانِ أَوْ ثَقْفِيٍّ وَخَتْنَاهُ قُرْشِيَّانِ، قَالَ: فَتَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ لَمْ أَفْهَمْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرُونَ اللَّهَ يَسْمَعُ كَلَامَنَا هَذَا، قَالَ: فَقَالَ الْآخَرُ: أَرَى أَنَا إِذَا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا سَمِعَهُ، وَإِذَا لَمْ نَرْفَعْهَا لَمْ يَسْمَعْهُ، فَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا سَمِعَهُ كُلُّهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ} [فصلت: ٢٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

৩৯১. আব্দুল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি কা'বার পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিলাম। তখন তিনজন লোক সেখানে আসল যাদের পেটে বেশ পরিমাণ মেদ ছিল এবং অন্তরের বুকের গভীরতা ছিল কম। তাদের একজন ছিল কুরাইশ এবং অপর দু'জন ছিল তার জামাতা, সাকীফ গোত্রের কিংবা একজন ছিল সাকীফ গোত্রের এবং অপর দু'জন ছিল তার কুরাইশ বংশীয় জামাতা। তিনি বলেন: তারা এমন কথাবার্তা বলতে লাগলে যা আমি বুঝতে পারলাম না। তারপর তাদের একজন বলল: তোমরা কি মনে কর, আমাদের এ কথা আল্লাহ শুনছেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল: আমরা উচ্চস্বরে কিছু বললে তিনি তা শুনতে পান এবং উচ্চস্বরে না বললে শুনতে পান না। তৃতীয়জন বলল: তিনি যদি কোন কথা শুনতে পান, তাহলে সবই শুনতে পাবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন:

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

“তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না। বরং তোমরা মনে করেছিল যে, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না।” সূরা ফুসসিলাত: ২২।
এখান হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।^[৪২১]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رضي الله عنه) বলেন: ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীছ, যা আমি ‘কিতাবুল জিহাদ’ এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার এই আয়াতের ব্যাপারে বর্ণনা করেছি:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾

“তুমি কখনো ধারণা করো না, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তারা মৃত। বরং তারা হচ্ছে জীবিত।” সূরা আলে-ইমরান: ১৬৯।

আর জান্নাতের মধ্যে: “তোমার রব তাদের দিকে [উপর থেকে] তাকিয়ে দেখবেন আর তিনি বলবেন: তোমরা কি অন্তরে কোন কিছুর আশা পোষণ কর? তাহলে তা আমি তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেব।”^[৪২২]

প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যার আরবদের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে সে জানে যে, কোন বস্তুর দিকে ‘[উপর থেকে] তাকিয়ে দেখা’ এটা উচ্চ স্থান থেকে নিচু স্থানের দিকেই হয়ে থাকে। যদি জাহমীয়ারা যেমন চিন্তা করেছে ব্যাপারটি তেমনি হত, তথা: আল্লাহ তা‘আলা মানুষের সঙ্গে এবং তাদের নিচে এবং সপ্তম জমিনের নিচেও থাকতেন, তাহলে “তাদের প্রতি তোমার রব [উপর থেকে] তাকিয়ে দেখেছেন” এ কথার কোন অর্থ থাকে না।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُجْمَعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُونَ، فَتَصْعَدُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّكَ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: أَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ."

৩৯২. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “রাত ও দিনের ফেরেশতারা তোমাদের কাছে একত্রিত হয় ফজরের ছলাত এবং আছরের ছলাতের সময়ে। এরপরে একত্রিত হয়ে যারা তোমাদের কাছে রাতে ছিল, তারা উপরে গমন করে, আর দিনের ফেরেশতারা অবস্থান করতে থাকে। তখন তাদেরকে তোমার রব জিজ্ঞাসা করেন: “তোমরা আমার বান্দাদেরকে কিভাবে রেখে এসেছ? তারা বলেন: “আমরা তাদেরকে এমন অবস্থাতে রেখে এসেছি যে,

তারা ছুলাত আদায় করছিল, আমরা যখন গমন করেছিলাম তখনও তারা তারা ছুলাত আদায় করছিল।^[৪২৩]

এই হাদীছের মধ্যে যা স্পষ্ট হয়েছে, সাব্যস্ত হয়েছে এবং বিশুদ্ধ বলেও প্রমাণিত হয়েছে, তা হচ্ছে: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আসমানে রয়েছেন। আর ফেরেশতারা তাঁর দিকে দুনিয়া থেকে উপরের দিকে ওঠেন। এমনটি নয়, যেমনটি জাহমীয়া-মু‘আত্তিলারা ধারণা করে থাকে যে, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে আছেন এবং আসমানেও আছেন। যদি ব্যাপারটি এ রকম হতো যেমনটি জাহমীয়ারা ধারণা করে, তবে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে দুনিয়াতেই উক্ত আমল পেশ করতেন অথবা তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে সবচেয়ে নিচের যমীনের দিকে নেমে যেতেন। আল্লাহর সকল লানত ধারাবাহিকভাবে জাহমীয়াদের উপরে পতিত হোক!

وَعَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَيْتُهُ وَكَلَامُهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَرَأَاهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ»، قَالَ عَامِرٌ: فَأَنْطَلَقَ مَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرَ الْخَبَرَ.

৩৯৩. কা‘ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহ তা‘আলা মূসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে তাঁকে দেখা এবং তাঁর সাথে কথা বলাকে ভাগ করে নিয়েছেন। আর মুহাম্মাদ তাঁকে দুইবার দেখেছেন এবং মূসা তাঁর সাথে দুইবার কথা বলেছেন। আমির বলেন: এরপরে মাসরুক আয়িশা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহার কাছে চলে গেলেন। এরপরে তিনি হাদীছটি উল্লেখ করলেন।^[৪২৪]

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ رَجُلَيْنِ رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وَطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حَبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ رَبَّنَا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي: ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوَطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حَبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٌ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمُوا، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْفِرَارِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أَهْرِيَقَ دَمُهُ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، فَيَقُولُ

[৪২৩] বুখারী, হা/৫৫৫, মুসলিম; হা/৬৩২।

[৪২৪] মাউকুফ হিসেবে ছহীহ: কা‘ব আল-আহবার হতে ছহীহ সানাদে বর্ণিত, আর কা‘ব ইসরাঈলী রিওয়ায়েতের উপরে নির্ভর করতেন না।

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَرَهْبَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أَهْرِيقَ دَمَهُ.

৩৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন: “আমাদের রব আশ্চর্য হন দুই ব্যক্তির জন্য, এক ব্যক্তি যে তার বিছানা ও লেপ থেকে, তার আকর্ষণ ও পরিবারের মধ্য হতে ছলাতের দিকে উঠে দাড়ায়। তখন আমাদের রব বলেন: আমার বান্দার দিকে দেখ, সে তার বিছানা ও লেপ থেকে, তার প্রিয় বস্তু ও পরিবারের মধ্য হতে ছলাতের দিকে উঠে দাঁড়িয়েছে, আমার কাছে যা আছে সেটার প্রতি আগ্রহের কারণে এবং আমার কাছে যা আছে সেই করুণা লাভের আশায়। আর এক ব্যক্তি এমন যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, পরাজিত হয়ে যায়, তখন সে জানে যে, যদি সে পালিয়ে যায় তবে তার কী ধরনের শাস্তি রয়েছে, আর যদি পুনরায় যুদ্ধে ফিরে যায় তবে কী পুরস্কার রয়েছে। তারপরে সে যুদ্ধে ফিরে যায় আমার কাছে যা আছে সেটার প্রতি আগ্রহের কারণে এবং আমার কাছে যা আছে সেই করুণা লাভের আশায়, আর তার রক্ত প্রবাহিত করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন: আমার বান্দার দিকে দেখ, সে যুদ্ধে ফিরে গেল আমার কাছে যা আছে সেটার প্রতি আগ্রহের কারণে এবং আমার কাছে যে শাস্তি আছে তার ভয়ে, আর যতক্ষণ না তার রক্ত প্রবাহিত হয়।^[৪২৫]

وَعَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِي، فِي قَوْلِهِ {وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى} [النجم: ১৩] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي وَبَرٍ رِجْلَيْهِ مِثْلُ الْقَطْرِ عَلَى الْبَقْلِ.

৩৯৫. মুররা আল-হামদানী হতে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী: “আর ইতোপূর্বে সে তাকে আরো একবার দেখতে পেয়েছিল।” সূরা আন-নাজম: ১৩। এ আয়াতের ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন: তিনি জিবরীলকে দেখেছিলেন, তার দুই পায়ের পশমে ছিল মুক্তা যেমন [শিশির বা বৃষ্টির] ফোঁটা তৃণলতা বা শাক-সবজির উপরে থাকে।^[৪২৬]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ عَلَى أَصْبُعٍ، وَالْأَرْضَ عَلَى

[৪২৫] ছহীহ: আহমাদ, ১/৪১৬।

[৪২৬] মাউকুফ আছার হিসেবে ছহীহ: তাফসীরে ইবনু জারীর, ১৩/৫১।

أُصْبِعُ، وَالشَّجَرَ عَلَى أُصْبُعٍ، وَالثَّرَى عَلَى أُصْبُعٍ، وَالْخَلَائِقَ عَلَى أُصْبُعٍ ثُمَّ قَالَ: أَنَا الْمَلِكُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: " {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: ٩١] "

৩৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদা আহলে কিতাবের একটি লোক এসে বলল: হে আবুল ক্বাসিম! আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এক আঙ্গুলের উপরে, যমীনসমূহ এক আঙ্গুলের উপরে, গাছপালা এক আঙ্গুলের উপরে এবং মৃত্তিকারাজী এক আঙ্গুলের উপরে এবং অন্যান্য সকল মাখলুক এক আঙ্গুলের উপরে। এরপরে তিনি বলবেন: “আমিই মালিক।” [ইবনু মাসউদ বলেন] তখন আমি নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসতে দেখলাম এমনকি তার মাড়ির দাঁত বের হয়ে পড়ল, আর তারপরে তিনি বললেন:

“আর তারা আল্লাহকে যথার্থ মার্যাদা দান করেনি। অথচ গোটা পৃথিবীই ক্বিয়ামতের দিন তাঁর মুষ্টিতে থাকবে।” সূরা আয-যুমার: ৬৭। এরকম করে তিনি শেষ পর্যন্ত পড়লেন।^[৪২৭]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ» ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، إِنَّ الْكِبَرَ مِنْ بَطْرِ الْحَقِّ وَغَمَصِ النَّاسِ.

৩৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রদ্বিইয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, তিনি বলেছেন: যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর অনু পরিমাণ ঈমান থাকলে সে [জাহান্নামের] আগুনে থাকবে না। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রসূল! মানুষ তো চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। আর

অহংকার হচ্ছে [ঐ ব্যক্তির কাজ] যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে তুচ্ছ করে।”^[৪২৮]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيُخْرَجُ أَنْاسٌ مِنَ النَّارِ».

৩৯৮. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমার দুই কান আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছে: “অচিরেই জাহান্নাম থেকে কতিপয় মানুষ বের হবে।”^[৪২৯]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكَبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى».

৩৯৯. ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় শাফা‘আতকে আপনি কবুল করুন। তার সর্বোচ্চ মর্যাদাকে উঁচু করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে তার চাওয়াগুলো তাকে দান করুন যেভাবে আপনি ইবরাহীম ও মূসাকে দান করেছেন।

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ عُقُوبَةً بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا ثُمَّ لَيَدْخِلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ».

৪০০. আনাস রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “অবশ্যই কতিপয় লোকের উপরে তাদের কৃত গুনাহের শাস্তি স্বরূপ আগুনের কিছু কাল দাগ পড়বে। এরপরে আল্লাহ তাঁর রহমতের অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”^[৪৩০]

وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৪০১. আনাস ইবনু মালিক রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয়ই প্রত্যেক নাবীর জন্য একটি

[৪২৮] মুসলিম; হা/৯১।

[৪২৯] মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি: তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

[৪৩০] বুখারী। তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

করে দু'আ নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রত্যেকেই তার উক্ত দু'আ তার উম্মাতের জন্য করেছে। আর আমি আমার দু'আটিকে আমার উম্মাতের জন্য শাফা'আত হিসেবে ক্বিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছি।”[৪৩১]

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: خُطِبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِّمَّا يُنْكِرُ النَّاسُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقِيٌّ وَاحِدٌ فَسَرَّهُ وَأَعْجَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَكُونُ أُمَرَاءُ يَقُولُونَ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، يَتَهَايَفُونَ فِي النَّارِ يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

৪০২. মুহাম্মাদ ইবনু ‘উকবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: মু‘আবিয়া রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু একদা খুতবা দিচ্ছিলেন, তিনি এমন একটি বিষয় সম্পর্কে বললেন, যা লোকেরা অপছন্দ করে। তখন এক যুবক ছেলে তার জবাব প্রদান করল। যা তাকে [মু‘আবিয়া রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু] আনন্দিত করল এবং তিনি তা পছন্দও করলেন। এরপরে বললেন: আমি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “এমন সব আমীরগণ আসবে, তারা কথা বলবে কিন্তু তাদের কোন জবাব প্রদান করা হবে না। তারা জাহান্নামে হবে আর তারা একে অপরের অনুসরণ করবে।”[৪০২]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنَ النَّارِ قَدْ اخْتَرَقُوا إِلَّا دَائِرَةً وَجُوهِهِمْ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ».

৪০৩. জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জাহান্নাম হতে অনেকগুলো কওম এমন বের হবে যারা সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে শুধুমাত্র তাদের মুখমণ্ডলের বৃত্ত ছাড়া, এরপরে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[৪০৩]

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصًا فَلَهُ الْجَنَّةُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا يَتَكَلَّمُوا قَالَ: «فَدَعَهُمْ».

[৪৩১] ছুহীহ: তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

[৪৩২] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: আবু ই‘আলা; হা/৭৩৭৭, ত্ববারানীর আল-মুজামুল কাবীর; ১৯/৭৯০।

[৪৩৩] মুসলিম; হা/৩১৯।

৪০৪. উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করলেন, মানুষের মাঝে এই ঘোষণা দিতে যে, “যে ব্যক্তি ইখলাস সহকারে বলবে: ‘আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোন শরীক নেই’ তার জন্য রয়েছে জান্নাত।” তখন উমার রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: “তাহলে তারা নির্ভর করে বসে থাকবে।” তিনি বললেন: “তাদেরকে ছেড়ে দাও।”^[৪০৪]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ».

৪০৫. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা তোমাদের পিতার থেকে [অপছন্দ জনিত] কারণে মুখ ফিরিয়ে নিও না; কেননা যে তার পিতা হতে মুখ ফিরিয়ে নিল, সে কুফুরী করল।”^[৪০৫]

আবু বাকর ইবনু খুযাইমা (رحمتهما) বলেন: “সে কুফুরী করল।” এটি কুফুরীর নাম। যা এমন কিছু গুনাহে ব্যবহার হয়, যা সমূলে ঈমান থেকে মানুষকে বের করে না। তবে ঈমানের মধ্যে কমতি এনে দেয় কিন্তু সম্পূর্ণ ঈমানকে নষ্ট করে দেয় না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْجَنَّةِ» بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪০৬. আবু হুরাইরা রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাতীরা জান্নাতে একে অপরকে দেখতে পাবে।” নাবী ছল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবু সাঈদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ।^[৪০৬]

[৪০৪] শাওয়াহেদ থাকার কারণে হাসান: তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

[৪০৫] বুখারী; হা/৬৭৬৮, মুসলিম; হা/৬২।

[৪০৬] ছহীহ: আহমাদ, ২/৩৩৫, তিরমিযী, হা/২৫৫৬। আবু সাঈদ রদ্বিইয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনায় বুখারী; হা/৩২৫৬ ও মুসলিম; হা/২৮৩১।

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের জন্যই। আমাদের নেতা মুহাম্মাদ,
তার পরিবার ও ছাহাবীদের উপরে আল্লাহর ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]
২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]
৩. আক্বীদাহ আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর
-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]
৪. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা-আবু বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী
[নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]
৫. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৬. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]
৭. লুম'আতুল ই'তিকদ-ইবনে কুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]
৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]
৯. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ
[নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]
১০. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
[নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]
১১. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত
মূল্য : ২৫০ টাকা]
১২. আল ইরশাদ- ছুহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]
১৩. আল ওয়াছ্বাইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]
১৪. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]
১৫. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
-ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]
১৬. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]
১৭. আল আক্বীদাহ আত-ত্বাহবীয়া
- ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ আত-ত্বাহবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]
১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বাহবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]
১৯. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বাহবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]
২০. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২১. কবীরা গুনাহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৩. ক্রিয়ামতের ছুহীহ আলামত- শাইখ 'ইছাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৪. খিলাফাত ও বায়'আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৬. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৮. ফিকহের মূলনীতি

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. এক নজরে ছলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩০. যাকাতুল ফিতর

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩১. আওয়ালিলুশ শুহুর আল আরাবয়িয়াহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

- আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩২. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছুলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৩. মুখতাছার কিতাবুত তাওহীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৩৪. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. ছুলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৫. মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৬. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৭. ইজতিহাদ ও তাকলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩৮. ফায়ছালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৯. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৪০. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাক্কেসী [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৪১. তাওদীহ উছুলিল ফিকহ আল মানাহিজি আহলিল হাদীছ

- যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

